অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স্

(THE POLITICS OF ARISTOTLE)

[আর্নেস্ট বার্কার, বেঞ্জামিন জাওয়েট এবং জে· ই· সি· ওয়েলডন কৃত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদের সহযোগিতায় ভূমিকা, পরিচ্ছেদ রূপরেখা ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি সহ সম্পূর্ণ অনুবাদ]

নির্মলকান্তি মজুমদার

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশনায়ঃ আবদুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ -১৯৬২

মুদ্রণেঃ
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই বিডন রো, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীমতী সীতা মজুমদারকে—

যাঁর অফুরন্ত উৎসাহ ও সহৃদয় সহযোগিতা ছাড়া এই অনুবাদের কাজ হয়তো কোনদিনই শেষ হত না

নিবেদন

আমার অনুবাদ ভাবানুবাদ নয়, আক্ষরিক অনুবাদ। আমি প্রধানত অধ্যাপক বার্কারকে অনুসরণ করেছি, কেননা তাঁর অনুবাদ মূল গ্রন্থের অনুগত। অবশ্য যেখানে অর্থবোধে সন্দেহ হয়েছে অথবা ভাবপ্রকাশে এবং উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচনে অসুবিধা হয়েছে সেখানে পণ্ডিতপ্রবর জাওয়েট ও ওয়েল্ডনের অনুবাদগ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। এই তিন জন সুধীর নিকট আমার সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করছি।

দার্শনিক তথা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ সুখপাঠ্য হওয়া কঠিন। তবে অনুবাদ যাতে বোধগম্য হয় সে দিকে সাধ্যমতো দৃষ্টি রেখেছি। আমার অনুবাদ যদি ভবিষ্যতে আরও মনোজ্ঞ অনুবাদ প্রকাশের পথ একটুও সুগম করে তাহলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

মনে রাখা দরকার যে গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধনীগুলি অ্যারিস্টটলের নিজের ; তৃতীয় বন্ধনীগুলি অধিকাংশই বার্কারের ; মাত্র কয়েকটি আমার যোজনা। বার্কারের মতে অ্যারিস্টটলের উক্তিগুলি এমনই সারগর্ভ যে তাদের সংকোচন অপেক্ষা সম্প্রসারণই অধিক প্রয়োজন। মনে হয় তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত যোজনাগুলি সে বিষয়ে সাহায্য করবে।

পরিশেষে আমার প্রাক্তন সহকর্মী ও ছাত্রদের এবং বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা আমাকে নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছেন। আশা করি তাঁরা আমার দোষত্রুটিও মার্জনা করবেন।

এই গ্রন্থের এক জায়গায় অ্যারিস্টটল বলেছেন যে মানুষের মনেরও জরা আছে। সম্ভবত সেই কারণে আমার অনুবাদের কাজে কিছু বিলম্ব হয়েছে।

মুদ্রণে সহযোগিতার জন্য ঊষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসকে এবং প্রুফ সংশোধনে নিয়মিত সাহায্যের জন্য শ্রীসনৎকুমার গুপ্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নির্মলকান্তি মজুমদার

ভূমিকা

খৃষ্ট পূর্বাব্দ 384-তে অ্যারিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন স্ট্যাগিরা শহরে। গ্রীসের এই ছোট ঔপনিবেশিক শহরটির প্রাচীনত্বের ও সংস্কৃতির প্রচুর গৌরব ছিল। পরে বিক্রমশালী ম্যাসিডোনিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে স্ট্যাগিরার মতো গ্রীসের প্রান্তবর্তী শহরগুলির উপর। অ্যারিস্টটল মানুষ হয়েছিলেন এই আতঙ্কিত আবহাওয়ার মধ্যে। অ্যারিস্টটলের পিতা নিকোম্যাকাস চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায় তাঁর বেশ সুনাম ছিল। তাই তিনি ম্যাসিডোনিয়ার রাজসভায় চিকিৎসক নিযুক্ত হন। সেখানকার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত কদর্য—হত্যা, ষড়যন্ত্র, মত্ততা ছিল প্রতিদিনের চিত্র। রুচিসম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত তরুণের পক্ষে এমন আবহাওয়া আদৌ প্রীতিকর নয়। কাজেই অ্যারিস্টটল ক্রমশ অ্যাথেন্সের সমুজ্জ্বল জীবনের দিকে আকৃষ্ট হন এবং সতর বছর বয়সে অ্যাথেন্সে চলে যান।

অ্যারিস্টটলের বাল্যশিক্ষা ছিল বিজ্ঞানঘেঁষা। ডাক্তার পিতার কাছ থেকে এবং তাঁর পরিবেশ থেকে তিনি পেয়েছিলেন চিকিৎসকের ও জীববিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি। তাছাড়া স্ট্যাগিরা অঞ্চলের সনাতন কৃষ্টিও ছিল বৈজ্ঞানিক। সক্রেটিসের সমকালীন প্রখ্যাত লেখক ও চিন্তানায়ক ডিমোক্রিটাসের বাস ছিল নিকটে। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও চিন্তাধারার প্রভাব অ্যারিস্টটলকে স্পর্শ না করে পারে নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং তিনি প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে যোগদান করেন। সে সময়ে অ্যাকাডেমি জগতের বিজ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। শুধু তাই নয়, আচার্যের ব্যক্তিগত আকর্ষণও অনেকখানি ছিল অ্যারিস্টটলের কাছে।

অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার পর অ্যারিস্টটল সম্পূর্ণভাবে আচার্যের দ্বারা প্রভাবিত হন। অ্যাকাডেমির প্রথম দিনগুলি তাঁর কাছে ছিল যেমন আনন্দের তেমনি বিকাশের। সহপাঠীরা সকলেই উজ্জ্বল প্রতিভা এবং সমৃদ্ধ মন ও চরিত্রের অধিকারী—স্বর্গ ও মর্ত্যের সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত —জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উদ্‌ঘাটনে বিভোর। এমন চমৎকার পরিবেশের সঙ্গে কেমন করে যে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে তা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। কারণটা কতকটা আন্দাজ করা যায়। অ্যারিস্টটলের মন ছিল জীববিদ্যাঘেঁষা, গণিতঘেঁষা নয়। তাই স্বভাবতই তিনি প্লেটোর গণিতভিত্তিক দর্শন গড়ার প্রবণতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। গণিতে তাঁর অধিকার গভীর ছিল না এবং তিনি আশঙ্কা করতেন যে এখানে তিনি গণিতজ্ঞ সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতি-

যোগিতা করতে পারবেন না। তিনি ভাবতেন এখানে সঠিকভাবে নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। যখন স্পিউসিপাস অ্যাকা-ডেমির অধ্যক্ষ হলেন তখন তিনি আঘাত পেলেন, কিন্তু প্লেটোর প্রতি তাঁর আনুগত্য অটুট রইল।

খৃষ্ট পূর্বাব্দ 348–47-এ প্লেটোর মৃত্যু হয়।' তারপর অ্যারিস্টটল অ্যাকা-ডেমি ছেড়ে চলে যান অ্যাসাসে। সেখানে তিনি প্রথম বিবাহ করেন এবং তিন বছর জ্ঞানার্জনে কাটান। তারপর চলে যান লেস্‌বস দ্বীপে এবং সেখানকার সামুদ্রিক প্রাণিকুল সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন।'

খৃষ্ট পূর্বাব্দ 343–42-এ ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ তাঁর পুত্র অ্যালেক-জাণ্ডারের শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন অ্যারিস্টটলের উপর। অ্যারিস্টটল সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ঈশ্বরপ্রেরিত সুযোগ হিসাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞানগুলির প্রধান এবং এর কাজ শাসকদের শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু অ্যারিস্টটল অচিরে হতাশ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে রাজসভার আবহাওয়া তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল একেবারেই নয়। এখানে আদর্শবাদের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এখানকার স্বপ্ন সামরিক জয়লাভের মধ্য দিয়ে ম্যাসিডোনিয়াকে বিশ্বশক্তিতে উন্নীত করা। কিন্তু সভ্যতার সোনার ফসল তো এভাবে মিলবে না, মিলবে কেবল নগররাষ্ট্রের পরিমিত পরিধির মধ্যে।

খৃষ্ট পূর্বাব্দ 335–34-এ ফিলিপেব মৃত্যুর পর অ্যারিস্টটল অ্যাথেন্সে ফিরে এলেন। স্থিব করলেন স্বাধীন শিক্ষাব্রতী হিসাবে এইবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। 'বিদ্যালয়'-এর জন্য নির্দিষ্ট হল একটি মনোরম কুঞ্জ— 'দি লাইসিয়াম'।' সেখানে গাছের ছায়ায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে সকল বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাই তাঁব দর্শনকে লোক উল্লেখ করত ভ্রাম্যমান ('পেরিপ্যাটেটিক') দর্শন বলে। প্লেটোর বিদ্যাপীঠের মতো অ্যাবিস্টটলের বিদ্যাশ্রম ও গ্রীক দর্শন ও জ্ঞানেব পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল।

খৃষ্ট পূর্বাব্দ 323-এ অ্যালেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর অ্যাথেন্সে ম্যাসি-ডোনিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ম্যাসিডোনিয়ার সঙ্গে নানা যোগসূত্র থাকার দরুন অ্যাথেন্সে বাস করা নিরাপদ নয় ভেবে অ্যারিস্টটল তাঁর আধ্যাত্মিক আলয় ছেড়ে ক্যাল্সিসে চলে যান। সেখানে খৃষ্ট পূর্বাব্দ 322-এ তিনি পবলোকগমন করেন।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল একই গৃহে বাস করতেন, কিন্তু তাঁরা স্বভাবত বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখতেন বিভিন্ন বাতায়ন থেকে। তাই তাঁদের বিশ্বাসভূমি হয়েছিল বিভিন্ন। একজন হয়েছিলেন কল্পলোকের যাত্রী; আর একজন হয়েছিলেন পৃথিবীর পথিক। বাস্তব রাষ্ট্রের ব্যর্থতায় ব্যথিত হয়ে প্লেটো

উধাও হয়েছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রের সন্ধানে ; আদর্শ রাষ্ট্রের অপূর্ণতায় অসন্তুষ্ট হয়ে অ্যারিস্টটল ফিরে এসেছিলেন বাস্তব রাষ্ট্রের অঙ্গনে। তিনি বলেছিলেন যেখানে যে রাষ্ট্রটি স্থায়ী হয় সেখানে সেইটিই সবচেয়ে ভালো: স্থিতিশীলতাই বড় কথা। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাধির নিদানে ও তার প্রতিবিধানে মনোনিবেশ করেছিলেন। রাষ্ট্রদার্শনিক অবশেষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাষ্ট্রবৈদ্যের ভূমিকায়। সে যাই হক, আমরা বলতে পারি মোটের উপর গুরু ও শিষ্যের মিলন ও বিচ্ছেদ গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তাকে একটি অপূর্ব পরিপূর্ণতা দান করেছে।

বিষয়বস্তু, আলোচনা পদ্ধতি, প্রভাব—সব দিক্ থেকেই অ্যারিস্টটলের রচনাবলী অসাধারণ। গ্রন্থগুলির মধ্যে 'এথিক্স্' আমাদের দিক্ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; এর সঙ্গে 'পলিটিক্স্'-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 'এথিক্স্'-এ অ্যারিস্টটল সুন্দর জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন আর 'পলিটিক্স্'-এ চেষ্টা করেছেন তাকে রূপ দিতে।

প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর মধ্যে যে সাহিত্যিক মাধুর্য ও নৈতিক গরিমা আছে অ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স্'-এ তা নেই। গ্রন্থখানির মধ্যে মনে হয় তিনটি বক্তৃতামালা একত্র হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে নিখুঁত সংহতি কোনমতেই হয় নি। সম্ভবত বক্তৃতাগুলো যেভাবে আমরা পাচ্ছি সেভাবে অ্যারিস্টটল নিজে লেখেন নি ; সেগুলো ছাত্ররা নিজেদের লিখে নেওয়া সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থেকে সংগ্রহ করে একত্র করেছিল অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর বহুদিন পরে। আলোচনা জায়গায় জায়গায় বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ; যেমন পুনরুক্তি আছে তেমনি প্রক্ষেপণও আছে ; অনেক সময়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু তা পালন করেন নি। এরূপ অবস্থায় কোন গ্রন্থের যে চিরস্থায়ী মূল্য থাকতে পারে এটাই আশ্চর্য। কিন্তু ভাবসম্পদ, সিদ্ধান্তের বিচক্ষণতা এবং মূল্যবান তথ্যের গুণে এখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম সারির গ্রন্থগুলির অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

'পলিটিক্স্'-এ অ্যারিস্টটলের আলোচনা পদ্ধতি (methodology) লক্ষণীয়। তিনি অনুবর্তী পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করেছেন—(1) উদ্দেশ্যমূলক (teleological), (2) বিশ্লেষণমূলক (analytical), (3) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশমূলক (genetic)। এই প্রসঙ্গে আরও দুটি কথা মনে রাখতে হবে—(1) ইতিহাস ও কিংবদন্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, (2) তাঁর উপর চিকিৎসাবিদ্যা ও জীববিদ্যার প্রভাব।

অ্যারিস্টটলকে ভালোভাবে বুঝতে হলে দুটি জিনিস জানতে হবে—(1) তাঁর সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পটভূমি (Socio-political background), (2) তাঁর মনোজীবনের পটভূমি (mental background)।

প্রথমত, অ্যারিস্টটল নগর রাষ্ট্রে বাস করতেন। এই নগর রাষ্ট্রের স্বরূপটি কি এবং তার সঙ্গে আধুনিক দেশ রাষ্ট্রের পার্থক্য কোথায় সেটা জানা দরকার। দ্বিতীয়ত, অ্যারিস্টটলের পূর্ববর্তীদের চিন্তাধারার সঙ্গে কতকটা পরিচয় থাকা উচিত। পিথাগোরাস ও সোফিস্টরা যে বিতর্ক শুরু করে-ছিলেন এবং যা চালিয়েছিলেন সক্রেটিস, জেনোফন, আইসক্রেটিস এবং প্লেটো তা শেষ করেন অ্যারিস্টটল। গ্রীক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও গ্রীক রাষ্ট্র চিন্তার গতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অ্যারিস্টটলকে বিচার করা যাবে না।

অ্যারিস্টটল শুধু দার্শনিক (philosopher) ছিলেন না, তিনি রাষ্ট্রবিদ্ (statesman) ও ছিলেন। দার্শনিক অ্যারিস্টটল আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি এঁকেছেন। আদর্শ রাষ্ট্রের উপাদান ও শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভৌগোলিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Geo-politics), সমাজতত্ত্ব (Sociology), সুজনবিদ্যা (Eugenics), পরিবার পরিকল্পনা (Family planning) প্রভৃতি অনেক আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতির আভাস দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র চিত্রণ নিছক কল্পনাবিলাস নয়, প্রতিমা অঙ্কনের প্রয়াস। রাষ্ট্রবিদ্ অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি সাধারণভাবে এবং সংবিধান অনুযায়ী বিপ্লবের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার নিবারণের উপায় নির্ধারণ করেছেন। 'পলিটিক্স্'-এর এই অংশটিকে 'রাষ্ট্রের রোগ ও তার প্রতিকার' (Pathology of States) বা 'রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। স্বৈরাচারতন্ত্রের সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাবিত নীতি ম্যাকিয়াভেলিকে প্রভাবিত করেছে এবং বিংশ শতকের একনায়কদের অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে নতুন জন্মলাভ করেছে।

গ্রীসে অ্যারিস্টটলের পূর্বে রাষ্ট্র চিন্তা অনেক তত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিতকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁরা রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এবং ভাবব্যঞ্জক আলোচনা করেছিলেন। প্লেটোর সংলাপগুলি (Dialogues) সত্যই অতুলনীয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আলোচনা অধিকাংশ সময়ে নীতিশাস্ত্রের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হত। অ্যারিস্টটল নীতিশাস্ত্র থেকে পৃথক্‌ভাবে এবং ব্যবস্থিতভাবে চিন্তা করে রাষ্ট্রীয় আলোচনাকে একটি স্বাধীন ও গঠনমূলক বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' বললে হয়তো অন্যায় হবে না, তবে তিনি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাস্বর জ্যোতিষ্ক একথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে।

অ্যারিস্টটল ছিলেন নগর রাষ্ট্রের পূজারী। নগর রাষ্ট্র ছিল তাঁর চরম ও পরম তীর্থ। নগব রাষ্ট্রের যুগ বহুদিন কেটে গিয়েছে। তাকে অনেক পিছনে ফেলে মানুষ চলে এসেছে দেশ রাষ্ট্রে। সেখানে আবার সে বিশ্ব রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছে। বিংশ শতকে চেষ্টা চলেছে তার রূপায়ণের। বর্তমান বিশ্বের

চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়করা এ বিষয়ে সজাগ ও যত্নশীল। নগর রাষ্ট্র হারিয়ে গিয়েছে অতীতের ছায়াবনে। তাই প্রশ্ন উঠেছে আজকের দিনে নগর রাষ্ট্রের উপাসক অ্যারিস্টটলের অনুশীলনের কোন সার্থকতা আছে কিনা। উত্তরে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

প্রথম কথাঃ অ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স্'-এর মধ্যে আমরা গ্রীক জাতির এবং মানব ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট স্তরের সুন্দর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই। সে দিক্ থেকে গ্রন্থখানি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিগ্‌দর্শনী।

দ্বিতীয় কথাঃ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তন হলেও তার সঠিক স্বরূপ নির্ণয় এ পর্যন্ত হয় নি। এ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মৌলিক ধারণাগুলি (সার্বভৌমত্ব, আইন, ন্যায়, সাম্য ইত্যাদি) তাঁর পরবর্তীদের দ্বারা পরিবর্ধিত বা পরিমার্জিত হলেও পরিবর্জিত হয় নি। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎসসন্ধানে উৎসাহীদের নিকট 'পলিটিক্স্' অবশ্য পাঠ্য।

তৃতীয় কথাঃ আর· এইচ· এস· ক্রশম্যান তাঁর 'Plato To-day' গ্রন্থে বৃটিশ গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের পটভূমিতে প্লেটোকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। অনেকটা সেই ভাবে অ্যারিস্টটলকে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারিঃ (1) তিনি রক্ষণশীল ছিলেন না উদারপন্থী ছিলেন? (2) তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন না সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন? (3) তিনি আদর্শবাদী ছিলেন না বাস্তববাদী ছিলেন? (4) তিনি একত্ববাদী ছিলেন না বহুত্ববাদী ছিলেন? (5) তিনি যুদ্ধবাদী ছিলেন না শান্তিবাদী ছিলেন? (6) তিনি কি সর্বাত্মক রাষ্ট্রের সমর্থক ছিলেন? (7) তাঁর আমলের (ধনী) মুখ্যতন্ত্রবাদী ও (দরিদ্র) গণতন্ত্রবাদীদের নিত্য দ্বন্দ্বের সঙ্গে আধুনিক সাম্যবাদীদের শ্রেণী সংগ্রামের কোন মিল আছে কি? এই ধরনের গবেষণা তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে।

চতুর্থ কথাঃ রাষ্ট্রীয় জীবনের যে প্রধানতম সমস্যা দুটির উল্লেখ করেছেন অ্যারিস্টটল 'পলিটিক্স্'-এর গোড়াতেই তা হচ্ছে নিরাপত্তা (security) এবং কল্যাণ (welfare)ঃ নিরুদ্‌বেগ জীবন প্রতিষ্ঠাতেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি আর সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠাতেই তার সার্থকতা। সমস্যা দুটির সন্তোষজনক সমাধান এখনও হয় নি। নিরাপত্তা ও কল্যাণ বর্তমানেও বহু বিচিত্রভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ যতটা হয়েছে নৈতিক উৎকর্ষ ততটা হয় নি। তাই মনে হয় অ্যারিস্টটলের সুন্দর জীবনের আদর্শের আবেদন আজও যথেষ্ট রয়েছে আমাদের কাছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যেন শুনতে পাই অ্যারিস্টটলের প্রতিধ্বনি। কবিগুরু বলেছেনঃ 'জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র'। (মানুষের ধর্ম, পৃ 73)

পঞ্চম কথা: অ্যারিস্টটলের নিয়মতান্ত্রিকতা (constitutionalism) বা আইনের শাসন (rule of law) এবং সমক নীতি (principle of the mean) চিরদিন বিভ্রান্ত মানুষের কাছে আলোর দিশারি হয়ে থাকবে। আর অনাগত যুগের তোরণে ধ্বনিত হবে তাঁর সতর্কবাণী: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র-গুলি আপেক্ষিক (relative); সংবিধান আমদানি দ্রব্য (importable commodity) নয়; রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অনুকরণ (imitation) সংকট সৃষ্টি করে।

শেষ কথা: অ্যারিস্টটল শাশ্বত ও সার্বজনীন।

A. গ্রন্থপঞ্জি

1. Barker, Ernest : The Political Thought of Plato and Aristotle (London-New York, 1906), Chaps. 5-11.
2. Bogardus, E. S. : The Development of Social Thought (New York, 1940), Chap. 9.
3. Dunning, W. A. : A History of Political Theories : Ancient and Medieval (New York, 1902), Chap. 3.
4. Durant, Will : The Story of Philosophy (Garden city, New York, 1943), Chap. 2.
5. Ebenstein, William : Great Political Thinkers : Plato to the Present (New York, 1951), Chap. 2.
6. Engelmann, Ge´za : Political Philosophy from Plato to Jeremy Bentham (New York/ London, 1927), Chap. 2.
7. Hamburger, Max : Morals and Law : The Growth of Aristotle's Legal Theory (New Haven, 1951).
8. Jowett, Rev. Benjamin : The Politics of Aristotle (Oxford, 1885), Vol. 1 (Introduction).
9. Lang, Andrew : The Politics of Aristotle (London, 1886), Introductory Essays (from Boland and Lang's edition of the Politics).
10. Loos, I. R. : Studies in the Politics of Aristotle and the Republic of Plato (Iowa City, 1889).
11. Maxey, C. C. : Political Philosophies (New York, 1956), Chap. 5.

12. Mure, G. R. G. : Aristotle (London, 1932).
13. Murray, R. H. : The History of Political Science from Plato to the Present (Cambridge, 1926), Chap. 2.
14. Newman, W. L. : The Politics of Aristotle (Oxford, 1887), Vol. 1 (Introduction).
1‘. Pollock, Sir Frederick : An Introduction to the History of the Science of Politics (London, 1890), Chap. 1.
16. Ross, W. D. : Aristotle (2nd. ed. London, 1930), Chap. 8.
17. Sabine, G. H. : A History of Political Theory (London, 1937), Chaps. 5–6.
18. Sinclair, T. A. : A History of Greek Political Thought (London, 1959), Chap. 11.

B. অভিমত সংকলন

1. "He [Aristotle] has been recognised as the founder of political science by the general voice of posterity."

— Sir Frederick Pollock (1890).

2. "The capital significance of Aristotle, in the history of political theories, lies in the fact that he gave to politics the character of an independent science."

—W. A. Dunning (1902).

3. "The greatness of the Politics—for with all its deficiencies it is one of the landmarks in the vast realm of political science—consists in two very Aristotelian things : its grasp of first principles and its respect for facts."

—J. A. K. Thomson (1928).

4. "Aristotle's Politics affords a searching analysis of many phases of societary life."

—E. S. Bogardus (1940).

5. "Before Aristotle, science was in embryo ; with him it was born."

—Will Durant (1943).

6. "It [The Politics] inspired the political thought of Aquinas : that in turn inspired Hooker : Hooker in turn helped to inspire Locke ; and the thought of Locke, with all its ancestry, has largely inspired the general thought both of Britain and America in the realm of politics."

—Ernest Barker (1946).

7. "It is with Aristotle that modern legal and political science really begins."

—Max Hamburger (1951).

8. "By studying virtually all then-known constitutions and political systems, Aristotle laid the foundations of an important branch of political science : comparative government and politics."

—William Ebenstein (1951).

প্রথম খণ্ড

পরিবার তত্ত্ব

A

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন এবং অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে এর সম্পর্ক

পরিচ্ছেদ 1

[রূপরেখা : সমস্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য আছে ; রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ ; কিন্তু সংগঠন-নীতি প্রকাশ পায় বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে।]

§ 1. লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রথমত প্রত্যেক 'পোলিস' (বা রাষ্ট্র) এক প্রকার সংগঠন আর দ্বিতীয়ত সমস্ত সংগঠনই কোন-না-কোন কল্যাণ সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত—যেহেতু সব মানুষই যা শুভকর বলে মনে করে তাই করে থাকে। সুতরাং [প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে] বলা যেতে পারে যে সকল সংগঠনেরই দৃষ্টি থাকে কল্যাণের দিকে এবং যে সংগঠনটি সার্বভৌম ও অপরাপর সংঘগুলি যার অন্তর্ভুক্ত সেটি এই উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষভাবে অগ্রসর হবে এবং পরম কল্যাণের জন্য চরম চেষ্টা করবে। এই সার্বভৌম ও সর্বাত্মক সংগঠনকেই বলা হয় 'পোলিস' বা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন।

§ 2. এটি একটি ভুল ধারণা যে 'রাষ্ট্রবিদ্' ['পোলিটিকস্', যিনি একটি রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করেন] এবং কোন রাজ্যের রাজা অথবা কোন পরিবারের কর্তা অথবা কিছুসংখ্যক ক্রীতদাসের মনিব অভিন্ন। যাঁরা এই ধারণা পোষণ করেন তাঁদের বিবেচনায় এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে অপরের কোন গুণগত পার্থক্য নেই—পার্থক্য শুধু কি পরিমাণ মানুষের সঙ্গে এঁদের ব্যবহার তাই নিয়ে। এই মত অনুসারে যে ব্যক্তি স্বল্পসংখ্যক মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে মনিব ; যে অধিকসংখ্যক মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে পরিবারের কর্তা ; যে আরও অধিকসংখ্যক মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে 'রাষ্ট্রবিদ্' বা রাজা। এই মত অনুযায়ী একটি বড় পরিবার ও একটি ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। রাষ্ট্রবিদ্ ও রাজার মধ্যে ব্যবধান সীমিত হয় একটি মাত্র বিষয়ে : রাজার ক্ষমতা অসীম ও অবিভক্ত : রাষ্ট্রবিদ্ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্র-কলার নীতি অনুযায়ী এবং পর্যায়ক্রমে শাসক ও শাসিত রূপে। এই মতটিকে নির্ভুল মনে করা চলে না [এই ব্যক্তিদের মধ্যে এবং এদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সংগঠনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।]

§ 3. যদি বিষয়টি আমরা আমাদের সাধারণ বিশ্লেষণ প্রণালী অনুযায়ী

আলোচনা করি, তাহলে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হবে। যেমন অন্য সকল ক্ষেত্রে একটি যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করে আমরা তার সরল অযুক্ত মৌলিক অংশে (অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রতম পরমাণুতে সমগ্র পদার্থটি গঠিত তাতে) পৌঁছতে পারি, তেমনি আমাদের উচিত রাষ্ট্রের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা। তাহলে এইমাত্র উল্লিখিত ব্যক্তি ও সংগঠনগুলির তারতম্য আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব, তাছাড়া আবিষ্কার করতে পারব সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যগুলির উপর যুক্তিযুক্ত জ্ঞানলাভ সম্ভব কি-না।

পরিচ্ছেদ 2

[রূপরেখা : বিভিন্ন সংগঠনগুলির পার্থক্য নির্দেশ করতে হলে আমাদের একটি বিশ্লেষণমূলক বা ক্রমবিবর্তনমূলক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে এবং যথাক্রমে পরিবারের সংগঠন, গ্রামের সংগঠন এবং 'পোলিস'-এর সংগঠনকে অনুসরণ করতে হবে। 'পোলিস' বা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন উচ্চতম : এ মানুষের স্বভাবকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করে ; সুতরাং এ তার কাছে স্বাভাবিক এবং সে নিজেও 'স্বাভাবিকভাবে একটি রাষ্ট্রীয় জীব' ; আবার এ তার থেকে পূর্বতন, কেননা রাষ্ট্রের কল্পনা না করে মানুষের প্রকৃত ও পূর্ণ-জীবনের কল্পনা করা যায় না।]

§ 1. সুতরাং যদি আমরা উৎপত্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তন অনুসরণ করি তাহলে অপর ক্ষেত্রের মতো এখানেও ব্যবহৃত পদ্ধতির দ্বারা আমরা বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকৃষ্টভাবে উপনীত হতে পারব।

§ 2 প্রথমত, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না, তাদের মিলন আবশ্যক। স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত হয় প্রজাতি জননের জন্য—ভেবে-চিন্তে নয়, সহজ প্রবৃত্তির বশে—যে প্রবৃত্তি সাধারণভাবে প্রাণীদের মধ্যে এবং উদ্ভিদ্‌দের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়, যে প্রবৃত্তি চায় পিছনে প্রতিরূপ রেখে যেতে। দ্বিতীয়ত, যারা প্রকৃতিগতভাবে শাসক ও শাসিত তাদের মিলন আবশ্যক উভয়ের সংরক্ষণের জন্য। যারা প্রজ্ঞাশীল এবং পূর্বে চিন্তা করে কার্য নির্ধারণ করতে পারে তারা স্বাভাবিকভাবেই শাসক- ও প্রভু-পর্যায়ভুক্ত ; যারা দৈহিক শক্তিসম্পন্ন এবং অপর সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করে, তারা শাসিত-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই ক্রীতদাস ; অতএব প্রভু ও দাস [যেহেতু তারা পরস্পরের পরিপূরক] সমস্বার্থের ভাগী।

§ 3. স্ত্রী এবং ক্রীতদাস [একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায়] স্বভাবত পরস্পর পৃথক্। কর্মকাররা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডেল্ফিক[1]-ছুরিকা নির্মাণ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতি কোন জিনিস অনুদারভাবে করেন না : তিনি বিভিন্ন অভিপ্রায়ে বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি করেন—কেননা একটি অস্ত্র যদি বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত না হয়ে একটি মাত্র কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে কার্যটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

§ 4. বর্বরদের মধ্যে কিন্তু [প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে] স্ত্রী ও ক্রীতদাসের স্থান সমান—যেহেতু তাদের মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ শাসক-সত্তার অভাব

এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক দাসী ও দাসের বৈবাহিক সম্পর্কের নামান্তর। এইজন্যই আমাদের কবিরা বলেছেন ঃ

অসভ্য জাতিদের গ্রীকদের দ্বারা শাসিত হওয়া ন্যায়সংগত

—তাঁদের ধারণা বর্বর ও ক্রীতদাস প্রকৃতিগতভাবে অভিন্ন।

§ 5. এই দুটি প্রাথমিক সংগঠনের [নর-নারী এবং মনিব-দাস সংগঠনের] প্রথম ফল হল পরিবার। হেসিয়ড[2] ছন্দের ভিতর দিয়ে সত্য কথাই বলেছিলেন ঃ

প্রথম প্রয়োজন গৃহ, গৃহিণী এবং লাঙ্গল চালনার বলদ

—কেননা নির্ধনের গৃহে বলদরা গৃহদাসের কার্য করে। সুতরাং প্রাত্যহিক আবৃত্ত-অভাব পূরণের জন্য প্রকৃতিরচিত সংগঠনের প্রথম রূপ হল পরিবার ; তাই এর সভ্যদের ক্যারণ্ডাস[3] অভিহিত করেছেন 'খাদ্য ভাণ্ডারের অংশীদার' রূপে এবং ক্রীটবাসী এপিমিনিডিস[4] বর্ণনা করেছেন 'ভোজন-পাত্রের সহযোগী' রূপে। সংগঠনের পরবর্তী রূপ হল গ্রাম—এও প্রতিষ্ঠিত হয় একাধিক পরিবার নিয়ে দৈনিক আবৃত্ত-অভাব অপেক্ষা ব্যাপক প্রয়োজন সাধনের জন্য।

§ 6. গ্রামের সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক রূপ দেখতে পাওয়া যায় উপনিবেশ বা পারিবারিক শাখার মধ্যে ; তাই কেউ কেউ গ্রামের সভ্যদের 'এক মাতার দুগ্ধপুষ্ট সন্তান' অথবা 'পুত্র ও পৌত্র' আখ্যা দিয়েছেন * * * মনে করা যেতে পারে এই কারণেই প্রত্যেক গ্রীক রাষ্ট্র আদিম যুগে রাজতন্ত্রের অধীন ছিল —যেমন বর্বর জগতের অধিবাসীরা আজও রয়েছে। গ্রীক রাষ্ট্রগুলি যেসব মানুষ নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল তারা পূর্বেই রাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল [অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলি পরিবার ও গ্রামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং] পরিবারগুলি সর্বদাই পরিচালিত হয় রাজকীয় শাসন-বিধি অনুসারে প্রবীণতম বংশধরের দ্বারা. পরিবারের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে যে গ্রামগুলি সৃষ্টি করে তারাও অনুরূপভাবে শাসিত হয় গ্রামবাসীদের বংশানুক্রমে।

§ 7 হোমার[5] এই প্রাচীন রাজকীয় শাসনের বর্ণনা করেছেন [সাই-ক্লপ্স্দের[6] কথাপ্রসঙ্গে] ঃ

তারা প্রত্যেকেই পুত্র কন্যা কলত্রের উপর আধিপত্য করত,

উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে মানুষ সাধারণত যেভাবে বাস করত, এরাও সেইভাবে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে বাস করত। আদিম যুগে মানুষ সাধারণত রাজকীয় শাসনের অধীন ছিল এবং তাদের কিয়দংশ আজও রাজা-দ্বারা শাসিত হচ্ছে। কাজে কাজেই আমরা সকলে সিদ্ধান্ত করি যে দেবতারাও একজন রাজার অধীন। আমরা যেমন কল্পনা করি দেবতাদের রূপ আমাদের মতো, তেমনি ভাবি তাঁদের জীবনযাত্রাও আমাদের মতো।

§ ৪. যখন আমরা কতকগুলি গ্রাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত চরম এবং পরম সংগঠন দেখতে পাই তখন আমরা রাষ্ট্রে পৌঁছে গিয়েছি। রাষ্ট্র এমন একটি সংগঠন যা স্বয়ংসম্পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে বলা যায় ; অথবা [আরও বিশদভাবে] বলা যায় রাষ্ট্রের উদ্ভব মানুষের জীবন [নিছক অস্তিত্ব রক্ষা] সম্ভব করার জন্য, বিকাশ তাকে উন্নত [এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ] করার জন্য।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই প্রাকৃতিক সংগঠন, কেননা এ পূর্ববর্তী প্রাকৃতিক সংগঠনগুলির পূর্ণতর রূপ এবং তাদের যে গুণ আছে, এরও সেই গুণ আছে। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য বা পরিণতি। সমস্ত জিনিসের প্রকৃতি নিহিত থাকে তাদের উদ্দেশ্য বা পরিণতির মধ্যে।' কোন জিনিসের পরিপূর্ণ রূপকেই আমরা তার প্রকৃতি বলে থাকি—জিনিসটি মানুষ, অশ্ব, পরিবার যাই হক না কেন।

আবার [রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক সংগঠন বিবেচনা করবার দ্বিতীয় কারণ এই যে] উদ্দেশ্য বা অন্তিম কারণ সর্বাপেক্ষা কাম্য। স্বয়ংসম্পূর্ণতা [যা লাভ করার দিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য তা] হচ্ছে উদ্দেশ্য, কাজেই সর্বাপেক্ষা কাম্য : [এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা কাম্য জিনিস নিয়ে আসে এবং সেই কারণে প্রাকৃতিক, যেহেতু সর্বাপেক্ষা কাম্যের দিকে প্রকৃতির নিরন্তর লক্ষ্য]।

এ সকল বিবেচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্র স্বভাবজাত দ্রব্যের শ্রেণী ভুক্ত এবং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র সন্ধানী জীব। যে স্বভাবদোষে-দৈববশে নয়—রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন সে হয় অমানুষ না-হয় অতিমানুষ : সে সেই মানুষের মতন যাকে নিন্দা করে হোমার বলেছেনঃ

'সে যে গোষ্ঠীহীন, নিয়মহীন, গৃহহীন।'

§ 10. যে মানুষের এমন স্বভাব [অর্থাৎ যে রাষ্ট্রসমাজে যোগদানে অক্ষম] সে অচিরে যুদ্ধের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে ; তার অবস্থা দাবা-খেলায় অসহায় অগ্রগামী ঘুঁটির অনুরূপ।

মৌমাছি বা অন্যান্য যূথচর জীব অপেক্ষা মানুষ কেন অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রমুখী তা সুস্পষ্ট। আমাদের মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতি কোন জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করেন না ; এবং মানুষই একমাত্র জীব যে ভাষাদ্বারা ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ।

§ 11. শুধু শব্দের মাধ্যমে সুখ-দুঃখের ইঙ্গিত দেওয়া যায় এবং এই ক্ষমতা সমস্ত জীবের আছে। পরিণত অবস্থায় তাদের সুখ-দুঃখের বোধ জন্মায় এবং এই সকল অনুভূতি তারা পরস্পরকে জ্ঞাপন করতে পারে। ভাষার ভিতর দিয়ে সুবিধা-অসুবিধা তথা ন্যায়-অন্যায় ব্যক্ত করা যায়।

§ 12. অবশিষ্ট জীবজগতের সঙ্গে তুলনা করলে মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয় ; একমাত্র মানুষেরই শক্তি আছে হিত-অহিত, ন্যায়-অন্যায় এবং ঐরূপ গুণাবলী অনুভব করবার ; এই সকল বিষয়ে [সাধারণ বোধের] সহযোগেই পরিবার ও রাষ্ট্রের উদ্ভব।

এখন একথা বলা চলে যে যদিও সময়ের দিক্ থেকে ব্যক্তি ও পরিবারের আবির্ভাব রাষ্ট্রের পূর্বে, কল্পনার দিক্ থেকে রাষ্ট্রের আবির্ভাব পরিবার ও ব্যক্তির পূর্বে।

§ 13. কারণ এই যে আগে সমগ্র, পরে অংশ অর্থাৎ সমগ্রকে বাদ দিয়ে আমরা অংশকে কল্পনা করতে পারি নে। সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হলে হস্ত বা পদ বলতে কিছু থাকে না। অবশ্য আমরা একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি—যেমন বলা হয় প্রস্তরে তৈরী 'হস্ত', কেননা [সম্পূর্ণ দেহ নষ্ট হওয়ার পর] হস্ত প্রস্তরের 'হস্ত' ভিন্ন ভালো কিছু হতে পারে না। সমস্ত জিনিসের বিশেষত্ব নির্ভর করে তাদের ধর্ম ও ধর্মপালনের উপর ; যদি তারা অতঃপর স্বধর্ম পালনে অক্ষম হয় তাহলে বুঝতে হবে, তারা এখন স্বতন্ত্র জিনিস, যদিও তারা পূর্বনাম বহন করছে।

§ 14 সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সংগঠন এবং ব্যক্তি অপেক্ষা পূর্বতন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তারা সকলেই অংশবিশেষ এবং সমভাবে সমগ্রের উপর নির্ভর করে [স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য]। যে ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে বাস করে—যে রাষ্ট্রসংগঠনের সুখ-সুবিধায় অংশ গ্রহণে অসমর্থ—অথবা ইতিপূর্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে বলে যার অংশ গ্রহণের প্রয়োজন নেই, সে রাষ্ট্রের অংশ নয়—সে হয় পশু না-হয় দেবতা।

§ 15 অতএব সমস্ত মানুষের মধ্যে এই প্রকার সংগঠনের প্রতি একটা অন্তর্নিহিত আবেগ রয়েছে। তবুও যে ব্যক্তি এই প্রকার সংগঠন প্রথম রচনা করেন তিনি শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-বিধাতা। পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ যেমন জীবোত্তম, বিধি-বিচার-বিযুক্ত মানুষ তেমনি জীবাধম।

§ 16 প্রহরণ পিছনে থাকলে অবিচার অধিকতর রুদ্ররূপ ধারণ করে। মানুষ প্রহরণভূষিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে [উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাষা অন্যতম প্রহরণ]। এই প্রহরণগুলির উদ্দেশ্য নীতিবিহিত ও কল্যাণমূলক কার্য-সম্পাদন, কিন্তু এরা রুচি অনুযায়ী বিপরীত উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। সেজন্য অসংযমী মানুষ একান্ত অপবিত্র ও অসভ্য এবং কাম ও লালসা চরিতার্থতায় অপর সকল জীব অপেক্ষা হীন। ন্যায় [তথা মুক্তির উপায়] রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, কেননা সুবিচার বা উচিত্যানুচিত নির্ণয়ের ব্যবস্থা রাষ্ট্রেই সম্ভব।

B

পারিবারিক সংগঠন এবং এর বিভিন্ন অঙ্গ

পরিচ্ছেদ 3

[রূপরেখা : 1. পরিবারের উপাদান। তিনটি সম্পর্ক—কর্তা ও ক্রীতদাসের ; স্বামী ও স্ত্রীর এবং পিতা/মাতা ও সন্তানের। চতুর্থ উপাদান 'অর্জন'।]

§ 1. পূর্বেকার আলোচনায় রাষ্ট্রদেহের অঙ্গগুলি নির্ধারিত হয়েছে। এখন আমরা প্রথমেই পরিবারের পরিচালন-ব্যবস্থা আলোচনা করব, কেননা রাষ্ট্রমাত্রেই [মূলত] পরিবার নিয়ে গঠিত। পরিবার পরিচালনার ভাগগুলি পারিবারিক সংগঠনের অংশগুলির অনুরূপ। একটি পূর্ণাবয়ব পরিবার স্বাধীন ও পরাধীন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত। অনুসন্ধানেব প্রত্যেকটি বিষয়কে প্রারম্ভে তার মৌলিক উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। সে দিক্ থেকে পরিবারের প্রাথমিক ও মৌলিক উপাদানগুলি হচ্ছে কর্তা ও ক্রীতদাসের সম্পর্ক, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলির প্রত্যেকটির স্বরূপ ও গুণাবলী আমাদের আলোচ্য।

§ 2. সুতরাং পরীক্ষণীয় উপাদানগুলি হচ্ছে তিনটি—প্রথম, কর্তা-ক্রীতদাস সংযোগ ; দ্বিতীয়, যাকে বলা যেতে পারে বৈবাহিক সংযোগ (স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ককে যথাযথভাবে প্রকাশ করবার মতো শব্দ আমাদের ভাষায় নেই) : শেষে, যাকে বলা যেতে পারে পৈতৃক সংযোগ : এরও উপযুক্ত প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নেই।

§ 3. বিচার্য তিনটি উপাদান ভিন্ন একটি চতুর্থ উপাদান আছে—এটি কারও মতে সমগ্র পরিবার পরিচালনা হতে অভিন্ন, কারও মতে সমগ্র পরিবার পরিচালনার প্রধান অঙ্গ। একে 'অর্জন-বিদ্যা' ('ক্রেমাটিসটিক্') বলা হয় ; এর প্রকৃতি আমাদের অবধারণ করতে হবে।

প্রথমে আমরা আমরা কর্তা ও ক্রীতদাসের বিষয় আলোচনা করব—কতকটা [উপযোগের দিক্ থেকে] বাস্তব জীবনের অভাবগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য, কতকটা [তত্ত্বের দিক্ থেকে] বিবেচ্য বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচলিত মতগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মত গঠন করে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দৃঢ়তর করবার জন্য।

§ 4. কেউ কেউ বলেন ক্রীতদাসের উপর কর্তৃত্বস্থাপন এক প্রকার বিজ্ঞান। তাঁদের বিশ্বাস (যা প্রারম্ভে বলা হয়েছে) পরিবার পরিচালনা, ক্রীতদাসের উপর প্রভুত্ব, রাষ্ট্রবিদের আধিপত্য এবং রাজার রাজত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্য দল মনে করেন কর্তার দ্বারা ক্রীতদাসের শাসন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁদের মতে কর্তা ও ক্রীতদাসের বিভেদ আইনগত বা রীতিগত ; তাদের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই ; কর্তা-ক্রীতদাসের সম্পর্ক বল-প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কারণে এর পিছনে ন্যায়ের সমর্থন নেই।

পরিচ্ছেদ 4

[রূপরেখা : 2. দাসত্ব। পরিবার পরিচালনার যন্ত্রপাতিগুলি পরিবারের সম্পত্তি : তারা জৈব ও অজৈব : ক্রীতদাস একটি জৈব যন্ত্র, (পরিবারের সমস্ত যন্ত্রের মতো) সম্পাদনের জন্য অভিপ্রেত, উৎপাদনের জন্য নয়।]

§ 1. আমরা ধরে নিতে পারি যে সম্পত্তি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পত্তি অর্জন-বিদ্যা পরিবার পরিচালনার অংশবিশেষ।' কারণ আবশ্যক ব্যবস্থা না থাকলে আমাদের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকা, এমন কি একেবারে বেঁচে থাকা, সম্ভব নয়। আমরা আরও ধরে নিতে পারি যে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন বিদ্যাকে কার্যকরী করতে হলে যেমন উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ অত্যাবশ্যক তেমনি পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রেও।

§ 2. পরিশেষে এও ধরে নিতে পারি যে যন্ত্রপাতিগুলি কতক অজৈব এবং কতক জৈব। উদাহরণঃ হাল নাবিকের অজৈব যন্ত্র এবং নিরীক্ষক জৈব যন্ত্র (কেননা প্রত্যেক বিদ্যাতে অধস্তন কর্মচারীরা যন্ত্রতুল্য)। এই সকল ধারণার ভিত্তিতে সিন্ধান্ত করা যায় যে প্রত্যেকটি বিষয় সামগ্রী জীবনধারণের সহায়ক ; সম্পত্তি সাধারণভাবে এই জাতীয় যন্ত্রের সমাহার ; ক্রীতদাস একটি জীবন্ত বৈষয়িক বস্তু, এবং সাহায্যকারীদের বা সেবকদেব সাধারণত অপর [অবচেতন] যন্ত্রদের পূর্ববর্তী বলা যেতে পারে।

§ 3. আমরা একটিমাত্র অবস্থা কল্পনা কবতে পারি যখন অধ্যক্ষরা সহকারীদের এবং কর্তারা ক্রীতদাসদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন না। এই অবস্থায় প্রত্যেকটি জড়যন্ত্র অপরের আদেশমাত্র বা সূক্ষ্ম পূর্বজ্ঞান দ্বারা স্বীয় কর্ম সাধন করতে পারবে ডিডেলাসের[7] মূর্তির মতো অথবা হেফিস্টাস[8]-নির্মিত ত্রিপদীর মতো, যাদের বর্ণনা দিয়েছেন হোমার—

তারা স্বেচ্ছায় অলিম্পাসের দেবসভায় প্রবেশ করেছিল,
যেমন মাকু স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বুনে যাবে এবং অঙ্গুরীয়ক স্বচ্ছন্দে বীণার তারে ঝংকার তুলবে।

§ 4. আমরা যে সমস্ত যন্ত্রের কথা এখন বলছি [যেমন মাকু] তারা হল **উৎপাদন** যন্ত্র কিন্তু পারিবারিক বিষয় সামগ্রী [যেমন ক্রীতদাস] হচ্ছে **সম্পাদন** যন্ত্র। মাকুর উপকারিতা সাময়িক ব্যবহারে সীমাবদ্ধ নয়, এর উপকারিতা পরেও থেকে যায় ; কিন্তু পোশাক বা বিছানার উপকারিতা তার ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ। আমরা বলতে পারি যে উৎপাদন ও সম্পাদনের মধ্যে

গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং উভয়েরই প্রয়োজন আছে নিজস্ব উপযুক্ত যন্ত্রের; সুতরাং ঐ যন্ত্রগুলির মধ্যেও তাদৃশ পার্থক্য থাকা উচিত।

§ 5. জীবন সম্পাদন-ধর্মী উৎপাদন-ধর্মী নয়; এবং সম্পাদন বিভাগে ক্রীতদাস একজন সেবক।

আরও একটি বিচার্য বিষয় আছে। 'বিষয় সামগ্রী' পদটি 'অংশ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অংশ বলতে আমরা শুধু অন্য কোন জিনিসের ভাগ মাত্র মনে করি নে, তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করি। অংশ ও বিষয় সামগ্রী সমার্থক।' কর্তা ক্রীতদাসের প্রভু মাত্র, তার পৃথক্ সত্তা আছে; কিন্তু ক্রীতদাস শুধু কর্তার দাস নয়, তার কণা মাত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

§ 6. এইসব বিবেচনা থেকে আমরা বিশদভাবে বুঝতে পারি ক্রীত-দাসের প্রকৃতি কিরূপ এবং তার কর্মক্ষমতা কি প্রকার। আমরা কতকগুলি সংজ্ঞা দিতে পারি ঃ প্রথম, 'যে প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন নয়, পরাধীন, সে প্রকৃতিগতভাবে ক্রীতদাস'; দ্বিতীয়, 'যে মানুষ হয়েও বিষয় সামগ্রী মাত্র, সে অন্যাধীন', তৃতীয়, 'বিষয় সামগ্রী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত যন্ত্র এবং মালিক থেকে পৃথক্'।

পরিচ্ছেদ 5

[রূপরেখা : সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে একটি আধিপত্য ও বশ্যতার নীতি বিদ্যমান : এটি বিশেষভাবে বিদ্যমান জৈব সৃষ্টির মধ্যে। ঐ নীতির জোরে আত্মা দেহের উপর আধিপত্য করে ; এবং ঐ নীতির জোরে আত্মার বিচারশক্তির অধিকারী কর্তা শুধু দৈহিক শক্তির অধিকারী এবং অপরের যুক্তিপ্রদত্ত নির্দেশ অবধারণের শক্তির অধিকারী ক্রীতদাসের উপর আধিপত্য করে। কিন্তু অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতি সব সময়ে জন্মগতভাবে কর্তা এবং জন্মগতভাবে ক্রীতদাসের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য বিধানে কৃতকার্য হন না।]

§ 1. এখন আমাদের বিচার করতে হবে যেসব মানুষ এখানে নিযুক্ত হয়েছে প্রকৃতিগতভাবে তেমন মানুষ আছে কি না, অর্থাৎ এমন মানুষ আছে কিনা যাদেব পক্ষে দাসত্ব অধিক হিতকর ও ন্যায্য, কিংবা বিপরীতটাই ঠিক এবং সমস্ত দাসত্বই স্বভাববিরুদ্ধ। যেভাবেই বিচার করিনে কেন—তত্ত্বের দিক্ থেকে যুক্তির আলোকে অথবা প্রয়োগের দিক্ থেকে তথ্যের ভিত্তিতে —সমস্যাটি দুরূহ নয়।

§ 2. অধিকার-অধীনতা সম্পর্ক শুধু আবশ্যক পদার্থের বিশেষত্ব নয়, উপযুক্ত পদার্থেরও বটে। এমন জীবশ্রেণী আছে যাদের সভ্যদের মধ্যে জন্ম মুহূর্তেই একটি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়—কারা অভিপ্রেত বশ্যতার জন্য, কারা আধিপত্যের জন্য। * * * স্বাধীন ও পরাধীন উভয় উপাদানগুলিও নানা-প্রকার হতে পারে। সুতরাং উচ্চতর পরাধীন উপাদানগুলির উপর যে আধিপত্য প্রয়োগ করা হয়—যেমন ধরা যাক মানুষ কর্তৃক পশুর উপর—তা উন্নত ধরনের আধিপত্য।

§ 3. কারণ যে কর্মের উপাদানগুলি উচ্চতর এবং উৎকৃষ্টতর সে কর্ম-টিও উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর ; এবং যেখানে একটি উপাদান অধিকারী আর অন্যটি অধিকৃত সেখানে বলা যেতে পারে যে উপাদান দুটি এক যোগে একটি কার্য-সাধনে উদ্যত * * * যেখানে যেখানে একাধিক অংশবিশিষ্ট অথচ একটি সাধারণ সত্তা-সমন্বিত যৌগিক পদার্থ দেখা যায়—অংশগুলি অবিচ্ছিন্ন [যেমন মানুষের দেহে] হক বা স্বতন্ত্র [যেমন প্রভু দাস সম্পর্কে] হক—সেই সেই জায়গায় সব সময়ে একটি অধিকারী উপাদান ও একটি অধিকৃত উপাদানের সন্ধান মেলে।

§ 4 প্রকৃতির সার্বত্রিক [চেতন ও অবচেতন] গঠন অনুযায়ী এই বিশেষত্ব প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান ; কেননা এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও এক

প্রকার আধিপত্য নীতি আছে, যেমন—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—সংগীতের একতানের ভিতর। এসব বিবেচনা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত লৌকিক অনুসন্ধান বিধির অন্তর্গত ; এখানে আমাদের এই বললেই যথেষ্ট হবে যে প্রাণীরাই প্রথম আত্মা- ও দেহ-সমন্বিত আর পূর্বোক্তটি স্বাভাবিকভাবে অধিকারী এবং শেষোক্তটি স্বাভাবিকভাবে অধিকৃত।

§ 5. প্রকৃতির অভিপ্রায় অবধারণ করতে হলে এই সকল প্রাণীর আলোচনাকালে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যারা বিকৃত অবস্থায় আছে তাদের উপর নয়, যারা সহজ অবস্থায় আছে তাদের উপর। সুতরাং আমরা সেই মানুষকে নিয়ে আলোচনা করব যে দেহ- ও আত্মা-সম্পর্কে উত্তম অবস্থায় আছে এবং যার ভিতরে দেহের উপর আত্মার কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট ; কেননা যারা [বরাবর] অসুস্থ অথবা [আপাতত] অসুস্থ তাদের মধ্যে বিপরীতটাই প্রায় সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। মন্দ এবং অসুস্থ অবস্থার ফলে দেহই আত্মার উপর প্রভুত্ব করে থাকে।

§ 6. আমরা পূর্বে বলেছি যে জড় পদার্থের মধ্যে না হক প্রাণীদের মধ্যে এমন একটি অধিকারী শক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা—এবং সঠিকভাবে লক্ষ্য করা—খুবই সম্ভব যা কর্তা প্রয়োগ করে থাকে ক্রীতদাসের উপর এবং রাষ্ট্রবিদ্ ব্যবহার করে থাকে অন্য নাগরিক সম্বন্ধে। আত্মা দেহের উপর বিস্তার করে কর্তার অধিকার ; মন ক্ষুধার উপর বিস্তার করে রাষ্ট্রবিদের বা রাজার অধিকার। এক্ষেত্রে [অর্থাৎ মানুষের অন্তর্জীবনে] আত্মা কর্তৃক দেহের নিয়ন্ত্রণ দেহের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শুভকর , আবার মন ও যুক্তিবাদী অংশ কর্তৃক আত্মার ভাবপ্রবণ অংশের নিয়ন্ত্রণ ভাবপ্রবণ অংশের পক্ষে স্বাভাবিক ও কল্যাণকর , পরন্তু উপাদান দুটির সমতা বা বিপরীত সম্পর্ক সর্বদাই ক্ষতিকর।

§ 7. মানুষের অন্তর্জীবনে যা সত্য বহির্জীবনেও তা সত্য ; এবং যে নীতি মানুষের আত্মা- ও দেহ-সম্পর্কে প্রযোজ্য তা মানুষ- ও পশু-সম্পর্কেও প্রযোজ্য। গৃহপালিত পশুরা বন্য পশুদের অপেক্ষা শান্ত স্বভাবের এবং এদের সকলের পক্ষে মানুষের দ্বারা শাসিত হওয়াই শ্রেয়, কেননা জীবন রক্ষার জন্য এটি সুবিধাজনক। আবার পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে উত্তম ও অধমের—শাসক ও শাসিতের—সম্পর্কের অনুরূপ। এই সাধারণ নিয়মটি সমানভাবে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য।

§ 8. সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি ঃ দেহ থেকে আত্মা যেমন পৃথক্, পশু থেকে মানুষ যেমন পৃথক্, যেসব মানুষ অন্য মানুষ থেকে ঠিক তেমনিভাবে পৃথক্ (দৈহিক সেবা যাদের কাজ এবং এই সেবা যাদের পরম

উৎপাদন তাদের সকলের পক্ষেই একথা সত্য)—তারা সকলে প্রকৃতিগতভাবে ক্রীতদাস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে নিয়মের কথা এইমাত্র উল্লিখিত হয়েছে অবিকল সেই নিয়ম অনুযায়ী গৃহস্বামীর অধ্যক্ষতা তাদের পক্ষে মঙ্গলকর।

§ 9. যে মানুষ অন্যের সম্পত্তিতে পর্যবসিত হতে পারে (এবং সেই কারণে বস্তুত হয়েও থাকে) এবং নিজের বিচারবুদ্ধি না থাকলেও অন্যের ন্যায়-অন্যায় বিচারণা উপলব্ধি করতে পারে, সে প্রকৃতিগতভাবে ক্রীতদাস। তার ও পশুর মধ্যে ব্যবধান এইখানেই—পশুরা হিতাহিত বিবেচনায় প্রবেশ করতে পারে না—সম্পূর্ণভাবে সহজাত প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। কিন্তু ক্রীতদাস ও গৃহপালিত পশুদের নিয়োগের মধ্যে কিছুমাত্র বিভেদ দেখা যায় না ঃ সে এবং তারা মালিকের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পরিপূরণে শারীরিক সহায়তা করে থাকে।

§ 10. [আমরা এতক্ষণ মানসিক পার্থক্যের কথা বলে আসছি।] কিন্তু প্রকৃতির ইচ্ছায় স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের দেহের মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্ট হয়েছে—ক্রীতদাসের দেহকে শক্তিদান করা হয়েছে জীবনের নিকৃষ্ট কর্ম সাধনের জন্য, স্বাধীন ব্যক্তির দেহকে করা হয়েছে মর্যাদাসম্পন্ন এবং (শারীরিক শ্রমে অক্ষম হলেও) নাগরিক জীবনের বিবিধ কর্মে উপযুক্ত—যে জীবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সেবায় এবং শান্তিকালীন কর্মে বিভক্ত হয়ে থাকে। প্রকৃতির যা অভিপ্রেত তার বিপরীত ফল অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায় ঃ ক্রীতদাসদের মধ্যে কিছুসংখ্যক দেখা যায় যারা স্বাধীন ব্যক্তির দেহধারী, কিছু-সংখ্যক আছে যারা স্বাধীন ব্যক্তির আত্মার অধিকারী। কিন্তু প্রকৃতির অভিলাষ যদি পূর্ণ হত—দেবপ্রতিমাগুলি যেমন [মানবমূর্তি থেকে] পৃথক্ মানুষ যদি আকৃতিতে পরস্পর তেমনি বিভিন্ন হত—তাহলে আমরা অতি সহজে এক মত হতে পারতাম যে নীচ সম্প্রদায়ের উচিত উচ্চ সম্প্রদায়ের দাস হওয়া।

§ 11. ব্যবধান যেখানে দেহমূলক সেখানে যদি এই নিয়ম সত্য হয় তাহলে ব্যবধান যেখানে আত্মামূলক সেখানে এটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। অবশ্য দেহের সৌন্দর্য যত সহজে অবধারণ করা যায় আত্মার সৌন্দর্য তত সহজে অবধারণ করা যায় না।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে কেউ কেউ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন, কেউ কেউ প্রকৃতিগতভাবে পরাধীন, এবং পরাধীনদের পক্ষে দাসত্বই যুগপৎ কল্যাণকর ও ন্যায়সংগত।

পরিচ্ছেদ 6

[রূপরেখা : আইনগত অথবা প্রথাগত দাসত্ব : এর ন্যায় সম্পর্কে মতানৈক্য এবং এই মতানৈক্যের কারণ। অনৈক্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ ঐক্য দেখা যায়, যদিও সেটি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি : সততায় শ্রেষ্ঠতা ক্রীতদাসের উপর মালিকানা ও কর্তৃত্ব সমর্থন করে। যেখানে কর্তার মধ্যে এরূপ শ্রেষ্ঠতা বিদ্যমান সেখানে দাসত্ব একটি হিতকর এবং ন্যায়সংগত ব্যবস্থা।]

§ 1 কিন্তু এটা বোঝা শক্ত নয় যে যাঁরা বিপরীত মত পোষণ করেন তাঁরাও একদিক্ দিয়ে ঠিক কথা বলেন। 'দাসত্ব' ও 'দাস' প্রভৃতি পদগুলি দুটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরও একশ্রেণীর দাস ও দাসত্ব আছে যার ভিত্তি [শুধু] আইনে অথবা (আরও শুদ্ধভাবে বলতে গেলে) সামাজিক প্রথায়। (যে আইনের বলে যুদ্ধে বিজিতরা বিজয়ীর অধিকারভুক্ত হয় তা বাস্তবিক-পক্ষে একটি সামাজিক প্রথাবিশেষ।)

§ 2 যে নীতি অনুযায়ী দাসত্বকে রীতিগতভাবে সমর্থন করা যায় তার বিরুদ্ধে কয়েকজন আইনবিদ্ 'অবৈধতার অভিযোগ' এনেছেন বলে মনে হয়। তাঁরা মনে করেন এটি একটি জঘন্য ধারণা যে উচ্চতর শক্তিদ্বারা পরাভূত কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দাস ও প্রজা রূপে পরিগণিত হবে, যে ব্যক্তির ক্ষমতা আছে তাকে জয় করবার এবং যে [শুধু] শক্তির জোরেই গরীয়ান্। যাই হক, কেউ কেউ নীতিটির বিরোধিতা করলেও কেউ কেউ এর সমর্থন করেন ; আর মনস্বীদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়।

§ 3. কেন এই মতানৈক্য এবং কেন বিবাদী যুক্তিগুলি পরস্পরাংগী তা অনুবর্তী আলোচনায় পরিস্ফুট হবে। একদিক্ থেকে বলা যেতে পারে যে সততা যখন [আর্থিক সম্পদে] ভূষিত হয় তখন সে জয় করবার সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী হয় ; [বিপরীতভাবে] যে বিজয়ী সে সর্বদাই কল্যাণের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। শক্তির সংগে সততা বা কোন প্রকার কল্যাণের এই সম্পর্ক হতে ধারণা হয় যে 'শক্তি ও সততা সহযাত্রী' ; এবং দাসত্ব সম্বন্ধে দু পক্ষের বিতর্ক একান্তভাবে ন্যায়ের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

§ 4. এই প্রসংগে একপক্ষ বলেন, ন্যায় হচ্ছে পরস্পর সম্প্রীতির সম্পর্ক [কাজেই সামাজিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত দাসত্ব ন্যায়বিরুদ্ধ] ; অপরপক্ষ বলেন, একমাত্র উপরিতনের অধ্যক্ষতার মধ্যেই ন্যায়ের অবস্থান [কাজেই এরূপ দাসত্ব ন্যায়সংগত। কিন্তু যে ভাবটিব উপর উভয়পক্ষ দণ্ডায়মান তার বক্রতা সমগ্র সমস্যাটিকে দুর্বোধ করে তোলে।] যদি ভিন্ন মত দুটিকে পৃথক্-

ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হয় তাহলে এদের কোনটিকে [তৃতীয় বা মধ্যবর্তী] মতটির পাশে যৌক্তিক, এমন কি সত্যের কাছাকাছি, বলে মনে হয় না। সে মতটি এই : সততায় উর্ধ্বতন যে সেই অধস্তনদের উপর কর্তৃক করবে এবং তাদের প্রভুর আসন গ্রহণ করবে।

§ 5. কেউ কেউ আছেন যাঁরা এক প্রকার ন্যায়ের ভিত্তিতে (যেহেতু আইন এক প্রকার ন্যায়) ধারণা করেন যে যুদ্ধ-সৃষ্ট ক্রীতদাস সর্বদা এবং সর্বত্র ন্যায়সংগত। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তাঁরা ধারণাটির প্রতিবাদ করেন ; কেননা প্রথমত এটা সম্ভব যে যুদ্ধের আদি কারণটি ন্যায্য না হতে পারে ; দ্বিতীয়ত, একথা কেউ কোন দিন বলবে না যে যে-ব্যক্তি দাসত্বের উপযুক্ত নয় সে প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাস। এই মতটি গৃহীত হলে ফল দাঁড়াবে এইরূপ : সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ বলে যারা খ্যাত তারা ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসের সন্তান বলে পরিগণিত হবে যদি তারা অথবা তাদের পিতামাতারা ধৃত হয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হয়।

§ 6. এই কারণে গ্রীকরা এই সব ব্যক্তিদের ক্রীতদাস বলে অভিহিত করেন না, কিন্তু বর্বরদের সম্পর্কে পদটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। পদগুলি এইভাবে ব্যবহার করে তাঁরা বস্তুত আমাদের পূর্বোক্ত সেই স্বভাব দাসের ভাবটি প্রকাশ করতে আগ্রহী। কার্যত তাঁদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে কেউ কেউ আছে যারা দেশে দেশে এবং স্বাভাবিকভাবে ক্রীতদাস আবার কেউ কেউ আছে যারা দেশে দেশে এবং জন্মগতভাবে স্বাধীন।

§ 7. দাসত্বের মতো কৌলীন্য সম্বন্ধেও একই চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। গ্রীকরা আপনাদের অভিজাত বলে মনে করেন শুধু স্বদেশে নয়, নিরঙ্কুশভাবে এবং সর্বদেশে ; কিন্তু তাঁরা মনে করেন বর্বররা শুধু স্বদেশেই অভিজাত। সুতরাং তাঁদের ধারণা এক প্রকার কুলীনতা ও স্বাধীনতা আছে যা পরম এবং আর এক প্রকার আছে যা আপেক্ষিক। থিওডেক্টিস[9]-এর নাটকে হেলেনের উক্তিটি মনে পড়ে :

'উভয় কুলে সমভাবে দেবতা হতে যার উদ্ভব তাকে দাসী বলবে এমন সাহস কার আছে?'

§ 8. যখন তাঁরা এই ধরনের পদগুলি ব্যবহার করেন তখন স্বাধীন এবং পরাধীন অথবা উচ্চকুলজাত এবং নীচ কুলজাতদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য তাঁরা একটিমাত্র নির্ণায়কের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন—সততা আছে কি নেই। তাঁরা দাবি করেন যেমন মানুষ হতে মানুষের এবং পশু হতে পশুর সৃষ্টি হয় তেমনি সৃষ্টি হয় সজ্জন হতে সজ্জনের। কিন্তু অনেক সময়ে প্রকৃতি অভিরুচি অনুযায়ী ফললাভে সমর্থ হন না।

§ 9. অতএব বুঝতে দেরি হবে না যে আলোচিত মতান্তরের কিছু সার্থকতা আছে এবং বাস্তব জীবনে যারা পরাধীন বা স্বাধীন তারা সকলেই স্বভাবগতভাবে পরাধীন বা স্বাধীন নয়। এও স্পষ্ট যে অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবধান আছে এবং সেসব ক্ষেত্রে এটা মঙ্গলজনক ও বিহিত যে প্রথমোক্ত জন দাসের স্থান এবং শেষোক্ত জন প্রভুর স্থান গ্রহণ করবে—একজন শাসিত হবে, অপরজন স্বভাবসিদ্ধভাবে শাসন পরিচালনা করবে অর্থাৎ প্রভুত্ব করবে।

§ 10. কিন্তু প্রভু কর্তৃক শাসনের অপব্যবহার প্রভু এবং অনুচর উভয়ের পক্ষে অনিষ্টকর। দেহ ও আত্মার মধ্যে যেমন অংশ ও সমগ্রের মধ্যে তেমনি অভিন্ন স্বার্থের সম্বন্ধ আছে ; এবং অনুচর প্রভুর দেহের একটি জীবন্ত অথচ পৃথক্ অংশ হিসাবে প্রভুরও একটি অংশ। সুতরাং যেখানে প্রভু ও অনুচর উভয়েই স্বভাবনির্দিষ্ট স্থানের অধিকারী সেখানে তাদের মধ্যে একটি সাধারণ স্বার্থের এবং বন্ধুত্বের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু যখন বিষয়গুলো অন্যরূপ ধারণ করে এবং দাসত্বের ভিত্তি হয় নিছক আইনের সমর্থন ও প্রবলতর শক্তি, তখন সত্যের বিপর্যয় ঘটে।

পরিচ্ছেদ 7

[রূপরেখা : ক্রীতদাসদের শিক্ষা এবং তাদের উপযুক্ত ব্যবহারের বিদ্যা। কি উপায়ে তাদের ন্যায়সংগতভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে।]

§ 1. আমাদের যুক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রবিদের কর্তৃত্ব পরস্পর বিভিন্ন এবং এও ঠিক নয় যে সকল প্রকার কর্তৃত্ব সমান, যেমন কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন। রাষ্ট্রবিদের কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয় স্বভাবত স্বাধীন মানুষদের উপর; গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয় [স্বভাবত] পরাধীন মানুষদের উপর; পরিবারের উপর কত। সাধারণত যে কর্তৃত্ব নিয়োগ করেন তা রাজার কর্তৃত্ব (কেননা সমস্ত পরিবারই পরিচালিত হয় রাজতন্ত্রের নীতিতে) কিন্তু রাষ্ট্রবিদের কর্তৃত্ব স্বাধীন ও সমানদের উপর কর্তৃত্ব।

§ 2. কর্তারা কর্তা বলে অভিহিত হন স্বভাবসুলভ গুণের জন্য, কোন অর্জিত বিদ্যার জন্য নয়; এটা সাধারণভাবে পরাধীন ও স্বাধীন মানুষের পক্ষেও সত্য। কিন্তু এমন বিদ্যা [পরিচালন] হতে পারে যা মনিবের অধিকারভুক্ত আবার এমন বিদ্যা [পরিচর্যা] হতে পারে যা ভৃত্যের অধিকার-ভুক্ত। শেষোক্তটি সাইরাকিউসবাসী যে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন তার মতো হবে। তিনি বেতনের বিনিময়ে সাধারণ কর্ম সম্পাদনে পরিচারকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

§ 3. এই সকল বিষয়ে শিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে: যেমন, পাকবিদ্যা ও ঐ ধরনের নিপুণ গৃহকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এটা করবার কারণ এই যে কর্মের কতকগুলি উচ্চ স্তরের যদিও অপর কতক-গুলির প্রয়োজনীয়তা বেশী। কথায় বলে :

'ক্রীতদাসের আগে যেতে পারে ক্রীতদাস এবং মনিবের আগে যেতে পারে মনিব।'

§ 4. এই জাতীয় বিদ্যাগুলি অবশ্য ইতর প্রকৃতির কিন্তু প্রভুর এলাকা-ভুক্ত এমন বিদ্যাও আছে যার বিষয়বস্তু ক্রীতদাসের **ব্যবহার**: প্রভুর প্রভুত্ব মালিকানার জোরে নয়, ব্যবহারের গুণে। মালিকের এই বিদ্যার মহত্ত্ব বা গৌরব কিছু নেই: শুধু মালিকের জানা উচিত কিভাবে আদেশ দিতে হয় আর ভৃত্যের জানা উচিত কিভাবে তা পালন করতে হয়।

§ 5. এইজন্য যাঁরা এই কষ্ট হতে অব্যাহতিলাভে সক্ষম তাঁরা দাস

পরিচালনার ভার একজন কার্যাধ্যক্ষের উপর অর্পণ করেন এবং এইভাবে সঞ্চিত সময়টি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন চর্চায়। মালিকানার উদ্দেশ্যে দাস **সংগ্রহ** বিদ্যা—অবশ্য যখন সংগতভাবে প্রযুক্ত হয়—মালিক বিদ্যা এবং দাস বিদ্যা উভয় হতে পৃথক্—এটি এক দিক্ থেকে যুদ্ধবিদ্যা বা মৃগয়া-বিদ্যার অন্তর্গত।

প্রভু ও ভৃত্যের বিশিষ্টতা ও গুণ নিরূপণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পরিচ্ছেদ ৪

[রূপরেখা ঃ 3. সম্পত্তি এবং অর্জন বিদ্যা। পরিবার পরিচালন বিদ্যা সম্পত্তি অর্জন বিদ্যা থেকে ভিন্ন। এর কাজ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ ; এবং যেসব বিভিন্ন উপায়ে তা করা হয় তাতে জীবনযাত্রার বিভিন্ন পথের সৃষ্টি হয়—মৃগয়া, মেষপালন, কৃষি ইত্যাদি। প্রকৃতি স্বেচ্ছায় পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন ; এবং এই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আহরণ অর্জনের একটি স্বাভাবিক উপায়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যার্জনিত সম্পত্তির পরিমাণ পারিবারিক প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ; এবং এইরূপ সীমিত হওয়াই সমস্ত 'প্রকৃত' ধনের স্বভাব।]

§ 1. এখন আমরা আমাদের সাধারণ প্রণালী অনুযায়ী সকল প্রকার সম্পত্তি ও তার অর্জন বিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করতে পারি, কেননা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে দাস একটি বৈষয়িক বস্তু। প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে সম্পত্তি অর্জন বিদ্যা পরিবার পরিচালন বিদ্যা হতে অভিন্ন না তার অংশ অথবা সহায়ক। যদি সহায়ক হয় তাহলে মাকু নির্মাণ বিদ্যা যেমন বয়ন বিদ্যার অথবা কাংস দ্রাবণ বিদ্যা যেমন প্রতিমাকরণ বিদ্যার সহায়ক সেই রকম। ....এই দুটি সহায়ক বিদ্যার যে-কোনটি মুখ্য বিদ্যার উপযোগী হয় ভিন্ন পথে ; একটি প্রধান বিদ্যাকে সরবরাহ করে যন্ত্র, অপরটি সরবরাহ করে উপকরণ।

§ 2. ('উপকরণ' বলতে আমরা বুঝি সেই জিনিস যা হতে কোন দ্রব্য উৎপাদিত হয় ; যেমন, পশম তন্তুবায়কে কাপড় উৎপাদনে সাহায্য করে এবং কাংস প্রতিমা নির্মাতাকে অনুরূপভাবে সাহায্য করে) . . . . পরিবার পরিচালন বিদ্যা যে সম্পত্তি অর্জন বিদ্যা হতে অভিন্ন নয় তা সহজেই অনুমেয়। শেষোক্তটির কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্র বা উপকরণ সরবরাহ কিন্তু প্রথমোক্তটির কাজ আয়োরিত জিনিসের ব্যবহার ; কেননা পরিবার কিন্তু প্রথমোক্তটির কাজ আয়োজিত জিনিসের ব্যবহার ; কেননা পরিবার, পরিচালনা বিদ্যা ব্যতিরেকে আর কোন্ বিদ্যা থাকতে পারে যা গৃহসম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করবে? কিন্তু অর্জন বিদ্যা তার অংশ না পৃথক্ বিদ্যা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। [বস্তুত এই প্রশ্ন থেকে অনেকগুলি প্রশ্ন ওঠে।]

§ 3. যে ব্যক্তি সংগ্রহে নিযুক্ত তাকে যদি বিচার করতে হয় কোন ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তিস্থান থেকে সে সম্পত্তি ও ধন লাভ করতে পারে, আর

সম্পত্তি ও ধনের অংশ যদি বহু বিচিত্র হয়, তাহলে আমাদের প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে কৃষি সংগ্রহ বিদ্যার অংশ না স্বতন্ত্র বিদ্যা ঃ বস্তুত জীবিকা-নির্বাহ-সম্পর্কিত সকল প্রকার কর্ম ও উপার্জন সম্বন্ধে এইটি হবে আমাদের সাধারণ জিজ্ঞাসা।

§ 4. আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। জীবিকানির্বাহের অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপায় আছে ; ফলে জন্তুজগতে ও মনুষ্যজগতে জীবনযাত্রার অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথও আছে। উপজীবিকা ব্যতীত বেঁচে থাকা অসম্ভব ; এবং জন্তুজগতে লক্ষ্য করা যায় যে উপজীবিকার বিভিন্নতা জীবনযাত্রার রীতিতে আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

§ 5. কতকগুলি জন্তু দলবন্ধ হয়ে বাস করে, অপর কতকগুলি বাস করে নিঃসঙ্গভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে—উপজীবিকা সংগ্রহের সুযোগ অনুযায়ী। তারা কেউ কেউ মাংসাশী, কেউ কেউ শাকাশী, আবার কেউ কেউ সর্বাশী। তাদের অধিকতর সুখ- ও অভাব-পূর্তির জন্য এইভাবে প্রকৃতি তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রভেদ রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু এক প্রকার খাদ্য এক জাতির সকলের পক্ষে রুচিকর নয় এবং যেহেতু বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন প্রজাতির পক্ষে উপযোগী, সেই কারণে এমন কি মাংসাশী ও সমভাবে শাকাশী শ্রেণীর জন্তুর মধ্যেও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিচিত্রতা এবং প্রজাতি হতে প্রজাতির পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

§ 6. জন্তুদের সম্বন্ধে যা সভ্য মানুষদের সম্বন্ধেও তা সত্য। তাদের জীবনধারার মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মেষপালক যাযাবররা সর্বাপেক্ষা অলস। তারা অবসর সময়ে এবং অক্লেশে গৃহপালিত জন্তু থেকে জীবিকা অর্জন করে : এবং যেহেতু পালগুলির চারণভূমির জন্য স্থানান্তরে যাওয়া আবশ্যক সেই হেতু তারাও তাদের অনুসরণ করতে এবং একটি জীবন্ত ও চলন্ত ক্ষেত্রবিশেষ কর্ষণ করতে বাধ্য হয়।

§ 7. অন্যরা মৃগয়া দ্বারা জীবনধারণ করে ; এদের মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ আছে মৃগয়ার বিবিধ বিধি অনুসারে। কারও বৃত্তি লুণ্ঠন : কেউ কেউ—যারা হ্রদ, জলাভূমি বা নদীর নিকটে অথবা বাসোপযোগী সমুদ্র-তীরে বাস করে—মৎস্য শিকারের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে ; অপরের জীবন ধারণের উপায় পক্ষী বা বন্য জন্তু শিকার। অধিকাংশ মানুষ কিন্তু জীবিকা সংগ্রহ করে ভূমি এবং কৃষিলব্ধ উদ্ভিদ্ থেকে।

§ 8. (যারা শ্রমশীল বৃত্তি অবলম্বন করে এবং অপরের সঙ্গে বিনিময় বা ক্ষুদ্র বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে না একান্ত যদি তাদের কথাই বিচার করি তাহলে) বিভিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালীকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে

ভাগ করা যেতে পারে—মেষপালন, কর্ষণ, লুণ্ঠন, মৎস্যশিকার ও মৃগয়া। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা বিভিন্ন প্রণালীর সংযোগ সানন্দে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে এবং কোন একটি প্রণালী অপর্যাপ্ত হলে তার ন্যূনতা পূরণ করে অন্য একটি প্রণালীর যোজনায়। উদাহরণ : কেউ কেউ মেষ-পালনের সঙ্গে লুণ্ঠনের, অপরে কৃষির সঙ্গে মৃগয়ার সংযোগ স্থাপন করে। অন্যান্য জীবনধারার মধ্যেও অনুরূপ সংযোগ অনুরূপভাবে স্থাপিত হতে পারে যখন জীবন গঠনে মানুষের উপর চাপ এসে পড়ে অভাব ও অভিরুচির।

§ 9. প্রত্যক্ষত এই জাতীয় [অর্থাৎ জীবিকামূলক] সম্পত্তি সকল প্রাণীই প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত হয় প্রথম জন্মের মুহূর্ত থেকে প্রবৃদ্ধির শেষ দিন পর্যন্ত।

§ 10. কতকগুলি জন্তু আছে যারা শাবকের জন্মদানের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য প্রসব করে যাদ্বারা তার প্রতিপালন সম্ভব হয় যতদিন পর্যন্ত সে নিজের জীবিকা সংগ্রহ করতে না পারে। যেসব কীট-কীটাণ্ডজের মাধ্যমে এবং যেসব জন্তু ডিম্বের মাধ্যমে পুনরুৎপত্তি লাভ করে তাদের পক্ষে একথা প্রযোজ্য। যারা জরায়ুজ জন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে সন্তানদের জন্য কিছুদিন অবধি দুগ্ধজাতীয় খাদ্য থাকে।

§ 11. এটাও সমভাবে প্রত্যক্ষ যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুরূপ [অর্থাৎ প্রকৃতি রচিত] ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। জন্তুর উপজীব্য উদ্ভিদ্ আর মানুষের উপজীব্য জন্তু। গৃহপালিত জন্তুরা একাধারে খাদ্য ও ব্যবহার দ্রব্য, বন্য জন্তুরাও সর্বত্র না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে শুধু আহার্য নয়, পরিচ্ছদ এবং অনুরূপ জীবন সহায়ক সুখদ সামগ্রীও সরবরাহ করে।

§ 12. যেহেতু প্রকৃতির কোন সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন বা বিফল নয় সুতরাং বুঝতে হবে যে মানুষের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত প্রকৃতি জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এটাও সহজবোধ্য যে যুদ্ধ বিদ্যা এক অর্থে প্রকৃতি নির্দিষ্ট আহরণ বৃত্তি। মৃগয়া ঐ বিদ্যার অংশবিশেষ, বন্য জন্তুদের বিরুদ্ধে মৃগয়া পরি-চালনা করা উচিত; শুধু তাই নয়, যেসব মানুষ প্রকৃতি নির্দিষ্টভাবে অন্যাধীন অথচ ঐ অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করে তাহের বিরুদ্ধেও করা উচিত কেননা এই জাতীয় যুদ্ধ স্বাভাবিকভাবে ন্যায়সঙ্গত।

§ 13. এটা স্পষ্ট যে এক প্রকার আহরণবিদ্যা [অর্থাৎ মৃগয়া] স্বাভাবিকভাবে পরিবার পরিচালন বিদ্যার অঙ্গ। এই বিদ্যা প্রয়োগের জন্য পরিবার পরিচালক নিয়ত প্রস্তুত থাকবে অথবা স্বয়ং ব্যবস্থা করবে—কেননা এর দ্বারা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়যোগ্য সামগ্রীর সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

§ 14. এই সকল সামগ্রীকেই প্রকৃত ধন ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে;

সজ্জীবনের পক্ষে যথেষ্ট পারিবারিক সম্পত্তির পরিমাণ অসীম নয় কিংবা কবিতায় সোলন[10] যে-রূপ বর্ণনা করেছেন সে-রূপ নয় :

'মানুষের ধনের কোন সীমা নির্ধারিত হয় নি।'

§ 15. অন্যান্য বিদ্যার প্রয়োজনীয় সাধনী যেমন সীমাবদ্ধ এখানেও সেইরূপ। সকল বিদ্যার সমস্ত সাধনী নিজস্ব প্রয়োজনের দ্বারা সংখ্যায় ও পরিমাণে সীমিত ; বলা যেতে পারে পরিবারে এবং রাষ্ট্রে ব্যবহৃত সাধনী সম্ভারের নামই ধন।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে একটি প্রকৃতি নির্দিষ্ট আহরণ বিদ্যা আছে এবং এই বিদ্যা পরিবার-পরিচালক ও রাষ্ট্রবিদ্‌দের প্রয়োগ করতে হয় ; এর যুক্তি-সিদ্ধতাও স্পষ্ট।

পরিচ্ছেদ 9

[রূপরেখা : পরিবারের স্বাভাবিক পথ থেথে পৃথক্‌ভাবে সম্পত্তি সংগ্রহের পথ হিসাবে 'অর্জন বিদ্যা'। এর আবির্ভাব বিনিময়ে—যখন বিনিময় পরিচালিত হয় মুদ্রার মাধ্যমে এবং লাভের জন্য। সুতরাং ধারণার উৎপত্তি হয় যে অর্জন বিদ্যা মুদ্রা সঞ্চয়ের সংগে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু একটি বিপরীত মত রয়েছে : মুদ্রা একান্ত লৌকিক এবং অর্জন বিদ্যার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। এই বিপরীত মতের মধ্যে সত্য আছে। অর্জন বিদ্যার একটি স্বাভাবিক রূপ আছে বা পরিবার পরিচালন বিদ্যা থেকে ভিন্ন নয়, তার অংশবিশেষ। অর্জনের এই স্বাভাবিক রূপের লক্ষ্য মুদ্রাসঞ্চয়ের দিকে নয়, প্রকৃত ধনসঞ্চয়ের দিকে, সুতরাং অসীমের দিকে নয়, সসীমের দিকে।]

§ 1. সম্পত্তি সংগ্রহ বিষয়ক সাধারণ বিদ্যার একটি দ্বিতীয় রূপ আছে যাকে বিশেষভাবে এবং ন্যায্যভাবে সংস্থান বিদ্যা বলা হয়। এই দ্বিতীয় রূপের লক্ষণগুলি থেকে ধারণা জন্মে যে ধন ও সম্পত্তি অপরিমিত। অনেকে মনে করেন সম্পত্তি সংগ্রহ বিদ্যার এই দ্বিতীয় রূপটি এবং পূর্বোক্ত অপর রূপটি অভিন্ন, কেননা তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। বস্তুত তারা সমান নয় আবার তাদের ব্যবধানও খুব বেশী নয়। যে রূপটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে সেটি স্বাভাবিক ; এই দ্বিতীয় রূপটি স্বাভাবিক নয়, বরং এক প্রকার অভিজ্ঞতা ও কৌশলের ফল।

§ 2. অনুবর্তী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই রূপটির আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। সব বিষয় সামগ্রীর দু'প্রকার ব্যবহার সম্ভব। উভয় ব্যবহারই নিছক সামগ্রীর অধিকারভুক্ত কিন্তু সমভাবে ও সমপরিমাণে নয়। একটি যথাযথ এবং একান্ত স্বকীয়, অপরটি নয়। উদাহরণস্বরূপ জুতার কথা বলা যেতে পারে। পরিধান ও বিনিময় উভয় উদ্দেশ্যেই এ ব্যবহৃত হতে পারে। উভয় ব্যবহারই নিছক জুতার ব্যবহার।

§ 3. এমন কি যে ব্যক্তি অর্থ বা খাদ্যের পরিবর্তে অপরকে জুতা দান করে সেও জুতাকে জুতারূপেই ব্যবহার করছে বলা যায় যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির জুতার অভাব থাকে ; কিন্তু যেহেতু জুতা বিনিময়ের নিমিত্ত নির্মিত হয় নি সেই কারণে এরূপ ব্যবহার উপযুক্ত ও একান্ত স্বকীয় নয়। অন্য সকল বিষয়সামগ্রী সম্পর্কেও এটা সত্য।

§ 4. সকল বিষয়সামগ্রীর ক্ষেত্রেই বিনিময় সম্ভব। এর উৎপত্তির কারণ স্বাভাবিক: কোন কোন ব্যক্তি প্রয়োজনের অধিক জিনিসের অধিকারী,

কেউ কেউ প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব বোধ করে। সুতরাং দেখা যায় অল্প বাণিজ্য স্বাভাবিকভাবে অর্জন বিদ্যার অঙ্গ নয়। যদি তা হত তাহলে উভয় পক্ষের অভাব পূরণের জন্য যতটুকু বিনিময় আবশ্যক ততটুকুই সাধিত হত।

§ 5. সহজেই বোঝা যায় যে প্রাথমিক সংগঠনে অর্থাৎ পরিবারে বিনিময় বিদ্যার কোন সার্থকতা নেই। সংগঠনের পরিধির প্রসারের [অর্থাৎ গ্রামের আবির্ভাবের] পরেই এর সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। পরিজনরা সকল জিনিসে সমান অংশগ্রহণ করত। গ্রামবাসীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হস্তগত বিবিধ বস্তু প্রয়োজনবোধে আপনাদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে বাধ্য হত বিনিময়ের মাধ্যমে—যেমন অসভ্য জাতিরা আজও অনেকটা করে থাকে।

§ 6. এই ভিত্তিতে উপকারী দ্রব্যের আপনাদের মধ্যেও প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় হয় অনুরূপ উপকারী দ্রব্যের সঙ্গে, কিন্তু ব্যাপারটি আর বেশী দূর অগ্রসর হয় না। উদাহরণ ঃ মদ্যের আদান প্রদান হয় গোধূমের সঙ্গে এবং অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যের অনুরূপ বিনিময় হয় পরস্পরের। এইভাবে ব্যবহৃত বিনিময় বিদ্যা স্বভাব নিষিদ্ধ নয় এবং কোন মতেই [দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত] অর্জন বিদ্যার বিশেষ রূপও নয়। বিনিময়ের [প্রথম অবস্থায়] একমাত্র কাজ ছিল পর্যাপ্তির স্বাভাবিক সমতাবিধান।

§ 7. তবুও এই প্রকারে অনুষ্ঠিত বিনিময় থেকেই অর্জন বিদ্যা [দ্বিতীয় অর্থে] কতকটা প্রত্যাশিত পথে পুষ্টিলাভ করেছিল। অভাব মোচনের জন্য মানুষ যতই বিদেশী দ্রব্য আমদানি করতে এবং যে-সকল দ্রব্যের অতি প্রাচুর্য ছিল তা রপ্তানি করতে লাগল ততই তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ নির্ভর করতে লাগল বৈদেশিক উৎসের উপর ; এবং এইভাবে মুদ্রার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠল।

§ 8 মুদ্রা প্রচলনের কারণ এই ঃ স্বভাবত উপকারক দ্রব্য সমুদায় সুবহ ছিল না, কাজেই বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মানুষ আদান প্রদান করতে স্বীকৃত হল এমন একটি জিনিস [অর্থাৎ এক প্রকার বহুমূল্য ধাতু] যা নিজে উপকারক জিনিসের পদভুক্ত অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের কাজে সহজ ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক। এইরূপ জিনিস হল লৌহ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু। প্রথমে আয়তন ও ভারের দ্বারা তাদের মূল্য নির্ণীত হত কিন্তু শেষে ধাতুটি মুদ্রাঙ্কিত হল। এই মুদ্রণ পরিমাণ-নির্দেশক হওয়ায় বারবার মূল্য নির্ধারণের ক্লেশ ভোগ হতে মানুষ মুক্তি লাভ করল।

§ 9. এইভাবে মুদ্রা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের অনিবার্য প্রক্রিয়া

হতে আবির্ভূত হল অর্জন বিদ্যার দ্বিতীয় রূপ : সেটা [লাভজনক] খণ্ড বাণিজ্য। সূচনায় সম্ভবত এটা সরলভাবে প্রযুক্ত হত [অর্থাৎ তখন পর্যন্ত মুদ্রা মান হিসাবে পরিগণিত হত, লাভের উৎস হিসাবে বিবেচিত হত না] : কিন্তু কালক্রমে এবং অভিজ্ঞতার ফলে এটা অধিকতর সুচিন্তিত কৌশলের সঙ্গে পরিচালিত হতে লাগল—অনুসন্ধান চলতে লাগল কোন্ কোন্ উৎস হতে এবং কি কি উপায়ে সর্বোচ্চ লাভ সম্ভব হতে পারে।

§ 10. ফলে মতবাদ গড়ে উঠেছে যে অর্জন বিদ্যা বিশেষভাবে মুদ্রার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মুদ্রা সঞ্চয়ের উৎস আবিষ্কারের যোগ্যতাই হল এর কাজ। এই মতের সমর্থকরা বলেন যে, অর্জন-বিদ্যার কাজ ধন- ও মুদ্রা-আহরণ ; এমন কি এঁরা মনে করেন যে ধন মুদ্রাসম্ভার মাত্র, কেননা অর্জন বিদ্যা (লাভজনক ক্ষুদ্র ব্যবসা হিসাবে) মুদ্রার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

§ 11. এই মতের বিরুদ্ধে আর একটি মত কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত মত অনুযায়ী মুদ্রা কৃত্রিম এবং সম্পূর্ণভাবে লৌকিক। স্বাভাবিক এবং আনুষঙ্গিকভাবে (এই মতের সমর্থকরা বলেন) মুদ্রা একটি অলীক পদার্থ ; কেননা যারা একটি মুদ্রা ব্যবহার করে তারা যদি সেটি বর্জন করে এবং অন্য একটি ব্যবহার করতে থাকে তাহলে ঐ মুদ্রাটি মূল্যহীন এবং জীবনের যে-কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। বহু মুদ্রার মালিক হয়েও (তাঁরা আরও বলেন) মানুষ অনেক সময়ে জীবনযাত্রার সামগ্রী সংগ্রহের ব্যাপারে হতভম্ভ হয়ে পড়বে। তাছাড়া যে জিনিসের প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হয় সেই জিনিসকে ধন বলে গণ্য করাও সত্যিই অদ্ভুত। গল্পে আছে মিডাসকে[11] অনাহার-মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল যখন তাঁর অতিলোভের প্রার্থনা পূরণের ফলে তাঁর চারপাশের সমস্ত জিনিস নিমেষে স্বর্ণে পরিণত হয়ে ছিল।

§ 12. এই সব যুক্তির উপর নির্ভর করে পরবর্তী মতের সমর্থকরা ধন সম্বন্ধে [ধন ও মুদ্রাসম্ভার অভিন্ন এই ধারণা হতে] পৃথক্ ধারণা এবং সংগ্রহ বিদ্যা সম্বন্ধে [সংগ্রহ বিদ্যা মুদ্রার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত এই ধারণা হতে] পৃথক্ ধারণা গঠন করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের প্রয়াস যথোচিত। [স্বাভাবিক] অর্জন বিদ্যা এবং স্বাভাবিক ধন নিঃসন্দেহে পৃথক্। অর্জন বিদ্যার [স্বাভাবিক] রূপটি পরিবার পরিচালনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত [যা আবার পারিবারিক জীবনযাত্রার সমস্ত উপায়ের সাধারণ আহরণের সঙ্গে সংযুক্ত] ; কিন্তু অন্য রূপটি ক্ষুদ্র বাণিজ্যের বিষয়মাত্র এবং এটি কেবল দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে কিছু মুদ্রাসংগ্রহে উৎসুক। এই শেষোক্ত

রূপটি মুদ্রার শক্তির উপর নির্ভরশীল বলা যেতে পারে, কেননা মুদ্রা একাধারে বিনিময়ের প্রারম্ভ ও পরিণাম।

§ 13. অর্জন বিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় রূপের মধ্যে আর একটি পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়টি হতে প্রাপ্ত ধনের অবধি নেই। [এই দিক্ থেকে ক্ষুদ্র বাণিজ্যরূপী অর্জন বিদ্যা অপরাপর বৃত্তিবিষয়ক বিদ্যার অনুরূপ।] চিকিৎসা বিদ্যা স্বাস্থ্য উৎপাদনের কোন সীমা স্বীকার করে না ; বিদ্যাগুলি সাধারণত উদ্দেশ্য সম্পাদনের কোন সীমা স্বীকার করে না (প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ পরিমাণে অভীষ্ট সিদ্ধিতে উন্মুখ হয়)। অবশ্য চিকিৎসা এবং সাধারণভাবে সকল বিদ্যাই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলির পরিমিত প্রয়োগ করে থাকে, কেননা ফলপ্রাপ্তিই প্রয়োগের পরিধি রচনা করে। অর্জন বিদ্যার ক্ষুদ্র বাণিজ্য রূপের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। এর লক্ষ্য অসীম—এই লক্ষ্য পূর্বকথিত ধনের [অর্থাৎ মুদ্রারূপী ধনের] এবং নিছক মুদ্রাসংগ্রহের দিকে।

§ 14. কিন্তু পরিবার পরিচালন বিদ্যা দ্বারা ধন আহরণ (অর্জন বিদ্যার ক্ষুদ্র বাণিজ্য রূপে ধন আহরণের তুলনায়) সীমিত ঃ এই বিদ্যার-লক্ষ্য অপরিমিত ধন নয়। বিষয়টিকে এই দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হতে পারে যে সমস্ত ধনেরই সীমা থাকা উচিত। পরন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এর বিপরীত—দেখা যায় যারা ধন উপার্জনে ব্যাপৃত তারা সকলেই মুদ্রা সম্ভারবৃদ্ধির অশেষ ও অবিরাম চেষ্টা করে থাকে।

§ 15. দুটি ভিন্ন অর্জনবিধির [গৃহস্বামীর ও অল্প বিক্রয়ীর] নিকট সম্পর্কের মধ্যে এই অসংগতির কারণ নিহিত আছে। তারা পরস্পরাঙ্গী,—কেননা তারা একই বস্তুর ব্যবহারে এবং একই অর্জন ক্ষেত্রে নিযুক্ত ; কিন্তু তাদের গতি ভিন্ন দিকে—একের লক্ষ্য কেবল সঞ্চয়, অন্যের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দুটি অর্জনবিধির পরস্পরাঙ্গিভাবের মধ্যে আমরা একটি বিশিষ্ট ধারণার ব্যাখ্যা পাই। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে শুধু সঞ্চয়ই পরিবার পরিচালনার লক্ষ্য এবং এই বিশ্বাসের বলে তাঁরা দৃঢ়-নিশ্চয় যে মুদ্রাশ্রিত ধনের সংরক্ষণ অথবা তার নিরবকাশ বৃদ্ধি বিধেয়।

§ 16. কিন্তু এরূপ মনোভাবের মূল কারণ মানুষের কল্যাণচিন্তা নয়, জীবিকাচিন্তা ; এবং যেহেতু জীবিকার আকাঙ্ক্ষা অফুরন্ত সেইজন্য জীবিকা উৎপাদক দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষাও অফুরন্ত। এমন কি যারা সত্যসত্যই কল্যাণকামী তারাও দৈহিক সুখের উপাচার সন্ধানে উৎসুক ; এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ সঞ্চয় প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সম্পূর্ণভাবে

মুদ্রা উপার্জনে নিরত হয়। অর্জন বিদ্যার অপর ও অবর রূপের ব্যবহারের এই হচ্ছে যথার্থ কারণ।

§ 17. ভোগ নির্ভর করে [ধনের] আধিক্যের উপর। সেইজন্য যে বিদ্যাদ্বারা ভোগের উপযোগী প্রাচুর্য লাভ করা যায় মানুষ আপনাদের সেই বিদ্যায় নিযুক্ত করে। আর যদি ঐ বিদ্যা—অর্থাৎ অর্জন বিদ্যা প্রয়োগ করেও অভীষ্টলাভে অসমর্থ হয় তাহলে অন্য উপায়ে সেই চেষ্টা করে এবং প্রত্যেকটি নৈপুণ্য [নৈতিক ও বৃত্তিমূলক] নিয়োগ করে ঐ বিদ্যার অনভিমত পথে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সাহসের প্রকৃত কাজ মুদ্রাসৃষ্টি নয়, বিশ্বাসসৃষ্টি। সামরিক ও আয়ুর্বেদীয় কুশলতা সম্পর্কেও এটা সত্য। মুদ্রাসৃষ্টি এদের কোনটিরই কাজ নয় ঃ একটির কাজ জয়লাভ, অপরটির কাজ স্বাস্থ্যলাভ!

§ 18. কিন্তু আমরা যাদের কথা বলছি তারা এই সকল নৈপুণ্য নানা প্রকার অর্জন বিদ্যায় নিয়োজিত করে—যেন মুদ্রার্জনই একমাত্র লক্ষ্য আর অন্য সব কিছু তার সহায়ক।

আমরা এইভাবে অর্জন বিদ্যার অনাবশ্যক রূপটি আলোচনা করেছি ঃ এর প্রকৃতি বর্ণনা করেছি এবং মানুষের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা [বা কল্পিত প্রয়োজনীয়তা] ব্যাখ্যা করেছি। আমরা আবশ্যক রূপটিও আলোচনা করেছি ঃ দেখিয়েছি যে এটি অন্য রূপটি হতে পৃথক্ এবং স্বাভাবিকভাবে পরিবার পরিচালন বিদ্যার শাখাবিশেষ। পরিবার পরিচালন-বিদ্যা [ন্যায্য পরিমাণ] জীবিকা সরবরাহের সঙ্গে সম্পর্কিত, কাজেই [অর্জন বিদ্যার] আবশ্যক রূপটির কর্মক্ষেত্র অনাবশ্যক রূপটির মতো অসীম নয়, এর নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে।

পরিচ্ছেদ 10

[রূপরেখা ঃ পরিবার পরিচালনা সম্পত্তির ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত, (সাধারণ তত্ত্বাবধান ছাড়া) সম্পত্তির অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ; প্রয়োজনীয় জীবনোপায় সরবরাহের জন্য গৃহস্বামীর সাধারণত নির্ভর করা উচিত প্রকৃতির উপর। নিছক অর্জনের জন্য অর্জনের নিকৃষ্টতম দিকের প্রকাশ তেজারতির মধ্যে ঃ তেজারতি ফলহীন ধাতুকে ফলপ্রসূ করে।]

§ 1. পূর্ব পরিচ্ছেদের যুক্তি থেকে আমাদের প্রাথমিক সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যায়। প্রাথমিক সমস্যা ঃ 'অর্জন বিদ্যা কি পরিবার পরিচালক এবং রাষ্ট্রবিদের অধিকারভুক্ত না অধিকার বহির্ভূত কোন বিষয় যার উপর তারা নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারে বললে অন্যায় হবে না?' বিকল্পটির পক্ষে বলা যেতে পারে ঃ রাষ্ট্রবিদ্ মনুষ্যসম্পদ সৃষ্টি করে না, প্রকৃতি মনুষ্য-সম্পদ্ সরবরাহ করেন রাষ্ট্রবিদের ব্যবহারের জন্য ; কাজেই ভূমি, সমুদ্র বা অন্য কোন জীবনোপায় সরবরাহও প্রকৃতির দায়িত্ব। অতঃপর প্রকৃতিদত্ত সম্পদ হস্তগত হলে তার সুব্যবস্থা করা গৃহস্বামীর কাজ।

§ 2. পশম উৎপাদন বয়ন বিদ্যার কাজ নয়, তার কাজ পশমের ব্যবহার এবং নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য হতে উৎকৃষ্ট ও ব্যবহার্যের পৃথকীকরণ। [পরিবার পরিচালন বিদ্যা ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।] যদি তা না হত তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারত কেন একই কারণে চিকিৎসা বিদ্যা পরিবার পরিচালন বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না : পরিজনের নিকট জীবন এবং অন্যান্য আবশ্যক জিনিস যেমন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

§ 3. বিষয়টি সম্পর্কে ন্যায়সংগত মতটি এই প্রকার ঃ এক হিসাবে [সাধারণ কার্য দর্শক হিসাবে] গৃহস্বামী বা রাজার দায়িত্ব আছে পরিবার বা রাষ্ট্রের সভ্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার ; আর এক হিসাবে [প্রকৃত চিকিৎসক হিসাবে] তাদের কোন দায়িত্ব নেই, দায়িত্ব আছে কেবল চিকিৎসক-দের। সম্পত্তির ক্ষেত্রেও একই কথা। এক অর্থে গৃহস্বামীর কর্তব্য অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা : অন্য অর্থে অর্জন তার কর্তব্য নয়, এটি একটি সহায়ক বিদ্যার এলাকাভুক্ত।

আমরা পূর্বে বলেছি যে সাধারণত কিছু সম্পত্তি মানুষের হাতে আসা উচিত [প্রকৃতির দান হিসাবে]। প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবের আহার্য সরবরাহ করা প্রকৃতির কাজ ; দেখা যায় পশুশাবকরা যে পদার্থ হতে জীবন লাভ করে তারই অবশিষ্ট হতে সব সময়ে আহার সংগ্রহ করে থাকে।

§ 4. সুতরাং ফল এবং প্রাণী হতে সংগ্রহ সর্বদা এবং সর্বত্র অর্জন বিদ্যার সহজ রূপ। পূর্বে বলা হয়েছে যে এর দুটি রূপ আছে ঃ একটি সম্বন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র বাণিজ্যের সঙ্গে, অপরটি পরিবার পরিচালনার সঙ্গে। এদের মধ্যে শেষোক্তটি প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসার্হ ; প্রথমোক্তটি এক প্রকার বিনিময় যা যথার্থভাবে নিন্দিত হয়ে থাকে,—কেননা এর প্রাপ্য স্বাভাবিকভাবে [উদ্ভিদ্ ও প্রাণী হতে] আসে না, আসে অন্য মানুষের ক্ষতি করে। ক্ষুদ্র কুসীদজীবীর কারবার [ক্ষুদ্র বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্জন বিদ্যার রূপের চরম উদাহরণ] অত্যন্ত ঘৃণিত হয়েছে—এবং সবিশেষ যুক্তির সঙ্গে, এ লাভ করে নিছক মুদ্রা হতে, যে প্রক্রিয়াকে [অর্থাৎ বিনিময় প্রক্রিয়াকে] সাহায্য করা মুদ্রার উদ্দেশ্য তা হতে নয়।

§ 5. মুদ্রার আবির্ভাব হয়েছিল বিনিময়ের উপায় হিসাবে ; তেজারতি এর বৃদ্ধির চেষ্টা করে [যেন এটাই একান্ত কাম্যবস্তু]। এই কারণে কুসীদকে একটি নিত্য ব্যবহৃত শব্দদ্বারা অভিহিত করা হয় [গ্রীক ভাষায় 'টোকস' শব্দটির অর্থ 'অপত্য' বা'সন্তান'] ; সন্তানের যেমন সাদৃশ্য আছে পিতামাতার সঙ্গে তেমনি মুদ্রাজাত কুসীদেরও সাদৃশ্য আছে মূলধনের সঙ্গে যা হতে এর জন্ম হয়, এবং [যেমন পুত্র পিতার নামে আখ্যাত হয় তেমনি] এ 'মুদ্রার সন্ততি মুদ্রা' নামে আখ্যাত হতে পারে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি কেন সর্বপ্রকার অর্জনের মধ্যে তেজারিত সর্বাধিক স্বভাব-বিরুদ্ধ।

পরিচ্ছেদ 11

[রূপরেখা : অর্জন বিদ্যার ব্যবহারিক বিবেচনা। ব্যবহারিক ভিত্তিতে ঐ বিদ্যার অংশসমূহ। বিদ্যাটির সফল প্রয়োগের উদাহরণসমূহ। বিশেষত এক-চেটিয়া কারবার সৃষ্টির কথা।]

§ 1. আমরা বিষয়টির [অর্থাৎ বিদ্যার] নিছক জ্ঞানের দিক্‌টির যথোচিত আলোচনা করেছি ; এখন বাস্তব ব্যবহারের দিক্‌টি বিবেচনা করতে হবে। এই জাতীয় বিষয়গুলির তত্ত্বীয় আলোচনা উদারভাবে চলতে পারে কিন্তু প্রয়োগ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্জন বিদ্যার অনুবর্তী অংশগুলি বাস্তব জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত দরকার কৃষিক্ষেত্রের জীবনের অভিজ্ঞতা। জানতে হবে কোন্ শাবকগুলি সর্বাপেক্ষা লাভজনক, কোন্ মাটিতে এবং কি রকম যত্নে সর্বাধিক লাভ হতে পারে : যেমন ধরুন জানতে হবে কিভাবে অশ্ব, গাভী, মেষ অথবা অন্য কোন জীবধনের যথাযথ সঞ্চয়ন হতে পারে।

§ 2. (একমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পারি লাভের দিক্ থেকে তুলনায় বিভিন্ন বংশগুলি কেমন দাঁড়ায় অথবা কোন্ প্রকার ভূমিতে কোন্ বংশগুলি সর্বাপেক্ষা অর্থপ্রদ, কেননা কতকগুলি বংশ এক প্রকার ভূমিতে, অপর কতকগুলি অন্য প্রকার ভূমিতে, সমৃদ্ধ হয়)। অর্জন বিদ্যার অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি হচ্ছে কৃষির অভিজ্ঞতা—শুধু শস্য-ক্ষেত্রের নয়, দ্রাক্ষা এবং জলপাই ক্ষেত্রেরও ; মধুমক্ষিকা পালনের অভিজ্ঞতা ; এবং জীবিকার্জনের সহায়ক মৎস্য ও কুক্কুট উন্নয়নের অভিজ্ঞতা।

§ 3. এগুলি হচ্ছে অর্জন বিদ্যার বিশুদ্ধ ও যোগ্যতম রূপের [বা উৎপাদনাত্ম] অংশ এবং মৌলিক উপাদান। এখন বিনিময়ের [অর্জন বিদ্যার দ্বিতীয় অংশ বা রূপের] কথায় আসা যাক। এর মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে বাণিজ্য (একে তিনটি কাজে ভাগ করা যায়—জাহাজ সরবরাহ, ভারবহন এবং বিক্রয়। এগুলির মধ্যেও পার্থক্য আছে : কোন কোনটির মধ্যে নিরাপত্তার পরিমাণ বেশী, কোন কোনটির মধ্যে লাভের পরিমাণ বেশী)। দ্বিতীয়ত বাণিজ্যের মধ্যে আছে ধন বিনিয়োগ ; আর তৃতীয়ত এর মধ্যে আছে বেতনভুক্ শ্রম।

§ 4. বিনিময়ের এই শেষ অংশটি [বেতনভুক্ শ্রম] আংশিকভাবে যন্ত্র বিদ্যায় দক্ষ শিল্পীদের এবং আংশিকভাবে কেবল দৈহিক শ্রমদানে সক্ষম অনিপুণ কর্মীদের বিষয়। অর্জন বিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় রূপের

মধ্যবর্তী একটি তৃতীয় রূপ আছে ; প্রথম বা স্বাভাবিক রূপের এবং দ্বিতীয় বা বিনিময়ধর্মী রূপের উভয়েরই উপাদান এর অন্তর্ভুক্ত। খনিজ দ্রব্য (ধাতু) বা ফলহীন ভূমিজ দ্রব্য (কাষ্ঠের জন্য ব্যবহৃত বৃক্ষ) সম্পর্কে এর কাজ ; দৃষ্টান্ত হিসাবে ছেদন- ও খনন-শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে।

§ 5. ধাতুর ভিন্নতা অনুযায়ী খননেরও বিভিন্ন রূপ আছে।

অর্জনের বহুবিধ রূপের সাধারণ বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত জ্ঞান হয়তো বাস্তব জীবনে কার্যকর হবে কিন্তু সুদীর্ঘ আলোচনা সুরুচির পরিচায়ক হবে না।

§ 6. এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে যে-বৃত্তিগুলিতে দক্ষতার সর্বা। পেক্ষা বেশী প্রয়োজন সেগুলিতেই দৈবের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম ; সেগুলিই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যেগুলিতে শারীরিক ক্ষতি সর্বাপেক্ষা বেশী ; সেগুলিই সর্বাপেক্ষা অধম যেগুলিতে দৈহিক শক্তির ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী . সেগুলিই সর্বাপেক্ষা হীন যেগুলিতে সদাচারের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা কম।

§ 7. এই সকল বিষয়ে অনেক লেখক পুস্তক রচনা করেছেন। প্যারসের[12] ক্যারিটিডিস এবং লেম্নসের[13] অ্যাপোলোডোরাস শস্যক্ষেত্র এবং দ্রাক্ষা ও জলপাই ক্ষেত্রের কর্ষণ সম্বন্ধে লিখেছেন ; অন্যরা অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন। যার অনুরাগ আছে তার উচিত এই রচনাগুলির সহায়তায় বিষয়গুলির অধ্যয়ন। বিভিন্ন লোক কোন্ পথে লক্ষ্মীলাভে কৃতকার্য হয়েছে এ সম্পর্কে যেসব গল্প ছড়িয়ে রয়েছে তার একটা সংকলন করাও উচিত।

§ 8. যারা অর্জন বিদ্যাকে মূল্য দেয় তাদের এগুলি কাজে লাগবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিলেটাসের থেলিসের[14] গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পটি একটি অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা সম্পর্কে ; জ্ঞানের খ্যাতি থাকায় থেলিসকে এর জন্মদাতা বলে ধারণা করা হয় কিন্তু এর মধ্যে সাধারণ প্রয়োগের নীতি নিহিত আছে।

§ 9. দারিদ্র্যের জন্য লোক তাঁর নিন্দা করত এবং বোঝাতে চেষ্টা করত যে তাঁর দর্শনচর্চা নিরর্থক এবং দারিদ্র্যের কারণ। (শোনা যায়) একবার তাঁর আবহবিদ্যার জ্ঞান থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে [পরবর্তী গ্রীষ্মকালে] জলপাইয়ের অপর্যাপ্ত ফলন হবে। তাঁর কাছে সামান্য অর্থই ছিল ; তার থেকে তিনি বছরের প্রথমেই মিলেটাস ও কিয়সের সমস্ত জলপাই মাড়াইয়ের কলগুলি ভাড়া নেওয়ার জন্য বায়না দিলেন ; শুধু তাই নয়, বেশী টাকা আগাম আর কেউ দিতে প্রস্তুত না থাকায় তিনি অল্পহারেই দাদন দিতে সক্ষম হলেন। যখন মরসুম উপস্থিত হল এবং হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি কলের চাহিদা দেখা দিল তখন তিনি মজুত কলগুলি যথেচ্ছহারে ভাড়া

দিলেন। প্রচুর ধনলাভ করে তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন যে দার্শনিকরা ইচ্ছা করলে অনায়াসেই ধনী হতে পারেন যদিও এ ব্যাপারে তাঁদের সত্যিকারের আকর্ষণ নেই।

§ 10. থেলিস যে তাঁর জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন সেটা দেখানোই গল্পটির উদ্দেশ্য, কিন্তু আমরা পূর্বে বলেছি যে তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন—যা প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি—তাতে অর্জন বিদ্যায় সাধারণভাবে প্রযোজ্য একটি নীতি নিহিত আছে। সুতরাং কোন কোন রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি অর্থের প্রয়োজন হলে এই কৌশলটির আশ্রয় গ্রহণ করে ঃ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তারা আহার্য বিষয়ক এক-চেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে।

§ 11. [কিন্তু সরকারী একচেটিয়া কারবারের সঙ্গে বেসরকারী এক-চেটিয়া কারবারের সংঘর্ষ হতে পারে।] সিসিলিতে এক ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত ছিল। তাই দিয়ে তিনি লৌহ কারখানা থেকে যাবতীয় লৌহ ক্রয় করলেন। অতঃপর যখন খুচরা দোকানদাররা কিছু সামগ্রীর জন্য উপস্থিত হল তখন দেখা গেল তিনিই একমাত্র বিক্রেতা যাঁর কাছ থেকে তারা ক্রয় করতে পারে। তিনি খুব বেশী দাম বাড়ান নি তবে পঞ্চাশ ট্যালেন্ট[15] খরচ করে একশ' ট্যালেন্ট লাভ করেছিলেন।

§ 12. এই স্পেকুলেশন (বা ফটকা) সাইরাকিউস[16] অধিপতি ডাইওনি-সিয়াসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকে নগর ত্যাগ করবার আদেশ দেন। অবশ্য লব্ধ অর্থ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। ডাইওনিসিয়াসের স্বার্থবিরোধী একটি লাভের উপায় উদ্ভাবনই এই প্রকার আচরণের কারণ। অথচ এঁর এবং থেলিসের পরিকল্পনা অবিকল এক ঃ দুজনেই একটি নিছক বেসরকারী একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

§ 13. এই সব উপায়ের জ্ঞান রাষ্ট্রবিদের [এবং বেসরকারী ব্যক্তির] নিকট প্রয়োজনীয়। পরিবারের মতো কিন্তু তার অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় অর্থ সংস্থানের এবং অর্থ সংগ্রহের অধিক সংখ্যক উপায়ের। সে কারণে যাঁরা রাষ্ট্রনীতিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আর্থিক বিষয়ে তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে থাকেন।

পরিচ্ছেদ 12

[রূপরেখা : 4. বিবাহ, পিতৃ-মাতৃত্ব এবং পরিবারের সাধারণ পরিচালনা। স্ত্রীর উপর গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব পুরবাসীদের উপর রাষ্ট্রবিদের কর্তৃত্বের অনুরূপ। সন্তানদের উপর তার কর্তৃত্ব প্রজাদের উপর রাজার কর্তৃত্বের অনুরূপ।]

§ 1. পূর্বে একস্থানে বলা হয়েছে যে পরিবার পরিচালন বিদ্যার তিনটি ভাগ আছে—প্রথমটি ক্রীতদাস পরিচালন বিদ্যা : এর কথা আগে বলেছি. দ্বিতীয়টি পিতামাতার কর্তৃত্ব প্রয়োগ বিদ্যা ; আর তৃতীয়টি স্বামীর কর্তৃত্ব প্রয়োগ বিদ্যা। [শেষ দুটির কথা আলোচনা করতে হবে এবং পৃথক্‌ভাবে করতে হবে ; কেননা] যদিও পরিবারের কর্তা স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা উভয়ের উপর কর্তৃত্ব করে এবং উভয়কে পরিবারের স্বাধীন সভ্য স্বীকার করেই কর্তৃত্ব করে, তবুও এই কর্তৃত্বের মধ্যে তারতম্য আছে। তার স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব পুরবাসীদের উপর রাষ্ট্রবিদের কর্তৃত্বের মতো এবং তার সন্তানদের উপর কর্তৃত্ব প্রজাদের উপর রাজার কর্তৃর মতো। যেখানে প্রকৃতিগত ব্যতিক্রম আছে সেখানে ছাড়া কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা স্ত্রীর অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবে পুরুষের বেশী। তেমনি যারা তরুণ এবং অপক্ক বুদ্ধি তাদের অপেক্ষা যারা প্রাচীন এবং পরিণতবুদ্ধি তাদের কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা বেশী।

§ 2. অধিকাংশ স্থলে যেখানে রাষ্ট্রবিদের আধিপত্য দেখা যায় সেখানে শাসক ও শাসিতের স্থান বিনিময় হয়ে থাকে [স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কে এরকম হয় না] : রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সভ্যদের স্বভাবসিদ্ধ লক্ষ্য সাম্য ও অভেদ। সে যাই হক এবং এই লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও এটি সত্য যে যখন একদল নাগরিক শাসন করে এবং অন্য দল শাসিত হয় তখন প্রথমোক্ত দল বাহ্যিক ব্যবহারে, সম্বোধনে ও সম্মানে একটি দূরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা করে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে অ্যামেসিসের[17] পাদান সম্পর্কিত উক্তি। স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের স্থায়ী সম্পর্ক রাষ্ট্রবিদের সঙ্গে পুরবাসীদের [সাময়িক] সম্পর্কের মতো।

§ 3. অপরপক্ষে সন্তানদের উপর পিতামাতার আধিপত্য প্রজাদের উপর রাজার আধিপত্যের মতো। পিতার আধিপত্য অনুরক্তির অধিকার এবং জ্যেষ্ঠতার অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই তা রাজকীয় আধিপত্যের অনুরূপ। হোমার কর্তৃক সকলের পিতা জিউসের আবাহনটি সম্পূর্ণ সার্থক—

সুর ও নরের পিতা

রাজা প্রজাদের সগোত্র, তবুও স্বাভাবিকভাবে তার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। প্রবীণ ও নবীনের এবং পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কেও একথা সত্য।

পরিচ্ছেদ 13

[রূপরেখা : পরিবার পরিচালন-বিদ্যা একটি নৈতিক বিদ্যা : পরিবারের সভ্যদের নৈতিক সততার দিকে এর লক্ষ্য ; একথা ক্রীতদাস এবং অপর সভ্যদের পক্ষে সত্য। গৃহস্বামীর সদ্‌গুণের একটি স্বকীয় ধরন আছে : বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যদের সদ্‌গুণেরও বিবিধ ধরন আছে। এটি একটি সাধারণ নিয়মের অংশ : সদ্‌গুণ কর্মসাপেক্ষ—কারও কারও কাজ উপদেশ দেওয়া, কারও কারও কাজ উপদিষ্ট হওয়া—এবং বিভিন্ন পথে উপদিষ্ট হওয়া। পরিবারের ক্রীতদাসদের উপদেশক হিসাবে গৃহস্বামীর কর্তব্য। বিবাহ এবং পিতৃ-মাতৃ ধর্ম বিষয় দুটি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। ভবিষ্যতে 'পোলিস' এবং তার উপযুক্ত শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এদের আরও আলোচনা হবে।]

§ 1. পূর্বের আলোচনা থেকে অনুবর্তী বিষয়গুলি স্পষ্ট বোঝা যায় : জড় বিষয়-সম্পত্তি অপেক্ষা মানুষ সম্পর্কেই পরিবার পরিচালনার অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ; সম্পত্তির (যাকে আমরা ধন বলি) সুব্যবস্থা অপেক্ষা মানুষের সুখকর অবস্থাই এর অধিক চিন্তার বিষয় ; ক্রীতদাসের সততা অপেক্ষা পরিবারের স্বাধীন সভ্যের সততা সম্বন্ধে এ অধিক অবহিত।'

§ 2. এখানে ক্রীতদাস সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক প্রশ্ন উঠতে পারে। যান্ত্রিক কর্মসম্পাদন এবং দাস্য কর্মনির্বাহের ঊর্ধ্বে কোন 'সদ্‌গুণ'— সংযম, সাহস, ন্যায় ইত্যাদি পর্যায়ের উচ্চতর মূল্যের কোন নৈতিক গুণ—এর আছে কি? অথবা শারীরিক সেবা পরিধির বাইরে এর কি কোন 'সদ্‌গুণ' নেই?

§ 3. বিকল্প দুটিতেই অসুবিধা আছে। ক্রীতদাসরা যদি উচ্চতর 'সদ্‌গুণ'-এর অধিকারী হয় তাহলে কিভাবে স্বাধীন মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে? যদি না হয় তাহলেও আশ্চর্যের কথা : তারা মানুষ, তাদের কিছু বিচারবুদ্ধি আছে [সুতরাং আমরা স্বাভাবিকভাবে আশা করতে পারি যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচ্চতর সদ্‌গুণ তাদের থাকবে]। কিন্তু ক্রীতদাস সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কেও সে প্রশ্ন ঠিক সমানভাবেই করা যেতে পারে। তাদের কি 'সদ্‌গুণ' [উচ্চতর পর্যায়ের] থাকতে পারে? স্ত্রীর কি সংযম, সাহস এবং ন্যায় ইত্যাদি 'সদ্‌গুণ' থাকা উচিত? সন্তানকে কি দুরাচারী বা সংযমী বলা উচিত? এ প্রশ্নের হাঁ-না—কি উত্তর হবে?

§ 4. [এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আমাদের আলোচনাটিকে প্রসারিত করতে হবে :] প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে সাধারণভাবে [বিশেষ বিশেষ

ক্ষেত্রের জন্য নয়]। স্বাভাবিক শাসক ও শাসিতদের সদ্‌গুণ কি এক প্রকার না বিভিন্ন? যদি মনে করি উভয়েরই সদ্‌গুণের মহিমায় অংশীদার হওয়া উচিত তাহলে একজন কেন চিরশাসক আর অপর জন কেন চিরশাসিত হবে? তাদের পার্থক্য কেবল মাত্রাগত হতে পারে না [তাহলে তারা উভয়েই বিভিন্ন পরিমাণে মহত্ত্বের অংশীদার হত]ঃ শাসক ও শাসিতের পার্থক্য গুণগত, এর সঙ্গে মাত্রার কোন সম্পর্ক নেই।

§ 5. কিন্তু যদি মনে করি একপক্ষ মহত্ত্বের অংশীদার হবে, অন্যপক্ষ হবে না, তাহলে একটি অদ্ভুত মতের সমর্থক হতে হবে। শাসকের যথার্থভাবে শাসন করা আর প্রজার যথার্থভাবে শাসিত হওয়া কি উপায়ে সম্ভব হবে যদি তারা উভয়েই সংযত এবং ন্যায়পরায়ণ না হয়? যে অনাচারী এবং ভীরু সে কর্তব্যপালনে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হবে। যে সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেটি এই ঃ [শাসক ও শাসিত] উভয়কেই সদ্‌গুণের অধিকারী হতে হবে কিন্তু সদ্‌গুণ হবে ভিন্ন জাতীয় [শাসকের জন্য এক প্রকার এবং শাসিতের জন্য এক প্রকার]—যেমন বিভিন্ন শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সদ্‌গুণের বিভিন্নতা দেখা যায়।

§ 6. এখানে প্রস্তাবিত মতটি [যে শাসক ও শাসিতের সদ্‌গুণ বিভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত] সরাসরি আমাদের নিয়ে চলেছে আত্মার স্বরূপের আলোচনার দিকে। আত্মার স্বাভাবিক উপাদান দুটি, একটি অধিকারী এবং একটি অধিকৃত, এদের প্রত্যেকের সদ্‌গুণ বিভিন্ন—একটি যুক্তিবাদী ও শাসনকারী উপাদানের অন্তর্ভুক্ত, অপরটি যুক্তিহীন ও শাসনাধীন উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। আত্মার সম্বন্ধে যা সত্য অন্য বিষয় [অর্থাৎ পরিবার ও রাষ্ট্র] সম্বন্ধেও তা প্রত্যক্ষত সত্য; কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্বভাবসূচিত কর্তৃত্বকারী ও কর্তৃত্বাধীন উপাদান থাকাই একটি সাধারণ নিয়ম।

§ 7. [যেখানে বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য একটি সাধারণ নিয়ম আছে সেখানে প্রয়োগ ক্ষেত্র অনুযায়ী বিবিধ প্রয়োগবিধিও আছে]। ক্রীতদাসের উপর স্বাধীন মানুষের প্রভুত্ব এক প্রকার; স্ত্রীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব অন্য প্রকার; শিশুর উপর বয়স্কের প্রভুত্ব আরও এক প্রকার। অবশ্য এদের সকলের [স্বাধীন এবং পরাধীন, পুরুষ এবং স্ত্রী, বয়স্ক এবং শিশু] সাধারণভাবে আত্মার বিভিন্ন অংশ আছে কিন্তু সমভাবে নয়। ক্রীতদাসের বিচারশক্তি একেবারেই নেই; স্ত্রীলোকের অবশ্যই আছে তবে নিশ্চিতরূপে নয়; শিশুদেরও আছে কিন্তু নিতান্ত অপক্ক অবস্থায়।

§ 8. [আত্মার বিভিন্ন অংশের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে] যা সত্য নৈতিক সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া সম্পর্কেও তা অনুরূপভাবে সত্য ঃ তাদের

সকলকেই এর অংশীদার হতে হবে, তবে ঠিক একইভাবে নয়, কার্যনির্বাহের জন্য যার যতটুকু দরকার ঠিক সেই পরিমাণে। সুতরাং শাসকের নৈতিক সদ্‌গুণ থাকা উচিত সম্পূর্ণ এবং অক্ষতরূপে [অর্থাৎ যুক্তিভিত্তিকরূপে] –কেননা পরম এবং পরিপূর্ণরূপে দেখলে তার কর্মের জন্য প্রয়োজন একজন মুখ্য শিল্পকারের এবং যুক্তিই হচ্ছে এই শিল্পকার। কিন্তু অন্য সকল লোকের নৈতিক সদ্‌গুণ থাকা উচিত তাদের [বিশেষ বিশেষ কর্মের] প্রয়োজনের অনুপাতে।

§ 9. কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে যদিও নৈতিক সদ্‌গুণ কথিত সকল মানুষেরই ধর্ম তবু এতে ভুল নেই যে সংযম—এবং ঠিক তেমনি ধৈর্য ও ন্যায়—পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে সমান নয়, যদিও সক্রেটিস[18] এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যে একজনের মধ্যে ধৈর্য প্রকাশ পায় শাসনে, অপরের মধ্যে প্রকাশ পায় সেবায়। অন্য সমস্ত সদ্‌গুণের সম্পর্কে এটা সত্য।

§ 10. এই সিদ্ধান্তটি আবার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা বিষয়টি আরও সবিস্তারে এবং বিভিন্ন বিভাগে বিবেচনা করি [অর্থাৎ যদি সদ্‌গুণের প্রকৃতি নারী, শিশু ও ক্রীতদাসের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে বিচার করি]। যদি সাধারণভাবে সদ্‌গুণের কথা বলি এবং ধরি যে 'আত্মার সুস্থ অবস্থা' বা 'যথোচিত কাজ' বা ঐ ধরনের কিছুর মধ্যেই সদ্‌গুণের অবস্থান, তাহলে আত্মপ্রতারণা হবে। গর্গিয়াস[19]-অনুসৃত সদ্‌গুণের বিভিন্ন রূপের সরল পরিগণনবিধি এরকম সাধারণ সংজ্ঞার চেয়ে অনেক ভালো।

§ 11. কবি সফোক্লিস[20] নারী সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন-

. নম্র নীরবতা নারীর ভূষণ

[এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে নারীর সদ্‌গুণের একটি বিশেষ রূপ আছে]—তার মধ্যে একটি সাধারণ সত্য আছে, কিন্তু সেটি পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। [শিশুদের সদ্‌গুণের আবার নিজস্ব রূপ আছে]ঃ শিশু অপরিণত, কাজেই সাক্ষাৎভাবে তার সদ্‌গুণ তার বর্তমান রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ; এর সম্পর্ক পরিণামের [যা সে লাভ করবে প্রৌঢ়াবস্থায় তার] সঙ্গে এবং নির্দেশের [পরিণামের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে পিতামাতা যা দেবে তার] সঙ্গে।

§ 12. অনুরূপভাবে ক্রীতদাসের সদ্‌গুণও তার প্রভু-সম্পর্ক সংক্রান্ত ব্যাপার।

ক্রীতদাসদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের আবশ্যকতা আছে। সে দিক্ থেকে সহজে

বোঝা যায় যে তাদের সামান্য সদ্‌গুণ থাকলেই চলে ; সেইটুকু থাকলেই যথেষ্ট যাতে অসংযম বা ভীরুতার বশে কর্তব্যপালনে অসমর্থ না হয়। যদি তাই সত্য হয় [অর্থাৎ যদি ক্রীতদাসের এইটুকু সদ্‌গুণ থাকাই উচিত], তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে শিল্পীদের সদ্‌গুণ না থাকলে চলে কি-না, কেননা দেখা যায় অসংযমের ফলে প্রায়ই তারা কর্তব্যপালনে সক্ষম হয় না।

§ 13. কিন্তু শিল্পীর অবস্থা আর ক্রীতদাসের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য প্রভূত নয় কি? ক্রীতদাস প্রভুর জীবনের সহভাগী ; শিল্পীর সঙ্গে প্রধানের সংযোগ অত অন্তরঙ্গ নয়। শিল্পীর আবশ্যক সদ্‌গুণের পরিমাণ তার পরবশতার সমানুপাতিক ; [এই পরবশতা ক্রীতদাসের পরবশতা অপেক্ষা কম,] কেননা যন্ত্রশিল্পীর পরবশতাকে সীমিত পরবশতা বলা যেতে পারে। তাছাড়া [আরও একটি পার্থক্য] ক্রীতদাস সেই শ্রেণীভুক্ত যাদের বৃত্তি স্বভাব-নির্ধারিত, কিন্তু চর্মকার বা অন্য কোন শিল্পী জন্মগতভাবে সেই শ্রেণী-ভুক্ত নয়।

§ 14. সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে [শিল্পী এবং তাদের নিয়োগ-কর্তাদের সম্বন্ধে যাই বলা হক না কেন] গৃহস্বামীর উচিত ক্রীতদাসদের মধ্যে আমাদের বিচারাধীন [শুধু বৃত্তিমূলক নয়, নৈতিক] সদ্‌গুণ উৎপাদন করা, এবং তাকে সেটা করতে হবে [প্রভু এবং নৈতিক অভিভাবক হিসাবে,] কর্মকর্তা বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের জন্য যেভাবে নির্দেশ দেয় সেভাবে নয়। একারণে আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই যাঁরা যুক্তি [অর্থাৎ যুক্তি-সংগত নির্দেশ ও উপদেশ] থেকে ক্রীতদাসদের বঞ্চিত করার পক্ষপাতী এবং বলেন যে একমাত্র আদেশদানই তাদের পক্ষে বিধেয়। শিশুদের চেয়েও বেশী করে উপদেশ দেওয়া উচিত ক্রীতদাসদের।

§ 15. এই প্রসঙ্গগুলির যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কতকগুলি প্রশ্নের আলোচনা বাকী আছে। সেগুলি হচ্ছে : স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা/মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক : এই সব সম্পর্কের প্রত্যেক অংশীদারের উপযোগী সদ্‌গুণের প্রকৃতি ; অংশীদারদের পরস্পর সম্পর্কের স্বরূপ, তার গুণাগুণ, গুণ অর্জন এবং দোষ মুক্তির উপায়। সরকারের বিভিন্ন রূপের আলোচনা-প্রসঙ্গে পরে এ সকল প্রশ্ন বিবেচিত হবে। [আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখার কারণ এই।] প্রত্যেক পরিবার একটি রাষ্ট্রের অংশ। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ এবং পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ পরিবারের অঙ্গ। সমগ্রের উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক অংশের উৎকর্ষের বিচার করতে হবে। সেজন্য সরকারের [সমগ্র রাষ্ট্রের] আলোচনা করে তবে শিশু ও নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে

আলোচনার দিকে অগ্রসর হতে হবে—অবশ্য যদি মনে করি যে শিশু ও নারীর উৎকর্ষ রাষ্ট্রের উৎকর্ষের তারতম্য সৃষ্টি করতে পারে।

§ 16. **তারতম্যের সৃষ্টি হবেই হবে। নারী স্বাধীন জনসংখ্যার অর্ধেক : শিশুরা বড় হলে রাষ্ট্রের সরকারে অংশভাগী হয়।**

ইতিপূর্বে আমরা পরিবারের কয়েকটি দিক্ [অর্থাৎ দাসপ্রথা এবং অর্জন-বিদ্যা] আলোচনা করেছি ; অবশিষ্ট দিক্‌গুলি [অর্থাৎ বিবাহ এবং পিতৃ-মাতৃ ধর্ম] পরে এক সময়ে আলোচনা করতে হবে। সুতরাং বর্তমান জিজ্ঞাসার সমাপ্তি ঘোষণা করে একটি নতুন আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। যাঁরা আদর্শ সরকার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি প্রথমে পরীক্ষা করা যাক।

দ্বিতীয় খণ্ড

আদর্শ রাষ্ট্রের পর্যালোচনা

A

আদর্শ রাষ্ট্র ঃ তত্ত্বে

পরিচ্ছেদ 1

[রূপরেখা ঃ 1. প্লেটোর 'রিপাবলিক'। রাজনৈতিক সংগঠন এক প্রকার অংশ ভাগ ঃ কি পরিমাণ অংশ ভাগ হওয়া উচিত? প্লেটোর সমভোগ পরিকল্পনা।]

§ 1. রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের যে আদর্শ রূপটিতে যতদূর সম্ভব ঠিক মনের মতো পার্থিব সুখ নিশ্চিতভাবে লাভ করা যেতে পারে সেই রূপটি বিবেচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের আদর্শ সরকার থেকে ভিন্ন [অর্থাৎ ৭ম ও ৮ম খণ্ডে বর্ণিত সরকার থেকে ভিন্ন] আদর্শ সরকারের অনুসন্ধান প্রথমেই করতে হবে। সুশাসিত বলে স্বীকৃত বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেগুলি প্রচলিত রয়েছে সেগুলির অনুসন্ধান করতে হবে; তাছাড়া অনুসন্ধান করতে হবে অন্য জাতীয় সরকারের যেগুলি তত্ত্বজ্ঞদের দ্বারা রচিত হয়েছে এবং বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এই আলোচনায় দুটি উপকার হবে। প্রথমত, আমরা জানতে পারব অনুসন্ধানক্ষেত্রে কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত এবং কোন্‌টি উপযোগী। দ্বিতীয়ত, যেসব সরকার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আমরা শেষ করেছি তাদের থেকে স্বতন্ত্র কিছুর উদ্দেশে আমরা চলেছি। সুতরাং যে শ্রেণীর চিন্তানায়করা যে-কোন উপায়ে নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শনে ইচ্ছুক আমরা সেই শ্রেণীভুক্ত একথা কেউ ভাববে না; বরং মনে করবে প্রচলিত সরকারগুলির দোষ দেখেই আমরা আমাদের পদ্ধতি স্থির করেছি।

§ 2. এরূপ আলোচনার স্বাভাবিক সূচনা যেখান থেকে [অর্থাৎ 'রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সভ্যরা কোন্ কোন্ বিষয়ে মিলিত হয় এবং তাদের মিলনের পরিমাণ কতটুকু?'—এই সমস্যা থেকে] আমাদের প্রারম্ভও হবে সেখান থেকে। তিনটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করতে হবে। সকল নাগরিক সকল বিষয়ে অংশীদার হবে, অথবা কোন বিষয়ে অংশীদার হবে না, অথবা কতক বিষয়ে অংশীদার হবে, কতক বিষয়ে হবে না। দ্বিতীয় বিকল্পটি দৃশ্যত অসম্ভব ঃ রাষ্ট্রের সংগঠনের মধ্যেই রয়েছে একটি মিলনের সংকেত; এর সভ্যদের শুরুতেই মিলিত হতে হবে একটি সাধারণ বাসভূমিতে। নাগরিক হওয়ার অর্থ এক রাষ্ট্রের অংশীদার হওয়া আর এক রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন এক বাসভূমি। [কাজেই তাদের সর্বদা প্রতিবেশী হতে হবে।]

§ 3. কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিকল্পের একটিকে নির্বাচন করা যেতে পারে। সুনিয়ন্ত্রিত হতে গেলে রাষ্ট্রের পক্ষে যতদূর সম্ভব সকল বিষয়ে অংশভাগী হওয়া ভালো না কতক বিষয়ে অংশভাগী হওয়া এবং কতক বিষয়ে অংশভাগী না-হওয়া ভালো? [যদি প্রথম বিকল্পটি গ্রহণ করা যায় তা হলে] নাগরিকদের পক্ষে সন্তান, স্ত্রী ও সম্পত্তি বিষয়ে সহভাগী হওয়া খুবই সম্ভব। প্লেটোর 'রিপাবলিক'[21]-এ এই প্রস্তাব করা হয়েছে : সেখানে সক্রেটিস স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার এবং সম্পত্তির সমান অধিকারের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং আমরা যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হচ্ছি সেটি এই : আমাদের বর্তমান [পৃথক্ পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমন্বিত] ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভালো না 'রিপাবলিক'-এ লিখিত নিয়ম অনুসরণ করা ভালো?

পরিচ্ছেদ 2

[রূপরেখা : স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার। এর দ্বারা প্লেটো যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চান তার (অর্থাৎ ঐক্যের) সমালোচনা : (a) ঐ উদ্দেশ্য যুক্তিসিদ্ধভাবে শেষ পর্যন্ত একজনের রাষ্ট্র সৃষ্টি করে ; (b) এ রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করে (এমন কি 'সমান ও সদৃশ' মানুষের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রেরও এই বিভিন্নতা শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে)? (c) কাজেই এ স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে অসম্ভব করে তোলে, কেননা স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন অবদান নিহিত থাকে।]

§ 1. স্ত্রীর উপর সমান অধিকার ব্যবস্থা স্থাপনের অনেক অসুবিধা আছে। তার মধ্যে দুটি প্রধান। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সক্রেটিস বলেছেন এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত প্রত্যক্ষত সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি তাঁর প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় নি। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসাবেও তাঁর রচিত পরিকল্পনাটি অসাধ্য, অথচ কিভাবে একে রূপায়িত করতে হবে সে সম্বন্ধেও তিনি কোন নির্দেশ দেন নি।

§ 2. সক্রেটিস যে উদ্দেশ্যটিকে তাঁর প্রতিজ্ঞা বলে ধরে নিয়েছেন সেটি নিহিত আছে একটি নীতির মধ্যে। নীতিটি এই : 'রাষ্ট্রের পরম ঐক্যই চরম মঙ্গল'। কিন্তু এও সুস্পষ্ট যে রাষ্ট্র নিরন্তর একত্বের দিকে অগ্রসর হতে হতে শেষপর্যন্ত একেবারেই রাষ্ট্রত্ব হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্র স্বভাবত এক প্রকার সমবায় [অর্থাৎ বহুসংখ্যক সভ্য এর একটি বিশেষত্ব]। একত্বের দিকে বেশী অগ্রসর হলে একে প্রথমে রাষ্ট্র না হয়ে হতে হবে পরিবার, তারপর পরিবার না হয়ে হতে হবে ব্যক্তি ; কেননা পরিবারকে রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক একাঙ্গ এবং ব্যক্তিকে পরিবার অপেক্ষা অধিক একাঙ্গ বলা উচিত। বোঝা যাচ্ছে এই পরিণাম সম্ভব হলেও কাম্য নয় : এতে রাষ্ট্রের বিনাশ হবে।

§ 3. আর একটি আপত্তি আছে। রাষ্ট্র শুধু কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত নয়, বিভিন্ন লোক নিয়ে গঠিত ; এক ছাঁচে ঢালা মানুষ নিয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্র ও সামরিক মৈত্রীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সভ্যদের পরস্পর সাহায্যের জন্য স্বাভাবিকভাবে সামরিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু এর উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সংখ্যার উপর ; এবং সভ্যদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য না থাকলেও একটি বৃহৎ মৈত্রী ওজনের মতো পাল্লাকে যথেষ্ট পরিমাণে অবনমিত করে। [রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সংগঠন :

এর সভ্যদের মধ্যে গুণের বৈচিত্র্য অত্যাবশ্যক ; তারা একে অন্যের পরিপূরক হবে এবং পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন কর্মের বিনিময়ে উচ্চতর ও মহত্তর জীবন লাভ করবে।] এই দিক্ থেকে রাষ্ট্র ও উপজাতির মধ্যেও পার্থক্য আছে : [উপজাতি সামরিক মৈত্রীর মতো শুধু আয়তনের জোরেই অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে], অবশ্য যদি এর সভ্যদের গ্রামে গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে না দিয়ে আর্কাডিয়ার[22] মতো একটি সমবায়ে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়। রাষ্ট্র বলতে যে প্রকৃত ঐক্য বোঝায় তা [উপজাতি বা মৈত্রীর মতো নিছক সমষ্টি হবে না,] হবে বিচিত্র গুণের উপাদানে গঠিত।

§ 4. [রাষ্ট্র বিবিধ উপাদানে গঠিত ; উপাদানগুলি বিচিত্র গুণের আধার ; তারা পরস্পর বিশিষ্ট গুণের কর্মের বিনিময় করে—এই ধারণা থেকে] একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হচ্ছে। সিদ্ধান্তটি এই : উপাদানগুলির পরস্পর সমানুপাতিক দানপ্রতিদানের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের মঙ্গল নির্ভর করে। নীতিটি 'এথিক্স্'[23]-এ ইতিপূর্বে লিখিত হয়েছে। এমন কি স্বাধীন এবং সমান নাগরিকদের মধ্যেও এটি লক্ষ্য করা যায় [যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তারা সমগুণসম্পন্ন]। তারা সকলে একসঙ্গে শাসন পরিচালনা করতে পারে না ; কাজেই তারা প্রত্যেকে সরকারীপদে অধিষ্ঠিত থাকবে এক বছরের জন্য—অথবা অন্য কোন অনুক্রমে এবং অন্য কোন সময়ের জন্য।

§ 5. এই ভাবে দেখা যায় সকলেই শাসক হচ্ছে [পর্যায়ক্রমে]। যদি চর্মকার ও সূত্রধররা বৃত্তি পরিবর্তন করত এবং একই লোক সব সময়ে চর্মকার ও সূত্রধর থাকত না তাহলে ঠিক এমনিই হত [সকলেই পর্যায়ক্রমে চর্মকার ও সূত্রধর হত]।

§ 6. শিল্প ও কলার ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মটি ['প্রত্যেকের উচিত নিজের কাজে টিকে থাকা'] যদি রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রযুক্ত হত তাহলে অবশ্যই ভালো হত ; সেদিক্ থেকে একই লোকের সম্ভব হলে সব সময়ে শাসনকার্যে নিযুক্ত থাকা ভালো। নাগরিকরা সকলে স্বভাবত সমান বলে—তাছাড়া সরকারীপদে (ভালো হক বা মন্দ হক) অংশগ্রহণ সকলের পক্ষে ন্যায়সংগত বলে—যেখানে এই আদর্শকে রূপ দেওয়া অসম্ভব সেখানে অনেকটা এই ধরনের বা কতকটা এর কাছাকাছি ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে যদি সমকক্ষরা পর্যায়ক্রমে সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে এবং পদাধিকারকাল ছাড়া অন্য সময়ে সমস্তরের মানুষ হিসাবে বাস করে।

§ 7. এর অর্থ এই যে পর্যায়ক্রমে কেউ শাসন করে, কেউ শাসিত হয়—যেন সাময়িকভাবে তারা পৃথক্ শ্রেণীর মানুষ হয়ে গিয়েছে। একথাও

বলা যায় যে যারা আপাতত শাসক তাদের মধ্যেও ইতর বিশেষ আছে—কেউ এক প্রকার পদের অধিকারী, কেউ অন্য প্রকার পদের অধিকারী [এর থেকে আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে রাষ্ট্রের সংগঠনে গুণগত পার্থক্য অপরিহার্য]।

এই আলোচনা থেকে দুটি জিনিস সহজে প্রমাণিত হচ্ছে : প্রথমত, কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি রাষ্ট্রের যে-ধরনের একাগ্রতায় বিশ্বাস করেন সে-ধরনের একাগ্রতা রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; দ্বিতীয়ত, যাতে রাষ্ট্রের পরম কল্যাণ হবে মনে করা হয় তাতে হবে ধ্বংস। আর এও সুনিশ্চিত যে প্রতি জিনিসের পক্ষে তাই 'শুভকর' যা তাকে রক্ষা করে।

§ ৪. আরও এক দিক্ থেকে বিবেচনা করে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে রাষ্ট্রের চরম একীকরণ প্রয়াসের নীতি প্রশস্ত নয়। পরিবার ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে , তেমনি রাষ্ট্র পরিবার অপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র তখনই এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এবং একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যখন এর প্রাথমিক সংস্থাটি যথেষ্ট বড় [এবং বিচিত্র] হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং যদি অধিক পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে অধিক স্পৃহণীয় বলে ধরে নিই তাহলে অল্প পরিমাণ একতা বৃহৎ পরিমাণ একতা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়।

পরিচ্ছেদ 3

[রূপরেখা ঃ স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার (অনুবৃত্তি)। ঐক্য সৃষ্টির উপায় হিসাবে এই সমান অধিকারের সমালোচনা ঃ (a) যেহেতু সকলে মিলিতভাবে পিতা, প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নয়, সেহেতু কোন প্রকৃত অনুভূতির উদ্ভব হবে না, উদ্ভব হবে একটি সাধারণ অনীহার ; (b) সম্পর্ক ভগ্নাংশিক সম্পর্ক হবে (যখন একই শিশুর ১,000 পিতা আর প্রত্যেক পিতা পিতার ১/১,000 অংশ) ; (c)সন্তান এবং পিতামাতার সাদৃশ্য পরিকল্পনাটিকে নষ্ট করবে।]

§ 1. [এখন আমরা উদ্দেশ্যের সমালোচনা ছেড়ে উপায়ের সমালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি।] সক্রেটিসের মতে রাষ্ট্রের পরম ঐক্যের সূচক সূত্রটি হচ্ছে ঃ 'সকল মানুষের একই সময়ে [এবং এক বস্তু সম্বন্ধে] "আমার" এবং "আমার নয়" এই উক্তি'। কিন্তু যদি আমরা ধরেই নিই যে রাষ্ট্রের চরম মঙ্গল সর্বাধিক ঐক্যের মধ্যে নিহিত তাহলেও এই ঐক্য ঐ সূত্র থেকে আসতে পারে [অর্থাৎ ঐ সূত্রদ্বারা লাভ করা যেতে পারে] বলে মনে হয় না।

§ 2. 'সকল' শব্দটির দুরকম অর্থ আছে [এর অর্থ হতে পারে 'প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে' কিংবা 'সকলে সমবেতভাবে']। শব্দটিকে প্রথম অর্থে গ্রহণ করা হলে সক্রেটিসের অভিলাষিত উদ্দেশ্য সম্ভবত [শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হলে যেমন হতে পারত তার চেয়ে] অধিক পরিমাণে সাধিত হতে পারে ঃ তখন প্রত্যেকে এবং সকলে পৃথক্‌ভাবে একই ব্যক্তি সম্বন্ধে 'আমার পত্নী' (বা 'আমার পুত্র') এরূপ উক্তি করবে ; এবং প্রত্যেকে এবং সকলে পৃথক্‌ভাবে সম্পত্তি ও অন্য যে-কোন বিষয় সম্পর্কে একই ভাবে কথা বলবে। কিন্তু যারা পিতৃত্বে ও পতিত্বে সহভাগী তারা 'প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে' এই অর্থে সন্তান ও স্ত্রী সম্বন্ধে কোন কথা বলবে না। তার তাদের 'আমার' বলেই উল্লেখ করবে, কিন্তু সেটা হবে সমবেতভাবে, ব্যক্তিগত-ভাবে নয়।

§ 3. সম্পত্তি সম্বন্ধেও একথা সত্য।' সকলেই বলবে সম্পত্তি 'আমার', কিন্তু বলবে 'সকলে সমবেতভাবে' এই অর্থে, 'প্রত্যেকে পৃথকভাবে' এই অর্থে নয়। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে 'সকল' শব্দটির ব্যবহারে একটি ভ্রান্তি আছে। এই শব্দটি 'উভয়', 'অসম', 'সম' প্রভৃতি এক ধরনের শব্দের মতো অস্পষ্টতার জন্য [বাস্তব জীবনে কলহের এবং]

সমভাবে বিতর্কে ভ্রান্তিকর যুক্তির কারণ হতে পারে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সূত্রটি—'একই বস্তু সম্পর্কে সকল মানুষের "আমার" এই উক্তিটি'—এক অর্থে ['প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে' এই অর্থে] সুন্দর কিন্তু অবাস্তব এবং অন্য অর্থে ['সকলে সমবেতভাবে' এই অর্থে] কোন মতেই প্রীতিময় সম্পর্কের অনুকূল নয়।

§ 4. সূত্রটি সম্প্রীতির সহায়ক তো নয়ই, প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিকরও। যে জিনিসের সহভাগী সর্বাধিক লোক তার ন্যূনতম যত্ন নেওয়া হয়। নিজস্ব জিনিসের সব চেয়ে বেশী যত্ন নেয় মানুষ ; যার ভাগীদার আছে তার ততটা যত্ন নেয় না ; কিংবা খুব জোর তারা ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু সম্পর্কিত ততটুকু যত্ন নেয়। এমনকি যেখানে অনাদরের অন্য কোন কারণ নেই সেখানেও আর একজন সহকর্মী রয়েছে এই বিবেচনায় কর্তব্যপালনে শৈথিল্য মানুষের স্বভাব। গৃহকর্মে ঠিক এই রকমই ঘটেঃ সেখানে পরিচারকের সংখ্যা বেশী হলে অনেক সময়ে কম সাহায্য পাওয়া যায়।

§ 5. প্লেটোর পরিকল্পনায় প্রত্যেক নাগরিকের হাজার পুত্র থাকবে : তারা পৃথক্‌ভাবে কোন নাগরিকের পুত্র হবে না ; প্রত্যেকটি পুত্র সমানভাবে প্রত্যেকটি পিতার পুত্র হবে, ফলে প্রত্যেকটি পুত্র প্রত্যেকটি পিতা দ্বারা সমানভাবে উপেক্ষিত হবে।

আরও একটি অসঙ্গতি আছে [প্রত্যেক নাগরিকের হাজার পুত্র থাকা সম্বন্ধে এইমাত্র যে কথা বলা হয়েছে তার থেকেই এর উৎপত্তি]। প্রত্যেক নাগরিক কোন সমৃদ্ধ বা দরিদ্র সন্তান সম্পর্কে যখন 'আমার' কথাটি ব্যবহার করে তখন সে ভগ্নাংশিকভাবেই ব্যবহার করে। সে মনে করে না সন্তানটি সম্পূর্ণভাবে 'আমার', মনে করে 'আমার' নাগরিকের সমষ্টিগত সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত ভগ্নাংশের পরিমাণে। যখন সে বলে 'সে আমার' বা 'সে অমুকের', 'আমার' বা 'অমুকের' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাগরিকসমূহ সম্পর্কে—পূর্ণ সংখ্যা হাজার সম্পর্কে অথবা নাগরিকের পূর্ণসংখ্যা যাই হক না কেন সেই সম্পর্কে। এতেও সে নিশ্চিত হতে পারে না [অর্থাৎ সে যে পিতার সহস্রতম অংশের অনুরূপ সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হতে পারে না] ; কেননা কারও সন্তান জন্মেছিল কি না এবং জন্মালেও বাঁচতে পেরেছিল কি না তার প্রমাণ নেই।

§ 6. যেখানে দুহাজার বা দশ হাজার লোকের প্রত্যেকে একটি শিশুকে 'আমার' বলবে এই আংশিক অর্থে অথবা যেখানে প্রত্যেকে 'আমার' বলবে যে [পূর্ণসংখ্যক] অর্থে শব্দটি বর্তমানে সাধারণ রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়—এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি ভালো?

§ 7. বর্তমান ব্যবস্থায় একই লোককে A বলে 'আমার পুত্র', B বলে 'আমার ভ্রাতা', C বলে 'আমার পিতৃব্য/মাতুলপুত্র' ; D, E প্রভৃতি বলে 'আমার আত্মীয়', কেননা তার সঙ্গে নিকট বা দূর, রক্তের বা বিবাহের কোন-না-কোন সম্পর্ক আছে ; X এবং Y এই সব বিভিন্ন সম্বোধন ছাড়া অন্য নাম গ্রহণ করতে পারে এবং তাকে বলতে পারে 'আমার গোষ্ঠী ভ্রাতা' বা 'আমার উপজাতি ভ্রাতা'। প্লেটোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন লোকের পুত্র হওয়া অপেক্ষা তার আপন পিতৃব্য/মাতুলপুত্র হওয়া ভালো।

§ 8. এমন কি প্লেটোর বিধানেও নাগরিকদের কারও কারও ভ্রাতা, সন্তান, পিতা বা মাতাকে অনুমান করার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সন্তান এবং পিতামাতার সাদৃশ্য শেষ পর্যন্ত তাদের পবস্পরেব অভিন্নতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় করবেই করবে।

§ 9. বর্ণনাত্মক ভূগোল রচয়িতাদের কেউ কেউ এরূপ বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে উত্তর লিবিয়ার কোন কোন অধিবাসী-দের মধ্যে স্ত্রীর উপর সমান অধিকার চলিত আছে. কিন্তু তা সত্ত্বেও এরূপ মিলনের ফলে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাদের পৃথক্ করা যায় পিতার সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য থেকে। বস্তুত, নাবীদেব কারও কারও এবং জন্তুজগতের কোন কোন স্ত্রী জাতির (যেমন ঘোটকীর ও গাভীব) পিতৃ-প্রতিম সন্তান প্রসবের সুদৃঢ় সহজ প্রবণতা আছে ঃ প্রকৃষ্ট উদাহরণ ফার্সালিযার ঘোটকী, যে 'প্রত্যক্ষ প্রতিদান'[24] বলে অভিহিত হত।

পরিচ্ছেদ 4

[**রূপরেখা ঃ** স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার (অনুবৃত্তি)। যখন পিতামাতা তাদের সন্তানদের চেনে না অথবা সন্তানরা তাদের পিতামাতাকে চেনে না তখন সমস্যার উদয় হয়। এরূপ সমান অধিকার বড় জোর এক প্রকার তরল ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে প্লেটোর মানবিনিময় পরিকল্পনার সংযোজনা আরও অসুবিধার উদ্ভব ঘটায়।]

§ 1. স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার ব্যবস্থার আরও অন্য অসুবিধা আছে এবং যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও সেগুলোর সম্মুখীন হওয়া এর সমর্থকদের পক্ষে সহজ হবে না। আক্রমণ, অনিচ্ছাকৃত (এবং ইচ্ছাকৃতও) নরহত্যা, মারামারি, অপবাদ সম্পর্কিত ঘটনাগুলিকে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। এইসব অপরাধ অনাত্মীয়ের বিরুদ্ধে করলে এক রকম আর পিতামাতা বা নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধে করলে অন্য রকম, কেননা এখানে স্বাভাবিক শুচিতার ব্যতিক্রম হচ্ছে। অনাত্মীয়ের বিরুদ্ধে এইসব অপরাধ যেমন বারংবার হয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে তেমন হয় না। তাছাড়া অপরাধ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়েছে জানতে পারলে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত করা যেতে পারে, কিন্তু তা জানতে না পারলে এরকম কিছু করা যায় না।

§ 2. প্লেটো তাঁর রাষ্ট্রের সমস্ত তরুণদের বয়স্কদের সাধারণ পুত্ররূপে দেখার পরও 'প্রেমিক' বয়স্কদের তরুণদের সঙ্গে রমণ নিষেধ করেছেন অথচ 'প্রেমিক'সুলভ আচরণ বা অন্য প্রকার বিশ্রম্ভালাপ বারণ করেন নি—এও বিস্ময়কর। পুত্র এবং পিতা, ভ্রাতা এবং ভ্রাতার মধ্যে এরূপ বিশ্রম্ভালাপ [সম্পর্ক জানা না থাকলে যা খুবই সম্ভব] চরম অশিষ্টতা, বিশেষত শুধু এই জাতীয় গুপ্ত প্রেমের পোষণই যখন অশোভন।

§ 3. আরও বিস্ময়কর যে প্লেটো পুরুষ প্রেমিকদের রমণ নিষেধ করেছেন একমাত্র ভোগের অত্যুগ্রতার জন্য এবং প্রেমিকরা যে পিতা ও পুত্র এবং দুই ভ্রাতা হতে পারে সে দিক্‌টা উপেক্ষা করেছেন।

§ 4. শাসনকারী অভিভাবকদের মধ্যে চালিত না হয়ে বরং শাসিত কৃষক শ্রেণীর মধ্যে চালিত হলে স্ত্রী এবং সন্তানের উপর সমান অধিকার হয়তো প্লেটোর উদ্দেশ্যসাধনে অধিকতর সহায়ক হত। যেখানে স্ত্রী এবং সন্তানদের উপর সকলের সমান অধিকার সেখানে ভ্রাতৃত্ববোধ কম পরিমাণে দেখা যায় ; এবং শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বোধ কম থাকাই ভালো, কেননা তাদের কর্তব্য কর্তৃপক্ষকে মান্য করা এবং বিদ্রোহী না হওয়া।

§5. সাধারণত প্লেটোর প্রস্তাবিত বিধানের অনুরূপ বিধানের ফল সুগঠিত আইনসম্বলিত ব্যবস্থার প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী হয়ে থাকে ; যে উদ্দেশ্যের জন্য প্লেটো মনে করেন এই স্ত্রী এবং সন্তানের উপর সমান অধিকার সংস্থাপিত হওয়া উচিত সমভাবে তারও বিরোধী হয়ে থাকে।

§ 6. ভ্রাতৃগণের পরস্পর প্রীতি রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃষ্টভাবে মঙ্গলকর বলে সাধারণত মনে করা হয়, কেননা এটা পৌরবিবাদ জনিত বিপদের সেরা রক্ষাকবজ। প্লেটো স্বয়ং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শকে বিশেষভাবে বরণ করেছেন এবং সাধারণত মনে করেন এবং স্পষ্টত বলেন যে ঐ ঐক্য ভ্রাতৃভাব থেকেই উদ্ভূত হয়। আমরা 'সিম্পোসিয়াম'[25]-এর যুক্তির উল্লেখ করতে পারি। আমরা সকলেই জানি সেখানে প্রেমের আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টফেনিস[26] বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে দুটি প্রণয়ী 'সৌভ্রাত্রপ্রসূত' আতিশয্যে গড়ে উঠে দুই না হয়ে এক হতে চাইছে।

§ 7. প্রণয়ী দুটির ক্ষেত্রে বলতে পারি যে একত্বের অতিস্পৃহার ফলে হয় তারা উভয়ে একটি নতুন সত্তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে নয় তো একজন অন্যজনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে একত্বের অতিআকাঙ্ক্ষার ফল হবে বিভিন্ন। যে ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব হবে তা হবে একান্ত তরল [কাজেই একত্ব বেশী না হয়ে কম হবে] ঃ পিতা পুত্রকে 'আমার' বলতে আদৌ ইচ্ছুক হবে না এবং পুত্রও পিতাকে 'আমার' বলতে তেমনি অনিচ্ছুক হবে।

§ 8. অল্প পরিমাণ মিষ্ট সুরা অধিক পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হলে যেমন একটি স্বাদহীন মিশ্রণের সৃষ্টি হয় তেমনি পারিবারিক ভাব তরল ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে যখন পারিবারিক নামগুলো প্লেটোর বিধানে যেমন তেমনি নিতান্ত অর্থহীন হয়ে যায় এবং পিতার পক্ষে পুত্রকে পুত্রের মতো দেখার, পুত্রের পক্ষে পিতাকে পিতার মতো দেখার এবং ভ্রাতার পক্ষে ভ্রাতাকে ভ্রাতার মতো দেখার সামান্য যৌক্তিকতাও থাকবে না।

§ 9. দুটি কারণে বিশেষভাবে কোন জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও অনুরাগ জন্মে। প্রথমত, জিনিসটি তার নিজের হওয়া চাই : দ্বিতীয়ত, জিনিসটিকে তার ভালো লাগা চাই। প্লেটোর বিধানে যেসব মানুষ বাস করে তাদের মধ্যে এই দুটি মনোভাবের কোনটিই থাকতে পারে না।

আরও একটি অসুবিধা আছে। প্লেটোর পরিকল্পনার এই অংশটিকে মানবিনিময় বলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় কৃষক ও শিল্পীর নীচকুলে জাত সন্তানদের [তাদের গুণের উৎকর্ষ প্রমাণিত হলে] স্থানান্তরিত করতে হবে অভিভাবকদের উচ্চ কুলে এবং অপরপক্ষে উচ্চকুলে জাত সন্তানদের

[তাদের গুণের অপকর্ষ প্রমাণিত হলে] স্থানান্তরিত করতে হবে নীচ কুলে। বস্তুত কিভাবে এইরূপ স্থানপরিবর্তন কার্যে পরিণত করা যেতে পারে তা এক অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক ব্যাপার। সে যাই হক, যারা এরূপ সন্তানদের স্থানান্তরিত করবে এবং তাদের নতুন স্থান নির্দেশ করবে তাদের অবশ্যই জানতে হবে এরা কাদের সন্তান এবং কাদের সঙ্গে এরা সংস্থাপিত হচ্ছে।

§ 10. উপরন্তু আক্রমণ, অস্বাভাবিক অনুরাগ এবং নরহত্যা বিষয়ক যে সমস্যাগুলোর কথা আগে বলা হয়েছে [যেগুলো প্লেটোর সমগ্র পরিকল্পনায় সাধারণত ওঠে] সেগুলো আরও বেশীকরে উঠবে তাঁর পরিকল্পনার এই অংশের আলোচনা প্রসঙ্গে। মানবিনিময়ের অর্থ এই হবে যে যারা অভিভাবক শ্রেণী থেকে নীচ শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হয়েছে তারা ভবিষ্যতে অভিভাবকদের যথাক্রমে ভ্রাতা বা সন্তান বা পিতা বা মাতা বলে আর সম্বোধন করবে না [যদিও তখনও তাদের সঙ্গে সেই সেই সম্পর্ক থাকবে], এবং যারা উচ্চ শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হয়েছে তাদের সম্বন্ধেও একই ফল হবে। এইসব অপরাধ করার পথে আত্মীয়তা যে অন্তরায় সৃষ্টি করে একেবারেই তার সম্মুখীন হতে হবে না এই ব্যক্তিদের।

স্ত্রী এবং সন্তানের উপর সমান অধিকারের কল্পনা সম্পর্কিত সমস্যাগুলো এর থেকে অবধারিত হতে পারে।

পরিচ্ছেদ 5

[রূপরেখা ঃ সম্পত্তির সমান অধিকার। তিনটি সম্ভবপর সম্পত্তি-ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থায় অধিকার এবং ভোগ দুইই সাধারণ তার অসুবিধা ঃ যে ব্যবস্থায় অধিকার পৃথক্ এবং ভোগ সাধারণ—এতে বেশী আনন্দ পাওয়া যায় এবং এতে সততা আরও উৎসাহিত হয়। মানব চরিত্রের ত্রুটি থেকে যেসব দোষের প্রকৃত উৎপত্তি তাদের প্রতিকার সমভোগ করতে পারে না ঃ তাছাড়া এ ঐকোন একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষাসম্ভূত যথার্থ ঐক্যকে উপেক্ষা করে ; পরিশেষে এ অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ। প্লেটোর সম্পত্তির সমান অধিকারের বিশেষ পরিকল্পনায় কৃষক শ্রেণীর স্থানটি দুর্বোধ্য থেকে যায়। তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কিত শাসন-ব্যবস্থা একান্ত অনিয়ন্ত্রিত এবং এতে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে ঃ উপরন্তু এ শাসক শ্রেণীকে যে-কোন সুখ থেকে বঞ্চিত করে।]

§ 1. পরবর্তী আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে সম্পত্তি। একটি আদর্শ সংবিধানের আশ্রয়ে যে নাগরিকরা বাস করতে চায় তাদের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি ধারণের ব্যবস্থা কি? সম্পত্তির সমান অধিকার না ব্যক্তিগত মালিকানা?

§ 2. এই বিষয়টি অনন্যভাবে এবং স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার সম্পর্কে যে-কোন প্রস্তাব থেকে পৃথক্‌ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এমনকি যদি স্ত্রী এবং সন্তানের উপর অধিকার পৃথক্ থাকে [এবং পরিবারপ্রথা অটুট থাকে], যেমন বর্তমানে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাহলেও সম্পত্তি বিষয়ক প্রশ্নগুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে। ভোগ এবং অধিকার দুইই কি সাধারণ হবে? [অথবা একটি সাধারণ এবং অন্যটি ব্যক্তিগত হবে?] তিনটি বিকল্প সম্ভব মনে করা যেতে পারে। প্রথমত, এমন একটি ব্যবস্থা হতে পারে যেখানে ভূমিখণ্ডগুলি অধিকৃত হবে পৃথক্‌ভাবে কিন্তু ফসল (যা বস্তুত ঘটে থাকে কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে) সঞ্চিত হয় ভোগের জন্য একটি সাধারণ ভাণ্ডারে। দ্বিতীয়ত এবং বিপরীতভাবে, ভূমি সাধারণভাবে অধিকৃত এবং সাধারণভাবে কর্ষিত হতে পারে কিন্তু ফসল ব্যক্তিদের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে পৃথক্ ভোগের জন্য। কোন কোন অসভ্য দেশবাসীর মধ্যে এই দ্বিতীয় বিভাগ প্রণালীটি প্রচলিত আছে শোনা যায়। তৃতীয়ত, ভূমিখণ্ড এবং ফসল [অর্থাৎ অধিকার এবং ভোগ] দুইই সাধারণ হতে পারে।

§ 3. জমির কর্ষকরা জমির মালিকদের থেকে পৃথক্ সম্প্রদায় হলে [তারা কৃষিদাস বা ক্রীতদাস হলে যেমন হবে] অবস্থাটি হবে অন্য রকম আর তার ব্যবস্থাও হবে আরও সহজ ; কিন্তু যেখানে জমির মালিকরা নিজেরাই কর্ষক সেখানে সম্পত্তির সমস্যাগুলো প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি করবে। যদি তাদের কাজ ও পুরস্কারের মধ্যে সমতা না থাকে তাহলে যারা বেশী কাজ করে এবং কম পুরস্কার পায় তারা যারা বড় পুরস্কার পায় এবং সামান্য কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেই করবে।

§ 4. সাধারণত এটা খুবই সত্য যে একসঙ্গে বাস করা এবং কোন প্রকার মানবিক প্রয়াসে অংশীদার হওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন ; কিন্তু সেটা বিশেষভাবে কঠিন সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে। সহযাত্রী পথিকরা এর একটি দৃষ্টান্ত ঃ তারা প্রায়ই সামান্য ব্যাপারে কলহ করে এবং তুচ্ছ ঘটনায় কুপিত হয়। তেমনি আবার যে ভৃত্যরা বিশেষভাবে সাধারণ দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত তাদের উপরই আমরা কথায় কথায় রাগ করে থাকি।

§ 5. সম্পত্তির সমান অধিকার ব্যবস্থায় এই ধরনের এবং আরও অনেক অসুবিধা আছে। বর্তমান ব্যবস্থা [ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা] রীতিসিদ্ধ [সামাজিক ক্ষেত্রে] এবং উপযুক্ত আইনসম্মত [রাজনৈতিক ক্ষেত্রে] হলে অনেক বেশী স্পৃহণীয় হবে। এতে উভয় ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া যাবে এবং সম্পত্তির সমান অধিকার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির গুণের সমন্বয় হবে। [এটি হবে একটি আদর্শ ব্যবস্থা] ; কেননা সম্পত্তি সাধারণত এবং প্রধানত ব্যক্তিগত কিন্তু একদিক থেকে [অর্থাৎ ভোগের দিক থেকে] সাধারণ হওয়া উচিত।

§ 6. যেখানে প্রত্যেকের স্বার্থের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে সেখানে কলহের অনুরূপ কারণ থাকবে না ; মমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, কেননা প্রত্যেক মানুষ অনুভব করবে যে সে নিজের কাজেই আপনাকে নিযুক্ত করছে। আর এই পরিকল্পনায় নৈতিক সৌজন্যের ফলে [আইনের চাপে নয় যেমন প্লেটোর পরিকল্পনায়] প্রত্যেকের সম্পত্তি সকলের উপকারে আসবে এবং 'বন্ধুর জিনিস সাধারণের জিনিস' এই চলতি কথার সুরটি ফুটে উঠবে। আজও কোন কোন রাষ্ট্রে এরূপ পরিকল্পনার রূপরেখা সুস্পষ্ট দেখে মনে হয় যে এ অসম্ভব নয় ; বিশেষত সুপরিচালিত রাষ্ট্রে এর কতকগুলো উপাদান আগে থেকেই আছে এবং কতকগুলো যোগ করা যেতে পারে।

§ 7. এইসব রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব সম্পত্তি আছে : কিন্তু তার ব্যবহারের বেলায় প্রত্যেকে একটা অংশ সরিয়ে রাখে বন্ধুদের জন্য এবং আর একটা অংশ নিয়োজিত করে সমস্ত নাগরিকের সাধারণ ভোগের জন্য।

উদাহরণঃ স্পার্টায় লোকরা পরস্পরের ক্রীতদাস, অশ্ব ও কুকুর নিজের মনে করে ব্যবহার করে ; আর ভ্রমণকালে প্রয়োজন হলে গ্রামাঞ্চলে অন্য নাগরিকের কৃষিক্ষেত্র থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে।

§ 8. আলোচনা থেকে যা পরিষ্কার বোঝা গেল তা এই ঃ যে ব্যবস্থায় সম্পত্তি পৃথক্‌ভাবে অধিকৃত কিন্তু সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় সেটিই ভালো আর ব্যবস্থাপকের উপযুক্ত কাজই হচ্ছে মানুষের মধ্যে এমন মনোভাব সৃষ্টি করা যাতে তারা সম্পত্তির এরূপ ব্যবহার করে।

আর একটা দিক্ বিবেচনা করতে হবে। সেটা হচ্ছে আনন্দের দিক্। এখানেও [যেমন সৌজন্যের ক্ষেত্রে] কোন জিনিসকে নিজের মনে করার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ আছে। [স্বাভাবিক অনুভূতির পরিতৃপ্তি আনন্দ দেয়] ; এবং খুব সম্ভবত নিজের প্রতি অনুরাগ [এবং আরও ব্যাপক অর্থে নিজের জিনিসের প্রতি অনুরাগ] একটি স্বভাবজাত অনুভব, আকস্মিক আবেগমাত্র নয়।

§ 9. আত্মানুরাগ যথার্থই নিন্দনীয়, কিন্তু আত্মানুরাগকে আমরা ততটা নিন্দা করি নে যতটা করি তার আতিশয্যকে। ঠিক এমনিভাবে আমরা অর্থলোভীকে নিন্দা করি [অর্থলোভকে ততটা নয় যতটা তার আধিক্যকে] ; এইসব জিনিসের কোন একটির [নিজের বা ধনের বা সম্পত্তির] প্রতি সহজ আসক্তি ন্যূনাধিক সার্বজনীন। আরও বলা যায় যে বন্ধু বা অতিথি বা সহ-কর্মীদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে এবং তাদের কিছু সামান্য দান করে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাই ; এবং সম্পত্তি যদি পৃথক্‌ভাবে অধিকৃত হয় তবেই এই প্রকার দয়া ও সাহায্য সম্ভব।

§ 10. রাষ্ট্রের চরম একীকরণ ব্যবস্থায় এই সব আনন্দ [যা পাওয়া যায় আত্মানুরাগের মতো সহজ অনুভূতির পরিতৃপ্তি থেকে এবং যা পাওয়া যায় পরোপকার প্রেরণার পরিতৃপ্তি থেকে] সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয়, সুজনতার দুটি রূপের কাজও স্পষ্টত নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমটি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে সংযম (সংযমের জোরে পরস্ত্রীর প্রণয়বন্ধন থেকে বিরত থাকা একটি নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ) ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে সম্পত্তির ব্যবহারে উদারতা। অতিমাত্রায় একীকৃত রাষ্ট্রে কোন মানুষ উদারতা প্রদর্শন করতে পারে না অথবা প্রকৃতপক্ষে মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে পারে না, কেননা সম্পত্তির উপযুক্ত ব্যবহারের ভিতরেই মহানুভবতার কাজ নিহিত থাকে।

§ 11. প্লেটোর প্রস্তাবিত বিধানটি বাইরে থেকে চিত্তাকর্ষক ও হিতকর মনে হতে পারে। যে শোনে সেই একে সাদরে গ্রহণ করে ঃ সে ভাবে যে প্রত্যেকে অপরের প্রতি একটি অভিনব ভ্রাতৃভাব অনুভব করবে—বিশেষ করে

যখন বর্তমান সাধারণ শ্রেণীর সরকারের দোষগুলো (চুক্তির মামলা, মিথ্যা সাক্ষ্যের দোষ নির্ণয় এবং অর্থশালীর অতিস্তুতি) সম্পত্তির সমান অধিকার ব্যবস্থা না থাকার কুফল বলে নিন্দিত হয়।

§ 12. এই সব দোষের কোনটিই কিন্তু সমভোগবাদের অভাব জনিত নয়। এদের সকলেরই উৎপত্তি মানবপ্রকৃতির দুরাচার থেকে। লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় যে যাদের সম্পত্তি পৃথক্ তাদের চেয়ে যাদের সম্পত্তি সাধারণ এবং যারা সম্পত্তির পরিচালনায় অংশীদার তাদের মধ্যে বিবাদ অনেক বেশী—যদিও পৃথক্ সম্পত্তির অধিকারীদের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় সাধারণ সম্পত্তির কলহরত অধিকারীরা স্বল্পসংখ্যক মনে হয় [এবং সেই কারণে আমরা ভুল সিদ্ধান্তের দিকে আকৃষ্ট হই]।

§ 13. আর একটি বিবেচনার উপর জোর দিতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাধারণ ভাণ্ডারে পরিণত হওয়ামাত্র মানুষ কি কি অসুবিধা থেকে বিমুক্ত হবে শুধু তাই দেখলেই চলবে না, কি কি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে তাও দেখতে হবে। তাদের ভাবী জীবন একান্ত অসম্ভব বলে মনে হয়। [ঐক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে] যে প্রতিজ্ঞার উপর প্লেটো তার যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার অনুপযুক্ততার মধ্যেই তাঁর ভ্রান্তির মূল নিহিত আছে।

§ 14. যেমন পরিবারে তেমনি রাষ্ট্রে কিছু পরিমাণ একতা অবশ্যই আবশ্যক, কিন্তু সামগ্রিক একতা আবশ্যক নয়। ঐক্যের দিকে অগ্রগতির একটি অবস্থানবিন্দু আছে ; সেটি অতিক্রম করলে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থাকবে না ; আর একটি নিকটতর অবস্থানবিন্দু আছে : সেটিতে উপনীত হলে রাষ্ট্র হয়তো রাষ্ট্র থাকবে কিন্তু তার মূল বস্তু প্রায় হারিয়ে ফেলবে এবং অপকৃষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হবে। একতান নিছক স্বরসংযোগে বা ছন্দ চরণমাত্রে পর্যবসিত হলে যা হয় তাই হবে।

§ 15. আগে যা বলা হয়েছে, আসল কথা এই যে রাষ্ট্র বহু সভ্যের সমষ্টি ; কাজেই একমাত্র শিক্ষাদ্বারাই একে একতাবদ্ধ সমাজে গঠিত করা যেতে পারে। [এই অর্থে একতা আবশ্যক এবং এই পরিমাণে একতা আবশ্যক।] প্লেটো একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান এবং বিশ্বাস করেন যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠতা লাভ করবে ; অথচ তিনি মনে করছেন যে সামাজিক বিধি, মানসিক উন্নয়ন এবং আইন [সম্পত্তি ব্যবহারের উপযুক্ত মনোভাব তৈরি করার জন্য]-এর আশ্রয় না নিয়ে তাঁর নিজের প্রস্তাবিত উপায় দ্বারা তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রকে প্রকৃষ্ট পথে চালিত করবেন—এটি আশ্চর্যের বিষয়। এরূপ বিধানের দৃষ্টান্ত স্পার্টা এবং ক্রীটে

পাওয়া যায় ঃ সেখানে গণভোজন প্রথার মধ্য দিয়ে সম্পত্তির সাধারণ ব্যবহারকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে।

§ 16. আর একটি বিষয় উপেক্ষণীয় নয় ঃ সেটি হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার শিক্ষা। দীর্ঘ অতীত এবং কালপ্রবাহকে আমাদের শ্রদ্ধা দেখাতেই হবে। এই সময়ের মধ্যে এই জিনিসগুলো [যা নতুন আবিষ্কার হিসাবে প্লেটোর অনুমোদন লাভ করেছে] প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর হলে কখনই অলক্ষিত থাকত না। প্রায় সব জিনিসই ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে ; অবশ্য তাদের মধ্যে কতকগুলো বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত হয় নি আর কতকগুলো জ্ঞাত হলেও প্রচলিত হয় নি।

§ 17. প্লেটোর প্রস্তাবিত সংবিধানের মতো কোন সংবিধানের বাস্তব বিরচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে তাঁর চিন্তাধারার মূল্যায়নে প্রচুর আলোকসম্পাত হত। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে নাগরিকদের কতকটা গণভোজন সংস্থার মতো এবং কতকটা গোষ্ঠী ও উপজাতি সংগঠনের মতো বিভিন্ন শ্রেণীতে সব সময়েই ভাগ করতে হবে। [প্লেটোর শ্রেণীব্যবস্থা কাজেই সাধারণ রীতি অনুযায়ী হওয়ায়], দেখা যায় যে তাঁর প্রস্তাবিত বিধানের একমাত্র অভিনব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অভিভাবকরা জমি চাষ করবে না। কিন্তু এমন কি ঐ নিয়মটিও স্পার্টাবাসীরা ইতিমধ্যে অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

§ 18. [কিন্তু শুধু অভিভাবকদের অবস্থাটাই যে আপত্তিজনক তা নয়], সমগ্র সংবিধানের পরিকল্পনাটাই সমালোচনার বিষয়। প্লেটো তাঁর পরিকল্পনায় বিভিন্ন নাগরিকদের স্থান বুঝিয়ে দেন নি ; প্রকৃতপক্ষে সেটা বোঝানো সহজও নয়। নাগরিকদের মধ্যে যারা অভিভাবক নয়—অর্থাৎ কৃষকরা—কার্যত তারা হবে প্রায় সমগ্র নাগরিকমণ্ডলী। কিন্তু তাদের স্থান রয়েছে অনির্দিষ্ট। আমাদের বলা হয় নি কৃষকরা অভিভাবকদের মতো সম্পত্তির সাধারণ অধিকারী হবে না পৃথক্ অধিকারী হবে ; তাদের স্ত্রীপুত্রের উপর সাধারণ অধিকার থাকবে না পৃথক্ অধিকার থাকবে তাও আমরা জানি নে।

§ 19. [আমরা তিনটি সম্ভব অনুকল্প একে একে পরীক্ষা করছি।] প্রথম অনুকল্পটি হচ্ছে যে তারা সমস্ত জিনিসের [স্ত্রী, সন্তান ও সম্পত্তির] সাধারণ অধিকারী হবে। তাহলে তাদের ও অভিভাবকদের মধ্যে কি তফাত থাকবে? অভিভাবকদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে তাদের কি লাভ হবে? বাস্তব জীবনে এই স্বীকারের কারণ কি হতে পারে? অবশ্য ক্রীটের কথা স্বতন্ত্রঃ সেখানে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কৃষিদাসরা প্রভুদের সঙ্গে অস্ত্রাধিকার ও ব্যায়াম বাদে সমান সাধারণ অধিকার ভোগ করতে পারে।

§ 20. দ্বিতীয় অনুকল্পটি হচ্ছে যে তাদের সম্পত্তি ও বিবাহপ্রথা

একই রকমের হবে, যেমন কার্যত বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে দেখা যায়, [কাজে কাজেই পৃথক্ পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথা থাকবে]। তাহলে আমাদের জিজ্ঞাস্য ঃ কোন্ প্রযুক্তির উপর সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে? একটি রাষ্ট্রের মধ্যে দুটি রাষ্ট্রের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং এই রাষ্ট্র দুটি হবে পরস্পর বিরোধী—অভিভাবকদের স্থানটি হবে কতকটা অধিকারী বাহিনীব মতো আর কৃষক, শিল্পী এবং অন্যান্যের স্থানটি হবে সাধারণ নাগরিকের।

§ 21. উপরন্তু, [কৃষকদের মধ্যে পৃথক্ পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হলে], আদালতে অভিযোগ, মামলা মকদ্দমা এবং অন্যান্য যেসব দোষ বাস্তব রাষ্ট্রে বিদ্যমান বলে প্লেটো বর্ণনা করেছেন এদের মধ্যেও তারা তেমনিভাবেই বিরাজ করবে। এটা অবশ্য ঠিক যে কৃষকরা শিক্ষিত হওয়ায় তাদের জন্য কতকগুলি অনুশাসনের (যেমন নগররক্ষীদের নিয়ম, বাজার উপবিধি এবং এই রকম অন্যান্য অনুশাসনের) প্রয়োজন হবে না; কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি শুধু অভিভাবকদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

§ 22. প্লেটোর পরিকল্পনার আরও একটি অসুবিধা রয়েছে। তিনি কৃষকদের ক্ষেত্রাধিকারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তটি এই যে তাদের উৎপন্নের একটি নির্দিষ্ট অংশ অভিভাবকদের দিতে হবে। এর ফলে স্পার্টার ক্রীতদাস অথবা থেসালির কৃষিদাস অথবা অপরাপর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রদাসদের অপেক্ষা এদের আয়ত্তে রাখা অনেক বেশী কঠিন হবে এবং এরা অনেক বেশী পরিমাণে নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে উচ্চ ধারণায় স্ফীত হয়ে উঠবে।

§ 23. মোটের উপর কৃষকরা অভিভাবকদের মতো সমভোগ ব্যবস্থায় বাস করবে না অন্য কোন ব্যবস্থায় বাস করবে তা প্লেটোর পরিকল্পনার চলতি রূপ থেকে বোঝা যায় না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষকদের স্থান, তাদের শিক্ষার প্রকৃতি এবং যেসব আইন তাদের মানতে হবে তার স্বরূপ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর এর থেকে কোন আলোকসম্পাত হয় না। সুতরাং অভিভাবকদের সমভোগ-সমন্বিত জীবন রক্ষা করতে হলে কৃষক সম্প্রদায়কে কিভাবে গঠন করতে হবে তা নির্ধারণ করা কঠিন; অথচ এটি একটি চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

§ 24. তৃতীয় এবং শেষ অনুকল্পটি হচ্ছে যে কৃষকদের মধ্যে সমন্বয় হবে অভিন্ন পরিবার এবং পৃথক্ সম্পত্তি ব্যবস্থার। তাহলে পুরুষেরা যখন ক্ষেত্রের কাজ দেখাশোনা করবে তখন গৃহের কাজ দেখাশোনা করবে কারা? . . . তেমনি আবার প্রথম অনুকল্পে যেখানে সম্পত্তি এবং পরিবার দুইই অভিন্ন, কারা দেখাশোনা করবে গৃহস্থালি? ...এও আশ্চর্যের বিষয় প্লেটো

জন্তুজগতের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে নারীর কর্ম ও পুরুষের কর্ম এক হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকদের যেমন গৃহকর্ম আছে জন্তুদের সেরূপ নেই।

§ 25. প্লেটো যে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তার মধ্যে একটি বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি একদল লোককে স্থায়ী শাসকরূপে অধিষ্ঠিত করেছেন ['পর্যায়ক্রমে শাসক ও শাসিত হওয়া'র নীতিকে বর্জন করে]। এমন কি বিশেষ মর্যাদাবিহীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিশেষত তেজস্বী রণপ্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা অসন্তোষ ও বিবাদ সৃষ্টি করবেই করবে।

§ 26. যে কারণে তিনি একদল লোককে স্থায়ী শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়েছেন তা সুস্পষ্ট। [একমাত্র তাদেরই শাসনের স্বাভাবিক গুণ আছে]ঃ 'আত্মার সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে যে স্বর্গীয় স্বর্ণ' তা কখনও একসময়ে একদল লোকের মধ্যে এবং অন্য সময়ে আর এক দল লোকের মধ্যে থাকতে পারে না ; তাকে স্থায়িভাবে একদলের মধ্যে থাকতেই হবে। তাই, তিনি বলেছেন যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কারও কারও গঠনের মধ্যে স্বর্ণ, কারও কারও গঠনের মধ্যে রৌপ্য, এবং অবশিষ্ট যারা হবে শিল্পী ও কৃষক তাদের মধ্যে পিতল ও লৌহ, মিশিয়ে দিয়েছেন।

§ 27. প্লেটোর [শাসকশ্রেণীর জন্য সাধারণ পরিকল্পনার] বিরুদ্ধে আরও একটি আপত্তি আছে। তিনি অভিভাবকদের এমন কি সুখ থেকেও বঞ্চিত করেছেন, কেননা তাঁর মতে সমগ্র রাষ্ট্রের সুখই ব্যবস্থাপনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি অধিকাংশ লোক বা সমস্ত লোক বা অন্তত কিছু লোক সুখী না হয় তাহলে সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সুখী হওয়া অসম্ভব। সুখী হওয়ার যোগ্যতা আর সমান হওয়ার যোগ্যতা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। কোন অংশের মধ্যে না থেকেও সমতা সমগ্রের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু সুখ পারে না। আরও একটি কথা উঠতে পারে। অভিভাবকরা সুখী না হলে রাষ্ট্রের আর কোন্ সম্প্রদায়রা সুখী হতে পারে? শিল্পীদের বা জনসাধারণের জন্য অবশ্যই কোন সুখ থাকবে না।

§ 28. পরিশেষে বলা যেতে পারে যে 'রিপাবলিক'-এ প্লেটো যে বিধান রচনা করেছেন তার সমস্ত অসুবিধার উল্লেখ করা হয়েছে ; তাছাড়া আরও আছে যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পরিচ্ছেদ 6

[**রূপরেখা** ঃ 2. প্লেটোর 'লজ্'। 'লজ্'-এর পরিকল্পনা 'রিপাবলিক'-এর পরিকল্পনা থেকে খুব বেশী ভিন্ন নয়। এই পরিকল্পনা একটি অতি বৃহৎ ভূখণ্ড গ্রহণ করেছে কিন্তু বিদেশীয় সম্পর্কের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দিতে সক্ষম হয় নি। এ প্রয়োজনীয় সম্পত্তির আয়তন অথবা কি উদ্দেশ্যে সম্পত্তি প্রয়োজন তা উপযুক্ত-ভাবে নির্দিষ্ট করে না ; আবার সম্পত্তি ও জনসংখ্যার মধ্যে স্থিতিসাম্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে না। শাসন-ব্যবস্থা এক প্রকার 'নিয়মতন্ত্র', কিন্তু এ যথার্থভাবে সমসংস্থিত নয় ঃ ম্যাজিস্ট্রেট ও কাউন্সিলারদের নির্বাচনপদ্ধতি অতীব মুখ্য-তান্ত্রিক।]

§ 1. প্লেটোর পরবর্তী রচনা 'লজ্'* সম্পর্কে একই কথা বা প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে [অথাৎ এতে যে সব অসুবিধা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে একটি আদর্শ সংবিধান রচনার অবকাশ এখনও রয়েছে] ; কাজেই সেখানে বর্ণিত সংবিধানের সংক্ষিপ্ত বিচার সমীচীন। এরূপ করার আরও একটি কারণ আছে। ['লজ্'-এর বিচার ব্যাপক, কিন্তু] 'রিপাবলিক'-এ প্লেটো মাত্র কয়েকটি সমস্যার সমাধানে প্রয়াস পেয়েছেন–প্রধানত স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার এবং সম্পত্তির সমান অধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রকৃষ্ট প্রণালী নিরূপণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ।

§ 2. 'রিপাবলিক'-এ তিনি জনসংখ্যাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন ঃ একটি কৃষক সম্প্রদায়, অপরটি সৈনিক সম্প্রদায়, শেষোক্ত ভাগ থেকে তৃতীয় ভাগ হিসাবে সংগৃহীত হয় বিতর্কশীল, সার্বভৌম, অনিন্দ্য অভিভাবক সম্প্রদায়।

§ 3. কিন্তু প্রথম ভাগটি—অর্থাৎ কৃষক ও শিল্পীরা- সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করবে কি না এবং তারাও অস্ত্রধারণ করে সামরিক বিভাগে যোগদান করবে কি না তা 'রিপাবলিক'-এর পরিকল্পনায় অনির্ধারিত থেকে গিয়েছে। অবশ্য বলা হয়েছে যে স্ত্রীলোকরা [অর্থাৎ যারা সাধারণ অভিভাবকদের সামরিক শ্রেণীভুক্ত] সমরকৃত্যকে যোগদান করবে এবং পুরুষ অভিভাবকদের মতো শিক্ষালাভ করবে ; কিন্তু তাছাড়া প্লেটো সংলাপটি ভর্তি করেছেন মূল বিষয়ের বহির্ভূত অবান্তর কথায় এবং তাঁর অভিভাবকদের শিক্ষার যথার্থ রীতির আলোচনায়।

§ 4. 'লজ্'-এ বেশীর ভাগই আইনের আলোচনা। সংবিধান সম্পর্কে

প্লেটো বিশেষ কিছুই বলেন নি ; যা বলেছেন তাতে [তাঁর অসংগতি দেখা যায়, কেননা] যদিও তিনি এমন একটি সরকার রচনা করতে ইচ্ছা করেন যাকে রূপায়িত করা বর্তমান রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অধিকতর সম্ভব হবে, তবুও এই প্রস্তাবিত সরকারকে রূপ দিতে গিয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে অপর রূপটির [অর্থাৎ 'রিপাবলিক'-এ বর্ণিত রূপটির] কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

§ 5. স্ত্রী ও সম্পত্তির উপর সমান অধিকার ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তিনি উভয় রাষ্ট্রে অভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষা দুটিতেই এক ; দুটির সভ্যরাই অপকৃষ্টকর্মমুক্ত জীবন যাপন করবে ; দুটিতেই গণাহারের সমান ব্যবস্থা থাকবে। তফাত এই যে 'লজ্'-এ স্ত্রীলোকরা পুরুষদের সঙ্গে গণাহারের অন্তর্ভুক্ত হবে আর অস্ত্রধারী নাগরিকের সংখ্যা –'রিপাবলিক'-এ যা 1,000 মাত্র—এখানে নির্ধারিত হবে মোট 5,000 এ।

§ 6. প্লেটোর সমস্ত রচনাই মৌলিক ঃ তারা নৈপুণ্য, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেয়। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে পরাকাষ্ঠা অর্জন করা হয়তো কষ্টসাধ্য। উদাহরণহিসাবে ধবা যেতে পারে নাগরিকের সংখ্যা, যার কথা সবে মাত্র বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে এরূপ জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন হবে ব্যাবিলনের মতো আয়তনের ভূখণ্ডের অথবা ঐরকম অপরিমিত স্থানের। এরূপ প্রয়োজন হবে 5,000 নিষ্কর্মা লোককে পোষণ করবার জন্য, বিশেষত যখন ভাবি যে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে তাদেব বহুগুণ বেশী স্ত্রী-লোক ও অনুচরের ভিড়ে।

§ 7. স্বীকার করি যে ইচ্ছামতো ধারণা করা ভালো, কিন্তু যা দৃশ্যত অসম্ভব এমন ধারণা করা অনুচিত।

'লজ্'-এ বলা হয়েছে যে আইন প্রণয়নেব সময়ে ব্যবস্থাপকের উচিত দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ঃ রাষ্ট্রের ভূখণ্ড এবং ঐ ভূখণ্ডের অধিবাসী। কিন্তু একটি তৃতীয় বিষয়ও আছে। রাষ্ট্রকে যদি বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন না করে রাষ্ট্রীয় জীবন [অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত] যাপন করতে হয় তাহলে ব্যবস্থা-পকের পক্ষে উচিত প্রতিবেশী দেশের প্রতি মনোযোগী হওয়া। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে স্বদেশে ব্যবহারযোগ্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়োগ করাই শুধু রাষ্ট্রের উচিত নয়, বিদেশে ব্যবহারের উপযোগী অস্ত্রও নিয়োগ করা উচিত।

§ 8. এমন কি যদি এই ধরনের জীবন [অর্থাৎ চিন্তামুখী জীবন নয়, কর্মমুখী এবং যুদ্ধ কর্মমুখী জীবন] ব্যক্তির নিজ জীবনে বা রাষ্ট্রের সাধারণ জীবনে আদর্শ হিসাবে গৃহীত নাও হয়, তাহলেও অস্বীকার করে

উপায় নেই যে মানুষকে পলায়নপর এবং আক্রমক শত্রুর নিকট ভয়ংকর হতে হবে।

সম্পত্তির পরিমাণ [এবং সামরিক প্রস্তুতির পরিমাণ]ও বিবেচনা করা উচিত ; আমাদের ভাবতে হবে প্লেটোর থেকে ভিন্ন অর্থাৎ আরও নির্দিষ্ট-ভাবে এটা নির্ধারণ করা ভালো কি না। তিনি 'লজ্'-এ বলেছেন যে পরিমাণ 'সংযত জীবনের উপযোগী' হওয়া চাই।

§ 9. [কথাটি অস্পষ্ট] ঃ এটি অনেকটা 'শিষ্ট জীবনের উপযোগী' বলার মতো ; অবশ্য [যদি সাধারণভাবে বলাই উদ্দেশ্য হয়] ঐ বাক্যটির মধ্যে অধিকতর সাধারণত্বের সুবিধা আছে ; তাছাড়া [যদি প্লেটোর সংজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়] আর একটি অসুবিধা হচ্ছে যে 'সংযত জীবন' ক্লিষ্ট জীবন হতে পারে। প্লেটোর সংজ্ঞার চেয়ে আরও ভালো [যেহেতু আরও সম্পূর্ণ ও ব্যাপক] সংজ্ঞা হবে 'সংযত ও উদার জীবনের উপযোগী'। এই দুটি লক্ষ্যকে সর্বদা সংযুক্ত রাখতে হবে ; কেননা তারা বিচ্ছিন্ন হলে উদারতার সঙ্গী হবে বিলাস আর সংযমের সঙ্গী হবে দারিদ্র্য ; এরাই শুধু ধনের ব্যবহারে বাঞ্ছনীয় গুণের প্রতিভূ। মানুষ দুর্বলচিত্তে অথবা সবলচিত্তে [অর্থাৎ যার মধ্যে সাহসের পরিচয় আছে] ধনের ব্যবহার করতে পারে না ; কিন্তু সে যুগপৎ সংযত ও উদারচিত্তে ধনের ব্যবহার করতে সক্ষম। সুতরাং ধনের ব্যবহারে সংযম ও উদারতা এই দুটি গুণ নিহিত আছে।

§ 10. [নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সম্পত্তি সম্পর্কে প্লেটোর মত প্রসঙ্গে আর একটি কথা ভাবতে হবে।] আশ্চর্য যে তিনি ভূসম্পত্তি [নির্দিষ্ট সংখ্যক] সমানভাগে বণ্টন করছেন অথচ [নির্দিষ্ট] নাগরিক সংখ্যা লাভের জন্য প্রাতিষঙ্গিক ব্যবস্থা করছেন না। তিনি সন্তান উৎপাদনের উপর কোন নিষেধ আরোপ করছেন না ঃ তাঁর বিশ্বাস [কতকগুলি পরিবারে] যত সন্তানই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন [অন্য পরিবারে] সন্তানের অভাবের ফলে জননের হার লোকসংখ্যার স্তর যথাবৎ রক্ষা করতে পারবে ; এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

§ 11. কিন্তু 'লজ্'-এর রাষ্ট্রে বর্তমান রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্মভাবে স্থির লোকসংখ্যা রক্ষা করতে হবে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলিতে সমগ্র লোকসংখ্যা যত বড়ই হক না কেন তাদের মধ্যে সম্পত্তি অবাধে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে এবং কেউই নির্ধন থাকাবে না ঃ প্লেটোর রাষ্ট্রে সম্পত্তি অবিভাজ্য এবং উদ্‌বৃত্ত লোকসংখ্যা, বেশী হক বা কম হক, কোন সম্পত্তিরই অধিকারী হবে না।

§ 12. মনে হয় সম্পত্তিকে সীমিত [নির্দিষ্ট সংখ্যক সমান ভাগের

ব্যবস্থা করে] করার চেয়ে লোকসংখ্যাকে সীমিত করা এবং একটি বিশেষ স্তরের ঊর্ধ্বে জনন নিরোধ করা আরও বেশী দরকার ছিল। লোকসংখ্যা সীমিত করতে গেলে শিশুমৃত্যু এবং দম্পতির বন্ধ্যাতার পরিমাণ হিসাব করে জননের হার নির্ধারিত করতে হবে।

§ 13. জননের হারের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে (যেমন আমাদের বেশীর ভাগ বর্তমান রাষ্ট্রের মধ্যে দেখা যায়) অনিবার্য ফল হবে দারিদ্র্য ; আর দারিদ্র্য পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করে নাগরিক কলহ ও অপরাধ। অন্যতম প্রাচীন ব্যবস্থাপক কোরিন্থের ফিডন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে গোড়াতে নাগরিকদের ভূমিভাগগুলি যদিই বা পরিমাপে অসমান হয়, তাহলেও পারিবারিক ভূমিভাগগুলির সংখ্যা এবং নাগরিকদের সংখ্যা সমান রাখা উচিত ; কিন্তু 'লজ্'-এ আমরা ফিডনের নীতির বিপরীতটাই দেখতে পাই।

§ 14. প্লেটোর পরিকল্পনার এই অংশের উৎকর্ষ সাধন কেমন করে হতে পারে তার আলোচনা বারান্তরে করতে হবে। এখন বিবেচনা করতে হবে প্লেটোর আর একটি বিস্মৃতির কথা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তিনি বুঝিয়ে দেন নি। তিনি কেবল একটি উপমা দিয়ে বলেছেন যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন পশমে প্রস্তুত টানা ও পোড়েনের সম্পর্কের মতো হওয়া উচিত।

§ 15. আর একটি বিস্মৃতি ঃ যদিও তিনি একজন মানুষের সমগ্র সম্পত্তির পাঁচগুণ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছেন, তিনি বুঝিয়ে দেন নি কেন তিনি তার ভূমিভাগের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিস্তার অনুমোদন করেন নি। কৃষিগৃহের বণ্টন আর একটি বিষয় যার বিস্তৃত আলোচনা দরকার। প্লেটো প্রত্যেক নাগরিকের জন্য [তার ভূমিভাগের] বিভিন্ন অংশে অবস্থিত দুটি পৃথক্ গৃহের ব্যবস্থা করেছেন। [কর্মক্ষমতা না হারিয়ে] দুটি গৃহে বাস করা কঠিন।

§ 16. [কিন্তু 'লজ্'-এ প্রস্তাবিত সরকারের রূপ সম্বন্ধে আরও বলবার আছে।] সমগ্র ব্যবস্থাটি গণতন্ত্রও নয় মুখ্যতন্ত্রও নয়, বরং তাদের মাঝামাঝি একটা রূপ, সেই ধরনের যাকে সাধারণত বলা হয় 'নিয়মতন্ত্র' ঃ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কেবল অস্ত্রধারীদের ভিতর থেকেই নাগরিক সংগ্রহ করা হয়। এই সংবিধান রচনাকালে প্লেটো যদি ভেবে থাকেন যে এই রূপটি অনতিবিলম্বে অধিকাংশ রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য হবে, তাহলে তিনি ঠিকই করেছেন : পরন্তু যদি মনে করে থাকেন এই রূপটি গুণানুসারে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বা আদর্শ সংবিধানের [অর্থাৎ 'রিপাবলিক'-এ অঙ্কিত সংবিধানের] ঠিক পরবর্তী, তাহলে তিনি ভুল করেছেন ঃ স্পার্টার সংবিধান বা অন্য কোন

আরও ['লজ্'-এ চিত্রিত সংবিধান অপেক্ষা] অভিজাত ধরনের সংবিধান আরও অধিক প্রশংসনীয় হতে পারে।

§ 17. প্রকৃতপক্ষে কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে আদর্শ সংবিধান হওয়া উচিত সকল সংবিধানের সংমিশ্রণ ; এবং সেই কারণে তাঁরা স্পার্টার সংবিধানের সুখ্যাতি করেন। এই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সকলেই একমত যে স্পার্টার সংবিধান রাজতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত—কিন্তু [তাঁরা এই উপাদানগুলি ব্যাখ্যায় ভিন্নমত]। তাঁদের কারও কারও মতে রাজতন্ত্রের প্রতিরূপ দুই রাজা, মুখ্যতন্ত্রের প্রতিরূপ 'কাউন্সিল অফ এল্‌ডার্স' এবং গণতন্ত্রের প্রতিরূপ 'ইফর্স', যাঁরা সংগৃহীত হন সাধারণ শ্রেণী থেকে। অন্যরা কিন্তু 'ইফরাল্টি'-কে স্বৈরাচারতন্ত্রের প্রতিরূপ বলে মনে করেন ; এবং তাঁরা মনে করেন গণতান্ত্রিক উপাদানটি দেখতে পাওয়া যায় স্পার্টার গণাহারপ্রথায় এবং স্পার্টার প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ আচরণে।

§ 18. [এই প্রকার চিন্তাধারা এবং স্পার্টার সংবিধানের এইসব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যাই ভাবা যাক না কেন], 'লজ্'-এর যুক্তি হচ্ছে যে শ্রেষ্ঠ সংবিধান [কেবল] গণতন্ত্র ও স্বৈরাচারতন্ত্র দ্বারাই গঠিত হওয়া উচিত—যে রূপ দুটিকে আদৌ সংবিধান বলা চলে না নয় তো বলতে হয় সর্বনিকৃষ্ট সংবিধান। [দুয়ের] অধিকসংখ্যক রূপের সমন্বয়ের চেষ্টা করলে সত্যের আরও নিকটে আসা যায় : কেননা আরও অনেক উপাদানে গঠিত হলে সংবিধান আরও ভালো হয়। প্লেটোর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে 'লজ্'-এ বর্ণিত সংবিধানে প্রকৃতপক্ষে কোন রাজতান্ত্রিক উপাদান নেই, আছে কেবল মুখ্য-তান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উপাদান আর তার সঙ্গে মুখ্যতন্ত্রের দিকে বিশেষ একটি প্রবণতা।

§ 19. এটি পরিষ্কার দেখা যায় ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগবিধিতে। অবশ্য একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের সংযোগ হয়েছে। এটি হচ্ছে পূর্বনির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে পাকাপাকিভাবে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ভাগ্যপরীক্ষা গ্রহণ। কিন্তু আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে যা নিশ্চিতভাবে মুখ্যতান্ত্রিক। প্রথমত, ধনী নাগরিকরা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনে ভোটদানের জন্য এবং অন্য প্রকার রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আইন-সভায় উপস্থিত থাকতে বাধ্য, কিন্তু অন্য নাগরিকরা অনুপস্থিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, চেষ্টা করা হয় ধনী সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে অধিকসংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণের এবং যাদের করদান সর্বাধিক তাদের ভিতর থেকে সর্বোচ্চ পদগুলি পূরণের।

§ 20. কাউন্সিলারদের নির্বাচনপদ্ধতিও মুখ্যতান্ত্রিক। অবশ্য নাগরিকরা সকলেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সাধারণ বাধ্যতা প্রথম শ্রেণীর করদাতাদের ভিতর থেকে কয়েকজন পদপ্রার্থী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর করদাতাদের ভিতর থেকে সমসংখ্যক পদপ্রার্থীর প্রাথমিক নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী থেকে প্রতিনিধিদের প্রাথমিক নির্বাচনের সময়ে সাধারণ বাধ্যতার নিয়ম বন্ধ হয়ে যায় ; বস্তুত চতুর্থ শ্রেণী থেকে প্রাথমিক নির্বাচনে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যদের ভোট দিতে বাধ্য করা হয়।

§ 21. [এসব কথা প্রাথমিক নির্বাচনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে।] তারপর, প্লেটো বলেন, পূর্বনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমগ্র তালিকা থেকে প্রত্যেক করদাতা শ্রেণীর জন্য সমসংখ্যক ব্যক্তি নির্বাচিত হবে। ফলে নির্বাচকদের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা বেশী কর দেয় এবং যারা উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ত তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে, কেননা ভোট বাধ্যতামূলক না হওয়ায় জনসাধারণের অনেকেই ভোট দেবে না।

§ 22. এই আলোচনা থেকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধানের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে যথাসময়ে যে আলোচনা হবে তার থেকে বেশ সপ্রমাণ হবে যে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সমন্বয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান রচনা করা যায় না। আর একটা কথা ঃ প্রাথমিক নির্বাচন ও চরম নির্বাচন এই দুইস্তর-সমন্বিত পদ্ধতির বিপদও আছে। এমন কি স্বল্পসংখ্যক লোকের একটা দল যদি স্থিরসংকল্প হয় যে তারা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করবে [দুই স্তরে], তাহলে তারাই সব সময়ে নির্বাচনের গতি নির্ধারণ করবে। ....'লজ্'-এ বর্ণিত সংবিধান এইসব আলোচনা উত্থাপন করে।

পরিচ্ছেদ 7

[রূপরেখা : 3. ক্যাল্সিডনের ফেলিয়াস। তাঁর ভূসম্পত্তি সমীকরণের প্রস্তাব। এর মধ্যে এসে পড়বে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ; আরও আসবে সমতালাভের সূক্ষ্ম মান নির্ধারণ। সাধারণ বৈষয়িক ক্ষেত্র অপেক্ষা নীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ : বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ শুধু অর্থনৈতিক কারণে ঘটে না, ঘটে নৈতিক ত্রুটির জন্যও। রাষ্ট্রে সম্পত্তির আয়তন ও বণ্টন বিদেশীয় ও দেশীয় নীতি-দ্বারা প্রভাবিত হয়; কিন্তু ফেলিয়াস সম্পর্কে অত্যাবশ্যক সমালোচনা এই যে তিনি বৈষয়িক নির্ধারকগুলির উপর অত্যধিক জোর দেন।]

§ 1. নতুন সংবিধান রচনার পরিকল্পনা আরও কতকগুলি আছে : তাদের কয়েকটি প্রস্তাবিত হয়েছে শৌখিন লেখকদের দ্বারা আর কয়েকটি হয়েছে দর্শন ও রাষ্ট্রনীতিবিশারদদের দ্বারা। প্লেটোর পরিকল্পনার যে-কোনটির চেয়ে এরা সকলেই যে রাষ্ট্রগুলি প্রচলিত রয়েছে এবং যাদের অধীনে এখন প্রকৃতপক্ষে মানুষ বাস করছে তাদের কাছাকাছি [অর্থাৎ এরা অনেক বেশী বাস্তবধর্মী]। অন্য কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার বা নারীদের গণভোজন ইত্যাদি অপূর্ব জিনিসের প্রস্তাব করেন নি : অপরপক্ষে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বরং জীবনের অব্যবহিত প্রয়োজন থেকেই শুরু করেছেন।

§ 2. কাজেই কেউ কেউ মনে করেন যে সম্পত্তির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ অন্য কোন বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই বিষয় থেকেই নাগরিক বিবাদের উৎপত্তি সর্বদা দেখা যায়। বিবাদ পরিহারের জন্য সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব প্রথম করেছিলেন ক্যাল্সিডনের[২৭] ফেলিয়াস. তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে নাগরিকরা সকলেই সমপরিমাণ সম্পত্তির [অর্থাৎ ভূসম্পত্তির] অধিকারী হবে।

§ 3. তিনি ভেবেছিলেন যে নতুন উপনিবেশগুলিতে প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে এটা সহজেই সম্ভব হবে। পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতে আরও বড় সমস্যা দেখা দেবে; কিন্তু এখানেও সমতার প্রবর্তন করা যেতে পারে—এবং যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যেই করা যেতে পারে—যদি ধনীরা পণ (ভূসম্পত্তিতে) দান করে কিন্তু গ্রহণ করে না এবং বিপরীতভাবে দরিদ্ররা পণ গ্রহণ করে কিন্তু দান করে না।

§ 4. 'লজ্' রচনাকালে প্লেটো বলেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ অনুচিত : তার ঊর্ধ্বে তিনি নিয়ন্ত্রণ অনুমোদন

করেছিলেন ; আগেই বলা হয়েছে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে কোন নাগরিকের সঞ্চয়কে এত দূর অবধি অগ্রসর হতে দেওয়া উচিত নয় যাতে তার সম্পত্তি ক্ষুদ্রতম সম্পত্তির অধিকারী অন্য কোন নাগরিকের সম্পত্তির পাঁচ-গুণের অধিক হয়।

§ 5. যাঁরা এরূপ বিধান প্রস্তাব করেন তাঁরা সর্বদা ভুলে যান যে সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পরিবারে সন্তানসংখ্যাব নিয়ন্ত্রণ দরকার। সম্পত্তির পরিমাণ যা বহন করতে সক্ষম সন্তানসংখ্যা তার অধিক হলে [সমপরিমাণ সম্পত্তি-ব্যবস্থা প্রবর্তক] বিধানের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী , ঐ পরিমাণের কথা বাদ দিলেও বহু লোকের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দারিদ্র্যের মধ্যে নেমে আসাও দুঃখের বিষয়। এবূপ দুর্দশা যারা ভোগ করেছে তাদের পক্ষে বিপ্লবী না হয়ে থাকা কঠিন।

§ 6. অবশ্য স্বীকার করি যে [সমপরিমাণ সম্পত্তির পক্ষে যুক্তি আছে, এবং] অতীতকালে কেউ কেউ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতির উপর এই সমতার প্রভাব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি কবেছিলেন। অ্যাথেন্সে সোলনের বিধানেব দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পাবে ; মানুষের যথেচ্ছ পরিমাণ ভূমি সংস্থানেব বিরোধিতা কবে এমন আইন অন্যান্য রাষ্ট্রেও দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি ভূমি **বিক্রয়ের** বিরোধিতা করে এমন আইনও আছেঃ যেমন লোক্রিয়ানদের[19] মধ্যে আইন আছে যে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ কবতে না পারছে যে তাদেব ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সম্পত্তি বিক্রয় কবতে পারবে না।

§ 7. এমন আইনও দেখতে পাওয়া যায় যাতে আরম্ভকালীন অংশগুলি [ভূসম্পত্তির] অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যবস্থা আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ লিউকাসে[10] এবূপ আইনের উপেক্ষাব জন্য সংবিধানটি অত্যধিক গণতান্ত্রিক হয়ে পড়েছিল ; ফলে প্রয়োজনীয় আইনসংগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও লোক সরকারী পদ লাভ কবত। কিন্তু [এই সব তথ্য থেকে সমপরিমাণ সম্পত্তি—ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি সংগ্রহ কবা গেলেও] এই ব্যবস্থা [দোষযুক্ত, কেননা] প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী বা অত্যন্ত কম হতে পাবে ফলে দেখা দেয় হয বিলাস না-হয দারিদ্র্য। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে শুধু সমপরিমাণ সম্পত্তিব সাধারণ নিয়মের প্রবর্তনই যথেষ্ট হবে না . [আরও] দরকাব একটি নির্দিষ্ট এবং প্রয়োজনেব অনধিক পরিমাণের উপর লক্ষ্য রাখা।

§ 8. কিন্তু এমন কি যদি প্রত্যেকের জন্য একই প্রয়োজনের অনধিক পরিমাণ নির্ধারিত করা হয় তাহলেও প্রকৃত লাভ কিছু হবে না। মানুষের

সম্পত্তি সমীকরণের চেয়ে বেশী দরকার তাদের আকাঙ্ক্ষা সমীকরণের ; আর সে ফল লাভ করা যাবে না যদি না লোক আইনের প্রভাবে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হয়। উত্তরে ফেলিয়াস হয়তো বলবেন যে ঠিক এই মতটিই তিনি স্বয়ং প্রতিপন্ন করেন ; তাঁর অভিমত হচ্ছে যে রাষ্ট্রে সমতার সন্ধান করতে হবে দুদিক্ থেকে এবং সমতার অর্থ হবে শিক্ষায় সমতা এবং সম্পত্তিতে সমতা।

§ 9. কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাদের জানা উচিত শিক্ষার [যা সকলে সমভাবে লাভ করবে তার] প্রকৃতি কেমন হবে। এ যদি সকলের পক্ষে শুধু একই রকম হয় তাহলেও যথার্থ লাভ কিছু হবে না ; কেননা শিক্ষা সকলের পক্ষে এক হয়েও ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে এবং অর্থের আকাঙ্ক্ষা বা পদের আকাঙ্ক্ষা বা উভয়ের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে পারে।

§ 10. এর থেকে আর একটি বিষয়ের কথা উঠছে। [পদ অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে আলোচনা দরকার] ঃ নাগরিক বিবাদের মূল কেবল সম্পত্তির অসমতা নয়, অধিকৃত পদের অসমতাও। কিন্তু এখানে একটি পার্থক্য লক্ষণীয়। সম্পত্তিবণ্টন এবং পদবণ্টন কাজ করে বিপরীত পথে। সম্পত্তিবণ্টন **অসমান** হলে সাধারণ মানুষ বিপ্লবী হয়। পদবণ্টন **সমান** হলে শিক্ষিত মানুষ বিপ্লবী হয়। হোমারের কবিতায় আছে ঃ

পদ ও সম্মানের ক্ষেত্রে সৎ লোক ও অসৎ লোকের মধ্যে প্রভেদ নেই।

§ 11. [আরও একটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। শুধু নাগরিক বিবাদের কারণ বিচার করলেই চলবে না, সাধারণ অপরাধের কারণও বিচার করতে হবে।] কতকগুলি অপরাধ আবশ্যক দ্রব্যের অভাবজনিত ; ফেলিয়াস মনে করেন এসব ক্ষেত্রে সমপরিমাণ সম্পত্তি-ব্যবস্থা প্রতিকারক হবে এবং নিছক শীত- ও ক্ষুধা-জনিত চুরি থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করতে সাহায্য করবে। কিন্তু অভাব অপরাধের একমাত্র কারণ নয়। শুধু আনন্দের জন্য এবং কেবল কোন অতৃপ্ত বাসনা থেকে মুক্তির জন্যও মানুষ অপরাধ করে। জীবনের সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তারা অপরাধী হয়ে দাঁড়ায় বিরক্তি বিমোচনের জন্য।

§ 12. [আরও একটি তৃতীয় বিষয়ের কথা ভাবতে হবে।] মানুষ শুধু বর্তমান বাসনা নিবারণের জন্য অপরাধ করে না ; তারা প্রথমে একটি বাসনা পোষণ করে [এবং তারপর ঐ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য অপরাধ করে] কেবল সেই ধরনের আনন্দ ভোগ করবার জন্য যার পিছনে কোন বেদনা নেই।

এই তিন প্রকার অপরাধের প্রতিবিধান কি? প্রথমটির জন্য চাই কিঞ্চিৎ সম্পত্তি এবং কোন একটা কাজ ; দ্বিতীয়টির জন্য চাই সংযত স্বভাব ;

তৃতীয়টি সম্বন্ধে এটুকু বলা যেতে পারে ঃ যেসব মানুষ সম্পূর্ণ নিজের স্বাধীন চেষ্টাদ্বারা অবিমিশ্র আনন্দ পেতে চায় তত্ত্ববিদ্যার শরণ ভিন্ন অন্য কিছুতে তারা তৃপ্ত পাবে না ; কেননা তত্ত্ববিদ্যার আনন্দ ব্যতিরেকে আর সব আনন্দ পরমুখাপেক্ষী।

§ 13. [সুতরাং ফেলিয়াস প্রস্তাবিত প্রতিবিধান ব্যতীত অন্য প্রতি-বিধানের প্রয়োজন আছে, কারণ ফেলিয়াসের ব্যবস্থা শুধু অভাবজনিত অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।] বৃহত্তম অপরাধ অভাব পূরণের জন্য সংঘটিত হয় না, হয় অতিভোগস্পৃহার জন্য। শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ স্বৈরাচারী হয় না। সেই কারণে [স্বৈরাচারীর অপরাধ গুরুতর হওয়ায়] স্বৈরাচারীর গুপ্ত হত্যাকারীকে উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়—সাধারণ চোরকে দেওয়া হয় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ফেলিয়াস প্রস্তাবিত সংবিধানের সাধারণ পরিকল্পনাটি শুধু লঘু অপরাধ নিবারণের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে।

§ 14 ফেলিয়াস সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি উঠতে পারে। তিনি সংবিধানের আভ্যন্তরিক সুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর পরিকল্পনার সবিস্তার বর্ণনা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু [বৈদেশিক ব্যাপারও বিবেচনা করতে হবে ; এবং] প্রতিবেশী ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও করতে হবে। সুতরাং সংবিধান রচনার সময়ে সামরিক শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন , কিন্তু এ বিষয়ে ফেলিয়াস কিছুই বলেন নি।

§ 15. সংবিধান সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য সম্পত্তি সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্মের ভিত্তি হিসাবে যথেষ্ট হলেই এর চলবে না, বৈদেশিক বিপদের সম্মুখীন হবার উপায় হিসাবেও যথেষ্ট হতে হবে। এই শেষোক্ত বিবেচনা থেকে উপযুক্ত পরিমাণের আভাস পাওয়া যায়। এটা এত বড় হওয়া উচিত নয় যাতে প্রতিবেশী এবং আরও শক্তিশালী রাষ্ট্রেরা লুব্ধ হবে অথচ এর অধিকারীরা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না আবার এটা এত ছোট হওয়া উচিত নয় যাতে এর অধিকারীরা এমন কি অন্যথা সমান শক্তিশালীও একই ধরনের রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের ভার বহন করতে অপারক হবে।

§ 16. ফেলিয়াস আমাদের কোন ইঙ্গিত দেন নি ; কিন্তু আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে কিছু পরিমাণ সম্পত্তি থাকা সুবিধাজনক, এবং সম্ভবত আমরা ঐ পরিমাণের সর্বোত্তম নির্ণায়কের সংকেত দিতে পারি ঃ কোন রাষ্ট্রের ধনাতিশয্যের জন্য তার সঙ্গে যুদ্ধ করে অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের কোন লাভ হবে না , তার ধন এখন যতটা আছে তার চেয়ে কম থাকা সত্ত্বেও যে অবস্থায় তারা যুদ্ধ করত একমাত্র সেই অবস্থাতেই তারা করবে।

§ 17. একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে আমাদের যুক্তির উদাহরণ পাওয়া

যায়। পারসীক অটোফ্রেডাটিস যখন অ্যাটার্নিউস শহরের অবরোধ পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন ঐ শহরের অধিপতি ইউবুলুস[31] তাঁকে অনুরোধ করেন শহরটি অধিকার করতে কতটা সময় লাগবে তা বিবেচনা করতে এবং ঐ সময়ব্যাপী অবরোধ চালনায় কতটা খরচ পড়বে তা হিসাব করতে। তিনি বলেন ওর চেয়ে কম পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অবিলম্বে তিনি শহরটি তাঁকে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। এর ফলে অটোফ্রেডাটিস কিছু চিন্তার পর শহর অবরোধ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন।

§ 18. [সম্পত্তি বণ্টনের আভ্যন্তরিক ফল প্রসঙ্গে ফিরে এসে] স্বীকার করতেই হবে যে যে-ব্যবস্থা সকল নাগরিককে সমপরিমাণ সম্পত্তি দান করে তার একটা বিশেষ সুবিধা এই যে এ পরস্পর বিবাদ নিবারণে সহায়ক, কিন্তু সুবিধাটা মোটের উপর নগণ্য। এই ব্যবস্থায় শিক্ষিত মানুষ অনুভব করবে যে নিছক সমতার অধিক কিছু তাদের প্রাপ্য এবং তারা ক্ষুব্ধ হবে; প্রকৃতপক্ষে, লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিশেষত এই কারণে তারা বারংবার বিদ্রোহী হয় এবং নাগরিক বিবাদ সৃষ্টি করে।

§ 19 [বস্তুত অবিমিশ্র সাম্যের বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্রোহ হবে।]: মানুষের দুর্বৃত্ততার পাত্র কোন দিনই পূর্ণ করা যায় না: একদা দুওবল[32] ভাতা যথেষ্ট মনে করা হত, কিন্তু এখন ওটাতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য মানুষ সর্বদা আরও কিছু চাইছে এবং যতক্ষণ না অসীমে পৌঁছাতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও সন্তুষ্ট হবে না। আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই অনন্ত, আর আকাঙ্ক্ষা পূরণই হল সাধারণ মানুষের জীবন।

§ 20. এই সব ব্যাধির প্রতিবিধান সম্পত্তি সমীকরণ থেকে মিলবে বলে আশা করা যায় না, মিলবে বরং সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে যা উচ্চতর স্বভাবকে করে লোভে পরাঙ্মুখ এবং নীচতর স্বভাবকে করে লোভে অসমর্থ। নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষদের প্রতি অবিচার না করে যদি তাদের নিম্ন স্তরে রাখা যায় তাহলে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি সাধিত হবে।

§ 21. [ফেলিয়াসের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চরম যুক্তি এই যে] এমন কি সমপরিমাণ সম্পত্তির প্রস্তাবটিও তিনি নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করতে পারেননি। তিনি কেবল সমপরিমাণ ভূসম্পত্তির পক্ষপাতী; কিন্তু ক্রীতদাস, গোধন এবং মুদ্রাও ধনের অন্তর্ভুক্ত; তাছাড়া প্রচুর পরিমাণ অস্থাবর সামগ্রীও থাকবে। যথাকর্তব্য হচ্ছে এই সব রকম ধন সমভাবে বণ্টন করা নতুবা একটা প্রয়োজনের অনধিক সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ধারণ করা নতুবা সব জিনিসকে একইভাবে অনিয়ন্ত্রিত রেখে দেওয়া।

§ 22. ফেলিয়াস প্রস্তাবিত বিধান থেকে সুস্পষ্ট যে তিনি একটি স্বল্পায়তন নাগরিকমণ্ডলী গঠন করতে চান ঃ শিল্পীরা সকলে হবে সরকারী ক্রীতদাস এবং তারা নাগরিকমণ্ডলীর কোন প্রকার কলেবরবৃদ্ধি করবে না।

§ 23. সরকারী সম্পত্তি রক্ষায় নিযুক্ত এক শ্রেণীর শিল্পীদের সরকারী ক্রীতদাসে পরিণত করা যেতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে এপিডাম্নাসের আচরিত উপায় অবলম্বন করতে হবে কিংবা যে পরিকল্পনা একদা ডাইওফ্যাণ্টাস অ্যাথেন্সে প্রবর্তিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার অনুসরণ করতে হবে।

ফেলিয়াস প্রস্তাবিত সংবিধানের উপর আমরা যেসব মন্তব্য করেছি তার থেকে ছাত্ররা তাঁর প্রস্তাবেব গুণাগুণ বিচারে সমর্থ হবে।

পরিচ্ছেদ ৪

[রূপরেখা : 4. মিলেটাসের হিপোড্যামাস : নগর রচনার কল্পক ছিলেন নতুনভাবে রাষ্ট্র রচনার চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর 'ত্রিতয়'-এর সমর্থন—তিনটি সামাজিক শ্রেণী ; ভূখণ্ডের তিনটি ভাগ : তিন প্রকার আইন। তাঁর তিনটি শ্রেণীর এবং ভূখণ্ডের তিনটি ভাগেব সমালোচনা। তাঁর আইনের অভিনবত্বের, এবং বিশেষত সংস্কার বিধাতাদের পুরস্কারের প্রস্তাবেব, সমালোচনা। ঐতিহ্যের দাবি আছে ; এবং আইনের সংস্কার অপেক্ষা আইন মান্যের অভ্যাস অধিক মূল্যবান হতে পারে।]

§ 1. মিলেটাসের[35] নাগরিক ইউরিফনের পুত্র হিপোড্যামাস প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট সংবিধান বিষয়ের বিচারে, যদিও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলযুক্ত নগর রচনার তিনি ছিলেন কল্পক এবং পাইরিউসকে[36] সুনির্মিত পথে সজ্জিত করেছিলেন। সাধারণ জীবনেও [এই সব অভিনবত্ব ছাড়া] দৃষ্টি আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা একটা অস্বাভাবিক ভাবান্তর এনেছিল ; তাই অনেকে মনে করতেন তিনি অত্যন্ত চিন্তানিষ্ঠ ও কৃত্রিম জীবন যাপন করেন। তিনি বহু ব্যয়ে অলংকৃত দীর্ঘ কেশ ধারণ করতেন ; বহুমূল্যে মণ্ডিত, সুলভ কিন্তু গরম জিনিসে প্রস্তুত প্রসারী পোশাক গ্রীষ্মে ও শীতে ব্যবহার করতেন. তাঁর অভিলাষ ছিল সাধারণভাবে প্রকৃতি সম্বন্ধে [এবং নগব কল্পনা সম্বন্ধে] জ্ঞানলাভের।

§ 2. তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 10,000 নাগরিক থাকবে : প্রথমত, শিল্পী ; দ্বিতীয়ত, কৃষিজীবী ; এবং তৃতীয়ত, সশস্ত্র প্রতিরক্ষাবাহিনী।

§ 3. সেইরূপ ভূখণ্ডও তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে : একটি ব্যবহৃত হবে ধর্মকর্মের জন্য, দ্বিতীয়টি হবে সাধারণ কার্যের জন্য, তৃতীয়টি হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে। নগরের দেবদেবীর নিয়মিত পূজার ব্যয়ভার প্রথম ভাগটি বহন করবে ; সাধারণ কার্যে বিনিযুক্ত দ্বিতীয় ভাগটি প্রতিরক্ষা-বাহিনীকে পোষণ করবে ; তৃতীয়টি কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে।

§ 4. হিপোড্যামাস মনে করেন যথেচ্ছ আক্রমণ, ক্ষতি ও নরহত্যা হল সমস্ত মকদ্দমার উৎস এবং এই তিনটি প্রধান সমস্যার প্রাতিষঙ্গিক মাত্র তিন প্রকার আইন থাকবে। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে একটিমাত্র উচ্চতম আদালত থাকবে যাব কাছে অন্যায়ভাবে মীমাংসিত হয়েছে বলে

প্রতিভাত সমস্ত মকদ্দমা পাঠাতে হবে ; এবং তাঁর আকল্প অনুযায়ী এই আদালতটি গঠিত হবে এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রাচীনদের নিয়ে।

§ 5. তিনি আরও মনে করেন যে ভোটপাত্রে একখন্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করার পদ্ধতিতে আদালতে রায়দান উচিত নয়ঃ প্রত্যেক বিচারকের উচিত একখানি ফলক স্থাপন করা। যদি তিনি আসামীকে দন্ডাজ্ঞা দেন তাহলে ঐ রায় তাঁকে ফলকের উপর লিখে দিতে হবে ঃ যদি মুক্তি দেন তাহলে ফলকটি অলিখিত রাখবেন ; যদি কতকটা শাস্তিমূলক এবং কতকটা মুক্তিমূলক স্বতন্ত্র রায় দিতে চান তাহলে রায়ের প্রকৃতিটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে। হিপোড্যামাস সাধারণ ভোটদান পদ্ধতি একটি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা বলে অভিযোগ করেনঃ এই ব্যবস্থা [কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়] নিরঙ্কুশ মুক্তি বা দন্ডের রায়দান করে বিচারবিভাগীয় শপথ লঙ্ঘন করতে বিচারককে বাধ্য করে।

§ 6. রাষ্ট্রের হিতকর বিরচনায় যাঁরা সফলকাম হবেন তাঁদের সম্মানিত করবার জন্য তিনি একটি আইনেরও প্রস্তাব করেন : তিনি আরও প্রস্তাব করেন একটি অপূর্ব জিনিসের যা অদ্যাপি কোন রাষ্ট্রের বিধানে সন্নিবিষ্ট হয় নি ঃ যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেছেন তাঁদের পুত্রকন্যাদের প্রতিপালন সরকারী ব্যয়ে হওয়া উচিত....বস্তুত এরূপ আইন অ্যাথেন্সে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে আগে থেকেই রয়েছে।

§ 7. পরিশেষে তাঁর পরিকল্পনায় ম্যাজিস্ট্রেটরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হবে : জনসাধারণ পূর্বোক্ত তিনটি শ্রেণীদ্বারা সংগঠিত হবে, এবং নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেটরা তিনটি বিষয়ে নিরত থাকবে সার্বজনিক ব্যাপার, বিদেশীদের ব্যাপার এবং পিতৃমাতৃহীনদের ব্যাপার।

এগুলি হল হিপোড্যামাস প্রস্তাবিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রথম সমালোচনার বিষয় হবে নাগরিকমন্ডলীর বিভাগ।

§ 8. শিল্পীরা, কৃষকরা এবং যোদ্ধারা সকল সংবিধানে অংশ গ্রহণ করে [অর্থাৎ তারা সক্রিয় স্বাধীনতার অধিকারী] : কিন্তু কৃষকরা অস্ত্রের অধিকারী নয় এবং শিল্পীরা ভূমি বা অস্ত্রের অধিকারী নয় : ফলে উভয়েই কার্যত সশস্ত্র সম্প্রদায়ের ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

§ 9. সুতরাং এই দুই শ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রের সমস্ত পদে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব : কেননা অস্ত্র-সমন্বিত সম্প্রদায়ের সভ্যরা অবশ্যই সেনানায়ক ও আরক্ষাশাসক নিযুক্ত হবে এবং এইভাবে প্রধানত সর্বোচ্চ পদগুলি দখল করবে। কিন্তু যদি এই দুই শ্রেণীর সভ্যরা সংবিধানে অংশ গ্রহণ না করে [অর্থাৎ যদি তারা সরকারী পদে বঞ্চিত হয়ে নিষ্ক্রিয় স্বাধীনতার

অধিকারী হয়], তাহলে কেমন করে তারা সংবিধানের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে যে সশস্ত্র শ্রেণীর অপর দুই শ্রেণীর উপরিস্থ হওয়াই উচিত। প্রত্যুত্তরে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে সংখ্যাগুরু না হলে এই শ্রেণীর পক্ষে উপরিস্থ হওয়া কঠিন হবে।

§ 10. কিন্তু তাহলে অপর দুই শ্রেণীর সংবিধানে অংশ গ্রহণ করার [অর্থাৎ সক্রিয় স্বাধীনতার অধিকারী হওয়ার] বা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? বৃহত্তর প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে যে কৃষকদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতপক্ষে কোন উপকার হয় কি না। অবশ্য শিল্পীদের প্রয়োজন আছে (প্রত্যেক রাষ্ট্রেই তাদের প্রয়োজন আছে), এবং অন্য সমস্ত রাষ্ট্রের মতো হিপোড্যামাস প্রস্তাবিত রাষ্ট্রেও তারা তাদের কারুকর্ম থেকে জীবিকা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কৃষকদের কথা অন্য। যদি তারা সামরিক শ্রেণীর জীবনোপায় সরবরাহ করত তাহলে তারা যুক্তি-যুক্তভাবে রাষ্ট্রের অচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে বিবেচিত হত [কেননা একটি অত্যাবশ্যক শ্রেণীর ভরণপোষণে সাহায্য করে তারা রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক সাহায্যকারী হত]; কিন্তু হিপোড্যামাসের পরিকল্পনায় তারা ভূমির মালিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হিসাবে এবং তারা ভূমি চাষ করবে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য।

§ 11. ভূখণ্ডের যে ভাগটি হবে সাধারণ সম্পত্তি এবং যার থেকে প্রতিরক্ষাবাহিনী তাদের জীবিকা সংগ্রহ করবে সেই সম্পর্কে আরও একটি অসুবিধা আছে। যদি প্রতিরক্ষাবাহিনীর সভ্যরা নিজেই এই সাধারণ জমি চাষ করে তাহলে সামরিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্য হিপো-ড্যামাস প্রবর্তন করতে চান তা থাকবে না, পরন্তু যারা এই সাধারণ জমি চাষ করে তাদের যদি ব্যক্তিগত ভূমির অধিকারী কৃষক শ্রেণী এবং সামরিক শ্রেণী উভয় থেকেই পৃথক্ করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রে একটি চতুর্থ শ্রেণীর উদ্ভব হবে, এবং এই শ্রেণী কোন জিনিসেই অংশ গ্রহণ করবে না এবং সংবিধানের বহির্ভূত হবে।

§ 12. বস্তুত আর একটি তৃতীয় বিকল্প আছে-যে ব্যক্তিরা নিজের ব্যক্তিগত ভূমি চাষ করে তারাই আবার সাধারণ জমি চাষ করবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে কঠিন হবে দুটি পরিবার [তার নিজের এবং সামরিক শ্রেণীর একজন সভ্যের] পোষণের জন্য উপযুক্ত উৎপাদন করা, এবং সংগত প্রশ্নও হতে পারে, [ব্যক্তিগত জমি থেকে সাধারণ জমিকে পৃথক্ করে লাভ কি?] সরাসরি সেই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত নয় কি যেখানে কৃষকরা সমস্ত জমি ব্যবহার করে এবং প্রত্যেকে নিজস্ব অংশ হিসাবে স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড চাষ করে একসংগে আপনাদের উপজীবিকা সংগ্রহ

করবে এবং সামরিক শ্রেণীর উপজীবিকা সরবরাহ করবে?' এই সব বিষয়ে হিপোড্যামাসের ভাবধারার মধ্যে বিষম বিভ্রম রয়েছে।

§ 13. বিচারের রায়দান পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে আইনের প্রস্তাব করেছেন তার সঙ্গেও আমরা একমত নই। তিনি বলেন বিচারক [উচিত মনে করলে] স্বতন্ত্রভাবে রায় দিতে পারেন—যে আরজির উপর তিনি রায় দেবেন তা নিরপেক্ষভাবে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও। এর ফলে বিচারক এক-জন মধ্যস্থ হয়ে যাবেন। সালিসির আদালতে স্বতন্ত্রভাবে রায়দান সম্ভব-পর, এমন কি যদি কয়েকজন মধ্যস্থ থাকেন (কেননা বিচার নির্ধারণের জন্য তারা পরস্পর আলোচনা করতে পারেন); কিন্তু আইনের আদালতে এরূপ রায়দান অসম্ভব; কেননা অধিকসংখ্যক আইনসংহিতা বিচারক-দের আলোচনা একেবারেই সমর্থন করে না; বরং বিচারকরা যাতে কোন যোগাযোগ করতে না পারেন তার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করেছে।

§ 14 মীমাংসাগুলি যে কিরূপ চিত্তবিপ্লব সৃষ্টি করবে [যদি স্বতন্ত্র রায়দান পদ্ধতি আইনের আদালতে প্রবর্তিত হয়] তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। ধরা যাক, একজন বিশেষ বিচারকের মতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত —তবে বাদী যে পরিমাণ চাইছে সে পরিমাণ নয়। উদাহরণঃ বাদী দাবি করেছে 20 মিনা[17] কিন্তু বিচারক দিতে চাইছেন 10 মিনা (অথবা বাদী আরও বেশী পরিমাণ অর্থ দাবি করতে পারে কিন্তু বিচারক আরও কম পরিমাণ মঞ্জুর করেছেন); কিন্তু [যেহেতু কয়েকজন বিচারক আছেন] আর একজন রায় দিচ্ছেন 5 মিনার পক্ষে, আবার একজন দিচ্ছেন 4 মিনার পক্ষে। এইভাবে পরিষ্কার বোঝা যায় যে স্বতন্ত্র রায়দাতা বিভিন্ন বিচারকরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে দাবি মঞ্জুর করবেন। কিন্তু [এই শেষ কথা নয়ঃ সরল এবং মিলিত রায়দাতা বিচারকদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে, তাঁদের মধ্যে] কেউ কেউ সমগ্র দাবি মঞ্জুর করবেন এবং অবশিষ্টরা কিছুই মঞ্জুর করবেন না।

§ 15. কি উপায়ে আমরা এরূপ বিভিন্ন মীমাংসার [সমষ্টিগত ফল] হিসাব করব? . . . আর একটি কথা [কথাটি হিপোড্যামাসেরই– সরাসরি রায়দান বিচারককে শপথ লঙ্ঘন করতে বাধ্য করে]ঃ আমাদের লক্ষণীয় যে নিরঙ্কুশ মুক্তি বা দণ্ডের সরাসরি রায়দান কখনও বিচারককে শপথ লঙ্ঘন করতে বাধ্য করে না যদি আবেদনটিই সরল ও অকুণ্ঠভাবে যথাযথ লেখা হয়ে থাকে। ধরা যাক, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দরখাস্তে 20 মিনার দাবি আছে এবং বিচারক তার পক্ষে মুক্তির রায় দিয়েছেন; তার অর্থ এই নয় যে প্রতিবাদীকে কিছুই দিতে হবে না; বিচারক শুধু সাব্যস্ত করেছেন যে তাকে 20 মিনা দিতে হবে না। যখন আমরা দেখি যে কোন বিচারক বাদীর

20 মিনা পাওনাতে বিশ্বাস না করেও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন কেবল তখনই আমরা মনে করতে পারি যে তিনি সত্য সত্যই তাঁর শপথ লঙ্ঘন করেছেন।

§ 16. হিপোড্যামাস আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন ঃ যাঁরা রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক উন্নয়নের প্রস্তাব করবেন তাঁদের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন উচিত কি না। এ সম্পর্কে বলতে চাই যে এই মর্মের আইন নির্বিঘ্নে প্রণয়ন করা যাবে না আর এর একটি আপাতমধুর সুর আছে। এবং আইন সংস্কারকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগকে [বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনা সংক্রান্ত] প্রশ্রয় দেবে এবং সম্ভবত এইভাবে রাজনৈতিক বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে। তাছাড়া প্রস্তাবটির মধ্যে আর একটি সমস্যা নিহিত রয়েছে এবং এর আরও আলোচনা দরকার। যেখানে অন্য একটি এবং আরও ভালো আইন সম্ভব সেখানে চিরাচরিত প্রথার পরিবর্তন করলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে না লাভ হবে সে সম্বন্ধে কয়েকজন চিন্তানায়ক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

§ 17. এই আলোচ্য বিষয়ে আমরা যদি মনে করি যে পরিবর্তনে কোন লাভ হবে না তাহলে হিপোড্যামাসের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দেওয়া কঠিন, কেননা যে পরিবর্তনগুলো সত্য সত্যই প্রথা বা সংবিধান বিনাশক সেগুলো সার্বজনিক কল্যাণের অনুকূল এই অজুহাতে প্রস্তাবিত হতে পারে। যাই হক, বিষয়টির যখন উল্লেখ করা হয়েছে তখন এ বিষয়ে আমাদের মতামত আরও একটু বিশদভাবে ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

§ 18. পূর্বে বলা হয়েছে যে বিষয়টির উপর বিতর্ক চলেছে, এবং পরিবর্তন যে অধিক অভিপ্রেত নীতি এই অভিমতের পক্ষেও যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। এটা ঠিক যে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পরিবর্তন মঙ্গলকর প্রমাণিত হয়েছে। চিকিৎসা, শারীরিক শিক্ষা এবং সাধারণত মানবিক কৌশলের সমস্ত বিদ্যায় ও রূপে চিরাচরিত প্রথা থেকে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে দৃষ্টান্তস্বরূপ তার উল্লেখ করতে পারি। রাষ্ট্রনীতি একটি বিদ্যা বা এক প্রকার নৈপুণ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে ; কাজেই যুক্তির সঙ্গে বলা যায় যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক কথাই সত্য হবে।

§ 19. আরও বলা যায় যে প্রকৃত তথ্য [ইতিহাসের] থেকে আভাস পাওয়া যায় [পরিবর্তনের উপকারের]। প্রাচীন প্রথাগুলি ছিল অত্যন্ত অকপট এবং অমার্জিতঃ গ্রীকরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ভ্রমণ করত এবং একে অন্যের কাছ থেকে বিবাহের পাত্রী ক্রয় করত।

§ 20. বস্তুত প্রাচীন প্রথার অবশেষ যা আজও এখানে সেখানে বিদ্যমান তা একান্ত অযৌক্তিক। উদাহরণ ঃ কাইমিতে[38] নরহত্যা সম্পর্কে আইন আছে যে বাদী যদি জ্ঞাতিদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী হাজির করতে পারে তাহলে আসামী খুনের দায়ে পড়বে।

§ 21. **সব মানুষই সাধারণত চেষ্টা করে চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করে কোন উৎকর্ষের পথ অনুসরণ করতে ; এবং আদিম মানুষরা, 'ক্ষিতিজ' হক বা মহাপ্লাবনের উত্তরজীবী হক, খুব সম্ভবত বর্তমানের সাধারণ বা এমন কি নির্বোধ মানুষের মতো ছিল। (বস্তুত 'মহীজ' মানুষদের সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলা হয়।) সুতরাং তাদের ধারণাগুলি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা অনর্থক। কিন্তু এই সব বিবেচনা [**অলিখিত** প্রথা সংক্রান্ত] বাদ দিয়েও বলা যেতে পারে যে **লিখিত** আইন অপরিবর্তিত রাখাও সুনীতি নয়।

§ 22. কারণ, যেমন সাধারণভাবে সমস্ত বিদ্যার বিষয়ে তেমনি রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে, প্রত্যেক নিয়মটিকে সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভবঃ নিয়ম ব্যক্ত করতে হয় সাধারণভাবে, কিন্তু তার প্রয়োগ হয় বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। [কাজেই আইনের প্রথম রূপটি অশুদ্ধ হবে ; এবং এর পরিবর্তন করতে হবে মানুষের বিস্তৃত কর্মের অধিকতর অভিজ্ঞতার আলোকে।]

কিন্তু যদিও এই সব যুক্তিদ্বারা দেখা যাচ্ছে যে **কোন কোন** ক্ষেত্রে এবং **কোন কোন** সময়ে আইনের পরিবর্তন করা উচিত, আর একদিক্ থেকে মনে হবে যে পরিবর্তন প্রভৃত সতর্কতার বিষয়।

§ 23. যখন চিন্তা করি যে উন্নতির সম্ভাবনা সামান্য এবং শ্রদ্ধাহীনভাবে আইনের নিরসনে মানুষকে অভ্যস্ত করা ক্ষতিকর, তখন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আইন এবং সরকার উভয়েরই এমন কতকগুলি দোষ আছে যা স্পর্শ না করাই শ্রেয়। মানুষের সরকারকে অমান্য করার অভ্যাস হয়ে গেলে যে ক্ষতি হওয়া সম্ভব পরিবর্তনের লাভ হবে তার চেয়ে কম।

§ 24. আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাগুলির সঙ্গে তুলনা করা ভুল। কোন বিদ্যার অভ্যাসের পরিবর্তন আর আইনের ব্যবহারের পরিবর্তন এক জিনিস নয়। অভ্যাস—এবং একমাত্র অভ্যাস—থেকেই আইন মান্যের যৌক্তিকতা আসে। কিন্তু অভ্যাস সৃষ্টি একান্ত সময়সাপেক্ষ ; সুতরাং প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে নতুন এবং ভিন্ন আইন গ্রহণের আগ্রহ আইনের সাধারণ শক্তিকে দুর্বল করতে প্রবৃত্ত হবে।

§ 25. আরও প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। যদিই বা স্বীকার করা যায় যে পরিবর্তনের পক্ষে সম্মতি আছে তাহলেও পরিবর্তন কি সব আইনে এবং সব সংবিধানে করা চলবে ? আর একটি কথাঃ পরিবর্তন সাধন কি যে-কোন ব্যক্তিদ্বারা হবে না কেবল কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা হবে ? এই বিভিন্ন বিকল্পগুলির কোন্‌টি গ্রহণ করা হবে তার উপর ফলের পার্থক্য নির্ভর করবে অনেকখানি। . . . . সুতরাং আপাতত প্রশ্নটি স্থগিত রাখা যেতে পারে। সময়ান্তরে এর আলোচনা হবে।

B

পরিচ্ছেদ 9

আদর্শাভিগামী বাস্তব রাষ্ট্র

[রূপরেখা : 1. স্পার্টার সংবিধান। শাসনের জন্য একটি অবসরভোগী সম্প্রদায়ের সন্ধান লাভের সমস্যা ; সমাধান হিসাবে কৃষিদাসত্ব : স্পার্টার হিলটগণ। স্পার্টায় নারীদের অসংগত প্রভাব : সম্পত্তির কুবণ্টন এবং সেনাবাহিনীর উপর এর কুফল। ইফরেট, কাউন্সিল অফ এল্ডার্স এবং দ্বৈত রাজতন্ত্রের দোষ : স্পার্টার গণভোজন ব্যবস্থার দোষ। স্পার্টার রণাসক্তির কুফল এবং স্পার্টার সরকারী অর্থ-ব্যবস্থার দুরবস্থা।]

§ 1. যখন আমরা স্পার্টা এবং ক্রীট-এর অথবা ন্যায়ত সেই কারণে অপর যে-কোন রাষ্ট্রের সংবিধান আলোচনা করি তখন দুটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, আদর্শ ব্যবস্থার মাপকাঠিতে এদের যে-কোন উপবন্ধ ভালো কি মন্দ , দ্বিতীয়ত, কোন উপবন্ধ এদের বাস্তব সংবিধানের নীতি ও প্রকৃতির বিরোধী কি না।

§ 2. সকলেই স্বীকার করেন যে যে-কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে অবসর বা শ্রমবিমুক্তি থাকা উচিত ; কিন্তু এই অবসর ব্যবস্থাপনার উপায় নির্ধারণ করা কঠিন। থেসালির পেনেস্টাদের কৃষিদাসত্ব এক প্রকার উপায়, কিন্তু সেখানকার কৃষিদাসরা অনেক সময়ে তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ; ঠিক তেমনিভাবে হিলটরা স্পার্টাবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে : স্পার্টাবাসীদের দুর্দৈবের উপর এরা সর্বদা দৃষ্টি রাখে—যেন তারা আক্রমণের জন্য নিভৃত স্থানে অপেক্ষা করছে।

§ 3. অবশ্য ক্রীটে এ যাবৎ এই ধরনের কিছু ঘটে নি। সম্ভবত তার কারণ এই যে দ্বীপের পার্শ্বস্থ নগরগুলি পরস্পর বিরোধে লিপ্ত থাকলেও কদাচ বিদ্রোহী কৃষিদাসদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে না : এতে কারও লাভ নেই, কেননা প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কৃষিদাস আছে। কিন্তু স্পার্টার সমস্ত প্রতিবেশীরা—আর্গস, মেসেনিয়া এবং আর্কাডিয়া—তার শত্রু : এবং এটিই হচ্ছে হিলটদের বারংবার বিদ্রোহের হেতু। [থেসালির দৃষ্টান্ত এক কথাই প্রমাণ করে] : থেসালিবাসীরা তখন পর্যন্ত একিয়াবাসী, পেরাইবিয়া-বাসী, ম্যাগনেসিয়াবাসী প্রভৃতি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সংগ্রামে নিরত থাকার জন্যই তাদের কৃষিদাসদের পূর্বেকার বিরুদ্ধাচরণগুলি ঘটেছিল।

§ 4. অতিরিক্ত উপদ্রব না থাকলেও শুধু কৃষিদাসদের পরিচালনাই একটি কষ্টকর কাজ ; কোন্ স্তরে তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে তা নির্ধারণ করা সহজ নয়ঃ লঘুহস্তে পরিচালনা করলে তারা উদ্ধত হয় এবং প্রভুদের সঙ্গে সমতার দাবি করতে উদ্যত হয় ; জীবন ক্লেশকর হলে তারা ষড়যন্ত্র ও জিঘাংসায় নিমজ্জিত হয়। নীতিশিক্ষাটি সুস্পষ্ট। যে সকল রাষ্ট্র কৃষিদাস-প্রথা অবলম্বনের জন্য এইভাবে বেদনা বোধ করছে তারা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা [অবসর লাভের] আবিষ্কার করতে পারে নি।

§ 5. স্পার্টার সংবিধানের আর একটি সমালোচনা হচ্ছে নারীদের অনুমোদিত অসংযম বিষয়ক। সংবিধানের উদ্দেশ্য অথবা নাগরিকমণ্ডলীর সুখলাভে এটি হয়েছে স্পার্টার অন্তরায়। যেমন স্বামী ও স্ত্রী একইভাবে পরিবারের অত্যাবশ্যক অংশ ঠিক সেই রকম রাষ্ট্র প্রায় সমভাবে পুরুষ- ও স্ত্রী-সভ্য নিয়ে সংগঠিত। সুতরাং যেসব সংবিধানে নারীর স্থান নিকৃষ্ট-ভাবে নিয়ন্ত্রিত সেখানে নাগরিকমণ্ডলীর অর্ধেক অংশ আইনের সীমারেখার বাইরে পরিত্যক্ত মনে করতে হবে।

§ 6. স্পার্টার বাস্তব জীবনে এই রকমই ঘটেছে। যে ব্যবস্থাপক স্পার্টার আইনসংহিতা রচনা করেছিলেন তাঁর ইচ্ছা ছিল সমগ্র নাগরিক-মণ্ডলীকে কষ্টসহিষ্ণু করা : পুরুষদের সম্পর্কে দৃশ্যত সে ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেছিলেন, কিন্তু নারীদের সম্পর্কে সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে একেবারেই কোন চেষ্টা করেন নি : তারা সর্বপ্রকার অসংযমে রত থাকে এবং ভোগ-বিলাসে জীবন কাটায়।

§ 7. এরূপ সংবিধানের অনিবার্য ফল ধনের উপাসনা, বিশেষত যদি —অধিকাংশ সামরিক ও রণপ্রিয় বংশে যা হয়ে থাকে—নাগরিকদের উপর আধিপত্য করে তাদের পত্নীরা। (কিন্তু কেল্টরা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমঃ আর যারা প্রকাশ্যভাবে সমকামিতা সমর্থন করে সেই সব জাতিও।)

§ 8. প্রাচীনতম পুরাবিদ্ অ্যারেস[39] ও অ্যাফ্রোডাইটকে দাম্পত্যে সংযুক্ত করে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন ঃ তথ্য থেকে জানা যায় যে সমস্ত সামরিক জাতি পুরুষ বা নারীর প্রতি প্রণয়াসক্ত। স্পার্টাতে শেষোক্ত প্রণয়াসক্তি ছিল সার্বজনিক ; ফলে তার নেতৃত্বের যুগে নারীরাই বেশীর ভাগ কার্য পরিচালনা করত।

§ 9. কিন্তু নারীনিয়ন্ত্রিত রাজ্যপাল এবং প্রকৃত নারী রাজ্যপালের মধ্যে পার্থক্য কি? ফল সমান। [ঐসব ফলের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।] জীবনের সমুদয় সাধারণ কাজে সাহসের প্রয়োজনীয়তা নেই ; যদি

থাকে তাহলে আছে শুধু যুদ্ধের সময়ে ; কিন্তু এমন কি এক্ষেত্রেও স্পার্টার রমণীরা অত্যন্ত অহিতকর প্রভাব বিস্তার করেছে।

§ 10. এটি প্রকট হয়েছিল থিব্স-পরিচালিত আক্রমণের সময়ে : অন্য রাষ্ট্রের রমণীদের থেকে তফাত এই যে তারা কোন কাজেই আসে নি এবং শত্রু অপেক্ষা অধিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য স্পার্টায় কিভাবে রমণীদের অসংযত আচরণের উদ্ভব প্রথম প্রথম হয়েছিল তা সহজে বোঝা যায়।

§ 11. পুরুষরা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকত অভিযানের জন্যঃ আর্গসবাসী, মেসেনিয়াবাসী এবং আর্কাডিয়াবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলত। সামরিক জীবন যাপন (যাতে কতকগুলি সদ্গুণ পুষ্টিলাভ করে) তাদের সাহায্য করত প্রস্তুতিতে [রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য] এবং শান্তি ও অবকাশ ফিরে আসার পর তাই তারা উদ্যুক্ত হত ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থা-পনায় নিজেদের সমর্পণ করতে। [নারীদের কথা স্বতন্ত্রঃ তারা গৃহ মধ্যে আপন আপন জীবন যাপন করত।] অবশ্য কিংবদন্তি আছে যে লাই-কার্গাস চেষ্টা করেছিলেন নারীদেরও তাঁর আইনের আওতায় আনবার, কিন্তু তারা বিরোধিতা করায় তিনি সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

§ 12. যদিও বাস্তবে কি ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায় এবং স্পার্টার ব্যবস্থার এই দোষটির মূলও নির্দেশ কবা যায়, তাহলেও মনে রাখতে হবে যে আমাদের চিন্তা [ইতিহাসের দিক্ থেকে] কি ক্ষমার যোগ্য বা অযোগ্য 'তা নিয়ে নয়, কার্যত কি ন্যায় বা অন্যায় তা নিয়ে।

§ 13. আমরা পূর্বেই আভাস দিয়েছি যে স্পার্টায় নারীদের অবস্থানের দোষসমূহ শুধু সংবিধানের কিয়ৎ পরিমাণ অসংগতি সৃষ্টিব সহায়ক বলে মনে হয় না, তাবা সম্ভবত লোভবৃদ্ধির পরিপোষক। সুতরাং এইমাত্র যেসব মন্তব্য করা হয়েছে সে সব ছেড়ে স্পার্টার অসম সম্পত্তি বণ্টনের কিছু সমালোচনার দিকে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক।

§ 14. কিছুসংখ্যক স্পার্টাবাসী অত্যধিক পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে ; অপরের সম্পত্তির পরিমাণ নিতান্ত নগন্য, এবং এই-ভাবে বেশী পরিমাণ জমি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তগত হয়েছে। স্পার্টার আইনে বিষযটির সুব্যবস্থা আদৌ হয় নি। ব্যবস্থাপক অত্যন্ত ন্যায্যভাবে বিধান দিয়েছেন যে স্পার্টার নাগরিকদের কোন জমির ক্রয় বিক্রয় অসংগত ; কিন্তু তিনি যে-কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছানুযায়ী তার সম্পত্তি দান করতে বা মৃত্যুর পর দান করতে অনুমতি দিয়েছেন—যদিও ফল অপর ক্ষেত্রে যেরূপ এক্ষেত্রেও ঠিক সেরূপ হতে বাধ্য।

§ 15. বস্তুত সমগ্র দেশের পাঁচ ভাগের দুভাগের মালিক [কয়েকজন

এবং ঐ কয়েকজন] নারী ; এর কারণ উত্তরাধিকারিণীর সংখ্যাধিক্য এবং পণদান প্রথা। পণ একদম না থাকলে কিংবা অল্প পরিমাণে বা অন্তত সংযত পরিমাণে নির্দিষ্ট হলে ভালো হত। বর্তমান ব্যবস্থায় নাগরিক তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে দান করতে পারে পছন্দসই যে-কোন (ধনী বা দরিদ্র) ব্যক্তির হস্তে ; এবং এ কাজ করার পূর্বে দানপত্র না করে সে যদি পরলোকগমন করে তাহলে অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে তার বিবাহের বন্দোবস্ত করতে পারে।

§ 16. ফলে ভূখণ্ড 1,500 অশ্বারোহী এবং 30,000 পদাতিক সৈন্যের ভারবহনে সমর্থ হলেও জনসংখ্যা নেমে এসেছিল [থিব্স-পরিচালিত আক্রমণের সময়ে খৃ পূ 369-362] 1,000-এর নীচে। স্পার্টার সম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ ইতিহাসই বিশদভাবে প্রকাশ করেছে। স্পার্টা যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পরাভবও অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি ; তার ধ্বংসের কারণ হয়েছিল জনসংখ্যার অভাব।

§ 17. কথিত আছে প্রাচীন রাজাদের আমলে স্পার্টাবাসীরা বিদেশীদের নাগরিকতাদানে অভ্যস্ত ছিল ; এবং সেইজন্য দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে নিরত থাকা সত্ত্বেও জনাভাব অনুভব করে নিঃ এমন কি একদা তাদের নাগরিকসংখ্যা ছিল আন্দাজ 10,000। কথাটি সত্য হক বা মিথ্যা হক, সম্পত্তির সমবণ্টন বজায় রেখে জনসংখ্যা রক্ষা করলে স্পার্টার পক্ষে ভালো হত।

§ 18. জন্মের হার বৃদ্ধির জন্য স্পার্টাবাসীরা যে আইন প্রবর্তন করেছে তাতে এরূপ সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। স্পার্টাবাসীদের যথা-সম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে এবং স্বপুরবাসীদের যত বেশী সম্ভব সন্তান উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবস্থাপক যে আইনটি প্রণয়ন করেছেন তা এইঃ তিন পুত্রের পিতা সামরিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পাবে আর চার পুত্রের পিতা সম্পূর্ণ বিমুক্ত হবে সকল প্রকার করদান থেকে।

§ 19. কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে পরিবার বৃহৎ হলে এবং সেই কারণে জমি বিভক্ত হলে [কিছুসংখ্যক সন্তানের মধ্যে], বহুসংখ্যক নাগরিককে অনিবার্যভাবে দারিদ্র্য বরণ করতে হবে।

এইবার আর একটি সমালোচনার দিকে অগ্রসর হতে হবে ঃ ইফরেট[40] নামে অভিহিত প্রতিষ্ঠানটির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে এই আলোচনা। স্পার্টার ইফররা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ; কিন্তু তাদের সকলকে সংগ্রহ করা হয় জনসাধারণের মধ্য থেকে ; এবং অনেক সময়ে দেখা যায় যারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং যারা অর্থাভাবে উৎকোচ গ্রহণের

লোভ সংবরণ করতে অসমর্থ এমন সব লোকও এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

§ 20. এই দুর্বলতা অতীতে অনেক সময়ে প্রকাশ পেয়েছে ; এর একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ পাওয়া যায় অ্যান্ড্রসের[41] ব্যাপারেঃ সেখানে কতকগুলি ইফর অবৈধ পুরস্কার গ্রহণ করে সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বনাশসাধনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি ত্রুটি ঃ এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং এতই একনায়কধর্মী যে এমন কি রাজারাও ইফরদের প্রসাদ প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে অর্থলোলুপতা ছাড়াও তাদের অতি-বর্ধিত ক্ষমতার জন্য সমগ্র সংবিধানটি রাজতন্ত্রের মতো আঘাত পেয়েছে এবং অভিজাততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে

§ 21. কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে ইফরেট এমন একটি শক্তি যা সংবিধানটিকে দৃঢ়বন্ধ রেখেছে। রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অংশ গ্রহণের অধিকার জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রেখেছে ; এবং এর ফল, আইনের প্রভাবেই হক বা দৈববশেই হক, স্পার্টার কার্যাবলীতে হিতকর হয়েছে।

§ 22. রাষ্ট্রের উপাদানগুলি যদি সকলে একযোগে তার অস্তিত্বের ও স্থায়িত্বের কামনা করে তবেই সংবিধান রক্ষা পায়। [স্পার্টার প্রত্যেকটি উপাদানের মধ্যে এরূপ কামনা আছে] ঃ রাজা দুজনের মধ্যে আছে—তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তাঁরা সন্তুষ্ট ; উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আছে—সেনেটে প্রবেশাধিকারের জন্য তারা সন্তুষ্ট (কেননা সেনেটে আসন দেওয়া হয় গুণবত্তার পুরস্কার হিসাবে) ; জনসাধারণের মধ্যেও আছে—ইফরেট তাদের সন্তুষ্ট রাখে এবং তারা সকলেই সমভাবে ঐ পদের যোগ্য।

§ 23. কিন্তু [এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইফরেটের দোষ আছে]। পদের জন্য সকলকে যোগ্য মনে করা ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত, কিন্তু বর্তমান প্রণালীতে নির্বাচন পরিচালনা করা ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত নয় ঃ প্রণালীটি একান্ত শিশুসুলভ। আর একটি কথাঃ ইফররা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করবার ক্ষমতা তাদের আছে ; কাজেই স্বেচ্ছায় [যেমন তারা এখন করে থাকে] মীমাংসা না করে যদি তারা আইনের আকারে লিপিবন্ধ লিখিত নিয়মের ভিত্তিতে মীমাংসা করে তাহলে ভালো হবে।

§ 24. পরিশেষে, তাদের জীবনযাপন রীতি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের অনুরূপ নয়। এ অসংযমের আতিশয্য অনুমোদন করে। তাতে সংঘর্ষ বাধে অপর নাগরিকদের উপর ন্যস্ত নিয়মানুবর্তিতার সংগে ; আবার এই নিয়মানুবর্তিতা এমনভাবে অপরদিকে কঠোরতার চরম সীমায় উঠতে থাকে

যে তার উগ্রতা মানুষ সহ্য করতে না পেরে মুক্তি পায় গোপন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে।

§ 25. কাউন্সিল অফ এল্‌ডার্স প্রতিষ্ঠানটিরও দোষ আছে। কাউন্সিলের সভ্যরা যদি সত্যপরায়ণ এবং পুরুষোচিত সদ্‌গুণে উপযুক্ত-ভাবে শিক্ষিত হত তাহলে মনে করা যেত যে প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর....তাছাড়া কাউন্সিলের সভ্যদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজীবন বিচারক থাকা [যেমন তারা এখন আছে] উচিত কি না সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে: দেহের ন্যায় মনও জরার অধীন....কিন্তু যখন কার্যত কাউন্সিলের সভ্যদের শিক্ষা এমন যে এমন কি ব্যবস্থাপকও তাদের চরিত্রে অবিশ্বাসী তখন কাউন্সিলটিকে নিরাপদ প্রতিষ্ঠান মনে করা যায় না।

§ 26. অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যারা কাউন্সিলের সভ্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা সরকারী কার্য পরিচালনায় অনেক সময়ে উৎকোচ এবং পক্ষপাতিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের আচরণ কেন অনুসন্ধানমুক্ত—যেমন এখন রয়েছে—হওয়া উচিত নয় তার একটি কারণ এই। অবশ্য মনে হয় যে প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণের সূক্ষ্ম পরীক্ষা করবার অধিকার ইফরদের আছে ; কিন্তু এরূপ অত্যন্ত ব্যাপক প্রাধিকার তাদের থাকা উচিত নয়, তাছাড়া আমাদের মতে এভাবে কাউন্সিলের সভ্যদের সূক্ষ্ম পরীক্ষাধীন করা উচিত নয়।

§ 27. কাউন্সিলের সভ্যদের নির্বাচন পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। চরম নির্বাচন হয় শিশুসুলভ প্রণালীতে [এক অদ্ভুত জয়ধ্বনি দ্বারা] ; এবং পদের যোগ্য হতে হলে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকাশ্যভাবে নির্বাচনপ্রার্থী হতে হবে এই শর্ত অযৌক্তিক। প্রার্থনা করুক বা না-করুক, যোগ্য ব্যক্তিকে পদে নিযুক্ত করা উচিত।

§ 28. পদপ্রার্থীদের নির্বাচনপ্রার্থী হতে বাধ্য করে ব্যবস্থাপক স্পষ্টত সেই ভাবের বশবর্তী হয়ে কাজ করছেন যা তিনি সমগ্র সংবিধানের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান। তিনি তাঁর নাগরিকদের সাধারণত সম্মান ও পদের অভিলাষী করতে চান বলেই এই শর্ত আরোপ করেছেন ; কেননা এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কেউ কাউন্সিলের সভ্য হবার জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হবে না। অথচ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লোভই প্রকৃতপক্ষে মানুষের অধিকাংশ ইচ্ছাকৃত অপরাধের মূল কারণ।

§ 29. রাজতন্ত্র বিষয়ক সাধারণ আলোচনা এবং রাষ্ট্রের পক্ষে রাজা থাকা ভালো কি মন্দ এই প্রশ্নের আলোচনা বারান্তরে করা যাবে। কিন্তু রাজা থাকলেও তাঁর উচিত নয় স্পার্টায় বর্তমানে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী

সিংহাসনে আরোহণ করা ; প্রত্যেক নতুন রাজা মনোনীত হবেন তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ও চরিত্রের জন্য।

§ 30. সহজেই বোঝা যায় যে বর্তমান ব্যবস্থায় এমন কি স্বয়ং ব্যবস্থাপককেই স্বীকার করতে হবে যে রাজাদের সৎ ও পূজ্য করতে তিনি অক্ষম। অন্তত তাঁর দিক্ থেকে রাজারা যথেষ্ট পরিমাণে সৎ হবেন এমন বিশ্বাসও তিনি রাখতে পারেন না। এই অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে বৈদেশিক দৌত্যকার্যে রাজাদের সঙ্গে তাদের প্রতিপক্ষদের সংযোজন প্রথার মধ্য দিয়ে এবং রাজাদের ভিতর ভেদ রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচের কাজ করে এই সাধারণ মতের মধ্য দিয়ে।

গণভোজন (অথবা স্পার্টাবাসীরা যাদের বলে ফিডিসিয়া) প্রথা প্রবর্তনের সময়ে তার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিধিমত ব্যবস্থা করা হয়েছিল তারও সমালোচনা হতে পারে।

§ 31. এই প্রকার সম্মেলনের খরচ সরকারী অর্থ থেকে নির্বাহ করা উচিত, যেমন ক্রীটে করা হয় ; কিন্তু স্পার্টার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দেয় মূল্য সঙ্গে আনতে হবে—যদিও নাগরিকদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত দরিদ্র এবং খরচ বহন করতে অপারগ। স্বভাবত ব্যবস্থাপকেব অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দেখা দিয়েছে।

§ 32. অভিপ্রায় ছিল গণভোজন প্রথাটি গণতন্ত্রমূলক হবে, কিন্তু স্পার্টায় অনুসৃত নিয়মের ফল হয়েছে প্রায় বিপরীত। অতি দরিদ্র নাগবিকদের পক্ষে গণভোজনে অংশ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে ; অথচ স্পার্টার সংবিধানের চিরাচরিত নিয়ম এই যে যারা নির্ধারিত অংশ দিতে অক্ষম তারা শাসনতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

§ 33. অন্যান্য লেখকবাও বণতরি অধিনায়কের পদ সংক্রান্ত আইনের নিন্দা করেছেন ন্যায্যভাবেই। পৌরকলহের এটি একটি কারণ। রাজারা যাবজ্জীবন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাই ভারসাম্য রক্ষার জন্য রণতরি অধিনায়কের পদ সৃষ্টি করা হয়ঃ এই পদ দ্বিতীয় রাজপদ-স্থানীয়।

§ 34. আর একটি বিষয়ে স্পার্টার সংবিধানের অভিপ্রায় ও সংকল্পের নিন্দা করা যেতে পারে ; প্লেটো তাঁব 'লজ্'-এ ইতিপূর্বেই নিন্দা করেছেন। সমগ্র সংবিধানের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে উৎকৃষ্টতার একটি অংশ বা উপাদানেব বৃদ্ধির উপর—রণকৌশল বৃদ্ধির উপর—যেহেতু এই প্রকার উৎকৃষ্টতা শক্তিলাভের সহায়ক। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। যতদিন স্পার্টাবাসীরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ততদিন তারা ছিল নির্বিঘ্ন ; কিন্তু সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল তাদের পতন। শান্তি যে অবকাশ এনেছিল

তার সদ্ব্যবহার কিভাবে করতে হবে তা তারা জানত না ; এবং যুদ্ধাভ্যাস ছাড়া অন্য কোন উৎকৃষ্টতর অভ্যাস কোন কালেই তাদের ছিল না।

§ 35. স্পার্টার আর একটি দোষ আছে যা একই রকম সাংঘাতিক। স্পার্টাবাদীদের মতে মানুষের কাম্য 'বস্তু' [সুখ, সম্মান প্রভৃতি] লাভ করতে হয় সং পথে, অসং পথে নয়। এটা ঠিক যে সততাই কাম্য 'বস্তু' লাভের পথ, কিন্তু এটা ঠিক নয় যে এই সব কাম্য 'বস্তু' সততার চেয়ে মহৎ।

§ 36. স্পার্টার আর একটি দোষ সরকারী অর্থব্যবস্থার দুরবস্থা। রাজকোষ শূন্য অথচ বড় বড় যুদ্ধ চালনা না করে রাষ্ট্রের উপায় নেই ; আবার লোক যথা সময়ে কর দেয় না। অধিকাংশ জমি নাগরিকদের হাতে, এবং [যেহেতু করভার পড়ে জমির উপর] কেউ আদৌ তাকিয়ে দেখে না অন্য লোক কি দিচ্ছে না-দিচ্ছে।

§ 37. এক্ষেত্রে স্পার্টার ব্যবস্থার ফল হয়েছে একেবারে অহিতকর: রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে ধনহীন আর ব্যক্তির লোভ পেয়েছে উৎসাহ।

স্পার্টার সংবিধানের বিবরণ হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট আর এসব হচ্ছে দোষ যা বিশেষভাবে নিন্দনীয়।

পরিচ্ছেদ 10

[রূপরেখা : 2. ক্রীটের সংবিধান। ক্রীট সম্ভবত স্পার্টার আদর্শ : উভয়ের সাদৃশ্য। ক্রীটের গণভোজন ব্যবস্থা স্পার্টার চেয়ে উৎকৃষ্ট ; কিন্তু ক্রীটের কস্‌ময়রা, যারা স্পার্টার ইফরদের প্রাতিষঙ্গিক, তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট। ক্রীটের সামন্তচক্র : অভিজাতদের সমবায় : কলহ এবং উপদল : তাদের কুফল থেকে ক্রীট এ যাবৎ নিষ্কৃতি পেয়েছে তার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য।]

§ 1. স্পার্টার সংবিধানের সঙ্গে ক্রীটের সংবিধানের সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু একটি বা দুটি বিষয়ে একরকম হলেও মোটের উপর এর রূপটি নিকৃষ্ট। খুব সম্ভবত এর আদর্শের উপরেই সাধারণভাবে স্পার্টার সংবিধান রচিত হয়েছিল : বস্তুত তাই ঘটেছিল ; এবং প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠান-গুলি সাধারণত আধুনিকতর প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত।

§ 2. কিংবদন্তি আছে যে লাইকার্গাস[42] যখন রাজা ক্যারিলাসের[43] অভিভাবকের পদ ত্যাগ করে বিদেশে যান তখন তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন ক্রীটে : তিনি ক্রীটে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আত্মীয়তাসূত্রে—লাইক্টাস [ক্রীটের অন্যতম শহর]-বাসীরা ছিল স্পার্টার ঔপনিবেশিক.... স্পার্টার এই ঔপনিবেশিকরা আবাসভূমি স্থাপনের সময়ে অধিবাসীদের মধ্যে যে ধরনের সংবিধান প্রচলিত দেখেছিল তাই গ্রহণ করেছিল।

§ 3. ক্রীটে স্পার্টার ঔপনিবেশিকরা এই সব প্রাচীন সংবিধান গ্রহণ করেছিল এটা বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায় কেন সেগুলি আজ পর্যন্ত দ্বীপের কৃষিদাসদের মধ্যে প্রচলিত : অনেকের ধারণা এই আইনাবলী সুদূর মাইনস[44] যুগ থেকে চলে আসছে....

[মাইনসের উল্লেখ মনে করিয়ে দিতে পারে যে] দ্বীপটি গ্রীক জগতে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য যেন স্বাভাবিকভাবে রচিত এবং সুন্দরভাবে অবস্থিত। যে সমুদ্র [পূর্ব ভূমধ্যসাগর] তীরে গ্রীকরা সকলেই বাস করে তা সম্পূর্ণ-ভাবে দেখা যায় এখান থেকে : এর অবস্থান পশ্চিমে পেলোপনেস্‌ থেকে বেশী দূরে নয় এবং পূর্বে কেপ ক্রাইও এবং রোড্‌সকে ঘিরে এশিয়ার যে কোণ তার কাছাকাছি।

§ 4. এর থেকে সামুদ্রিক সাম্রাজ্য স্থাপনে মাইনসের সাফল্য বেশ বোঝা যায়। তিনি কতকগুলি পার্শ্ববর্তী দ্বীপকে পরাভূত করেছিলেন এবং অন্য কতকগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন ; শেষকালে সিসিলি পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে সেখানে ক্যাসিকাসের নিকটে পরলোকগমন করেন....

স্পার্টার সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ক্রীটের সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির সাদৃশ্য আছে।

§ 5. হিলটরা—যারা স্পার্টাবাসীদের জমি চাষ করে—ক্রীটের পেরিওকি বা কৃষিদাসদের অনুরূপ; উভয় রাষ্ট্রেই রয়েছে গণভোজন ব্যবস্থা, যাকে স্পার্টাবাসীরা পূর্বকালে অভিহিত করত **অ্যান্ড্রিয়া** নামে (এখন অভিহিত করে **ফিডিসিয়া** নামে—যা পূর্বে করত না): শব্দটি ক্রীটবাসীরা আজও ব্যবহার করে এবং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে স্পার্টাবাসীরা ক্রীটবাসীদের কাছ থেকে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছিল।

§ 6. ক্রীটের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং স্পার্টার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও মিল আছে। স্পার্টার ইফররা ক্রীটের **কস্‌ময়দের** সমতুল্য পদের অধিকারী: একমাত্র তফাত এই যে ইফরদের সংখ্যা পাঁচ আর **কস্‌ময়দের** সংখ্যা দশ। সেইভাবে স্পার্টার এল্‌ডাররা ক্রীটের এল্‌ডারদের অনুরূপ, কিন্তু শেষোক্তদের বলা হয় **বাউলে** [আর স্পার্টার এল্‌ডারদের বলা হয় **গেরাউসিয়া**]। স্পার্টার মতো ক্রীটেও পূর্বে রাজতন্ত্র ছিল; পরে সেটি উৎপাটিত হয় এবং বর্তমানে **কস্‌ময়রাই** সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক।

§ 7. ক্রীটের নাগরিকদের সকলের [স্পার্টাবাসীদের মতো] সাধারণ সভায় যোগদানের অধিকার আছে: কিন্তু তার একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে এল্‌ডার ও **কস্‌ময়দের** সিদ্ধান্তগুলিকে অনুসমর্থন করা।

ক্রীটের গণভোজনের ব্যবস্থা স্পার্টার চেয়ে উৎকৃষ্ট। স্পার্টায় প্রত্যেক নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে তার নির্ধারিত অংশ দিয়ে থাকে; এবং ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে দিতে অক্ষম হলে তাকে আইনানুযায়ী শাসনতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে।

§ 8. ক্রীটে গণাহারকে আরও সার্বজনিক মর্যাদা দান করা হয়েছে। সাধারণ ভূমিজাত সমগ্র কৃষি উৎপন্ন ও জীবধন এবং পেরিওকি কর্তৃক জিনিসপত্রে প্রদত্ত যাবতীয় খাজনা থেকে একটি সাধারণ ভাণ্ডার গঠিত হয়; এর অর্ধাংশ নিয়োজিত হয় দেবার্চনায় ও সরকারী কার্যনির্বাহে আর অপর অর্ধাংশ নিয়োজিত হয় গণাহার ব্যবস্থায়। এতে নর, নারী, শিশু সকলের সমানভাবে সরকারী ব্যয়ে আহার সম্ভব হয়।

§ 9. রাষ্ট্রের স্বার্থে অল্পাহারে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে ক্রীটের সংবিধান কতকগুলি সূক্ষ্ম উপায় সন্নিবিষ্ট করেছে; নারীদের অত্যধিক সন্তানসংখ্যা বন্ধ করার জন্য তাদের পৃথক্ করণের একটি উপবন্ধ এর অন্তর্ভুক্ত; আর সমকামিতার অনুমোদনও এর মধ্যে আছে। (ওটা সংগত কি অসংগত এ প্রশ্নের আলোচনা পরে হবে।)

যা বলা হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে যে ক্রীটের গণাহার ব্যবস্থা

স্পার্টার চেয়ে উৎকৃষ্ট। অপরপক্ষে, কস্‌ময়রা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইফরেটের চেয়েও নিকৃষ্ট।

§ 10. ইফরদের দোষটি তাদের মধ্যে রয়েছে—তাদের নিয়োগ দৈবাধীন, উপযুক্ত গুণানুসারে নয়—কিন্তু ইফরদের সাংবিধানিক সুবিধাটি নেই। স্পার্টার ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিক ইফরাল্টিতে আসনলাভের যোগ্য এবং জনসাধারণ এই সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হতে পারে ; কাজেই লোক-মত নিয়োজিত হয় সংবিধানের পক্ষে। কিন্তু ক্রীটে কস্‌ময়রা সংগৃহীত হয় অল্পসংখ্যক পরিবার থেকে, জনসাধারণ থেকে নয় ; আবার কাউন্সিল অফ এল্‌ডার্সের সভ্যরা সংগৃহীত হয় সেই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্য থেকে যারা কস্‌ময় হিসাবে কাজ করেছে।

§ 11. স্পার্টার কাউন্সিল অফ্‌ এল্‌ডার্সের সমালোচনা করা হয়েছে যেসব কারণে ঠিক সেসব কারণেই ক্রীটের কাউন্সিল অফ এল্‌ডার্সের সমালোচনা করা যেতে পারে। তাদের কোন প্রকার কৈফিয়ত থেকে অব্যাহতি এবং তাদের আজীবন কার্যকাল উভয়েই তাদের যোগ্যতার অতিরিক্ত প্রাধিকার ; আর লিখিত নিয়মের ভিত্তিতে কাজ করার পরিবর্তে স্বরুচি-অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা একটি নিশ্চিত বিপদ।

§ 12. কস্‌ময়দের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন : সাধারণ লোক ঐ পদলাভে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও অসুখী নয়, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে প্রতিষ্ঠানটি সুগঠিত। ইফরদের যেমন নিজস্ব লাভের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ আছে কস্‌ময়দের তেমন নেই ; তারা বাস করে দ্বীপে, দুর্নীতির উৎপাত থেকে দূরে।

13. ক্রীটবাসীরা এই প্রতিষ্ঠানের দোষের প্রতিকারের যে ব্যবস্থা করেছে তা অদ্ভুত এবং সাংবিধানিক রাষ্ট্র অপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী মুখ্যতন্ত্রের উপযুক্ত। কস্‌ময়দের কয়েকজন সহকর্মী অথবা একদল বেসরকারী ব্যক্তি বারবার সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের পদচ্যুত করতে উদ্যত হয় ; এবং কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেও তারা পদত্যাগ করতে পারে। এ সমস্ত বিষয়ে শুধু মানুষের ইচ্ছার দ্বারা মীমাংসা অপেক্ষা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে শ্রেয়, কেননা প্রথমোক্ত প্রণালীটি বিপজ্জনক।

§ 14. আরও নিকৃষ্ট হচ্ছে কস্‌ময়দের কর্মনিবৃত্তি ঘোষণার প্রথা : শক্তিমান অভিজাতরা যখন ন্যায় পথে চলতে অনিচ্ছুক হয় তখন প্রায়ই তারা এই পথ অবলম্বন করে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে ক্রীটের ব্যবস্থার মধ্যে সংবিধানের কিছু কিছু উপাদান থাকলেও তাকে প্রকৃতপক্ষে সংবিধান একেবারেই বলা যায় না : এটি মুখ্যতন্ত্রের একটি স্বেচ্ছাচারী রূপ। [ক্রীটের অভিজাতদের] স্বভাব হচ্ছে জনসাধারণকে এবং তাদের নিজ নিজ

অনুগামীদের বহুসংখ্যক উপদলে বিভক্ত করা ; সেই ভিত্তিতে সমান সংখ্যক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ; তার পর কলহ ও যুদ্ধ করা।

§ 15. ফলে এরূপ অবস্থা যতদিন থাকে ততদিন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের তিরোভাব এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের বিনাশ ঘটে। এরূপ দশাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের বিপদ আছে ঃ যারা একে আক্রমণ করতে ইচ্ছুক এখন তারা বলশালীও হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে ক্রীট নিজে এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ; অন্যত্র বিদেশী বহিষ্করণের আইন যে ফল দান করেছে এখানে দূরত্ব দান করেছে সেই ফল।

§ 16. ক্রীটের বিচ্ছেদ থেকে আরও বুঝতে পারা যায় কেন সেখানকার পেরিওকিরা শান্তভাবে বাস করে আর কেন স্পার্টার হিলটরা ঘন ঘন বিদ্রোহরত। ক্রীটবাসীদের কোন বৈদেশিক রাজ্য নেই ; মাত্র সেদিন বৈদেশিক আক্রমণকারীরা দ্বীপে প্রবেশলাভ করেছে এবং তার ফলে ক্রীটের প্রতিষ্ঠান-গুলির অসারতা প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রীটের সংবিধানের কথা এখানেই শেষ করা হচ্ছে। এখন কার্থেজের সংবিধানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

পরিচ্ছেদ 11

[রূপরেখা : 3. কার্থেজের সংবিধান। কার্থেজ ও স্পার্টার মধ্যে মিল—কয়েকটি বিষয়ে কার্থেজের উৎকর্ষই বেশী। কার্থেজের সংবিধান সাধারণত অভিজাত তন্ত্রনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু ঐ নীতি থেকে এর ব্যত্যয় দেখা যায় কতকটা গণতন্ত্রের দিকে এবং কতকটা মুখ্যতন্ত্রের দিকে। এর প্রধান দোষ হল এই যে এ ধনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং ফলত একটি ধনশালী মুখ্যতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর একটি দোষ হচ্ছে এক ব্যক্তি কর্তৃক কতিপয় পদ অধিকারের রীতি। দরিদ্রদের উৎপ্রবাস নীতিকে উৎসাহ দান করে কার্থেজ তাব দোষগুলি দূর কবতে চেষ্টা করেছে ; কিন্তু যদিও এই নীতির ফল ভাগ্যক্রমে শুভ হয়েছে তাহলেও এটা উপযুক্ত প্রতিকার নয়।]

§ 1. কার্থেজের সংবিধানকে সাধারণত একটি উৎকৃষ্ট সংবিধান বলে ধরা হয় ; অনেক বিষয়ে এর বিশেষত্বও আছে ; কিন্তু এর সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে কয়েকটি বিষয়ে এর সাদৃশ্য আছে স্পার্টার সংবিধানের সঙ্গে। বস্তুত যে তিনটি সংবিধান সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা চলছে—ক্রীট, স্পার্টা ও কার্থেজের সংবিধান—তাদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে আবার তাদের সকলেরই অন্যান্য সংবিধান থেকে অনেকখানি পার্থক্য আছে। কার্থেলের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান বাস্তবিক ভালো।

§ 2. কার্থেজের সংবিধানটি যে সুনিয়ন্ত্রিত তার একটি প্রমাণ এই যে বৃহৎ জনসংখ্যা সত্ত্বেও সে একই রাজনৈতিক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে চলেছে : সেখানে কোন উল্লেখযোগ্য পৌরকলহ ঘটে নি বা স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও হয় নি।

§ 3. কার্থেজ ও স্পার্টার সংবিধানের মধ্যে কতকগুলি মিল আছে। কার্থেজের 'মেস'-এর গণাহার স্পার্টার ফিডিসিয়া-র অনুরূপ। হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড ফোর-এর পদ ইফরাল্টির অনুরূপ—তবে একটু তফাত আছে (যা কার্থেজের পক্ষে প্রশংসার যোগ্য) : এই পদের নির্বাচন হয় গুণানুসারে কিন্তু ইফরাল্টির নিয়োগ নির্ভর করে দৈবের উপর। পরিশেষে, কার্থেজের রাজারা এবং কাউন্সিল অফ এল্‌ডার্স স্পার্টার রাজাদের এবং কাউন্সিল অফ এল্‌ডার্সের অনুরূপ।

§ 4. এখানেও আবার কার্থেজের একটি প্রশংসনীয় দিকের উল্লেখ করতে হবে: স্পার্টার রাজাদের মতো এর রাজারা সব সময়ে সাধারণ গুণ-সম্পন্ন একটি পরিবার থেকে সংগৃহীত হন না। তাঁরা সংগৃহীত হন

তৎকালীন যে-কোন সমৃদ্ধ পরিবার থেকে—নির্বাচন অনুযায়ী, অধিক বয়স্কতাসূত্রে নয়। রাজাদের শেষ অবধি প্রচুর ক্ষমতা থাকে; আর তাঁরা যদি অপদার্থ ব্যক্তি হন তাহলে তাঁরা অনেক ক্ষতিসাধন করতে পারেন—বস্তুত স্পার্টায় তাঁরা তাই করেছেন।

§ 5. কার্থেজের যেসব বিশেষত্ব নীতির ব্যতিক্রম বলে সমালোচিত হতে পারে তাদের অধিকাংশকে সাধারণভাবে দেখা যায় আমাদের আলোচ্য সমস্ত সংবিধানের মধ্যে। কিন্তু কার্থেজের সংবিধানের যেটি স্বকীয় বিশেষত্ব সেটি হচ্ছে এই ঃ যদিও সাধারণত এ অভিজাততন্ত্র বা 'নিয়মতন্ত্র' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই নীতি থেকে এর ব্যত্যয় দেখা যায় কখনও কখনও গণতন্ত্রের দিকে এবং কখনও কখনও মুখ্যতন্ত্রের দিকে। গণতন্ত্রের দিকে ব্যতিক্রম ঃ রাজারা এবং এল্‌ডাররা উভয়ে একমত হলে কোন বিষয় সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করবেন কি না তাঁরা স্বাধীনভাবে স্থির করতে পারেন; কিন্তু বিষয়টি উপস্থাপিত করা সম্বন্ধে তাঁরা উভয়ে যদি একমত না হন তাহলে সাধারণ সভা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

§ 6. আর একটি কথা ঃ রাজারা এবং এল্‌ডাররা মিলিতভাবে কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত করলে সেটি শ্রবণ ও অনুমোদন করেই সাধারণ সভা ক্ষান্ত হয় না; এর আছে চরম মীমাংসার ক্ষমতা এবং এর যে-কোন সভ্য ইচ্ছামতো প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে পারে। স্পার্টা ও ক্রীটের সংবিধানে সাধারণ সভা এই অধিকারগুলি ভোগ করে না।

§ 7. অন্যপক্ষে মুখ্যতন্ত্রের দিকে কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে। প্রথমত, নিয়ম আছে যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী 'কুইন কুই ভিরেট' বা পাঁচজনের কলেজগুলো সমবেতভাবে সংগৃহীত হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়ম আছে যে এইভাবে সংগৃহীত কলেজগুলো রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী হান্ড্রেড [অ্যান্ড ফোর]-কে নির্বাচন করবে। পরিশেষে, নিয়ম আছে যে এই সব কলেজের সভ্যরা অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের অপেক্ষা অধিক দিন পদে অধিষ্ঠিত থাকবে ঃ কার্যত নির্দিষ্ট কার্যকালের পূর্বে এবং পরেও তারা পদাসীন থাকে আবার অপরপক্ষে কতকগুলি নিয়মকে অভিজাত-তান্ত্রিক, [সুতরাং সংবিধানের নীতিসিদ্ধ], বিশেষত্ব হিসাবে গণনা করতে হবে; যেমন ম্যাজিস্ট্রেটরা বেতন পাবে না বা ভাগ্যদ্বারা নিযুক্ত হবে না—এবং এই রকম অন্য নিয়ম; সমস্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি হবে যে-কোন ম্যাজিস্ট্রেটমণ্ডলী দ্বারা—স্পার্টার মতো একদল ম্যাজিস্ট্রেট কতকগুলি মকদ্দমার নিষ্পত্তি এবং আর এক দল ম্যাজিস্ট্রেট অন্য কতকগুলি মকদ্দমার নিষ্পত্তি করবে না।

§ 8. আমাদের এখনও লক্ষ্য করতে হবে কার্থেজের ব্যবস্থার বড় এবং প্রধান বিশেষত্বটি, যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে অভিজাততন্ত্র থেকে মুখ্যতন্ত্রের দিকে ব্যতিক্রম। এটি হচ্ছে একটি বিশেষ মতের সাম্প্রতিক সাধারণ [শুধু কার্থেজে নয়, সর্বত্র] প্রবাহ: এই প্রবাহ গুণানুসারে তথা আর্থিক অবস্থানুসারে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনেব পক্ষে, কেননা নির্ধন ব্যক্তিরা অযোগ্য ম্যাজিস্ট্রেট হয় এবং কর্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করবার অবসর তাদের নেই।

§ 9. অর্থানুসারে নির্বাচন যদি মুখ্যতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হয় আর গুণানুসারে নির্বাচন যদি অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে যে ব্যবস্থার উপর কার্থেজের শাসনতন্ত্র গঠিত হয়েছে তাকে এদের উভয়ের থেকে কিছু স্বতন্ত্র বলে মনে হবে। কার্থেজে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনে উভয় প্রকার যোগ্যতাই বিবেচনা করা হয়, বিশেষত সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের—রাজাদেব এবং সেনাপতিদের—নির্বাচনে।

§ 10. অভিজাততন্ত্রের বিশুদ্ধ নীতি থেকে এই বিচ্যুতিকে মৌলিক ব্যবস্থাপকের অপরাধ বলে মেনে নিতেই হবে। সর্বাধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে অবসর ভোগ করতে পারে—শুধু কর্মনিযুক্ত অবস্থাতে নয়, কর্মহীন অবস্থাতেও—এবং যাতে তারা তাদের গুণের অযোগ্য কর্মে বিরত থাকে—সেটা দেখা তাঁব অন্যতম প্রাথমিক ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। সে যাই হক—এবং যদি স্বীকারই করে নিই যে অবসরসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংগ্রহ করবার জন্য আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা ভালো- তবুও কার্থেজেব সর্বোচ্চ পদগুলিকে (বাজাদের এবং সেনাপতিদের পদগুলিকে) নিছক ক্রয়যোগ্য করে তোলার প্রধান সমালোচনা করতেই হবে।

§ 11. এই ধরনের নিয়ম ধনকে গুণ অপেক্ষা অধিক সম্মানের আসন দেয় এবং সমগ্র রাষ্ট্রকে লোভাতুর করে তোলে। রাষ্ট্রের প্রধানরা যে জিনিসে যে মূল্য আরোপ করেন তা অবশ্যই নির্ধারিত করে অবশিষ্ট নাগরিকদের মতকে, এবং যে সংবিধানে গুণ সম্মানেব শ্রেষ্ঠতম আসন লাভ করে না সেখানে অভিজাততন্ত্রের অস্তিত্ব নিরুপদ্রব হতে পারে না।

§ 12. তাছাড়া যেখানে অর্থব্যয়ে পদ ক্রয় কবতে হয় সেখানে এটা আশা করা স্বাভাবিক যে ক্রেতারা এই ব্যাপারে লাভ করবার চেষ্টাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যদি দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী লোকের পক্ষে লাভের ইচ্ছা সম্ভব হয় তাহলে আমরা কি করে আশা করতে পারি যে ইতিপূর্বে কপর্দকশূন্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষরা এ বিষয়ে বিমুখ হবে? সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে যারা সর্বাধিক শাসনকুশল [অর্থাৎ যারা সর্বোচ্চ গুণশালী] তাদেরই উচিত শাসন পরিচালনা করা; আর যদি উৎকৃষ্টতর নাগরিকদের স্থায়ী ভরণপোষণ ব্যবস্থার কোন প্রকার প্রচেষ্টা থেকে

ব্যবস্থাপকরা নিবৃত্ত হন তাহলেও অন্তত সেই ব্যবস্থা করা উচিত যাতে যতদিন তারা পদাসীন থাকে ততদিন যেন অবসর ভোগ করতে পারে।

§ 13. কার্থেজের একটি প্রচলিত রীতি অনুসারে এক ব্যক্তি কতিপয় পদ অধিকার করতে পারে। এটিও একটি দোষ বলে প্রতীয়মান হয়। একটি কাজ যখন একজনে করে তখন সেটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়; ব্যবস্থাপকেব দেখা উচিত যাতে এই নিয়ম অনুসৃত হয় এবং যাতে একই লোককে (যেন) একাধারে বংশীবাদক ও চর্মকারের কাজে নিযুক্ত করা না হয়।

§ 14. কাজেই রাষ্ট্র যেখানে বৃহৎ সেখানে সরকারী পদগুলি কয়েক-জন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যুগপৎ আরও রাজনীতিক ও গণ-তান্ত্রিক। আরও গণতান্ত্রিক এই কারণে যে এটি—যা পূর্বে বলা হয়েছে—সম্পর্কিত সকলের দিক্ থেকে ন্যায্য; আরও রাজনীতিক এই কারণে যে প্রত্যেকটি বিশেষ কাজ আরও সুন্দরভাবে ও দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন হয়। সরকারী পদের ব্যাপক বণ্টনের সুবিধাটি সৈন্য- ও নৌ-বিভাগের কাজে সুস্পষ্ট। উভয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব চালনা করার—এবং মান্য করার—অভ্যাসটি সমগ্র বিভাগ এবং সমস্ত সভ্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলা যেতে পারে।

§ 15. কার্থেজবাসীদের সংবিধান [যদিও অভিজাততান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত] কার্যত মুখ্যতান্ত্রিক; কিন্তু তারা ধন বিস্তৃতে উৎসাহদান করে মুখ্যতন্ত্রের বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। সময়ে সময়ে তারা জন-সংখ্যার একাংশকে উপনিবেশিত শহরতলিতে বসবাসের জন্য পাঠিয়ে দেয়ঃ এই নীতি সংবিধানের দোষ দূর করে এবং একে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। কিন্তু একে বলা যেতে পারে দৈব ঘটনা; পৌরকলহের সম্ভাবনা নিবারণের প্রকৃত পথ হচ্ছে আইনের আশ্রয় নেওয়া, দৈবের উপর নির্ভর করা নয়।

§ 16. বর্তমান পরিস্থিতিতে দৈব প্রতিকূল হলে এবং জনসাধারণ শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করলে আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা করা আইনের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

স্পার্টা, ক্রীট ও কার্থেজের সংবিধান তিনটি যথার্থই পরম শ্রদ্ধা অর্জন করেছে—এই হল তাদের প্রকৃত পরিচয়।

পরিচ্ছেদ 12

[রূপরেখা : 4. অন্যান্য ব্যবস্থাপক সম্পর্কে পুনর্বারের বক্তব্য। সোলন এবং অ্যাথেন্সের সংবিধান। প্রাচীনতম ব্যবস্থাপকগণ। বিবিধ মন্তব্য (যেমন ড্র্যাকোর আইনের কঠোরতার উপর এবং পিটাকাসের প্রমত্তজনের অপরাধ সম্পর্কিত আইনের উপর)।]

§ 1. সরকার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর মতামতের লিখিত প্রমাণ যাঁরা রেখে গিয়েছেন তাঁদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কেউ কেউ আছেন যাঁরা কোন প্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন নি এবং সারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন নিভৃতে ; এই শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য যা কিছু পাওয়া গিয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে সবই ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। আর একদল আছেন যাঁরা—কেউ স্বরাষ্ট্রে, কেউ পররাষ্ট্রে—সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সরকারের সঙ্গে। [এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপবিভাগ করা যেতে পারে] : এঁদের কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট ছিলেন আইনসংহিতা রচনায় আবার কেউ কেউ ছিলেন একাধারে সংবিধান রচয়িতা ও সংহিতা রচয়িতা। লাইকার্গাস এবং সোলন দুজনেই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়েন : তাঁরা শুধু আইনসংহিতা রচনা করেন নি, সংবিধানও রচনা করেছিলেন।

§ 2. স্পার্টার সংবিধানের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর চিন্তাশীলরা মনে করেন সোলন একজন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপক ছিলেন এবং তিনি তিনটি প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন। তিনি অসীম মুখ্যতন্ত্রকে অপসারিত করেছিলেন, জনসাধারণকে কৃষিদাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং 'কৌলিক গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে সংবিধান অতি সুন্দর-ভাবে সংযমশীল হয়েছিল : কাউন্সিল অফ দি অ্যারিওপেগাস হয়েছিল মুখ্যতান্ত্রিক উপাদান, শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন প্রণালী অভিজাততান্ত্রিক উপাদান এবং জনগণের আদালত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক উপাদান।

§ 3. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনে হয় যে এই উপাদানগুলির দুটি—কাউন্সিল এবং শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন প্রণালী—তাঁর সময়ের পূর্বে ছিল এবং তিনি সে দুটিকে শুধু স্থায়ী করেছিলেন। অবশ্য আদালতের সদস্যের পদ প্রত্যেক নাগরিকের নিকট উন্মুক্ত করে দিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক নীতির প্রবর্তন করেছিলেন ; এবং এই কারণে তাঁর সমালোচক-

দের কয়েকজন তাঁর নিন্দা করেছেন ঃ তাঁদের যুক্তিতে ভাগ্যানিযুক্ত সদস্য-সম্বলিত এই সব জনগণের আদালতকে প্রত্যেক বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দান করে তিনি বস্তুত অপর উপাদানগুলির বিনাশ সাধন করেছিলেন।

§ 4. পরবর্তী কালে যখন এই সব আদালত শক্তিশালী হয়েছিল তখন সোলনের উত্তরাধিকারীরা যেভাবে চাটুকাররা স্বেচ্ছাচারীর মিথ্যাস্তুতি করে সেইভাবে জনগণের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সংবিধানটিকে রূপান্তরিত করেছিলেন বর্তমান চরম গণতন্ত্রে। এফিয়াল্টিস[45] ও পেরিক্লিস[46] কাউন্সিল অফ দি অ্যারিওপেগাসের ক্ষমতা সংকুচিত করে-ছিলেন ; পেরিক্লিস আদালতের সদস্যদের বেতনব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন ; এবং এইভাবে প্রত্যেক প্রজানায়ক পালাক্রমে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে-ছিলেন এবং পরিশেষে সংবিধানটি তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

§ 5. কিন্তু মনে হয় এই পরিণতি একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র, সোলনের সুচিন্তিত পরিকল্পনাপ্রসূত নয়। পারসীক সমরে একটি সামুদ্রিক সাম্রাজ্য লাভে সহায়ক হয়েছিল বলে জনগণের মনে অহংকার জন্মেছিল : তাই প্রকৃষ্টতব নাগরিকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা অপদার্থ প্রজানায়কদের অনুগমন করেছিল। সোলন স্বয়ং জনগণকে সামান্যতম প্রয়োজনীয় ক্ষমতামাত্র দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। তিনি শুধু তাদের দিয়ে-ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন করবার এবং তাদের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইবার অধিকার : এই মৌলিক অধিকার যদি জনগণ ভোগ না করে তাহলে নিঃসন্দেহে তারা ক্রীতদাসের জাতি এবং সরকারের শত্রু।

§ 6. [এই অধিকারগুলি দেবার সময়েও তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন] ঃ একমাত্র সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ব্যক্তিরাই সরকারী পদ-প্রার্থী হতে পারবে ; ম্যাজিস্ট্রেটরা সংগৃহীত হবে কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণী থেকে ঃ পেন্টেকোসিওমেডিম্নি [যে শ্রেণীর ভূসম্পত্তির আয় 500 পরি-মাপের উৎপন্ন], জিউগিটি [যে শ্রেণীর আয় 200], হিপিস [যে শ্রেণীর আয় 300]—সর্বনিম্ন শ্রেণী, থিটিস [যাদের আয় 200 অপেক্ষা কম], কোন পদেই গ্রহণীয় হবে না।

লাইকার্গাস ও সোলন ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থাপকদের মধ্যে ছিলেন ঃ জেলিউকাস[47], যিনি এপিজেফিরিয়ান লোক্রিয়ানদের [ইটালির দক্ষিণে] জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন : কাটানার ক্যারণ্ডাস, যিনি নিজের শহরের এবং ইটালি ও সিসিলির যে শহরগুলিতে ক্যাল্সিস [ইউবিয়ার অন্তর্গত] উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন।

§ 7. কয়েকজন লেখক কিন্তু আরও অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং প্রমাণ করেন যে ওনোম্যাক্রিটাস ছিলেন প্রাচীনতম ব্যবস্থাবিশারদ।

তাঁদের মতে তিনি ছিলেন লোক্রিয়ান, দৈবজ্ঞের কর্মসূত্রে ক্রীটে গিয়েছিলেন এবং সেই সময়ে সেখানে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁরা বলেন ক্রীটের থেলিস ছিলেন তাঁর সহকর্মী। শেষে তাঁরা বলেন যে লাইকার্গাস ও জেলিউকাস ছিলেন এই থেলিসের শিষ্য এবং ক্যারণ্ডাস ছিলেন জেলিউকাসের শিষ্য।

§ 8. এই মত ইতিহাসকে উপেক্ষা করে ; তবে আমরা আমাদের ব্যবস্থাপক তালিকায় কোরিন্থের ফিলোলসকে অবশ্যই গ্রহণ করতে পারিঃ ইনি থিব্‌সের জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন। যে শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানকার ব্যাকিয়াদ পরিবারের তিনি সন্তান ; কিন্তু তিনি ছিলেন ডাইওক্লিসের বন্ধু ও প্রিয় সখা। অলিম্পিক বিজয়ী ডাইওক্লিস তাঁর প্রতি মাতা হ্যাল্সিওনের অজাচারী কামের জন্য ঘৃণায় কোরিন্থ ত্যাগ করেন ; তিনি তাঁর সঙ্গে থিব্‌সে যান : সেখানে তাঁরা একসঙ্গে বাস করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন....

§ 9. তাঁদের সমাধি দুটি আজও প্রদর্শিত হয়ঃ তারা এমনভাবে দণ্ডায়মান যাতে তারা পূর্ণভাবে পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হয় , কিন্তু একটির দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে কোরিন্থের মৃত্তিকার দিকে আর অপরটির দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে অন্যদিকে ; শুনতে পাওয়া যায় দুই বন্ধু এইভাবে সমাধিস্থ হবার জন্য সুচিন্তিত ব্যবস্থা করেছিলেন—ডাইওক্লিস অতীতকে স্মরণ করছেন সন্ত্রাসের সঙ্গে এবং চিন্তান্বিত রয়েছেন যাতে তাঁর মৃত্তিকাচয় থেকে কোরিন্থ দৃষ্টিগোচর না হয়, কিন্তু ফিলোলস উৎসুক রয়েছেন যাতে তাঁর স্তূপ থেকে কোরিন্থ দৃষ্টিগোচর হয়।

§ 10. তাঁদের থিব্‌সে বসবাস করবার এই ছিল কারণ ; আর সেই কারণে ফিলোলস ঐ শহরের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পেরেছিলেন। তাঁর আইনের মধ্যে কতকগুলি পরিবারের সদস্য সম্পর্কে। তাদের বলা হয় দত্তকগ্রহণ আইন : এবং তারা পারিবারিক ভূমিভাগগুলির সংখ্যাকে স্থির ও অব্যাহত রাখার নিমিত্ত প্রণীত ফিলোলসের আইনের একটি স্বকীয় বিশেষত্ব।

§ 11. ক্যারণ্ডাসের আইনের একমাত্র স্বকীয় বিশেষত্ব দেখা যায় মিথ্যা শপথ গ্রহণের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা সম্পর্কে (মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে প্রকাশ্যভাবে ভর্ৎসনা করার প্রথা তিনিই প্রথম অবতারণা করেন) ; কিন্তু আইন রচনার সাধারণ সূক্ষ্মতায় তিনি আমাদের আধুনিক ব্যবস্থাপকদের অপেক্ষা অধিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

[§ 12. ফেলিয়াসের প্রস্তাবিত সংবিধানের স্বকীয় বিশেষত্ব হচ্ছে সম্পত্তি সমীকরণ ; প্লেটোর প্রস্তাবিত সংবিধানের বিশেষত্ব অনেকগুলি—

সম্পত্তি, স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার ; নারীদের জন্য গণাহারের ব্যবস্থা ; মদ্যপানের নিয়ম যে পানগোষ্ঠীতে অমত্ত জন সভাপতিত্ব করবে ; সামরিক শিক্ষার নিয়ম যে সৈন্যরা উভয় হস্ত কৌশল অভ্যাস করবে, কেননা উভয় হস্তই সমভাবে কার্যক্ষম হওয়া উচিত।][48]

§ 13. ড্র্যাকো[49] কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু তাতে বর্তমান সংবিধানের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণে কঠোরতা ছাড়া তাদের কোন উল্লেখযোগ্য স্বকীয় বিশিষ্টতা নেই। পিটাকাস[50] ড্র্যাকোর মতো আইনপ্রণেতা ছিলেন, সংবিধান রচয়িতা ছিলেন না। তাঁর একটি নিজস্ব আইন এই যে অপরাধের জন্য অমত্ত জন অপেক্ষা প্রমত্ত জনকে কঠোর শাস্তিদান করা উচিত। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রমত্ত জনরা অমত্ত জনদের অপেক্ষা ঘন ঘন হিংসামূলক অপরাধ করে থাকে ; কিন্তু এই কারণে তাদের ক্ষেত্রে অধিকতর বিবেচনার আবেদন না করে সাধারণ স্বার্থের পক্ষ নেওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন।

§ 14. আর একজন আইনপ্রণেতা ছিলেন রেগিয়ামের অ্যান্ড্রোড্যামাস, যিনি থ্রেসে ক্যাল্সিডিয়ান উপনিবেশগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তাদের কতকগুলি নরহত্যা এবং নারীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ক ; কিন্তু তাঁর আইনের কোন উল্লেখনীয় বিশেষ গুণ নেই।

যেসব সংবিধান প্রচলিত রয়েছে এবং যেসব সংবিধান পরিকল্পিত হয়েছে রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞদের দ্বারা এই উভয়বিধ সংবিধান সম্পর্কিত বিষয়ের অনুসন্ধান এখানে সমাপ্ত হচ্ছে।

তৃতীয় খণ্ড

নাগরিকতা ও সংবিধান তত্ত্ব

A

নাগরিকতা

পরিচ্ছেদ 1

[রূপরেখা : সংবিধান (বা নিয়মতন্ত্র)কে বুঝতে হলে আমাদের রাষ্ট্রের ('পোলিস'-এর) প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে ; এবং সেটা বুঝতে হলে নাগরিকতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে, কেননা রাষ্ট্র একটি নাগরিক-
নাগরিকতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে, কেননা রাষ্ট্র একটি নাগরিক-
মণ্ডলী। নাগরিকতা বসবাস বা ব্যক্তিগত আইনের অধীন অধিকার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, সরকারী আইনের অধীন সাংবিধানিক অধিকার দ্বারা নির্ধারিত হয় : 'যে বিচার বিভাগের কার্যে এবং সরকারী পদে স্থায়িভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই নাগরিক।' এই সংজ্ঞা বিশেষভাবে গণতন্ত্রে সত্য : একে সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য করতে হলে এইভাবে পরিবর্তিত করতে হবে, 'যে যে-কোন সময়ের জন্য বিচার এবং বিতর্ক বিভাগীয় পদে অংশগ্রহণ করে সেই নাগরিক।']

§ 1. আমরা যখন সরকারের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করছি এবং প্রত্যেকটি রূপের তাৎপর্য ও বিশেষ গুণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছি, তখন আমাদের প্রথম অনুসন্ধান চালিত হওয়া উচিত স্বয়ং রাষ্ট্রের দিকে, আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারি : 'রাষ্ট্রের স্বরূপটি কি?' [এই জিজ্ঞাসার তিনটি কারণ আছে।] প্রথমত, রাষ্ট্রের স্বরূপটি কি তা বর্তমানে বিতর্কের বিষয় ; এবং যদিও কেউ বলেন, 'অমুক অমুক কাজ **রাষ্ট্র** করেছে', অন্যরা বলেন, 'রাষ্ট্র অমুক কাজ করে নি, করেছে **সরকার**—শাসনকারী মুখ্যরা বা স্বৈরাচারী।' দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিদ্ এবং ব্যবস্থাপকের সমস্ত কাজই স্পষ্টত রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ; [কাজেই ঐ সমস্ত কাজ বুঝতে হলে রাষ্ট্রকে বোঝা দরকার]। পরিশেষে, সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে সংস্থাপিত একটি পরিকল্পনা [রাজনৈতিক ক্ষমতাবণ্টন নিয়ন্ত্রণের জন্য]; [এবং ঐ পরিকল্পনাটি বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে রাষ্ট্রকে]।

§ 2. [কিন্তু যেমন আমরা সংবিধানের পিছনে চলে এসেছি রাষ্ট্রকে বুঝবার জন্য তেমনি আমাদের রাষ্ট্রের পিছনে আসতে হবে নাগরিককে বুঝবার জন্য।] রাষ্ট্র 'যৌগিক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত : অন্য সব যৌগিক

পদার্থের মতো এও এমন একটি সমষ্টি যা কতকগুলি বিভিন্ন অংশের সংযোগে গঠিত। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আগে অনুসন্ধান করতে হবে নাগরিকের [অর্থাৎ অংশের] স্বরূপটি এবং পরে করতে হবে রাষ্ট্রের [অর্থাৎ এইরূপ অংশ দ্বারা গঠিত সমষ্টির] স্বরূপটি। অর্থাৎ রাষ্ট্র নাগরিকদের সংযোগ গঠিত একটি যৌগিক পদার্থ ; অতএব আমরা বিবেচনা করতে বাধ্য কাকে সঠিকভাবে নাগরিক আখ্যা দেওয়া উচিত এবং নাগরিকের স্বরূপটি কি। রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যেমন নাগরিকতার স্বরূপ সম্বন্ধেও তেমনি অনেক সময়ে বাদ প্রতিবাদ হয় ঃ কোন একটি সংজ্ঞা সম্পর্কে ঐকমত্য দেখা যায় নাঃ গণতন্ত্রে যে নাগরিক মুখ্যতন্ত্রে সে প্রায়ই নাগরিক নয়।

§ 3. যারা যথাযথ অর্থে নয় কিন্তু অন্য কোন উপায়ে নাগরিকের নাম ও উপাধি বহন করে—যেমন ধরুন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকরা—তাদের কথা আমরা এখন বিবেচনা করব না। কোন স্থানে বসবাস করলেই প্রকৃত নাগরিক হওয়া যায় নাঃ বাসিন্দা বিদেশীরা এবং ক্রীতদাসরা একস্থানে বাস করে [নাগরিকদের সঙ্গে, কিন্তু তারা নাগরিক নয়]।

§ 4. আদালতে অভিযোগ করা এবং অভিযুক্ত হওয়া—মাত্র এই দুটি পৌর অধিকারে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারে তাদেরও নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায় না। এই অধিকার বিদেশীরাও ভোগ করে সন্ধিসূত্রে ; অবশ্য মনে রাখতে হবে যে অনেক দেশে বাসিন্দা বিদেশীরা এমন কি এই সংকুচিত অধিকারও পূর্ণমাত্রায় ভোগ করে নাঃ তারা একজন আইনসম্মত রক্ষক [তাদের পক্ষে আদালতে অভিযোগ করবার এবং অভিযুক্ত হবার জন্য] নিযুক্ত করতে বাধ্য : সুতরাং এই সাধারণ অধিকার তারা অল্প পরিমাণেই ভোগ করে।

§ 5. [যাদের শুধু আদালতে অভিযোগ করবার এবং অভিযুক্ত হবার অধিকার আছে তাদের কথা বিবেচনা করবার প্রয়োজন নেই] যেমন বিবেচনা করবার প্রয়োজন নেই শিশুদের কথা—নাগরিক নামাবলিভুক্ত হবার বয়স যাদের এখনও হয় নি, অথবা সেই ব্যক্তিদের কথা যাদের বার্ধক্যহেতু পৌর কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এক অর্থে আমরা তরুণ ও বৃদ্ধ উভয়কেই নাগরিক বলতে পারি, কিন্তু সেটা মোটেই সম্পূর্ণ অর্থে নয় ; উপসংহারে বলতে হবে তরুণেরা অপরিণত এবং বৃদ্ধরা অতিবয়স্ক নাগরিক, কিংবা অন্য কোন বিশেষণ ব্যবহার করতে হবে ; আমরা ঠিক কোন্ পদটি প্রয়োগ করছি সেটা আদৌ চিন্তার বিষয় নয়, আমরা যা বলতে চাই তা পরিষ্কার।

আমাদের নাগরিকের সংজ্ঞা দিতে হবে সূক্ষ্ম এবং অবিশেষিত অর্থেঃ তার এমন কোন দোষ থাকবে না যা দূর করতে হবে উপাধি ধারণের পূর্বে —যেমন তারুণ্য বা বার্ধক্য, অথবা যেসব দোষ দেখতে পাওয়া যায় অধিকারবঞ্চিত বা নির্বাসিত নাগরিকদের মধ্যে (যাদের সম্পর্কে আবার এসব প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে এবং তার উত্তর দিতে হবে)।

§ 6. এই সূক্ষ্ম অর্থে নাগরিককে একটিমাত্র নির্ণায়ক দ্বারা নিরূক্ত করা যেতে পারে, 'যে ব্যক্তি বিচার বিভাগের কার্যে এবং সরকারী পদে অংশগ্রহণ করে।' পদগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কতকগুলি স্বল্পমেয়াদী অর্থাৎ এমন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশী অধিকার করা একেবারেই চলবে না কিংবা কেবল একটি নির্দিষ্ট বিরতির পর দ্বিতীয় নিবন্ধন সম্ভব হবে। অন্যগুলির জন্য কিন্তু কোন সময় নির্দেশ নেই—যেমন জনগণের আদালতে বিচারকের পদ কিংবা লোকসভার সদস্যের পদ।

§ 7. হয়তো কথা উঠবে যে আদালতে বিচারকরা এবং সাধারণ সভার সদস্যরা পদাধিকারী নয় এবং তাদের কার্যের দিক্ থেকে তারা পদাধিকারী হতে পারে না। কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রে যাদের স্থান সর্বপ্রধান তাদের পদাধিকারীর শ্রেণী থেকে বাদ দেওয়া হাস্যকর হবে, অতএব কথাটিকে অকিঞ্চিৎকর বলে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে, কেননা যুক্তিটি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় একটি শব্দের উপর [কিংবা বরং একটি শব্দ না থাকার উপর]। আসল কথা এই যে বিচারক এবং সাধারণ সভার সদস্য উভয়ের সমগুণ নিরূপক বা উভয়ের স্থান নির্দেশক কোন একটি শব্দ আমাদের নেই। স্পষ্টতার খাতিরে একে বলা যাক 'অনির্দিষ্ট পদ' [অর্থাৎ যে পদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিকার করা যায়]।

§ 8. ঐ ভিত্তিতে আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারি যে তারাই নাগরিক যারা ঐভাবে নিরূক্ত পদে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই হল নাগরিকের সংজ্ঞার সাধারণ প্রকৃতি; নাগরিক উপাধিধারী সকলেই অতি সন্তোষজনকভাবে এর আওতায় আসবে। [কিন্তু এখনও আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।] নাগরিকতা একটি বিশেষ শ্রেণীর জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত,—কেননা (1) জিনিসটির ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি থাকতে পারে, (2) ভিত্তিগুলি বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন হতে পারে—পর্যায়ক্রমে তাদের একটি প্রথম, আর একটি দ্বিতীয়, এরকম হতে পারে। এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জিনিসের মধ্যে—নিছক এই শ্রেণীভুক্ত হিসাবে বিচার করলে—কোন প্রকার সাধারণ অভিজ্ঞান নেই—কিংবা থাকলেও অতি সামান্য পরিমাণে আছে।

§ 9. [নাগরিকতার বিভিন্ন ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন সংবিধান]; স্পষ্টত সংবিধানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে; তাদের মধ্যে কতকগুলি অপকৃষ্ট, কতকগুলি উৎকৃষ্ট; দোষযুক্ত ও বিকৃত ('বিকৃত' শব্দটি কি অর্থে আমরা ব্যবহার করছি তা পরে বুঝিয়ে দেওয়া হবে) সংবিধানগুলি অবশ্যই দোষমুক্ত সংবিধানগুলির অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এর থেকে অবধারণ করা যায় যে [যেমন সংবধিানগুলি ভিন্ন ভিন্ন তেমনি] ভিন্ন ভিন্ন সংবিধানের অধীন নাগরিকও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

§ 10. সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আমাদের সংজ্ঞার অনুগত নাগরিক [যে আদালতের বিচারকের এবং সাধারণ সভার সদস্যের অনির্ধারিত পদের অধিকারী] বিশেষভাবে এবং পৃথক্‌ভাবে গণতন্ত্রের নাগরিক। অন্য জাতীয় সংবিধানের অধীন নাগরিকদের সম্পর্কে এই সংজ্ঞা হয়তো প্রযোজ্য হবে, কিন্তু সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এমন কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেখানে কোন গণতান্ত্রিক উপাদান নেইঃ এই সব রাষ্ট্রে সাধারণ সভার নিয়মিত অধিবেশন হয় না, কেবল বিশেষ অধিবেশন আহবান করা হয়; এবং [আদালতের সদস্যদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে] তারা বিশেষ বিশেষ সংস্থার মধ্যে মকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার বণ্টন করে দেয়। দৃষ্টান্ত ঃ স্পার্টায় ইফররা চুক্তি সংক্রান্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন (সম্মিলিতভাবে নয়, প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে); কাউন্সিল অফ এল্‌ডার্স নরহত্যা সংক্রান্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন; অপর কোন কর্তৃপক্ষ অন্যান্য মকদ্দমা গ্রহণ করতে পারেন।

§ 11. কার্থেজ সম্পর্কে অনেকটা এই কথাই প্রযোজ্যঃ সেখানে ম্যাজি-স্ট্রেটদের কয়েকটি সংস্থার প্রত্যেকের অধিকার আছে সমস্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করবার।

কিন্তু আমাদের নাগরিতার সংজ্ঞাকে [এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখনও রক্ষা করা যেতে পারে, কেননা এটির] সংশোধন করা যায়। মনে রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক সংবিধান ছাড়া অন্য সব সংবিধানে সাধারণ সভার ও আদালতের সদস্যরা অনির্ধারিত সময়ের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকে না। তারা পদে অধিষ্ঠিত থাকে সীমিত সময়ের জন্য; আর এই প্রকার সীমিত সময়ের জন্য পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের (তাদের সংখ্যা বেশী হক বা কম হক) এই সব সংবিধানে নাগরিকের বিতর্ক ও বিচারের (সকল বিষয়ে বা কয়েকটি মাত্র বিষয়ে) কার্যভার অর্পণ করা হয়।

§ 12. এই সকল বিবেচনা থেকে নাগরিকতার প্রকৃতি সাধারণভাবে

পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ; কাজেই আমাদের চূড়ান্ত সংজ্ঞাগুলি এই রকম দাঁড়াবেঃ (1) 'যে বিতর্ক বা বিচার বিভাগীয় পদে অংশগ্রহণের অধিকার ভোগ করে [যে-কোন সময়ের জন্য, নির্ধারিত বা অনির্ধারিত] সেই তার রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্যাদা অর্জন করে', এবং (2) 'রাষ্ট্র, সহজ কথায়, এরূপ ব্যক্তিদের সংগঠন যারা সংখ্যায় হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের যোগ্য'।

A

নাগরিকতা

পরিচ্ছেদ 1

[**রূপরেখা :** সংবিধান (বা নিয়মতন্ত্র)কে বুঝতে হলে আমাদের রাষ্ট্রের ('পোলিস'-এর) প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে ; এবং সেটা বুঝতে হলে নাগরিকতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে, কেননা রাষ্ট্র একটি নাগরিক-
নাগরিকতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে, কেননা রাষ্ট্র একটি নাগরিক-
মণ্ডলী। নাগরিকতা বসবাস বা ব্যক্তিগত আইনের অধীন অধিকার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, সরকারী আইনের অধীন সাংবিধানিক অধিকার দ্বারা নির্ধারিত হয় : 'যে বিচার বিভাগের কার্যে এবং সরকারী পদে স্থায়িভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই নাগরিক।' এই সংজ্ঞা বিশেষভাবে গণতন্ত্রে সত্য : একে সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য করতে হলে এইভাবে পরিবর্তিত করতে হবে, 'যে যে-কোন সময়ের জন্য বিচার এবং বিতর্ক বিভাগীয় পদে অংশগ্রহণ করে সেই নাগরিক।']

§ 1. আমরা যখন সরকারের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করছি এবং প্রত্যেকটি রূপের তাৎপর্য ও বিশেষ গুণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছি, তখন আমাদের প্রথম অনুসন্ধান চালিত হওয়া উচিত স্বয়ং রাষ্ট্রের দিকে, আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারি : 'রাষ্ট্রের স্বরূপটি কি?' [এই জিজ্ঞাসার তিনটি কারণ আছে।] প্রথমত, রাষ্ট্রের স্বরূপটি কি তা বর্তমানে বিতর্কের বিষয় ; এবং যদিও কেউ বলেন, 'অমুক অমুক কাজ **রাষ্ট্র** করেছে', অন্যরা বলেন, 'রাষ্ট্র অমুক কাজ করে নি, করেছে **সরকার**—শাসনকারী মুখ্যরা বা স্বৈরাচারী।' দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিদ্ এবং ব্যবস্থাপকের সমস্ত কাজই স্পষ্টত রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ; [কাজেই ঐ সমস্ত কাজ বুঝতে হলে রাষ্ট্রকে বোঝা দরকার]। পরিশেষে, সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে সংস্থাপিত একটি পরিকল্পনা [রাজনৈতিক ক্ষমতাবণ্টন নিয়ন্ত্রণের জন্য] ; [এবং ঐ পরিকল্পনাটি বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে রাষ্ট্রকে]।

§ 2. [কিন্তু যেমন আমরা সংবিধানের পিছনে চলে এসেছি রাষ্ট্রকে বুঝবার জন্য তেমনি আমাদের রাষ্ট্রের পিছনে আসতে হবে নাগরিককে বুঝবার জন্য।] রাষ্ট্র 'যৌগিক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত : অন্য সব যৌগিক

পদার্থের মতো এও এমন একটি সমষ্টি যা কতকগুলি বিভিন্ন অংশের সংযোগে গঠিত। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আগে অনুসন্ধান করতে হবে নাগরিকের [অর্থাৎ অংশের] স্বরূপটি এবং পরে করতে হবে রাষ্ট্রের [অর্থাৎ এইরূপ অংশ দ্বারা গঠিত সমষ্টির] স্বরূপটি। অর্থাৎ রাষ্ট্র নাগরিকদের সংযোগ গঠিত একটি যৌগিক পদার্থ ; অতএব আমরা বিবেচনা করতে বাধ্য কাকে সঠিকভাবে নাগরিক আখ্যা দেওয়া উচিত এবং নাগরিকের স্বরূপটি কি। রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যেমন নাগরিকতার স্বরূপ সম্বন্ধেও তেমনি অনেক সময়ে বাদ প্রতিবাদ হয় ঃ কোন একটি সংজ্ঞা সম্পর্কে ঐকমত্য দেখা যায় না ঃ গণতন্ত্রে যে নাগরিক মুখ্যতন্ত্রে সে প্রায়ই নাগরিক নয়।

§ 3. যারা যথাযথ অর্থে নয় কিন্তু অন্য কোন উপায়ে নাগরিকের নাম ও উপাধি বহন করে—যেমন ধরুন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকরা—তাদের কথা আমরা এখন বিবেচনা কবব না। কোন স্থানে বসবাস করলেই প্রকৃত নাগরিক হওয়া যায় না ঃ বাসিন্দা বিদেশীরা এবং ক্রীতদাসরা একস্থানে বাস করে [নাগকিরদের সঙ্গে, কিন্তু তারা নাগরিক নয়]।

§ 4. আদালতে অভিযোগ করা এবং অভিযুক্ত হওয়া—মাত্র এই দুটি পৌর অধিকারে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারে তাদেরও নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায় না। এই অধিকার বিদেশীরাও ভোগ করে সন্ধিসূত্রে ; অবশ্য মনে রাখতে হবে যে অনেক দেশে বাসিন্দা বিদেশীরা এমন কি এই সংকুচিত অধিকারও পূর্ণমাত্রায় ভোগ করে না ঃ তারা একজন আইনসম্মত রক্ষক [তাদের পক্ষে আদালতে অভিযোগ করবার এবং অভিযুক্ত হবার জন্য] নিযুক্ত করতে বাধ্য : সুতরাং এই সাধারণ অধিকার তারা অল্প পরিমাণেই ভোগ করে।

§ 5. [যাদের শুধু আদালতে অভিযোগ করবার এবং অভিযুক্ত হবার অধিকার আছে তাদের কথা বিবেচনা করবার প্রয়োজন নেই] যেমন বিবেচনা করবার প্রয়োজন নেই শিশুদের কথা—নাগরিক নামাবলিভুক্ত হবার বয়স যাদের এখনও হয় নি, অথবা সেই ব্যক্তিদের কথা যাদের বার্ধক্যহেতু পৌর কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এক অর্থে আমরা তরুণ ও বৃদ্ধ উভয়কেই নাগরিক বলতে পারি, কিন্তু সেটা মোটেই সম্পূর্ণ অর্থে নয় ; উপসংহারে বলতে হবে তরুণেরা অপরিণত এবং বৃদ্ধরা অতিবয়স্ক নাগরিক, কিংবা অন্য কোন বিশেষণ ব্যবহার করতে হবে ; আমরা ঠিক কোন্ পদটি প্রয়োগ করছি সেটা আদৌ চিন্তার বিষয় নয়, আমরা যা বলতে চাই তা পরিষ্কার।

আমাদের নাগরিকের সংজ্ঞা দিতে হবে সূক্ষ্ম এবং অবিশেষিত অর্থে: তার এমন কোন দোষ থাকবে না যা দূর করতে হবে উপাধি ধারণের পূর্বে —যেমন তারুণ্য বা বার্ধক্য, অথবা যেসব দোষ দেখতে পাওয়া যায় অধিকারবঞ্চিত বা নির্বাসিত নাগরিকদের মধ্যে (যাদের সম্পর্কে আবার এসব প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে এবং তার উত্তর দিতে হবে)।

§ 6. এই সূক্ষ্ম অর্থে নাগরিককে একটিমাত্র নির্ণায়ক দ্বারা নিরূক্ত করা যেতে পারে, 'যে ব্যক্তি বিচার বিভাগের কার্যে এবং সরকারী পদে অংশগ্রহণ করে।' পদগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কতকগুলি স্বল্পমেয়াদী অর্থাৎ এমন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশী অধিকার করা একেবারেই চলবে না কিংবা কেবল একটি নির্দিষ্ট বিরতির পর দ্বিতীয় নিবন্ধন সম্ভব হবে। অন্যগুলির জন্য কিন্তু কোন সময় নির্দেশ নেই-যেমন জনগণের আদালতে বিচারকের পদ কিংবা লোকসভার সদস্যের পদ।

§ 7. হয়তো কথা উঠবে যে আদালতের বিচারকরা এবং সাধারণ সভার সদস্যরা পদাধিকারী নয় এবং তাদের কার্যের দিক্ থেকে তারা পদাধিকারী হতে পারে না। কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রে যাদের স্থান সর্বপ্রধান তাদের পদাধিকারীর শ্রেণী থেকে বাদ দেওয়া হাস্যকর হবে; অতএব কথাটিকে অকিঞ্চিৎকর বলে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে, কেননা যুক্তিটি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় একটি শব্দের উপর [কিংবা বরং একটি শব্দ না থাকার উপর]। আসল কথা এই যে বিচারক এবং সাধারণ সভার সদস্য উভয়ের সমগুণ নিরূপক বা উভয়ের স্থান নির্দেশক কোন একটি শব্দ আমাদের নেই। স্পষ্টতার খাতিরে একে বলা যাক 'অনির্দিষ্ট পদ' [অর্থাৎ যে পদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিকার করা যায়]।

§ 8. ঐ ভিত্তিতে আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারি যে তারাই নাগরিক যারা ঐভাবে নিরূক্ত পদে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই হল নাগরিকের সংজ্ঞার সাধারণ প্রকৃতি; নাগরিক উপাধিধারী সকলেই অতি সন্তোষজনকভাবে এর আওতায় আসবে। [কিন্তু এখনও আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।] নাগরিকতা একটি বিশেষ শ্রেণীর জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, কেননা (1) জিনিসটির ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি থাকতে পারে, (2) ভিত্তিগুলি বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন হতে পারে -পর্যায়ক্রমে তাদের একটি প্রথম, আর একটি দ্বিতীয়, এরকম হতে পারে। এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জিনিসের মধ্যে—নিছক এই শ্রেণীভুক্ত হিসাবে বিচার করলে—কোন প্রকার সাধারণ অভিজ্ঞান নেই —কিংবা থাকলেও অতি সামান্য পরিমাণে আছে।

§ 9. [নাগরিকতার বিভিন্ন ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন সংবিধান] ; স্পষ্টত সংবিধানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে ; তাদের মধ্যে কতকগুলি অপকৃষ্ট, কতকগুলি উৎকৃষ্ট ; দোষযুক্ত ও বিকৃত ('বিকৃত' শব্দটি কি অর্থে আমরা ব্যবহার করছি তা পরে বুঝিয়ে দেওয়া হবে) সংবিধানগুলি অবশ্যই দোষমুক্ত সংবিধানগুলির অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এর থেকে অবধারণ করা যায় যে [যেমন সংবধিানগুলি ভিন্ন ভিন্ন তেমনি] ভিন্ন ভিন্ন সংবিধানের অধীন নাগরিকও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

§ 10 সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আমাদের সংজ্ঞার অনুগত নাগরিক [যে আদালতের বিচারকের এবং সাধারণ সভার সদস্যের অনির্ধারিত পদের অধিকারী] বিশেষভাবে এবং পৃথক্ভাবে গণতন্ত্রের নাগরিক। অন্য জাতীয় সংবিধানের অধীন নাগরিকদের সম্পর্কে এই সংজ্ঞা হয়তো প্রযোজ্য হবে, কিন্তু সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এমন কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেখানে কোন গণতান্ত্রিক উপাদান নেইঃ এই সব রাষ্ট্রে সাধারণ সভার নিয়মিত অধিবেশন হয় না, কেবল বিশেষ অধিবেশন আহবান করা হয়, এবং [আদালতের সদস্যদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে] তারা বিশেষ বিশেষ সংস্থার মধ্যে মকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার বণ্টন করে দেয়। দৃষ্টান্ত ঃ স্পার্টায় ইফররা চুক্তি সংক্রান্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন (সম্মিলিতভাবে নয়, প্রত্যেকে পৃথক্ভাবে) ; কাউন্সিল অফ এল্ডার্স নরহত্যা সংক্রান্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন ; অপর কোন কর্তৃপক্ষ অন্যান্য মকদ্দমা গ্রহণ করতে পারেন।

§ 11. কার্থেজ সম্পর্কে অনেকটা এই কথাই প্রযোজ্যঃ সেখানে ম্যাজি-স্ট্রেটদের কয়েকটি সংস্থার প্রত্যেকের অধিকার আছে সমস্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করবার।

কিন্তু আমাদের নাগরিতাব সংজ্ঞাকে [এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখনও রক্ষা করা যেতে পারে, কেননা এটির] সংশোধন করা যায়। মনে রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক সংবিধান ছাড়া অন্য সব সংবিধানে সাধারণ সভার ও আদালতের সদস্যরা অনির্ধারিত সময়ের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকে না। তারা পদে অধিষ্ঠিত থাকে সীমিত সময়ের জন্য ; আর এই প্রকার সীমিত সময়ের জন্য পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের (তাদের সংখ্যা বেশী হক বা কম হক) এই সব সংবিধানে নাগরিকের বিতর্ক ও বিচারের (সকল বিষয়ে বা কয়েকটি মাত্র বিষয়ে) কার্যভার অর্পণ করা হয়।

§ 12. এই সকল বিবেচনা থেকে নাগরিকতার প্রকৃতি সাধারণভাবে

পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ; কাজেই আমাদের চূড়ান্ত সংজ্ঞাগুলি এই রকম দাঁড়াবেঃ (1) 'যে বিতর্ক বা বিচার বিভাগীয় পদে অংশগ্রহণের অধিকার ভোগ করে [যে-কোন সময়ের জন্য, নির্ধাবিত বা অনির্ধারিত] সেই তাব রাষ্ট্রের নাগরিকেব মর্যাদা অর্জন করে', এবং (2) 'রাষ্ট্র, সহজ কথায়, এরূপ ব্যক্তিদের সংগঠন যারা সংখ্যায় হবে স্বযংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের যোগ্য'।

পরিচ্ছেদ 2

[**রূপরেখা ঃ** লৌকিক ও প্রায়োগিক মত অনুযায়ী নাগরিকতা নির্ভর করে জন্মের উপর, অর্থাৎ নাগরিক পিতা বা মাতার অথবা নাগরিক পিতা ও মাতার থেকে উদ্ভবের উপর। এপথে বেশীদূর যাওয়া যায় না, একমাত্র পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের সম্পর্কেই একথা উঠতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে যখন বিপ্লবের ফলে যাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দান করা হয়েছে সেই নতুন নাগরিকদের বিষয় বিবেচনা করি। তারা কি প্রকৃতপক্ষে নাগরিক? বিচার ও বিতর্ক বিভাগীয় পদে অংশগ্রহণের নির্ণায়ক (অর্থাৎ কর্মমূলক নির্ণায়ক) অনুযাখী যারা ঐ কর্মের অধিকার একবার লাভ করেছে তাবা বাস্তবিকপক্ষে নাগরিক।]

§ 1. ব্যবহারিক জীবনে সাধারণত নাগরিকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, 'উভয় দিক্ থেকে নাগরিক পিতামাতার সন্তান', কেবল পিতার বা মাতার দিক্ থেকে নয়; কিন্তু কখনও কখনও এই শর্তটিকে আরও দূর পশ্চাতে বংশের দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা আরও অধিক পর্যায় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই লৌকিক ও সরল সংজ্ঞা কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন উত্থাপনে উৎসাহিত করেছে, 'বংশপরম্পরার তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের নাগরিক স্বয়ং কিভাবে নাগরিক হয়েছিল?'

§ 2. লিয়ন্টিনির গর্গিয়াস হয়তো কতকটা এই অসুবিধা উপলব্ধি করে এবং কতকটা ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'খল নুড়ি যেমন খল নুড়ি নির্মাতা শিল্পীদের তৈরী জিনিস তেমনি ল্যারিসীয়াবাসীরা ল্যারিসীয়াবাসী নির্মাতা "শিল্পীদের" তৈরী মানুষ'।[51]

§ 3. কিন্তু [পূর্বকালের নাগরিকদের উপাধি সম্বন্ধে আপত্তি তোলার কোন কারণ নেইঃ] ব্যাপারটি বাস্তবিক সহজ। যদি তারা তাদের সময়ে আমাদের সংজ্ঞার অর্থে শাসনতান্ত্রিক অধিকার [অর্থাৎ বিচার বা বিতর্ক বিভাগীয় পদে অংশ গ্রহণের অধিকার] ভোগ করে থাকে তাহলে তারা নিঃসন্দেহে নাগরিক ছিল। যারা কোন রাষ্ট্রের প্রথম নিবাসী অথবা আদি প্রতিষ্ঠাতা তাদের ক্ষেত্রে নাগরিক পিতার বা নাগরিক মাতার সন্তান হবার নিয়ম প্রয়োগ করা প্রত্যক্ষত অসম্ভব।

সংবিধানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে যারা শাসনতান্ত্রিক অধিকার লাভ করেছে তাদের ক্ষেত্রে সম্ভবত গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়। অ্যাথেন্সে ক্লায়েস্থিনিস[52] যা করেছিলেন উদাহরণস্বরূপ তার উল্লেখ করতে পারি ঃ

স্বৈরাচারীদের অপসারণের পর কিছুসংখ্যক বিদেশীকে এবং কিছুসংখ্যক ক্রীতদাসশ্রেণীভুক্ত বাসিন্দা বিদেশীকে তিনি উপজাতিদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

§ 4. নাগরিকমণ্ডলীর এরূপ বৃদ্ধিতে তথ্যের প্রশ্ন ওঠে না, 'কে প্রকৃতপক্ষে নাগরিক?' প্রশ্ন ওঠে ন্যায়ের, 'তারা [যারা প্রকৃতপক্ষে নাগরিক ন্যায্যভাবে না অন্যায্যভাবে নাগরিক?' কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে আরও একটি প্রশ্ন অনায়াসে উঠতে পারে, 'যে ব্যক্তি ন্যায্যভাবে নাগরিক নয় সে কি প্রকৃত নাগরিক হতে পারে আর অন্যায্য ও অপ্রকৃত কি অভিন্ন নয়?'

§ 5. [এই অতিরিক্ত প্রশ্নটির জবাব সহজে দেওয়া যেতে পারে।] সাক্ষাৎভাবে কতকগুলি আধিকারিকের ন্যায্য দাবি নেই তাদের পদের উপর, তবুও আমরা তাদের আধিকারিক বলে থাকি, যদিও বলি নে তারা ন্যায়ত আধিকারিক। [নাগরিকদের পক্ষেও একথা সত্যঃ] তারাও আখ্যাত হয়েছে কোন-না-কোন পদের অধিকারী হিসাবে (কেননা আমরা নাগরিকের যে সংজ্ঞা দিয়েছি তাতে নিহিত আছে তার বিতর্ক ও বিচার সংক্রান্ত পদে অংশ গ্রহণ), কাজেই এর থেকে অনুমান করা যায় যে সংবিধানের পরিবর্তনের পরে যারা এই প্রকার পদ লাভ করেছে তাদের কার্যত নাগরিক বলতেই হবে।

পরিচ্ছেদ 3

[রূপরেখা : এখনও আমাদের এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, 'তারা ন্যায়ত নাগরিক কি?' যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে রাষ্ট্র তাদের নাগরিকের মর্যাদা দান করে নি, করেছিল কেবল একটি বিপ্লবী সরকার ; কাজেই তাদের কোন ন্যায়-সংগত অধিকার নেই। এই যুক্তি থেকে রাষ্ট্রের একত্ব সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্ন ওঠে। রাষ্ট্র কি সাময়িক সরকার থেকে অভিন্ন? সাধারণত এর একত্বের নির্ণায়কগুলি কি? রাষ্ট্রের একত্ব এক প্রাচীর শ্রেণীর পরিবৃতির অথবা এক বংশীয় অধিবাসীদের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্র একটি যৌগিক পদার্থ ; সমস্ত যৌগিক পদার্থের মতো এর একত্বও নির্ধারিত হয় এর গঠনবিধি দ্বারা—অর্থাৎ এর সংবিধান দ্বারা।]

§ 1. তারা ন্যায়ত নাগরিক কি না সেটি অন্য প্রশ্ন ; পূর্বোক্ত [প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে] একটি বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গে এর অতি নিকট সম্পর্ক আছে। এই বৃহত্তর প্রশ্নটি যে সমস্যার সৃষ্টি করে তা হচ্ছেঃ কখন্ একটি নির্দিষ্ট কাজ রাষ্ট্রের কাজ বলে বিবেচিত হবে এবং কখন্ হবে না তা নির্ধারণ করা। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একটি মুখ্যতন্ত্র বা স্বৈরাচারতন্ত্র গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছে।

§ 2. এরূপ ক্ষেত্রে কেউ কেউ সরকারী চুক্তি পালন করতে অনিচ্ছুক তাঁদের যুক্তি এই যে এসব চুক্তি রাষ্ট্র করে নি, করেছে স্বৈরাচারী শাসন-কর্তা—এবং অনুরূপ অন্যান্য বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে নারাজ। তাঁদের মত এই যে কতকগুলি সংবিধান অবস্থান করে [শুধু] শক্তির উপর, সার্বজনিক কল্যাণের জন্য নয়ঃ [এর থেকে অনুমিত হয় যে এরূপ সংবিধানের অধীনে যেসব কাজ হয় তা রাষ্ট্রের কাজ হতে পারে না, কেননা সর্বদা সার্বজনিক কল্যাণের জন্য কাজ করাই রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক]। যুক্তিটি কিন্তু [দুপক্ষেই খাটে, কেননা এটি] আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় ঃ যখন আমরা দেখতে পাই একটি গণতন্ত্র শক্তির জোরে দাঁড়িয়ে আছে তখন মানতেই হবে যে এই প্রকার গণতন্ত্রের সরকারের কাজ [পূর্বেকার] মুখ্যতন্ত্র বা স্বৈরাচারতন্ত্রের সরকারের কাজ অপেক্ষা অধিক মাত্রায় সম্পর্কিত রাষ্ট্রের কাজ নয়।

§ 3. কিন্তু এখানে যে প্রশ্ন উঠেছে তার সঙ্গে মনে হয় অতি নিকট সম্পর্ক আছে আরও দূরবর্তী একটি প্রশ্নের—'কোন্ নীতি অনুসারে আমরা বলতে পারি যে একটি রাষ্ট্র তার একত্ব রক্ষা করেছে অথবা, বিপরীত-ভাবে, সে তার একত্ব হারিয়ে অন্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে?'

প্রশ্নটির আলোচনার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে শুধু ভূখণ্ড ও জনসমষ্টির বিচার করা [অর্থাৎ একত্ব বিষয়টিকে একান্ত স্থূলভাবে বিবেচনা করা]। এই ভিত্তিতে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ও জনসমষ্টি দুই (বা ততোধিক) অংশে বিভক্ত হতে পারে এবং কিছু-সংখ্যক লোক এক তল্লাটে আর কিছুসংখ্যক অন্য তল্লাটে বাস করতে পারে। [এই রকম ভাগ কি কোন রাষ্ট্রের একত্ব নষ্ট করতে পারে?]

§ 4. এই অসুবিধাটি তেমন গুরুতর নয়ঃ যে সমস্যাটি এখানে উঠছে তার সমাধান সহজেই হতে পারে যদি আমরা মনে রাখি যে 'রাষ্ট্র' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন যদি দেখা যায় যে একটি রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টি একটিমাত্র ভূখণ্ডে বাস করে তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, 'কখন্ অথবা কি অবস্থায় মনে করা যেতে পারে যে এই রাষ্ট্রটি তার প্রকৃত [দৈহিক বাদে] একত্ব বজায় রেখেছে?'

§ 5. একটি রাষ্ট্রের একত্ব তার প্রাচীরের দ্বারা গঠিত হয় না। সমগ্র পেলোপনেসাসকে একটিমাত্র প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সম্ভব হতে পারেঃ [কিন্তু তাতে কি ও একটি রাষ্ট্র হবে?]। ব্যাবিলন (শোনা যায় পুরো তিন দিন অবরুদ্ধ থাকার পর এর অধিবাসীদের কেউ কেউ ব্যাপারটি জানতে পেরেছিল) হয়তো এইরূপ অনিশ্চিত প্রকৃতির রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হতে পারেঃ তেমনি আবার হতে পারে যে কোন রাষ্ট্র যার বিপুলতা শহরের মতো নয়, বরং জাতির ['এথনস'-এর] মতো।

§ 6. কিন্তু [একটি রাষ্ট্র একত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে কত বিস্তৃত হতে পারে] এই প্রশ্নের আলোচনা অন্য সময়ের জন্য স্থগিত রাখা ভালো। একটি রাষ্ট্রের আয়তন নির্ধারণ করা—উপযুক্তভাবে এ কত বিস্তৃত হতে পারে এবং এর অন্তর্ভুক্ত হবে এক জাতির বা কতিপয় জাতির সভ্য তা স্থির করা—রাষ্ট্র-বিদের অবশ্য করণীয় কাজ। [সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনা রাষ্ট্রের অভেদ তত্ত্ব সম্পর্কে না হয়ে বরং রাষ্ট্রবিদ্যা সম্পর্কে হওয়াই উচিত।]

[এখন আমরা আয়তনের আলোচনা ছেড়ে বংশের আলোচনার দিকে যেতে পারি।] ধরা যাক, একটি মাত্র ভূখণ্ডে একটি মাত্র জনসমষ্টি বাস করছে। কিন্তু আমরা কি বলতে পারি যে যতদিন পর্যন্ত অধিবাসীদের বংশ অপরিবর্তিত রয়েছে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের অনন্যতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে (যদিও প্রাচীন বংশধররা সর্বদাই ইহলোক ছেড়ে যাচ্ছেন আর নতুন বংশধররা সর্বদাই জন্মগ্রহণ করছেন)? এইভাবে আমরা কি রাষ্ট্রের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাতে পারি নদীর ও নির্ঝরের যাতে আমরা আরোপ করি নিত্য অভিন্নতা, যদিও তাদের জলের কিছু অংশ অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়ে আসছে আর কিছু অংশ নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে? অথবা আমরা কি অন্য দৃষ্টিকোণ

থেকে বলতে পারি যে পূর্বোক্ত কারণে [অর্থাৎ অধিবাসীদের বংশ ঠিক রয়েছে বলে] জনসমষ্টি ঠিক থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের পরিবর্তন হতে পারে?

§ 7. [শেষোক্ত মতটির জয় হয়েছে।] রাষ্ট্র এক প্রকার সংগঠন এবং এই প্রকার সংগঠন হচ্ছে একটি সংবিধানের অধীন নাগরিকদের সংগঠন; সুতরাং এটা অনিবার্য যে যখন সংবিধানের গুণগত পরিবর্তন ঘটে এবং সংবিধান অন্য সংবিধানে পরিণত হয় তখন রাষ্ট্রও আর সে রাষ্ট্র থাকে না এবং তার অনন্যতাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। দৃশ্যকাব্য থেকে আমরা উপমা দিতে পারি। যে মিলিত সংগীত কখনও হাস্যরস প্রধান এবং কখনও করুণরস প্রধান বলে মনে হয় তা নিরন্তর এক নয় এবং তার একত্বেরও পরিবর্তন ঘটে—আর একথা আমরা বলতে পারি গায়কবৃন্দ অধিকাংশ সময়ে এক থাকা সত্ত্বেও।

§ 8. মিলিত সংগীত সম্পর্কে যে কথা সত্য তা সত্য প্রত্যেকটি অন্য সংগঠন সম্পর্কে এবং সাধারণত অন্য সকল যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে। গঠন-বিধি ভিন্ন ভিন্ন হলে যৌগিক পদার্থও ভিন্ন ভিন্ন হয়। ঐকতানের স্বরগুলি এক হলেও তা অন্য ঐকতানে পরিণত হবে ডোরিয়ান বা ফ্রিজিয়ান 'রাগিণী' [বা স্বরসংযোগবিধি] অনুযায়ী।

§ 9. তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রের অনন্যতার নির্ণায়ক মুখ্যত সংবিধান। [নির্ণায়ক হিসাবে বংশ অবান্তর]ঃ কোন রাষ্ট্রে অভিন্ন ব্যক্তিরাই বাস করুক বা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিবাই বাস করুক, আমরা তাকে নিঃসংকোচে অভিন্ন বা ভিন্ন রাষ্ট্র বলতে পারি [অন্য ও চরম নির্ণায়কটির আলোকে] ....কোন রাষ্ট্রের সংবিধান যখন রূপান্তরিত হয় তখন তার পক্ষে সরকারী বাধ্যবাধকতা অস্বীকার কবা ন্যায় কি অন্যায় সেটা ভিন্ন প্রশ্ন এবং অন্য বিষয়।

পরিচ্ছেদ 4

[**রূপরেখা :** দেখা যাচ্ছে 'রাষ্ট্রের একত্ব কি?', এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সংবিধানের ধারণা থেকে। এই ধারণা থেকে আরও উত্তর পাওয়া যায় এই প্রশ্নের, 'সুনাগরিকের গুণবত্তার সঙ্গে সুজনের গুণবত্তার সম্পর্ক কি?' সংবিধানগুলির উপর সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সংবিধানের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের সুনাগরিক, কিন্তু সুজন সবসময়ে সমান। আদর্শ সংবিধানের দিকে লক্ষ্য করলে যুক্তি দেওয়া যায় যে এমন কি এখানেও বিভিন্ন ধরনের সুনাগরিক প্রয়োজন,—কেননা নানা রকমের নাগরিক কর্ম আছে ; এবং সেজন্য এখানেও সুনাগরিককে সুজন থেকে অভিন্ন মনে করা চলে না। সুতরাং মোটের উপর সুনাগরিক ও সুজনকে এক করা চলে না। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের এক করা যায়। সেটি হচ্ছে আদর্শ সংবিধানের ক্ষেত্র যেখানে সুনাগরিক সুশাসক হতে গেলে যে নৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন তার এবং সুপ্রজা হতে গেলে যেসব অন্য গুণের প্রয়োজন তার অধিকারী। সে যে নৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী সে গুণটি হচ্ছে সুজনের অত্যাবশ্যক গুণ ; এবং তার ক্ষেত্রে সুনাগরিকের গুণবত্তা এবং সুজনের গুণবত্তা এক।]

§ 1. যেসব প্রশ্ন এই মাত্র আলোচিত হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে একটি প্রশ্ন : সুজন ও সুনাগরিকের গুণবত্তা এক না ভিন্ন। এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে উপযুক্তভাবে অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই আমাদের দিতে হবে নাগরিকের গুণবত্তার কোন একটি রূপরেখা। যেমন নাবিক একটি সংগঠনের [অর্থাৎ নানা প্রকার সদস্য এবং তাদের বিভিন্ন কর্তব্যসহ জাহাজের চালক গোষ্ঠীর] সদস্য, তেমনি নাগরিকও।

§ 2. বিভিন্ন যোগ্যতা অনুযায়ী নাবিকরা পরস্পর বিভিন্ন : একজন বাহক, একজন পথদর্শক, একজন প্রেক্ষক ; অন্যরা আবার অন্য নামে অভিহিত একই ভাবে [অর্থাৎ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী]। কাজে কাজেই [জাহাজের চালকবর্গ নানা কাজে নিযুক্ত লোকদ্বারা গঠিত হওয়ায়] পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেক নাগরিকের গুণবত্তার সূক্ষ্মতম সংজ্ঞা হবে সম্পর্কিত ব্যক্তির স্বকীয় ; কিন্তু এটাও পরিষ্কার যে গুণবত্তার একটি সাধারণ সংজ্ঞা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, কেননা সমুদ্রযাত্রার নিরাপত্তা সকলেরই কাম্য এবং এর প্রতি প্রত্যেককেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

§ 3. নাবিকদের ক্ষেত্রে যা সত্য নাগরিকদের ক্ষেত্রেও তাই। যদিও

তাদের পার্থক্য রয়েছে [নিজ নিজ কাজে, তাহলেও তাদের সকলের একটি সাধারণ লক্ষ্য আছে]; যে উদ্দেশ্য সাধনে তারা নিরত তা হচ্ছে তাদের সংগঠন পরিচালনায় নিরাপত্তা; আর এই সংগঠন নিহিত রয়েছে তাদের সংবিধানের মধ্যে। অতএব আমাদের এই সিদ্ধান্ত করতে হচ্ছে যে নাগরিকের গুণবত্তা সংবিধানসাপেক্ষ হবে। এর থেকে অনুমান করা যায় যায় যে যদি সংবিধান নানা রকমের হয় তাহলে [নাগরিকের গুণবত্তাও নানা রকমের হবে এবং] সুনাগরিকের একটি মাত্র চরম গুণবত্তা সম্ভব হবে না। কিন্তু সুজনকে সুজন বলা হয় একটি মাত্র চরম গুণবত্তার জন্য।'

§ 4. সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে সুজনের বিশিষ্ট গুণবত্তার অধিকারী না হয়েও সুনাগরিক হওয়া সম্ভব। আবার অন্য পথেও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ঃ প্রশ্নটির আলোচনা [সংবিধান সম্বন্ধে সাধারণভাবে এ পর্যন্ত যা করে এসেছি তা না করে] উৎকৃষ্টতম বা আদর্শ সংবিধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে করতে পারি।

§ 5. ধরা যাক, সম্পূর্ণভাবে একমাত্র সুজন দ্বারা গঠিত হওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়; ধরা যাক, তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ কাজ **সুষ্ঠুভাবে** নির্বাহ করতে হচ্ছে; ধরা যাক, তার কাজের সুসম্পাদনাব মধ্যে স্বভাবত নিহিত রয়েছে তার গুণবত্তা—এই অবস্থায়, যেহেতু সকল নাগরিকের পক্ষে এক রকম হওয়া অসম্ভব [কেননা কাজে ও যোগ্যতায় তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই থাকবে], সুনাগরিকের গুণবত্তা সুজনের গুণবত্তার সমান হতে পারে না। [অর্থাৎ এমন একটি মাত্র গুণবত্তা থাকতে পারে না যার অধিকারী দুজনেই] ঃ সুনাগরিকের গুণবত্তা নিরপেক্ষ-ভাবে সকল নাগরিকের থাকবেই, কেননা তা না হলে রাষ্ট্রটি কোন মতেই উৎকৃষ্টতম রাষ্ট্র হতে পারবে না; কিন্তু সুজনের গুণবত্তা সকলের থাকা সম্ভবপর নয়—অবশ্য যদি আমরা ধরে নিই যে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে [এই রাষ্ট্রের নাগরিক বলেই] সুজনও হতে হবে, তাহলে অন্য কথা . . . .

§ 6. আর একটি কথা বলবার আছে। রাষ্ট্র অসম উপাদানে গঠিত। জীব যেমন আত্মা ও দেহ [এই বিবিধ উপাদান] দ্বারা গঠিত, অথবা আত্মা যেমন বুদ্ধি ও ক্ষুধা এই বিবিধ উপাদান দ্বারা গঠিত, অথবা পরিবার যেমন পুরুষ ও স্ত্রী দ্বারা গঠিত, অথবা সম্পত্তি যেমন প্রভু ও দাস দ্বারা গঠিত, তেমনি রাষ্ট্রও বিবিধ ও অসদৃশ উপাদান দ্বারা গঠিত—এদের মধ্যে যেসব বিচিত্র উপাদানের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে [যেমন পুরুষ ও স্ত্রী এবং প্রভু ও দাস] তারা তো আছেই, তাছাড়া আরও আছে [যেমন শাসক ও শাসিত বা সৈনিক ও জনসেবক]। রাষ্ট্রের উপাদানগুলির এই পার্থক্য

থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে সকল নাগরিকের সাধারণ একটি মাত্র গুণবত্তা থাকতে পারে না—যেমন একটি মাত্র সাধারণ গুণবত্তা থাকতে পারে না নাটকের সমবেত সংগীতের নেতা ও তার সহকারীদের।

§ 7. এই সমস্ত বিবেচনা থেকে পরিস্ফুট যে সুনাগরিকের গুণবত্তা এবং সুজনের গুণবত্তা সব ক্ষেত্রে এক নয়। কিন্তু এখনও প্রশ্ন উঠতে পারে কেন কোন ক্ষেত্র আছে কি না যেখানে তারা এক। [আমাদের বিচার করতে হবে শাসক ও রাষ্ট্রবিদের কথা।] আমরা সুশাসককে বলি 'সৎ' ও 'প্রজ্ঞাবান' ব্যক্তি আর রাষ্ট্রবিদ্ সম্পর্কে বলি যে তাঁর 'প্রজ্ঞাবান' হওয়া উচিত।

§ 8. [এর উদ্দেশ্য শাসককে বিশেষিত করা এবং তার গুণবত্তাকে সুজনের গুণবত্তা থেকে অভিন্ন করা।] বস্তুত কেউ কেউ মনে করেন যে শাসকের শিক্ষাটি শুরু থেকেই অন্য রকমের হওয়া উচিত ; আব লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে রাজপুত্রদের অশ্বারোহণে ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষভাবে শিক্ষিত করা হয়। ইউরিপিডিসের'' রচনার মধ্যে দেখা যায় একজন রাজা এই উক্তি করছেন [তাঁর পুত্রদেব শিক্ষা সম্বন্ধে]।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যে শিক্ষাব আমি তাই চাই. অন্য সূক্ষ্ম শিক্ষা চাই নে,

এর থেকে অনুমিত হয় যে শাসকের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

§ 9. সুতবাং আমরা ধরে নিতে পারি যে শাসকের ক্ষেত্রে সুনাগরিকের গুণবত্তা ও সুজনের গুণবত্তা এক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রজারাও নাগরিক [এবং তাদের কথা অন্য]। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে সুনাগরিকের গুণবত্তা ও সুজনের গুণবত্তা সবক্ষেত্রে এক নয়, যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে এক হতে পারে [অর্থাৎ নাগরিক যেখানে শাসকের কাজ করছে]। সাধারণ নাগরিকেব গুণবত্তা [যাব জন্য চাই আদেশ দেওয়ার এবং আদেশ মানার যোগ্যতা] শাসকের গুণবত্তা থেকে পৃথক্ , এবং খুব সম্ভব এই কারণে ফেরির স্বৈরাচাবী জ্যাসন বলেছিলেন, 'যে সময়ে তিনি স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন যে সময় ছাড়া অন্য সময়ে তিনি ক্ষুধার্ত মানুষ ছিলেন', অর্থাৎ প্রজা হিসাবে কি ভাবে জীবনযাপন করতে হয় তা তিনি জানতেন না।

§ 10. [এ পর্যন্ত যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা যে নিছক শাসক তার পক্ষে, কেননা এর দ্বারা তার গুণবত্তাকে ও সুজনের গুণবত্তাকে এক করা হয়েছে।] অপরপক্ষে মানুষ সম্মান জানায় সেই দ্বিবিধ যোগ্যতাকে যা নিহিত আছে শাসন করার ও শাসন মানার দুই জ্ঞানের মধ্যে, এবং তারা মনে করে যোগ্য নাগরিকের গুণবত্তা এই দ্বিবিধ যোগ্যতার সুপ্রয়োগের ভিতর বিদ্যমান। এখন যদি সুজনের গুণবত্তা একমাত্র শাসক পর্যায়ের হয় আর

সুনাগরিকের গুণবত্তা হয় উভয় পর্যায়ের [অর্থাৎ শাসন করার এবং শাসন মানার], তাহলে এই দুটি গুণবত্তাকে সমানভাবে বরণ করা যাবে না।

§ 11. ধরা যাক্ (1) শাসক ও শাসিতের জ্ঞান ভিন্ন রকমের হওয়া উচিত, অবিকল এক রকমের হওয়া উচিত নয়; (2) নাগরিকের দুরকমের জ্ঞান থাকা উচিত এবং তাতে তার অংশগ্রহণ করা উচিত; এখন দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের যুক্তির পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। [এখানে মতভেদ আছে এবং তার সমন্বয় দরকার। সমন্বয় করতে গেলে শাসন করার এবং শাসিত হওয়ার বিভিন্ন রূপের পার্থক্য দেখতে হবে এবং দেখাতে হবে যে শাসিত হওয়ার **কতকগুলি** রূপ আছে যা শিক্ষা করার প্রয়োজন নাগরিকের নেই।]

এক প্রকার শাসন হচ্ছে প্রভুর শাসন [দাসের উপর], এটি হচ্ছে অপকৃষ্ট কর্ম সম্পর্কে। এখানে শাসককে জানতে হবে না কেমন করে করতে হবে [শাসিতের কর্ম], জানতে হবে কেমন করে ব্যবহার করতে হবে [শাসিতের কর্মক্ষমতা]ঃ বস্তুত পূর্বোক্ত প্রকাব জ্ঞান [অর্থাৎ অপকৃষ্ট কর্ম স্বয়ং করার যোগাতা] হীন প্রকৃতিব।

§ 12. [আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে অপকৃষ্ট কর্ম প্রকৃতপক্ষে যারা দাস তাদের মধ্যেই সীমাবন্ধ নয়, এর পরিধি আরও ব্যাপক।] দাসত্বের কয়েকটি রূপ আছে, যেহেতু অপকৃষ্ট কর্ম সম্পাদনের কয়েকটি রূপ আছে। এই সব রূপের একটি হচ্ছে হস্তশিল্পীদের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম। নিছক নাম থেকেই বোঝা যায় যে এরা হস্তচালনামূলক শ্রমদ্বারা জীবিকা অর্জন করে, অপকৃষ্ট শিল্পী বা যন্ত্রী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই কাবণে কোন কোন বাষ্ট্রে চরম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব যুগে শ্রমিকশ্রেণী একদা পদগ্রহণে বঞ্চিত হয়েছিল।

§ 13. যেসব মানুষ এই মাত্র উক্ত ধরনের শাসনের [অর্থাৎ দাস্যকর্মরত মানুষের উপর প্রভুর বা নিয়োগকর্তার শাসনের] অধীন তাদের অনুসৃত বৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কখনও প্রয়োজন নেই সুজনের বা রাষ্ট্রবিদের বা সুনাগরিকের—অবশ্য কখনও কখনও এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের জন্য আবশ্যক হতে পারে, কিন্তু তখন প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের কোন প্রশ্ন আর থাকবে না।

কিন্তু [দাস্যকর্মরত মানুষের উপর প্রভুর যে ধরনের শাসন তাছাড়া] আরও এক ধরনের শাসন আছে যা পরিচালিত হয় শাসকের সঙ্গে জন্মগত-ভাবে সমান এবং সমভাবে স্বাধীন মানুষের উপর।

§ 14. এই ধরনের শাসনকে আমরা বলি রাষ্ট্রবিদের শাসন ; এই ধরনের শাসন শাসককে প্রথমে শিক্ষা করতে হয় [যা প্রথম ধরনের শাসনে করতে হয় না] শাসিত হয়ে এবং আজ্ঞাবহ হয়ে—যেমন একজন অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক হবার শিক্ষা লাভ করে আর একজন নায়কের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে অথবা পদাতিক সৈন্যের জেনারেল হবার শিক্ষালাভ করে আর একজন জেনারেলের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এবং প্রারম্ভে কর্নেলের এবং তারও পূর্বে ক্যাপ্টেনের কাজ করে। তাই এই প্রবচনটি সুন্দর যে

'তুমি প্রথমে শাসিত না হলে শাসক হতে পার না।'

§ 15. বস্তুত [এই রাষ্ট্রবিদের শাসন-ব্যবস্থায়] শাসক ও শাসিতের পৃথক্ গুণবত্তা আছে, কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে শাসন করার ও শাসিত হওয়ার উপযুক্ত জ্ঞান ও যোগ্যতা সুনাগরিকের থাকবেই ; আর 'উভয় দিক্ থেকে [অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের] স্বাধীন মানুষের উপর শাসন পরিচালনা করার জ্ঞান' হিসাবেই নাগরিকের গুণবত্তাকে নিরূক্ত করা যেতে পারে।

§ 16. [রাষ্ট্রবিদের শাসন সম্পর্কে এবং এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার অধীনে সুনাগরিকের গুণবত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে এই সব বিবেচনার আলোকে আমরা এখন পুনরায় সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করতে পারি ঃ সুনাগরিকের গুণবত্তা ও সুজনের গুণবত্তা এক কি না।] সুনাগরিকের মতো সুজনেরও উভয় দিক্ থেকে জ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং যদি ধরা যায় যে শাসনোপযোগী সংযম ও ন্যায়শীলতার একটি বিশেষ গুণ আছে এবং ঠিক সেইভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রজার উপযুক্ত সংযম ও ন্যায়শীলতারও **স্বকীয়** বিশেষ গুণ আছে, তাহলেও সুজনের গুণবত্তা (যেমন তার ন্যায়শীলতা) একরূপ হবে না। এর ভিন্ন রূপ থাকবে—একটি হবে শাসকের উপযোগী এবং অন্যটি হবে প্রজার উপযোগী....আমাদের মনে রাখতে হবে যে পুরুষের সংযম ও সাহস নারীর সংযম ও সাহস থেকে পৃথক্ অনেকটা সেইভাবে [যেমন পৃথক্ শাসনকারী ব্যক্তির সংযম ও সাহস শাসিত ব্যক্তির সংযম ও সাহস থেকে]।

§ 17. পুরুষের সাহস যদি সাহসিনী নারীর সাহসের সমান হয় তাহলে সে ভীরু বিবেচিত হবে ; বিপরীতভাবে নারী মুখরা বিবেচিত হবে যদি তার শরম সুজনোচিত শরমের বেশী না হয়। গৃহস্থালিতে পুরুষের কাজ নারীর কাজ থেকে পৃথক্ [যেমন রাষ্ট্রে শাসনকর্তাদের কাজ পৃথক্ প্রজাদের কাজ থেকে]ঃ একজনের কাজ অর্জন, অন্যজনের কাজ **সংরক্ষণ**....

'প্রজ্ঞা' গুণবত্তার একমাত্র রূপ যার একান্ত অধিকারী হবে শাসক। মনে হয় অন্যান্য রূপগুলোর [সংযম, ন্যায়শীলতা এবং সাহসের] সমান

অধিকারী হবে শাসকরা ও প্রজারা [যদিও শাসকের মধ্যে এদের **অনুগত ধর্ম** পৃথক্ হবে প্রজার মধ্যে এদের **অনুগত ধর্ম** থেকে]।

§ 18. প্রজারা গুণবত্তার যে রূপটির একান্ত অধিকারী তা 'প্রজ্ঞা' নয়, তাকে নিরূক্ত করা যেতে পারে 'সংগত মত' [বা উচিত **ভাব**] হিসাবে। মুরলীকল্পকদের সঙ্গে শাসিতদের তুলনা করা যেতে পারেঃ শাসকরা মুরলী-বাদকদের মতো ঃ মুরলীকল্পকরা যা নির্মাণ করে মুরলীবাদকরা তাই ব্যবহার করে।

এই সব বিবেচনা থেকে যথেষ্ট বোঝা যাবে সুজনের ও সুনাগরিকের গুণবত্তা অভিন্ন কি বিভিন্ন—অথবা [বরং] কোন্ অর্থে তারা অভিন্ন এবং কোন্ অর্থে ভিন্ন।

পরিচ্ছেদ 5

[**রূপরেখা** ঃ নাগরিকতা সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন আছে, 'যন্ত্রীরা এবং শ্রমিকরা কি নাগরিক হতে পারে, এবং যদি তারা নাগরিক না হতে পারে তাহলে তারা কিভাবে ব্যাখ্যাত হবে?' তাদের নাগরিক হওয়া উচিত নয়,—কেননা তারা সুনাগরিকের গুণবত্তা লাভ করতে পারে না; তাদের রাষ্ট্রের জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর এক রকম সংবিধানে এক রকম, অন্য রকম সংবিধানে অন্য রকম হয়ে থাকে ঃ অভিজাততান্ত্রিক সংবিধানে যন্ত্রীরা এবং শ্রমিকরা নাগরিক হতে পারে না; মুখ্যতন্ত্রে ধনী যন্ত্রী হতে পারে।]

§ 1. নাগরিকতা সম্বন্ধে আরও একটি আলোচনা বাকী আছে। যথার্থ নাগরিকতা কি পদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যন্ত্রীদেরও নাগরিক পর্যায়ভুক্ত করা হবে? যন্ত্রীরা সরকারী পদে অংশগ্রহণ করে না; সুতরাং যদি তাদেরও নাগরিক পর্যায়ভুক্ত করতে হয় তাহলে আমরা এমন কতকগুলি নাগরিক পাব যারা কখনও সুনাগরিকেব গুণবত্তা [যার জন্য প্রয়োজন শাসন করার এবং শাসিত হওয়ার অভিজ্ঞতা] অর্জন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি যন্ত্রীদের নাগরিক আখ্যা দেওয়া না হয় তাহলে তারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে? তারা বাসিন্দা বিদেশী নয়, তাবা বিদেশীও নয় ঃ তাদের শ্রেণীটি কি?

§ 2. উত্তরের মধ্যে অসুবিধা আছে; কিন্তু আমরা কি মনে করতে পারি নে যে এই অসুবিধা আমাদের কোন হাস্যোদ্দীপক অবস্থায় নিয়ে যাবে না? [যদি যন্ত্রীদের উল্লিখিত কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা না যায়] তাহলে ক্রীতদাস বা স্বাধীন ব্যক্তিদেরও করা যাবে না। প্রকৃত কথা এই যে যারা রাষ্ট্রের জীবনের 'অপরিহার্য অংশ' ['অভিন্ন অংশ' নয়] তাদের সকলকে নাগরিক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। তেমনি যে অর্থে বয়স্করা নাগরিক সেই অর্থে শিশুরা [যদিও তারা নাগরিকের কাছাকাছি আসে] নাগরিক নয়। বয়স্করা সম্পূর্ণ নাগরিক; শিশুরা নাগবিক একমাত্র সীমিত অর্থে, কেননা তারা অপরিণত।

§ 3. পুরাকালে কতকগুলি রাষ্ট্র ছিল যেখানে যন্ত্রী শ্রেণী বস্তুত গঠিত হত ক্রীতদাস ও বিদেশীদের দ্বারা; এর থেকে বোঝা যায় কেন বহুসংখ্যক যন্ত্রী আজ অবধি ক্রীতদাস বা বিদেশী। সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্র [অতদূর যাবে না, কিন্তু তবুও] যন্ত্রীকে নাগরিকের মর্যাদা দেবে না। যেসব রাষ্ট্রে যন্ত্রীদের নাগরিক শ্রেণীভুক্ত করা হয় সেখানে আমাদের বলতে হবে

যে যে-নাগরিক গুণবত্তার কথা আমরা বলেছি [যা সুনাগরিক লাভ করে শাসন করার এবং শাসিত হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে] তা প্রত্যেক নাগরিক বা যারা শুধু স্বাধীন মানুষ তারা সকলে অর্জন করতে পারবে না, পারবে একমাত্র তারাই যারা অপকৃষ্ট কর্ম থেকে মুক্ত...

§ 4. যারা অপকৃষ্ট কর্মে নিযুক্ত তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—ক্রীতদাস সম্প্রদায়, যারা ব্যক্তির পরিচর্যা করে; যন্ত্রী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, যাবা সমাজের সেবা করে...

এই ভিত্তি থেকে শুরু করে অনুসন্ধানটি যদি আরও কিছুদূর চালিয়ে যাই তাহলে যন্ত্রী ও শ্রমিকদের অবস্থানটি অচিরেই প্রকট হয়ে উঠবে; বস্তুত অবস্থানটি প্রস্ফুট করার জন্য ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তাই যথেষ্ট—অবশ্য যদি যুক্তির মর্মটি হৃদয়ঙ্গম করা হয়ে থাকে।

§ 5. সংবিধান নানা রকমেরঃ কাজেই নাগরিকরাও হবে নানা রকমের; বিশেষত সেই নাগরিকরা যাবা প্রজাও। এক প্রকার সংবিধানে যন্ত্রী ও শ্রমিকদের নাগরিক হওয়া আবশ্যক, অন্য প্রকার সংবিধানে অসম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে অভিজাততান্ত্রিক সংবিধানে অসম্ভব,—কেননা সেখানে পদবণ্টন হয় যোগ্যতা ও উৎকর্ষ অনুসারে এবং যে ব্যক্তি যন্ত্রী বা শ্রমিকের জীবনযাপন করে তার পক্ষে গুণবত্তার অনুশীলন সম্ভব নয়।

§ 6. মুখ্যতন্ত্রেব কথা স্বতন্ত্র। অবশ্য সেখানেও শ্রমিক নাগরিক হতে পারে না (পদে অংশগ্রহণ করতে গেলে উচ্চ সম্পত্তি যোগ্যতার প্রয়োজন), কিন্তু যন্ত্রী হতে পারে,—কেননা শিল্পীরা অনেক সময়ে ধনী হয়।

§ 7. কিন্তু থিব্‌সে [মুখ্যতন্ত্রের আমলেও] একটি আইন ছিল যে দশ বৎসরকাল বাজারে বিক্রয়কর্ম থেকে বিরত না থাকলে কোন লোক পদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। পরন্তু অনেক সংবিধান আছে যেখানে আইন বিদেশীদের নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। উদাহবণ ঃ কতকগুলি গণতন্ত্র আছে যেখানে কোন ব্যক্তির মাতা নাগরিক হলে সেও নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয়; আবার অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে এই বিশেষাধিকার জারজদের দেওয়া হয়।

§ 8. কিন্তু নাগরিকতার এরূপ ব্যাপক প্রসারের নীতির [সাধারণত সাময়িক নীতির] কারণ হচেছ প্রকৃত নাগরিকের অভাব; এবং যখন জনসংখ্যার হ্রাস হয় শুধু তখনই এরূপ আইনের সৃষ্টি হয়। যখন জনসংখ্যার আবার বৃদ্ধি হয় তখন [অন্য নীতি ক্রমশ অনুসৃত হয়] ঃ প্রথমে দাস পিতা অথবা দাসী মাতার পুত্রদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়; তারপর করা হয় নাগরিক

মাতা কিন্তু বিদেশী পিতার পুত্রদের ; পরিশেষে নাগরিকতা সীমাবদ্ধ করা হয় তাদের মধ্যে যাদের পিতা ও মাতা উভয়েই নাগরিক।

§ 9. এইসব বিবেচনা থেকে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয়—নাগরিক অনেক রকমের হয়, আর নাগরিক আখ্যাটি তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য যারা রাষ্ট্রের পদে ও সম্মানে অংশগ্রহণ করে। তাই হোমার 'ইলিয়াড'-এ কোন এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেছেন যে তার প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে

সম্মান বিহীন বিদেশীর **মতো**.

এটা ঠিক যে যারা রাষ্ট্রের পদে ও সম্মানে অংশগ্রহণ করে না তারা অবিকল বাসিন্দা বিদেশীর মতো। মানুষকে পদে অংশগ্রহণে বঞ্চিত করা [কোন কোন সময়ে সমর্থনযোগ্য, কিন্তু] যখন মিথ্যা অজুহাতে সেটা করা হয় তখন সেটা শুধু অপরকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

§ 10. 'সুজনের গুণবত্তা ও সুনাগরিকের গুণবত্তা কি এক না পৃথক্?', এই প্রশ্নটির আলোচনা থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত, কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেখানে সুজন ও সুনাগরিক অভিন্ন এবং কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেখানে তারা পৃথক্। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত রাষ্ট্রগুলিতে সব সুনাগরিকই সুজন নয়, একমাত্র তারাই সুজন যারা রাষ্ট্রবিদের পদে আসীন—অর্থাৎ যারা স্বয়ং বা অপরের সহযোগিতায় সরকারী কার্য পরিচালনা করে বা করতে সক্ষম।

B

সংবিধান ও তার শ্রেণীবিভাগ

পরিচ্ছেদ 6

[**রূপরেখা ঃ** সংবিধানের সংজ্ঞা। সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে (1) রাষ্ট্রের অনুসৃত উদ্দেশ্যের উপর, এবং (2) রাষ্ট্রের সরকার কি ধরনের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তার উপর। 'রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর জীবন, এবং এটি হচ্ছে সাধারণ স্বার্থ ঃ সাধারণ স্বার্থে চালিত কর্তৃত্বই প্রকৃত কর্তৃত্ব। এইভাবে আমরা সাধারণ স্বার্থে চালিত 'প্রকৃত' সংবিধান এবং শাসনকারী কর্তৃপক্ষের স্বার্থে চালিত 'ভ্রষ্ট' বা 'বিকৃত' সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি।]

§ 1. নাগরিকতাকে নিরূক্ত ও নির্ধারিত করা হয়েছে। এর পর আলোচনার বিষয় হবে সংবিধান। সংবিধান কি এক রকমের না কয়েক রকমের? যদি কয়েক রকমের হয় তাহলে তারা কি কি, তারা সংখ্যায় কতগুলি এবং তাদের পার্থক্য কোথায়? সংবিধানের (বা পলিটি-র) এরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারেঃ 'সাধারণভাবে পদসমূহের এবং বিশেষভাবে সকল বিষয়ে সার্বভৌমবিশিষ্ট পদটির সম্পর্কে রাষ্ট্রের সংগঠন'। শাসনসংস্থা [অথবা সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতায় আসীন জনমণ্ডলী] সর্বত্রই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ; বস্তুত শাসনসংস্থা স্বয়ং পলিটি (বা সংবিধান)।

§ 2. উদাহরণঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সর্বময় কর্তা ; পরন্তু মুখ্যতন্ত্রে কয়েকজন ঐ পদের অধিকারী : সার্বভৌম সংস্থার এই পার্থক্যের জন্য আমরা বলি যে দুই শ্রেণীর সংবিধান পৃথক্—অনুরূপভাবে আমরা একই যুক্তি প্রয়োগ করতে পারি এ দুটি ছাড়া অন্য ধরনের সংবিধানের ক্ষেত্রে।

[সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সংবিধান অনেক রকমের আছে, কিন্তু তাদের প্রকৃতি আলোচনা করার আগে] আমাদের প্রথমে দুটি জিনিস স্থির করতে হবে—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের স্বরূপ এবং মানুষ ও তার সংগঠনগুলি যে কর্তৃত্বের অধীন তার বিভিন্ন রূপ।

§ 3. প্রথমটি সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে (যেখানে আমরা পরিবার পরিচালনা ও ক্রীতদাস নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি) পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'মানুষ এমন একটি জীব যে স্বভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রে

বাস করে'। **সহজ আবেগ** অতএব একটি কারণ যেজন্য মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক হয় পরস্পর সাহায্যের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ; কিন্তু প্রত্যেকে যে অনুপাতে সুন্দর জীবনে অংশগ্রহণে [একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনে সকলের মিলনের ফলে] সক্ষম হয়, সেই অনুপাতে একটি **সাধারণ স্বার্থ** দ্বারাও তারা সমাজবদ্ধ হয়।

§ 4. উভয় দিক্ থেকে—সমগ্র সমাজের এবং আমাদের প্রত্যেকের—সুন্দর জীবন প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তাছাড়াও শুধু জীবনের জন্য মানুষ একত্র হয়, রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং রক্ষা করে ; কেননা যতদিন না অস্তিত্বের দুঃখভার নিতান্ত দুর্বহ হয় হয়তো ততদিন নিছক জীবন-ধারণের মধ্যেই সুন্দরের উপাদান কিছু মেলে।

§ 5. এটা প্রত্যক্ষ ঘটনা যে অধিকাংশ মানুষ বহু ক্লেশ সহ্য করেও জীবনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে : তাই মনে হয় জীবনের মধ্যে একটা সুস্থ সুখ ও সহজ আনন্দ আছে।

[এতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে : এইবার দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা হবে], যেসব বিভিন্ন ধরনের শাসন বা কর্তৃত্বের কথা সাধারণত বলা হয় তাদের পার্থক্য নির্দেশ করা খুবই সহজ ; বস্তুত অনেক সময়ে আমাদেরই সুযোগ ঘটেছে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থের মধ্যে তাদের নিরুক্ত করতে।

§ 6. গৃহস্বামীর শাসন এক প্রকার ; যদিও জন্মগত প্রভু ও জন্মগত ভৃত্য একটি সাধারণ স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে এখানে শাসন পরিচালিত হয় প্রধানত প্রভুর স্বার্থে এবং প্রসঙ্গত ভৃত্যের স্বার্থে,—কেননা শাসন চালাতে গেলে তাকেও বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

§ 7. স্ত্রী ও সন্তানদের উপর এবং সাধারণভাবে পরিবারের উপর শাসন দ্বিতীয় প্রকার শাসন, যাকে পরিবার পরিচালনা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে শাসন পরিচালিত হয় শাসিতের স্বার্থে অথবা শাসক ও শাসিত উভয়ের কোন সুবিধার জন্য। মূলত এটি পরিচালিত হয় শাসিতের স্বার্থে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় শাসন ছাড়া অন্য বিদ্যার—চিকিৎসা ও ব্যায়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রে—যদিও কোন বিদ্যা প্রসঙ্গত পরিচালিত হতে পারে ব্যবহারজ্ঞের উপকারের জন্য এবং একজন (ধরা যাক) শিক্ষকের কোন বাধা নেই সময়ে সময়ে তার ছাত্রশ্রেণীর সদস্য হতে যেভাবে কর্ণধার সব সময়ে নাবিকমণ্ডলীর সদস্য সেইভাবে।

§ 8. সুতরাং একজন শিক্ষক বা কর্ণধার মুখ্যত তাদেরই মঙ্গল চিন্তা করে যারা তার নিয়ন্ত্রণাধীন ; কিন্তু যখন সে ব্যক্তিগতভাবে তাদেরই এক-জন হয়ে যায় তখন সে প্রসঙ্গক্রমে ঐ মঙ্গললাভে অংশগ্রহণ করে—এইভাবে

কর্ণধার নাবিকমণ্ডলীর সদস্য হয়ে থাকে এবং শিক্ষক (যদিও তখনও শিক্ষক) তার শিক্ষাধীন শ্রেণীর সদস্য হয়ে থাকে।

§ 9. এই নীতি তৃতীয় প্রকার শাসনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—যে শাসন পরিচালিত হয় রাজনৈতিক পদাধিকারীদের দ্বারা। সভ্যরা সমান ও সমকক্ষ এই নীতির উপর যদি কোন রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে পদ অধিকার করাটাই নাগরিকরা ন্যায়সংগত মনে করে [এর অর্থ এই যে শাসকের পদ প্রধানত শাসিতের উপকারের জন্য ; কাজেই প্রত্যেককে পর্যায়-ক্রমে এই কর্তব্য পালন করতে হবে ; যদিও শাসক প্রসঙ্গত সার্বজনিক উপকারে অংশগ্রহণ করে স্বয়ং নাগরিকমণ্ডলীর সভ্য হিসাবে]। অন্তত এটি হল স্বাভাবিক ব্যবস্থা ; এই ব্যবস্থা পূর্বকালেও প্রচলিত ছিল ; তখন মানুষ বিশ্বাস করত যে তাদের পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রের সেবা করা উচিত এবং প্রত্যেকে কল্পনা করত যে সে নিজে যেমন তার কার্যকালে অপরের স্বার্থ বিবেচনা করেছিল অপরেও তেমনি তার উপকারের কথা বিবেচনা করা কর্তব্য বলে মনে করবে।

§ 10. আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পদের ও সরকারী সম্পত্তি পরিচালনার প্রাপ্তিতে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ নিরন্তর পদে আসীন থাকতে চায়। পদাধিকারীরা যেন অসুস্থ মানুষ যারা স্থায়ী সুস্থতা লাভ করেছে [পদে স্থায়িভাবে আসীন থেকে]ঃ অন্তত এরূপ অবস্থায় যেমন হত এদের পদস্পৃহা ঠিক সেই রকম।

§ 11. এর থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা পরিষ্কার। যেসব সংবিধান সাধারণ স্বার্থ বিবেচনা করে পরম ন্যায়ের মাপকাঠিতে তারা হল **প্রকৃত** সংবিধান। যেসব সংবিধান শাসকবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ শুধু বিবেচনা করে তারা সকলে **বিকৃত** সংবিধান অথবা প্রকৃত সংবিধানের **ভ্রষ্ট** রূপ। এই বিকৃত রূপগুলি স্বৈরাচারী [অর্থাৎ ক্রীতদাসদের উপর গৃহ-স্বামীর শাসনের আদর্শ অনুযায়ী] ; কিন্তু রাষ্ট্র স্বাধীন মানুষের সংগঠন।

পরিচ্ছেদ 7

[**রূপরেখা ঃ** এই দুই জাতীয় সংবিধানের প্রত্যেকের তিনটি উপবিভাগ আছে সংখ্যার ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রত্যেকটি শাসন কর্তৃপক্ষ একজন অথবা কয়েকজন অথবা বহুজন এই অনুযায়ী। সুতরাং 'প্রকৃত' সংবিধানেব তিনটি উপবিভাগ হিসাবে আছে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং 'নিযমতন্ত্র' ; 'ভ্রষ্ট' সংবিধানের তিনটি উপবিভাগ হিসাবে আছে স্বৈরাচারতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র এবং গণতন্ত্র।]

§ 1. এই সকল বিষয় নির্ধারিত হয়েছে , এখন পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন সংবিধানেব সংখ্যা ও প্রকৃতি। আমরা প্রথমে প্রকৃত সংবিধানের [এবং তার বিভিন্ন রূপের] আলোচনা করব ; প্রকৃত সংবিধান-গুলি নিরূপিত হওয়ামাত্র বিভিন্ন বিকৃত রূপগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

§ 2. 'শাসনসংস্থা' পদটির যে অর্থ 'সংবিধান' পদটিরও সেই অর্থ। প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাসনসংস্থা সার্বভৌম , এবং সার্বভৌম অবশ্যই হবে এক-জন কিংবা কয়েকজন কিংবা বহুজন। এই ভিত্তিব উপর আমরা বলতে পারি যে যখন একজন কিংবা কয়েকজন কিংবা বহুজন সাধারণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসন পরিচালনা কবে তখন যে সংবিধানগুলির অধীনে তাবা এরূপ কাজ করে সেগুলি নিশ্চয়ই প্রকৃত সংবিধান। অপরপক্ষে, এক-জনের বা কয়েকজনের বা বহুজনের ব্যক্তিগত স্বার্থে যে সংবিধানগুলি পরিচালিত হয় সেগুলি নিশ্চয়ই তাদের অপভ্রংশ। [সকলের স্বার্থ বিবেচনা না করে তারা প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় এবং উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে]ঃ যে ব্যক্তিরা সংবিধানে অংশগ্রহণ কবে [কিন্তু যাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়] তাদের নাগরিক নাম দেওয়া চলবে না অথবা, যদি নাম দিতে হয় তাহলে, সুবিধাগুলিতে তাদের অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

§ 3. একজনের অধীন সবকারগুলিব মধ্যে রাজতন্ত্র, ভাষার সাধারণ অর্থে, সেই প্রকারটিকে বোঝায় যেটি সাধাবণ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখে। কয়েকজনের [কিন্তু একাধিক জনের] অধীন সরকারগুলির মধ্যে অভিজাত-তন্ত্র সেই প্রকারটিকে বোঝায় [যেটি অনুরূপভাবে সাধারণ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখে]—এই প্রকারটিকে এই নাম দেওয়ার কারণ এই যে সর্বশ্রেষ্ঠরা এর শাসনকর্তা অথবা এর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের ও তার সভ্যদের পক্ষে সর্বোত্তম। পরিশেষে যখন জনসাধারণ রাষ্ট্র পরিচালনা করে সাধারণ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে তখন এই প্রকারটিকে যে নাম দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে সকল সংবিধানের (বা পলিটির) পক্ষে সাধারণ বর্গ নাম—'নিয়মতন্ত্র'।

§ 4. এই রীতির একটি বিশেষ কারণ আছে [যে রীতি এই প্রকারটিকে বর্গ নাম দিয়েছে, একটি বিশেষ নাম দেয় নি যা 'অভিজাততন্ত্র' নামের মতো বিশেষ উৎকর্ষের নির্দেশক]। একজনের বা কয়েকজনের পক্ষে অসামান্য গুণবত্তার অধিকারী হওয়া সম্ভব ; কিন্তু বহুজনের ক্ষেত্রে সকল প্রকার গুণবত্তার চূড়ান্ত কোন মতেই প্রত্যাশা করা যায় না।' যেটি আমরা বিশেষভাবে প্রত্যাশা করতে পারি সেটি হচ্ছে যুদ্ধজাতীয় গুণবত্তা, যেটি জনসমূহের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই কারণে এই সংবিধানে প্রতিরক্ষা-শক্তি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সংস্থা এবং যাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে তারাই শাসনতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে।

§ 5. [এই তিনটি হচ্ছে প্রকৃত সংবিধানেব উপবিভাগ।] এদের প্রাতিষঙ্গিক তিনটি বিকৃত রূপ আছে। রাজতন্ত্রের বিকৃতি হচ্ছে স্বৈরাচার-তন্ত্র ; অভিজাততন্ত্রের বিকৃতি হচ্ছে মুখ্যতন্ত্র ; 'নিয়মতন্ত্র'-এর বিকৃতি হচ্ছে গণতন্ত্র।' স্বৈরাচারতন্ত্র একজনের শাসন নিজেব স্বার্থে চালিত ; মুখ্যতন্ত্র চালিত হয় ধনীদের স্বার্থে : গণতন্ত্র চালিত হয় দরিদ্রদেব স্বার্থে। তিনটির একটিও সমগ্র নগবিকমণ্ডলীব স্বার্থে চালিত হয় না।

পরিচ্ছেদ ৪

[রূপরেখা ঃ সংখ্যার ভিত্তি কিন্তু যথেষ্ট নয়। অন্তত মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের দিক্ থেকে প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক শ্রেণী ঃ মুখ্যতন্ত্র (কয়েকজনেব শাসন নয়) বরং ধনীদের শাসন এবং গণতন্ত্র (বহুজনেব শাসন নয়) বরং দরিদ্রদের শাসন। সংখ্যা একটি আকস্মিক গুণ, অত্যাবশ্যক গুণ নয , কিন্তু আকস্মিক এবং অত্যাবশ্যককে সাধারণত একসঙ্গে দেখা যায়।]

§ 1. শেষোক্ত সংবিধানগুলির প্রত্যেকটির প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কিছুদূর আলোচনা করতে হবে। এর মধ্যে কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে। বিদ্যার যে-কোন বিভাগে কেউ যখন দার্শনিক অনুসন্ধানবিধি অনুসরণ করে এবং ব্যবহারিক বিবেচনার দিকে লক্ষ্য রাখে না, তখন তার প্রকৃত পথ হচ্ছে কোন কিছু উপেক্ষা বা বর্জন না করে প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম অংশ সম্পর্কে সত্যটি উদ্‌ঘাটন করা।

§ 2. এইমাত্র বলা হয়েছে যে স্বৈরাচারতন্ত্র চরম রাজতন্ত্রের মতো [অর্থাৎ ক্রীতদাসের উপর গৃহস্বামীব শাসনের মতো] একজনের সরকার ; মুখ্যতন্ত্রে সম্পত্তির মালিকরাই সংবিধানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ; আর বিপরীতভাবে গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাব অধিকারী দরিদ্র শ্রেণীর লোকরা, সম্পত্তির মালিকরা নয়।

§ 3. প্রথম অসুবিধা এইমাত্র যে সংজ্ঞা [গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের] দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে। আমরা গণতন্ত্রকে বলেছি সংখ্যাগুরুর আধিপত্য ; কিন্তু আমবা এমন অবস্থা কল্পনা কবতে পারি যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অধিকারী সংখ্যাগুরু ধনীরা। তেমনি মুখ্যতন্ত্রকে সাধারণত বলা হয় সংখ্যালঘুর আধিপত্য , কিন্তু এমন কল্পনা করা যেতে পারে যে দরিদ্র শ্রেণীর লোকরা সংখ্যায় ধনীদের চেয়ে কম অথচ শৌর্যের উৎকর্ষে সংবিধানের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কোন ক্ষেত্রেই সংবিধান দুটির পূর্বেকার সংজ্ঞাকে সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না।

§ 4. আমরা অসুবিধাটিকে দূর করবার চেষ্টা করতে পারি দুটি জিনিসকে যুক্ত করে—সংখ্যালঘুতার সঙ্গে ধনের এবং সংখ্যাগুরুতার সঙ্গে দারিদ্র্যের। এই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি মুখ্যতন্ত্র এমন একটি সংবিধান যেখানে ধনী এবং সংখ্যালঘুরা পদে অধিষ্ঠিত থাকে ; আর তেমনি গণতন্ত্রকে বলতে পারি এমন একটি সংবিধান যেখানে দরিদ্র এবং সংখ্যাগুরুরা শাকনকর্তা। কিন্তু এর থেকে আর একটি অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।

§ 5. ধরুন আমাদের নতুন সংজ্ঞা সম্পূর্ণ এবং এর পরিধির বাইরে কোন প্রকার মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্র নেই। এখন প্রশ্ন এই যে যে-সংবিধানগুলোর সম্ভাব্যতা কল্পনা করা যেতে পারে বলে এইমাত্র আভাস দিয়েছি—যেখানে ধনীরা সংখ্যাগুরু এবং দরিদ্ররা সংখ্যালঘু এবং যেখানে সংখ্যাগুরু ধনীরা একটি ক্ষেত্রে এবং সংখ্যালঘু দরিদ্ররা অপর ক্ষেত্রে সংবিধানের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী—তাদের কি সংজ্ঞা দেওয়া হবে?

§ 6. কাজেই যুক্তিক্রম থেকে মনে হয় যে সংখ্যা বিষয়টি—মুখ্যতন্ত্রে সার্বভৌম সংস্থার সংখ্যাল্পতা অথবা গণতন্ত্রে সংখ্যাতিরেক—একটি আকস্মিক বিশেষত্বঃ এর সরল কারণ এই যে ধনীরা সাধাবণত সংখ্যালঘু এবং দরিদ্ররা সাধারণত সংখ্যাগুরু। সুতরাং সূচনায় উক্ত কারণগুলি [অর্থাৎ অল্প সংখ্যা ও অধিক সংখ্যা] প্রকৃতপক্ষে মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পার্থক্যেব আসল কারণ নয়।

§ 7. মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পার্থক্যের যথার্থ কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য ও ধন। যে সংবিধানে শাসকরা, সংখ্যালঘু হক বা সংখ্যাগুরু হক, শাসক হয় ধনের জোরে সে সংবিধান অনিবার্যভাবে মুখ্যতন্ত্র; আর ঠিক তেমনি অনিবার্যভাবে যে সংবিধানে দরিদ্ররা শাসন পরিচালনা করে সে সংবিধান গণতন্ত্র।

§ 8. কিন্তু যা আমরা এইমাত্র বলেছি, [এবং যে কারণে সংখ্যা এই উভয় সংবিধানের একটি আকস্মিক বিশেষত্ব], প্রায় দেখা যায় যে ধনীরা সংখ্যালঘু এবং দরিদ্ররা সংখ্যাগুরু। মাত্র কয়েকজনই ধনী, কিন্তু সকলেই সমানভাবে স্বাধীন পদমর্যাদা ভোগ করে; আর এই হল আসল কারণ যেজন্য দুই দল [মুখ্যতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক] সংবিধানের কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদ করে।

C

মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নীতি এবং বণ্টনমূলক ন্যায়ের প্রকৃতি

পরিচ্ছেদ 9

[**রূপরেখা** ঃ সংবিধানের নীতি হচ্ছে এর ন্যায়ের ধারণা ; এবং এটিই হচ্ছে মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ। গণতন্ত্রবাদীরা মনে করেন যে মানুষ যদি জন্মে সমান হয় তাহলে ন্যায়ত তাদের সমান অধিকার হওয়া উচিতঃ মুখ্যতন্ত্রবাদীরা মনে করেন যে মানুষ যদি ধনে অসমান হয় তাহলে ন্যাযত তাদের অসমান অধিকার হওয়া উচিত। প্রকৃত ন্যায়ের অর্থ এই যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনে যাদের অবদান আছে তাদের অধিকার তাদের ঐ অবদানের অনুপাতে হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু জীবনধারণ নয়, পরস্পর প্রতিরক্ষার জন্য শক্তিমৈত্রীও নয় ; এ হচ্ছে একটি সুন্দর জীবনের সাধারণ উন্নয়ন। রাষ্ট্রের জীবনের অপরিহার্য অংশগুলি (সান্নিধি, সগোত্রতা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা) এবং এর সক্রিয় লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। সক্রিয় লক্ষ্য সর্বদাই হচ্ছে একটি সুন্দর জীবনের উন্নয়ন ; এবং ঐ লক্ষ্যের ফলসিদ্ধিতে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী তাদের ন্যাযত সবচেয়ে বেশী অধিকার পাওয়া উচিত।]

§ 1. এইবার [তাদের সামাজিক ভিত্তি আবিষ্কারের পর] আমাদের নির্ধারণ করতে হবে মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অধিবক্তারা এদের উপর কোন্ কোন্ বিশেষ নীতি আরোপ করেন আর মুখ্যতন্ত্রবাদী ও গণতন্ত্রবাদীদের ন্যায়ের ধারণাই বা কি। মুখ্যতন্ত্রবাদীরা ও গণতন্ত্রবাদীরা উভয়েই ন্যায়ের এক প্রকার ধারণা পোষণ করেন ; কিন্তু তাঁরা উভয়েই এটিকে বেশী দূরে নিয়ে যেতে পারেন না আর কোন পক্ষই পূর্ণাঙ্গ ন্যায়ের যথার্থ ধারণাকে প্রকাশ করতে পারেন না। উদাহরণঃ গণতন্ত্রে ন্যায়কে সাম্য [পদবণ্টনে] মনে করা হয়। কিন্তু ন্যায় সাম্য বোঝায় না—যা বোঝায় সেটা সমানদের সাম্য, সকলের সাম্য নয়।

§ 2. আবার মুখ্যতন্ত্রে পদবণ্টনের অসাম্যকে ন্যায়সংগত মনে করা হয় ; এটা অবশ্যই ন্যায়সংগত—কিন্তু শুধু অসমানদের পক্ষে, সকলের পক্ষে নয়। মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অধিবক্তারা উভয়েই এই বিষয়টি বিবেচনা

করতে রাজী নন—সেই ব্যক্তিরা কারা যাদের ক্ষেত্রে তাঁদের নীতি সঠিকভাবে প্রযোজ্য—এবং তাঁরা উভয়েই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করেন। কারণ এই যে তাঁরা **নিজেদের ব্যাপারের** বিচার নিজেরাই করছেন; সাধারণত অধিকাংশ লোক নিজেদের স্বার্থঘটিত ব্যাপারে মন্দ বিচারক।

§ 3. ন্যায় ব্যক্তিসাপেক্ষ ; এবং ন্যায্য বণ্টন তাকেই বলা হয় যেখানে অর্পিত দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য গ্রহীতাদের আপেক্ষিক মূল্যের প্রাতিষঙ্গিক হবে—একথাটি ইতিপূর্বে 'এথিক্স্'-এ বোঝানো হয়েছে। [এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে পদের ন্যায্য বণ্টন করতে গেলে ঐসব ব্যক্তির প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মূল্য বা গুণ বিবেচনা করা দরকার।] কিন্তু মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অধিবক্তারা **দ্রব্যের** সমতা সম্বন্ধে একমত হলেও **ব্যক্তিদের** সমতা সম্বন্ধে একমত নন। এর প্রধান কারণটির উল্লেখ করা হয়েছে এইমাত্র—তাঁরা নিজেদের বিষয়ে নিজেরাই বিচার করছেন এবং ভুল বিচার করছেন · কিন্তু আরও একটি কারণ রয়েছে—তাঁরা ভুল পথে চালিত হচ্ছেন,—কেননা যদিও তাঁরা ন্যায়ের এক প্রকার ধারণায় কিছুদূর পর্যন্ত বিশ্বাসী, তবুও তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী।

§ 4. মুখ্যতন্ত্রবাদীরা মনে করেন যে একটি বিষয়ে উৎকর্ষ—তাঁদের ক্ষেত্রে ধনে—মানে সকল বিষয়ে উৎকর্ষ ঃ গণতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন যে একটি বিষয়ে সমতা—যেমন ধরুন স্বাধীন জন্মে—মানে সর্বত্র সমতা।

§ 5. কিন্তু কোন পক্ষই বস্তুত প্রধান কথাটির [রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের প্রকৃতির] উল্লেখ করেন না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে মানুষ সম্পত্তির জন্য একত্র হয়েছে ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে তাহলে রাষ্ট্রে তাদের অংশ [পদে ও সম্মানে] তাদের সম্পত্তির অংশের অনুপাতে হওয়া উচিত ; আর সে ক্ষেত্রে মুখ্যতন্ত্রবাদীদের যুক্তি—যে ব্যক্তি এক পাউণ্ড দান করেছে তার পক্ষে যে বাকী সমস্ত অর্থদান করেছে তার সঙ্গে সমানভাবে একশত পাউণ্ড পরিমাণের অর্থে (অথবা, সেই কারণে, ঐ অর্থ হতে উপার্জিত সুদে) অংশ গ্রহণ করা ন্যায়সংগত নয়—বলিষ্ঠ যুক্তি বলে মনে হত।

§ 6. কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু জীবনধারণ নয়, সুন্দর জীবনযাপন। [যদি শুধু জীবনধারণই উদ্দেশ্য হত তাহলে] ক্রীতদাস রাষ্ট্র অথবা এমন কি পশুরাষ্ট্র সম্ভব হত ; কিন্তু যে পৃথিবীকে আমরা জানি সেখানে এরূপ কোন রাষ্ট্র অসম্ভব ; কেননা ক্রীতদাসরা ও পশুরা প্রকৃত পরম সুখের[54] ও স্বাধীন ইচ্ছার [অর্থাৎ সুন্দর জীবনের গুণগুলির] অধিকারী নয়। অনুরূপভাবে, সমস্ত ক্ষতি থেকে পরস্পর প্রতিরক্ষার জন্য কিংবা বিনিময় সহজ করে অর্থনৈতিক আদান প্রদান বৃদ্ধির জন্য শক্তিমৈত্রীর ব্যবস্থা করা

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। যদি তা হত তাহলে এট্রাস্কান ও কার্থেজিনিয়ানরা [যারা এরূপ সম্পর্কে আবন্ধ] একটি মাত্র রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হত; আর একথা সেই সব জাতির পক্ষেও সত্য হত যাদের মধ্যে পরস্পর বাণিজ্যচুক্তি আছে।

§ 7. অবশ্য এসব জাতির মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে চুক্তি আছে; উচিত আচরণ [বাণিজ্যসূত্রে] সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সন্ধি আছে; এবং পরস্পর প্রতিরক্ষার জন্য লিখিত শর্তের মৈত্রী আছে। অন্যপক্ষে এই সকল কার্য পরিচালনার জন্য তাদের মধ্যে সাধারণ আধিকারিক নেইঃ কিন্তু প্রত্যেকের একান্ত স্বকীয় আধিকারিক আছে। অপর পক্ষেব সভ্যরা যাতে যথাযথ চরিত্রগুণের অধিকারী হয় কোন পক্ষই সে বিষয়ে চিন্তা করে না, কোন পক্ষই নিশ্চিত হতে চেষ্টা করে না যাতে সন্ধির অন্তর্ভুক্ত সকলেই অধার্মিকতা এবং যে-কোন প্রকার পাপ থেকে বিমুক্ত থাকে; এবং অন্যপক্ষের সভ্যদের প্রতি অন্যায় আচরণ [বাণিজ্যসূত্রে] থেকে নিজ সভ্যদের নিরস্ত করার ঊর্ধ্বে কোন লক্ষ্য নেই কোন পক্ষের।

§ 8. কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের সৌন্দর্য বা মালিন্য সংক্রান্ত প্রধান সমস্যাটি সুমানিত আইন-ব্যবস্থা অবলম্বনে অবহিত যে-কোন রাষ্ট্রের মনোযোগ সর্বদা আকর্ষণ করে। পরিষ্কার সিদ্ধান্ত এই যে যে-রাষ্ট্র যথার্থই রাষ্ট্র, শুধু নামে নয়, তাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে সুন্দর জীবনে উৎসাহদানের আদর্শে। নইলে একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন শুধু একটি শক্তিমৈত্রীতে পরিণত হয়; আর অন্য প্রকার শক্তিমৈত্রী যাদের সদস্যরা পরস্পর দূরে বাস করে তাদের থেকে এর পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায় কেবল ব্যবধানগত [সভ্যরা কাছাকাছি বাস করার জন্য]। নইলে আবাব আইন হয়ে দাঁড়ায় একটি চুক্তি—অথবা (সোফিস্ট লাইকোফ্রনের ভাষায়) 'মানুষের পরস্পব অধিকারের সংরক্ষক'—অথচ আইনের হওয়া উচিত এমন একটি জীবনসূত্র যা রাষ্ট্রের সভ্যদেব করে তোলে সৎ ও নীতিমান।

§ 9. [রাষ্ট্র তখনই যথার্থ রাষ্ট্র যখন সে সুন্দর জীবনে উৎসাহদানকেই আদর্শ বলে মনে করে]ঃ এ কথাটির সত্যতা অনায়াসে প্রমাণ করা যেতে পারে। যদি মেগারা রাষ্ট্র ও কোরিন্থ রাষ্ট্রকে একটিমাত্র প্রাচীরে পরিবৃত করে দুটি বিভিন্ন স্থানকে একত্র করা যেত তাহলেও একটিমাত্র রাষ্ট্র হত না। যদি দুটি নগরের নাগরিকরা পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হত তাহলেও একটিমাত্র রাষ্ট্র হত না—যদিও পরস্পর বিবাহ রাষ্ট্রের গুণবাচক সামাজিক জীবনের অন্যতম রূপ।

§ 10. ধরুন একদল লোক পরস্পর দূরে বাস করে কিন্তু এত দূরে নয় যাতে তারা যোগাযোগ রাখতে পারে না; ধরুন তাদের মধ্যে একটি

সাধারণ আইন-ব্যবস্থা আছে যাতে বিনিময়সূত্রে তারা পরস্পর ক্ষতি করে না ; তাহলেও কিন্তু একটি রাষ্ট্র হবে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা কল্পনা করতে পারি একজন সূত্রধর, অপর একজন কৃষক, তৃতীয় জন চর্মকার, আর অন্য সকলে অন্য জিনিস উৎপাদন করছে ; এবং আমরা 10,000 মতো মোট সংখ্যা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু এই সব লোক যদি বিনিময় এবং মৈত্রী ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে যুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে তারা রাষ্ট্রের স্তরে পৌঁছতে এখনও সক্ষম হয় নি।

§ 11. কেন এমন হবে? এরূপ সংগঠনে নৈকট্যের অভাবকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। এইভাবে গঠিত দলের সভ্যরা একটি মাত্র স্থানে সমবেত হতে পারে ; কিন্তু এখানেই যদি সব শেষ হয়ে যায়—যদি এখনও প্রত্যেকে স্বগৃহকে রাষ্ট্র বলে মনে করে এবং সকলে এখনও পরস্পর সাহায্যকে সীমাবন্ধ রাখে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে (যেন এটা শুধু প্রতিরক্ষামূলক ব্যাপার)—এককথায়, যদি তাদের পরিচয়ের মনোভাবটি পৃথক্ বাসের সময়ে যেমন ছিল একত্র হওয়ার পরও ঠিক তেমনি থাকে—তাহলে তাদের সংগঠনকে, এমন কি নতুন ভিত্তি সত্ত্বেও, কোন সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ব্যক্তি রাষ্ট্র বলে বিবেচনা করবে না।

§ 12. সুতরাং এটা পরিষ্কার যে রাষ্ট্র একটি সাধারণ স্থানে বাস করার জন্য অথবা পরস্পর অন্যায় বন্ধ করার এবং বিনিময় সহজ করার জন্য সংগঠন নয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য এই জিনিসগুলি অবশ্যই প্রয়োজন ; কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের জন্য শুধু এই সমস্ত জিনিসের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়। পরম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্বলাভের জন্য সুন্দর জীবনে মিলিত পরিবার ও গোষ্ঠীসমূহের সংগঠনই হচ্ছে রাষ্ট্র।

§ 13. এই পরিপূর্ণতায় পৌঁছনো যাবে না যদি না সভ্যরা অবিকল একস্থানে বাস করে এবং পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হয়। এই কারণে [অর্থাৎ এই সব আবশ্যক জিনিসগুলোর সংস্থানের জন্য] সাধারণ সমাজ-জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠানগুলোর—বিবাহসম্পর্ক, গোত্রবন্ধন, ধর্মসম্মেলন এবং সাধারণ সামাজিক ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদির—উদ্ভব হয়েছিল নগরে। কিন্তু এই সব অনুষ্ঠান হচ্ছে বন্ধুত্বের ব্যাপার [রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়]। একটি সাধারণ সামাজিক জীবন যাপনের মধ্যে বন্ধুত্বকে উপলব্ধি করা যায় [রাষ্ট্রকে করা যায় না]। সুন্দর জীবন হচ্ছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে তার উপায়।

§ 14. পরম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কতকগুলি পরিবার ও গ্রাম মিলিত হলে রাষ্ট্র গঠিত হয় ; এবং আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এরূপ জীবন প্রকৃত পরম সুখ ও সততার জীবন।

অতএব আমরা মনে করি যে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন সৎকাজের জন্য, সামাজিক জীবনের জন্য নয়।

§ 15. [এই সিদ্ধান্ত থেকে ন্যায় সম্পর্কে আমরা একটা যথার্থ ধারণা করতে পারি।] এই প্রকার সংগঠনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী [অর্থাৎ সৎ কর্মে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী] রাষ্ট্রে তাদের অংশ থাকবে বেশী [সুতরাং ন্যায়ত রাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা স্বীকৃতি পাবে বেশী] সেই ব্যক্তিদের চেয়ে যারা স্বাধীন জন্মে এবং বংশে সমান (বা এমন কি বড়) কিন্তু নাগরিক গুণবত্তায় অসমান, অথবা সেই ব্যক্তিদের চেয়ে যারা ধনে তাদের চেয়ে বড় কিন্তু গুণবত্তায় ছোট। যা বলা হয়েছে তার থেকে এটা সুস্পষ্ট যে সংবিধান বিষয়ক বিতর্কের দু পক্ষই [গণতন্ত্রবাদী ও মুখ্যতন্ত্রবাদী] ন্যায় সম্বন্ধে নিছক অসমদর্শী ধারণা পোষণ করেন।

পরিচ্ছেদ 10

[**রূপরেখা** : কোন্ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রে সার্বভৌম হবে—জনসাধারণ, ধনীরা, উৎকৃষ্ট নাগরিকরা, সর্বোত্তম ব্যক্তি অথবা স্বৈরাচারী ব্যক্তি? এই সমস্ত বিকল্পেরই অসুবিধা রয়েছে; আরও একটি বিকল্প আছে—কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সার্বভৌম হবে না, সার্বভৌম হবে আইন—কিন্তু এখানেও অসুবিধা রয়েছে।]

§ 1. যখন আমরা বিচার করতে যাই কোন্ ব্যক্তিদের রাষ্ট্রে সার্বভৌম হওয়া উচিত তখন একটি অসুবিধা দেখা দেয়। [আমরা পাঁচটি বিকল্প ভাবতে পারি]ঃ জনসাধারণ; ধনীরা; উৎকৃষ্ট লোকরা; সর্বোত্তম ব্যক্তি; স্বৈরাচারী ব্যক্তি। কিন্তু এই সব বিকল্পেই অপ্রীতিকর ফল দেখা দেবে বলে মনে হয়ঃ বস্তুত অন্য রকম হবেই বা কি করে? [দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম বিকল্পটি ধরা যাক।] যদি দরিদ্ররা সংখ্যাগুরুত্বের অজুহাতে ধনীদের সম্পত্তিগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে না? 'ভগবানের দিব্যি, কখনই না' (গণতন্ত্রবাদীর উত্তর হতে পারে), 'সার্বভৌমের দ্বারা সংগতভাবে এরূপ ব্যবস্থা হয়েছে।'

§ 2. 'কিন্তু এটা যদি চরম অন্যায় না হয়' (আমরা প্রত্যুত্তরে বলতে পারি), 'তাহলে চরম অন্যায় কি?' যখন কোন প্রকার সংখ্যাগুরু দল ধন বা দারিদ্র্য নির্বিশেষে, নিজেদের সভ্যদের মধ্যে সংখ্যালঘু দলের সম্পত্তিগুলো ভাগ করে নেয়, তখন ঐ সংখ্যাগুরু দল প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের সর্বনাশ সাধন করে। কিন্তু যে জিনিসের মধ্যে সততা আছে তাকে সততা কখনই বিনাশ করতে পারে না, আর স্বভাববশত ন্যায় রাষ্ট্রের অনিষ্টকর হতে পারে না। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে এই ধরনের আইন [অর্থাৎ যে-কোন প্রকার সংখ্যাগুরুদলের অনুমোদিত হরণের আইন] ন্যায়সংগত হওয়া সম্ভব নয়।

§ 3. [এই ধরনের আইনকে ন্যায়সংগত মনে করা প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারতন্ত্রকে সমর্থন করা।] স্বৈরাচারী ব্যক্তির কাজও [সার্বভৌমের যে-কোন আদেশই ন্যায়সংগত গণতন্ত্রবাদীদের অভিকথিত এই নীতি অনুযায়ী] অবশ্যই ন্যায়সংগত; কেননা জনসাধারণ যেভাবে ধনীদের উপর শক্তিপ্রয়োগ করে সেও ঠিক তেমনিভাবে উচ্চতর ক্ষমতার জোরে বলপ্রয়োগ করে। [ধনীরা সার্বভৌম এই বিকল্পটি আমরা এখন আলোচনা করব।] সংখ্যালঘু ধনীদের শাসন কি ন্যায়সংগত? তারাও যদি অন্যদের মতো আচরণ করে—যদি জনসাধারণের সম্পত্তি লুঠ ও বাজেয়াপ্ত করে—তাহলে

তাদের কাজকে ন্যায়সংগত বলা যাবে কি? যদি তা বলা যায় তাহলে বিপরীত ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাজকে সমভাবে ন্যায়সংগত বলতে হবে।

§ 4. এটা পরিষ্কার যে এই সমস্ত পীড়নমূলক কাজ [জনসাধারণ, স্বৈরাচারী ব্যক্তি বা ধনীরা যারাই করুক না কেন] নীচ ও অন্যায়। [কিন্তু পরবর্তী বিকল্পটি সম্বন্ধে কি বলা যাবে?] উৎকৃষ্ট লোকরাই কি ক্ষমতার অধিকারী ও সার্বভৌম হবে সকল বিষয়ে? সে ক্ষেত্রে অবশিষ্ট নাগরিকরা অবশ্যই সম্মানলাভে বঞ্চিত হবে, কেননা রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকার সম্মান তারা পাবে না। পদকেই সম্মান বলা হয়; এবং যখন একটি মাত্র দল স্থায়িভাবে পদ দখল করে তখন অবশ্যই সমাজের অবশিষ্ট সকলে সমস্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হয়।

§ 5. [আমরা এইবার শেষ বিকল্পটির কথা বলব।] একজন সর্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শাসন কি অন্য যে-কোন বিকল্প অপেক্ষা শ্রেয়? কিন্তু এটা [সংখ্যালঘু ধনীদের শাসন অথবা মুষ্টিমেয় উৎকৃষ্ট ব্যক্তির শাসন অপেক্ষা] অধিক মুখ্যতান্ত্রিক, কেননা সম্মানে বঞ্চিত ব্যক্তিদের সংখ্যা আরও বেশী। হয়তো বলা যেতে পারে যে এখনও আর একটি বিকল্প আছেঃ একজনের [বা কয়েকজনের] হাতে সার্বভৌমত্ব অর্পণ করা একটি নিকৃষ্ট ধরনের নীতি,—কেননা মানুষমাত্রেই ক্ষোভের অধীন এবং এই ক্ষোভ মানুষের আত্মাকে অভিভূত করে; অতএব আইনের হাতে একে অর্পণ করাই প্রশস্ত। [কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় না।] আইনের নিজেরই প্রবণতা থাকতে পারে হয় মুখ্যতন্ত্রের দিকে না হয় গণতন্ত্রের দিকে; এই মাত্র যেসব সমস্যার কথা উঠেছে তার সমাধানে আইনের সার্বভৌমত্ব তখন কি পার্থক্য আনবে? যেসব ফলের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তারা একইভাবে দেখা দেবে।

পরিচ্ছেদ 11

[রূপরেখা ঃ তবুও জনসাধারণ সার্বভৌম হওয়া উচিত এই বিকল্পটি সমর্থন করা সম্ভব। জনসাধারণ যখন সমবেত হয় তখন তাদের মধ্যে গুণসমূহের সমন্বয় হয় এবং তার ফলে তারা বিজ্ঞভাবে বিতর্ক করতে এবং নিখুঁতভাবে বিচার করতে সমর্থ হয়। এর থেকে মনে হয় যে তাদের সার্বভৌম সংস্থা হবার দাবি আছে : এর থেকে আরও অনুমান করা যায় তারা যেসব বিষয়ে সার্বভৌম হবে অথবা যেসব ক্ষমতা তারা প্রয়োগ করবে তার পরিধি। তাদের উচিত বিতর্ক এবং বিচার বিভাগীয় কাজ করা ; বিশেষত তাদের উচিত ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন করা এবং পদাবধি শেষে তাদের জবাবদিহি চাওয়া। দুটি আপত্তি উঠতে পারে॥ (1) বলা যেতে পারে যে অভিজ্ঞরা অনভিজ্ঞদের চেয়ে ভালো বিচারক ; কিন্তু এই যুক্তি খণ্ডন করা যেতে পারে দুটি জিনিসের উল্লেখ করে—(a) সমবেত জনসাধারণের মধ্যে গুণসমূহের সমন্বয় (যার ফলে তারা মিলিতভাবে অভিজ্ঞের চেয়ে ভালো বিচারক হয়), এবং (b) তারা 'ভুক্তভোগী' (যে জন্য তারা ম্যাজিস্ট্রেটদের আচরণ বিচাব করতে সমর্থ হয়)। (2) বলা যেতে পারে যে জনসাধারণ যদি এমন সব ক্ষমতা লাভ করে তাহলে তারা ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট নাগরিকদের চেয়ে বেশী কর্তৃত্বের অধিকারী হবে—যদিও তারা তেমন উৎকৃষ্ট নয় ; কিন্তু এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে জনসাধারণ মিলিতভাবে সহজেই উচ্চগুণসম্পন্ন হতে পারে। যাই হক আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে প্রকৃষ্টভাবে প্রণীত আইন হবে চরম সার্বভৌম এবং যে-কোন প্রকার ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব কার্যকর হবে কেবল সেই সব বিশেষ ক্ষেত্রে যা একটি সাধারণ আইনের আওতায় আনা যায় না।]

§ 1. অন্যান্য বিকল্পগুলির আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা যেতে পারে ; কিন্তু প্রস্তাবিত বিকল্পগুলির প্রথমটি—কয়েকজন উৎকৃষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা জনসাধারণ সার্বভৌম হওয়া উচিত—সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় ; আর যদিও এর মধ্যে কিছু অসুবিধা আছে তাহলেও সম্ভবত কিছু সত্যও আছে।

§ 2. বহুজনের পক্ষে এই কথাটি বলতে হবে। তারা প্রত্যেকে নিজে হয়তো উচ্চ গুণসম্পন্ন নয় ; কিন্তু তারা সকলে যখন একত্র হয় তখন সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে না হলেও সমবেতভাবে এবং একটি মণ্ডলী হিসাবে তারা মুষ্টিমেয় উৎকৃষ্ট লোকের গুণকে অতিক্রম করে যায়। একজনের ব্যয়ে আয়োজিত ভোজের চেয়ে বহুজনের অংশদানে ব্যবস্থিত ভোজ অনেক ভালো। তেমনি ভাবে যেখানে বহুজন [যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করে]

রয়েছে, সেখানে প্রত্যেকেই নিয়ে আসে তার সততা ও নৈতিক বিচারশীলতার অংশ ; আর যখন সকলে সম্মিলিত হয় তখন জনসমষ্টি একক লোকের রূপ ধারণ করে—যে একক ব্যক্তির যেমন বহু পদ, হস্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে তেমনি আছে চরিত্র ও বুদ্ধির বহুগুণ।

§ 3. এই কারণে বহুজন সংগীত ও কাব্য রচনারও অধিক [কয়েকজন অপেক্ষা] বিচক্ষণ বিচারকঃ কেউ কেউ একটি অংশ তারিফ করে, কেউ কেউ অন্য একটি অংশ তারিফ করে, আর সকলে মিলে তারিফ করে সমগ্রটি।

§ 4. [লক্ষণীয় যে যে-গুণসমন্বয় বহুজনকে যোগ্যতা দান করে তার সন্ধান ব্যক্তিগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও মেলে।] যে জিনিসটি একটি সজ্জনকে জনতার একজন থেকে পৃথক্ করে যেমন যে জিনিসটি সাধারণত সুন্দর মানুষকে অসুন্দর মানুষ থেকে পৃথক্ করে অথবা শিল্পকর্মকে সাধারণ বাস্তব থেকে পৃথক্ করে সেটি এইঃ যে উপাদানগুলি অন্যত্র বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন থাকে সেগুলি এখানে একত্র মিলিত হয়েছে। [এই একত্বই হচ্ছে বড় কথা] ; কেননা যদি উপাদানগুলি পৃথক্‌ভাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই ব্যক্তির চোখ বা ঐ ব্যক্তির অন্য কোন অঙ্গ ছবিকে টেক্কা দিয়েছে।

§ 5. কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় না যে যে-গুণসমন্বয়কে আমরা বহুজন ও কয়েকজন উৎকৃষ্ট লোকের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হিসাবে ধরেছি তা সমস্ত জনসংস্থা ও সমস্ত বৃহৎ জনসমষ্টির পক্ষে সত্য কি না। সম্ভবত বলা যেতে পারে, 'ভগবানের দিব্যি, এটা স্পষ্ট যে কতকগুলি সংস্থা আছে যাদের পক্ষে এ কথা হয়তো সত্য হবে না ; কেননা যদি তাদের কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে একই যুক্তিতে বাধ্য হয়ে একদল পশুর কথাও বিবেচনা করতে হবে। সেটা হবে ন্যায়বিরুদ্ধ ; অথচ এই সব সংস্থা ও একদল পশুর মধ্যে প্রভেদই বা কোথায়?' যাই বলা হক না কেন এবং এই আপত্তি সত্ত্বেও কতকগুলি জনসংস্থার ক্ষেত্রে আমাদের মতটি সত্য হওয়ার পথে কোন অন্তরায় নেই।

§ 6. যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তাতে মনে হয় দুটি সমস্যারই সমাধান সম্ভব হবেঃ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উত্থাপিত সমস্যা 'কোন্ ব্যক্তিরা সার্বভৌম হবে?' এবং ঠিক পরবর্তী সমস্যা 'কোন্ বিষয়ে স্বাধীন ব্যক্তিরা বা সাধারণ নাগরিকমণ্ডলী—যাদের না আছে ধন, না আছে সততার দাবি—ন্যায়ত সার্বভৌমিকতা পরিচালনা করবে?'

§ 7. একদিক থেকে বলা যেতে পারে যে এই ধরনের মানুষের সর্বোচ্চ পদে অংশগ্রহণ করার মধ্যে বিপদ আছে : কেননা ন্যায়বোধের

অভাবহেতু তারা অন্যায় করতে পারে এবং বিবেচনার অভাবহেতু তারা ভুল করতে পারে। অন্যদিক্ থেকে আবার বলা যেতে পারে যে এদের ক্ষমতা আস্বাদনে **কিছু পরিমাণ** অংশ গ্রহণ করতে না দেওয়ার মধ্যে গুরুতর দায়িত্ব আছে ; কেননা যে রাষ্ট্রে অধিকার বঞ্চিত নাগরিকমণ্ডলী বহুসংখ্যক ও দরিদ্র সে রাষ্ট্র শত্রুপূর্ণ হবেই হবে।

§ 8. শেষ বিকল্প হচ্ছে তাদের বিতর্ক ও বিচার বিভাগীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া ; তাই আমরা দেখতে পাই যে সোলন ও অন্যান্য ব্যবস্থাপকরা জনসাধারণকে দুটি সাধারণ কাজ—ম্যাজিস্ট্রেটদের পদে নির্বাচন করা এবং পদাবধি শেষে তাদের জবাবদিহি চাওয়া—দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতায় পদ গ্রহণের অধিকার দিতে **অনিচ্ছুক**।

§ 9. [এই নীতিতে জ্ঞানের পরিচয় মেলে।] জনসাধারণ যখন সকলে একত্র হয় তখন বিষয় গ্রহণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেয়, এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন করে (যেমন অশুদ্ধ খাদ্য বিশুদ্ধ খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সমগ্র পরিপাকটিকে অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ খাদ্যের চেয়ে অধিক বলকারক করে) , কিন্তু তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অসম্পূর্ণ।

§ 10. কিন্তু সংবিধানের এই ব্যবস্থা [যা জনসাধারণকে বিতর্ক ও বিচার বিভাগীয় কাজ অর্পণ করে] কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি করে। প্রথমত, বলা যেতে পারে যে উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগের পর তাদের বিচারের ভার [জনসাধারণের উপর যেমন ম্যাজিস্ট্রেটদের আচরণ বিচারের ভার থাকে] সেই ব্যক্তিদের উপব অর্পণ করা উচিত যাদের পেশা রোগীদের তত্ত্বাবধান ও তাদের অভিযোগের উপশম—এককথায়, চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের উপর। অন্য সকল পেশা ও বিদ্যা সম্পর্কেও একথা সত্য ; এবং যেমন চিকিৎসকদের আচরণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত একটি চিকিৎসক-মণ্ডলীর সম্মুখে তেমনি অন্য পেশাদারদেরও আচরণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত নিজ নিজ পেশার সভ্যদের সংস্থার দ্বারা।

§ 11. [আমাদের কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে] 'চিকিৎসক' শব্দটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রযুক্ত হয় সাধারণ ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ; এটি প্রযুক্ত হয় সেই বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রে যে চিকিৎসাধারা পরিচালনা করে ; এটি আবার প্রযুক্ত হয় সেই মানুষের ক্ষেত্রে যার চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞান আছে। (প্রায় সকল বিদ্যার ক্ষেত্রেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ দেখতে পাওয়া যায় ; এবং পারদর্শীদের অর্থাৎ সাধারণ ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের যেমন আমরা বিচারশক্তিসম্পন্ন মনে করি এদেরও ঠিক তেমনি মনে করি।)

§ 12. যখন আমরা নির্বাচনের [পরীক্ষার নয়] দিকে দৃষ্টি ফেরাই তখন মনে হয় সেখানেও একই নীতি প্রয়োগ করা যাবে। বলা যেতে পারে যে যথাযথ নির্বাচনও সমভাবে পারদর্শীদের কাজ। যারা রেখাগণিতে অভিজ্ঞ তাদেরই কাজ রেখাগণিতবিদ্ নির্বাচন করা অথবা যারা নৌচালন-বিদ্যায় অভিজ্ঞ তাদেরই কাজ কর্ণধার নির্বাচন করা ; এবং যদিও কোন কোন বৃত্তি ও বিদ্যায় কিছুসংখ্যক অনভিজ্ঞেরও নির্বাচন ক্ষমতা থাকে তাহলেও তাদের নির্বাচনযোগ্যতা পারদর্শীদের চেয়ে বেশী নয়।

§ 13. সুতরাং মনে হয় এই যুক্তি অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন বা পরীক্ষা বিষয়ে জনসাধারণকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী করা উচিত নয়।

§ 14. কিন্তু এই যুক্তিগুলো সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে। প্রথমত, জনসাধারণের মধ্যে গুণসমন্বয় সম্পর্কে আমাদের পূর্বোক্ত নিজস্ব যুক্তির কথা মনে রাখতে হবে—অবশ্য যদি তারা হীনচরিত্র না হয়। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তি পারদর্শীদের চেয়ে নিকৃষ্ট বিচারক হতে পারে ; কিন্তু তারা সকলে সম্মিলিতভাবে পারদর্শীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিংবা অন্তত নিকৃষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি বিদ্যা আছে সেখানে সৃষ্টিশীল শিল্পী একমাত্র বিচারক নয় অথবা এমন কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নয়। এমন কি যাদের বিদ্যায় কোন পটুত্ব নেই তারাও এই সব বিদ্যার উৎপাদনগুলি উপলব্ধি ও বিচার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বাড়ি একটি জিনিস যা নির্মাতা ছাড়া অন্য সকলে উপলব্ধি করতে পারেঃ প্রকৃতপক্ষে বাড়ির ব্যবহারক—অথবা অন্য কথায় গৃহস্থ—তার অপেক্ষা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। অনুরূপভাবে জাহাজনির্মাতা অপেক্ষা কর্ণধার কর্ণকে ভালোভাবে বিচার করবে, আর ভোজের শ্রেষ্ঠ বিচারক হবে ভোজী, পাচক হবে না।

§ 15. জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি প্রথমে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তার উত্তর মনে হয় এই সব বিবেচনা দ্বারা যথেষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথমটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত একটি দ্বিতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এখনও। উৎকৃষ্টতর নাগরিকদের উপর ন্যস্ত বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা সার্বভৌম হবে এটা একান্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয়। ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন এবং কার্যকাল সমাপ্তির পর তাদের পরীক্ষা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ; অথচ আমরা দেখেছি অনেক সংবিধান আছে যেখানে এসব বিষয় ন্যস্ত হয় লৌকিক সংস্থার উপর এবং যেখানে লৌকিক সংস্থা এই সমস্ত বিষয়ে সার্বভৌম।

§ 16. আরও একটি অসুবিধাঃ বিতর্ক ও বিচার বিভাগীয় কার্যের

অধিকারী জনসভার সদস্যপদ দেওয়া হয় সামান্য সম্পত্তির অধিকারী এবং যে-কোন বয়সের ব্যক্তিদের ; কিন্তু যারা কোষাধ্যক্ষ বা সেনাপতি হিসাবে রাষ্ট্রের সেবা করবে অথবা যে-কোন উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হবে তাদের কাছে চাওয়া হয় উচ্চ সম্পত্তিযোগ্যতা। প্রথম অসুবিধাটি যেভাবে অতিক্রম করা হয়েছে এটিও সেইভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে ; আর এই সকল সংবিধানে অনুসৃত রীতিটি বোধ হয় মোটের উপর নির্ভুল।

§ 17. আদালত, কাউন্সিল বা লোকসভার সদস্য ব্যক্তিগতভাবে পদাভিষিক্ত নয়ঃ আদালত সমগ্রভাবে, কাউন্সিল সমগ্রভাবে, লোকসভা সমগ্রভাবে পদাভিষিক্ত ; এবং প্রত্যেক সদস্য—কাউন্সিলের, লোকসভার বা আদালতের—সমগ্রের অংশমাত্র।

§ 18. জনসাধারণের মধ্য থেকে লোকসভা, কাউন্সিল এবং আদালত গঠিত হয় ; সুতরাং এটা ন্যায্য ও সংগত যে তারা উৎকৃষ্টতর নাগরিকদের উপর ন্যস্ত বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সার্বভৌম হবে। বলা যেতে পারে যে-ব্যক্তিরা হয় ব্যক্তিগতভাবে না হয় ক্ষুদ্র সংস্থার সদস্য হিসাবে উচ্চতম [শাসনবিভাগীয়] পদ অধিকার করে তাদের সম্পত্তি অপেক্ষা এই সকল সংস্থার সদস্যদের সামগ্রিক সম্পত্তি অধিক।

§ 19. আলোচিত অসুবিধাগুলির নিষ্পত্তি এর থেকে হতে পারে। কিন্তু এই সকল অসুবিধার প্রথমটির আলোচনা [দক্ষতা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হবে না সাধারণ জ্ঞান সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হবে] একটি চরম সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। প্রকৃষ্টভাবে প্রণীত আইন হবে চরম সার্বভৌম ; আর ব্যক্তিগত শাসন, একজনের বা একটি জনমণ্ডলীর, সার্বভৌম হবে শুধু সেই সমস্ত বিষয়ে যেখানে সকল আকস্মিকতার উপযোগী সাধারণ নিয়ম রচনার অসুবিধার জন্য আইন যথাযথ ঘোষণা করতে অক্ষম।

§ 20. কিন্তু প্রকৃষ্টভাবে প্রণীত আইন কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় ; আর এখানে আমরা এখনও পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষে উক্ত অসুবিধাটির সম্মুখীন হচ্ছি—আইনের নিজেরই পক্ষপাত থাকতে পারে এক শ্রেণীর বা আর এক শ্রেণীর দিকে।' সম্পর্কিত সংবিধানের সঙ্গে সমভাবে [এবং সম্পর্কিত সংবিধান অনুযায়ী] আইন হবে ভালো বা মন্দ, সংগত বা অসংগত।

§ 21. একমাত্র পরিষ্কার তথ্যটি এই যে আইন প্রণীত হবে সংবিধান অনুসারে ; আর যদি তাই হয় তাহলে প্রকৃত সংবিধানসম্মত আইন অবশ্যই সংগত হবে এবং অশুদ্ধ বা বিকৃত সংবিধানসম্মত আইন হবে অসংগত।

পরিচ্ছেদ 12

[**রূপরেখা :** ন্যায় হচ্ছে রাজনৈতিক মঙ্গল। এর মধ্যে নিহিত আছে সাম্য অর্থাৎ সমান ব্যক্তিদের সমপরিমাণ বণ্টন। কিন্তু কারা সমান, এবং কোন্ নির্ণায়ক দ্বারা ব্যক্তিদের সমান বলে গণ্য করতে হবে? অনেক নির্ণায়ক প্রযুক্ত হতে পারে ; কিন্তু রাজনৈতিক সমাজে একমাত্র উপযুক্ত নির্ণায়ক হচ্ছে ঐ সমাজের কর্মে অবদান। ঐ দিক্ থেকে যারা সমান তাদের সমপরিমাণ পাওয়া উচিত : যারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট তাদের নিজেদের উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতার মাত্রার সমানুপাতে বেশী বা কম পরিমাণ পাওয়া উচিত। এইভাবে যদি সকলকে তাদের অবদানের সমানুপাতে বিবেচনা করা হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে সকলের প্রতি সমান আচরণ করা হয় ; কেননা অবদান ও পুরস্কারের মধ্যে অনুগুণতা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমান। সুতরাং ন্যায়ের মধ্যে যে ধরনের সাম্য নিহিত তা হচ্ছে সমানুপাতিক সাম্য ; আর এটিই হল বণ্টনমূলক ন্যায়ের সারকথা।]

§ 1. সমস্ত কলা ও বিজ্ঞানে লক্ষ্য হচ্ছে কোন মঙ্গল। প্রধানতম কলা ও বিজ্ঞানে—অর্থাৎ রাষ্ট্র কলা ও বিজ্ঞানে লক্ষ্য হচ্ছে মহত্তম ও অভীষ্টতম মঙ্গল। রাষ্ট্রনীতিব ক্ষেত্রে মঙ্গল হচ্ছে ন্যায় : আর ন্যায় নিহিত আছে সাধারণ স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে। সাধারণের মত এই যে এটি নিহিত আছে কোন প্রকার সাম্যের মধ্যে। নীতিবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তগুলি যেসব দার্শনিক অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত তাদের সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত এই সাধারণ মত একত্র মিলিত। অর্থাৎ এই মত অনুসারে ন্যায়ের উৎপাদক দুটি—বস্তু এবং ব্যক্তি যাকে বস্তু অর্পণ করা হয়—আর যে ব্যক্তিবা সমান তাদের অর্পণ করা উচিত সমান বস্তু।

§ 2. কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। সমান এবং অসমান—তা বটে ; কিন্তু সমান এবং অসমান **কিসে**? এই প্রশ্নটি সমস্যার সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রনীতির দার্শনিক আলোচনায় আমাদের জড়িত করে। যুক্তি দেখানো সম্ভব যে **যে-কোন বিষয়ে** অধিকতর গুণের ভিত্তিতে—এমন কি যদিও প্রত্যেকটি অন্য বিষয়ে সমানতা থাকে এবং পার্থক্যের লেশমাত্র না থাকে তা সত্ত্বেও—পদ ও সম্মান বণ্টন করতে হবে অসমানভাবে [অর্থাৎ অধিক পরিমাণ বস্তু অর্পণ করতে হবে অধিক গুণী ব্যক্তিকে] আর এই যুক্তির পক্ষে বলা যেতে পারে যে যেখানে মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায় সেখানে বুঝতে হবে তাদেব মধ্যে নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত ও গুণানুপাতিক পার্থক্য আছে।'

§ 3. যদি এই যুক্তি গৃহীত হত তাহলে সুন্দরতর বর্ণ বা অধিকতর উচ্চতা বা এই রকম অন্য কোন সুবিধার অধিকারীর রাজনৈতিক অধিকারেব বৃহত্তর অংশের দাবি প্রতিষ্ঠিত হত।

§ 4. কিন্তু যুক্তিটি প্রত্যক্ষত ভুল নয় কি? এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য আমাদের কেবল অন্যান্য কলা ও বিজ্ঞানের উপমা বিচার করতে হবে। যদি আপনাকে কয়েকজন বংশীবাদকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় যারা বিদ্যায় সমান তাহলে আপনি যাদের উচ্চতর বংশে জন্ম তাদের অধিক সংখ্যক জিনিস প্রাপ্য এই নীতি অনুযায়ী বংশী বিতরণ করবেন না। ভালো বংশে জন্ম বলে কেউ ভালো বাজাবে না; যারা বিদ্যায় অধিকতর নিপুণ তাদেরই অধিকতর যন্ত্র সরবরাহ করা উচিত। যদি আমাদের বিষয়টি এখনও পরিষ্কার না হয়ে থাকে তাহলে একে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে আলোচনাটি আরও বিস্তৃত করে।

§ 5. ধরা যাক একজন লোক বংশীবাদনে অন্য সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিন্তু বংশে ও সৌন্দর্যে অনেক নিকৃষ্ট। বংশীবাদনে নিপুণতার চেয়ে বংশ ও সৌন্দর্য হয়তো বড় গুণ; এবং বংশীবাদক বংশীবাদনে এই গুণের অধিকারীদের যে পরিমাণ অগ্রবর্তী হয় তারাও এই গুণের ক্ষেত্রে মোটের উপর বেশী পরিমাণে বংশীবাদকের অগ্রবর্তী হতে পারে; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সেই **লোকটির** লাভ করা উচিত অধিকতর বংশী সরবরাহ। [কোন একটি কর্মে যদি কোন একটি গুণের উৎকৃষ্টতা স্বীকৃত হয়], তাহলে একটি গুণে উৎকর্ষ—যেমন বংশে এবং সেই কারণে ধনে—ঐ কর্ম সম্পাদনে কিছু অংশ দান করবে; কিন্তু এখানে এই গুণের কর্মনির্বাহে কোন অবদান নেই।

§ 6. [**যে-কোন** বিষয়ে উৎকর্ষের ভিত্তিতে পদ ও সম্মান বণ্টন করতে হবে] এই যুক্তি আমরা যদি স্বীকার করি, তাহলে প্রত্যেকটি গুণকে প্রত্যেকটি অন্য গুণের অনুরূপ হতে হবে। আপনি শুরু করবেন একটি বিশিষ্ট পরিমাণ (ধরা যাক) উচ্চতাকে একটি বিশিষ্ট পরিমাণ অন্য কোন গুণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গণ্য করে, এবং এইভাবে প্রণোদিত হবেন সাধারণ-ভাবে উচ্চতাকে সাধারণ ভাবে (ধরা যাক) ধন ও বংশের পাশে প্রতিযোগী হিসাবে স্থাপন করতে। কিন্তু এই হিসাবে—অর্থাৎ যখন **একটি নির্দিষ্ট অবস্থায়** A-এর উচ্চতায় উৎকর্ষকে B-এর সুজনতায় উৎকর্ষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বিবেচনা করা হয় এবং যখন **সাধারণভাবে** উচ্চতায় উৎকর্ষকে সুজনতায় উৎকর্ষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বিবেচনা করা হয়, তখন—গুণ-গুলিকে সমান করা হয়। [আমরা নিছক পাটীগণিতে জড়িত হচ্ছি]; কেননা যদি কোন গুণের C পরিমাণ অন্য কোন গুণের D পরিমাণ অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট হয়, তাহলে C ছাড়া কোন পরিমাণ সাক্ষাৎভাবে এর সমান হবে [অর্থাৎ সমানভাবে উৎকৃষ্ট হবে]।

§ 7. এটা অসম্ভব [কেননা যেসব জিনিসের মধ্যে গুণের পার্থক্য আছে তাদের পরিমাণের দিক্ থেকে বিচার করা চলে না বা সমান বিবেচনা করা যায় না]। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে রাজনৈতিক বিষয়ে [যেমন অন্যান্য কলা ও বিজ্ঞানের বিষয়ে] যে-কোন প্রকার উৎকর্ষের ভিত্তির উপর ক্ষমতা প্রয়োগের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে কোন সদ্‌যুক্তি নেই। কেউ হবে দ্রুতগতি আবার কেউ হবে মন্দগতি; কিন্তু এ কারণে উচিত হবে না যে একজন বেশী [রাজনৈতিক অধিকার] পাবে আর অন্যজন কম পাবে। ব্যায়াম প্রতিযোগিতাতেই দ্রুতগতির উৎকর্ষ তার পুরস্কার পায়।

§ 8. রাষ্ট্রীয় জীবনের উপাদানগুলির ক্ষেত্রে অবদানের উপর রাজনৈতিক অধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অতএব যে ব্যক্তিরা সদ্‌বংশীয়, স্বাধীন জন্মা এবং অর্থশালী তাদের সম্মান ও পদের দাবির সংগত কারণ আছে। যারা পদ অধিকার করবে তাদের অবশ্যই হতে হবে স্বাধীন মানুষ এবং করদাতাঃ যেমন সম্পূর্ণ ক্রীতদাস দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করা যায় না তেমনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল মানুষ দ্বারা বাষ্ট্র গঠন করা যায় না।

§ 9. কিন্তু আরও বলবার আছেঃ ধন ও স্বাধীন জন্ম যদি প্রয়োজনীয় উপাদান হয় তাহলে ন্যায়শীলতা ও সামরিক অভ্যাসও প্রয়োজনীয়। মানুষকে একত্র রাষ্ট্রে বাস করতে হলে এই উপাদানগুলিকেও থাকতে হবে। একটি পার্থক্য এই যে প্রথম উপাদান দুটি আবশ্যক রাষ্ট্রের সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আর শেষ দুটি এর সজ্জীবনের জন্য।

পরিচ্ছেদ 13

[রূপরেখা ঃ এখন প্রশ্ন ওঠে, রাজনৈতিক সমাজের উদ্দেশ্যে অবদান কি? ধন, জন্ম, সততা এবং জনসাধারণের সমষ্টিগত গুণ—সকলেই অবদানের দাবি করতে পারে। এইসব প্রতিযোগী দাবিদাররা একই সমাজে একসঙ্গে থাকলে কিভাবে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে? জনসাধারণের সমষ্টিগত গুণের পক্ষে বলা যেতে পারে; আবার অসামান্য ও সমুন্নত সততাসম্পন্ন একমাত্র ব্যক্তির পক্ষেও বলা যেতে পারে। এরূপ ব্যক্তিকে হয় রাজাসনে বসানো যেতে পারে না হয় নির্বাসিত করা যেতে পারে। গণতন্ত্রের নির্বাসননীতিব অর্থ হল শেষোক্ত বিকল্পটির নির্বাচন; কেননা সংবিধানেব কোন একটি উদাপান বিশেষভাবে প্রকটিত হলে সংবিধানের প্রযোজনীয সমানুপাত বা স্থিতিসাম্য অবশ্যই বিঘ্নিত হয়। অন্যপক্ষে সুসংবিধানে একটি অসামান্য সততাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যোগ্য স্বীকৃতি না দেওযা উচিত হবে না; এরূপ ব্যক্তিকে নির্বাসিত না কবে ববং রাজাসনে বসানো উচিত। প্রসঙ্গক্রমে আমরা রাজতন্ত্রের আলোচনায এসে পড়েছি।]

§ 1. রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অবদানের কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে উল্লিখিত সব উপাদান কিংবা অন্তত কতকগুলি সম্মান ও পদ বিনির্ণয়ে সংগতভাবে স্বীকৃতি দাবি করতে পারে; কিন্তু যদি আমরা তার সঞ্জীবনের ক্ষেত্রে অবদানের কথা ভাবি তাহলে, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, কৃষ্টি ও সততার দাবিকে সর্বাপেক্ষা ন্যায়সংগত বলে স্বীকাব করতে হবে। অপরপক্ষে—যে ব্যক্তিরা একটিমাত্র বিষয়ে সমান তাদের সব বিষয়ে সমান অংশ পাওয়া [যেমন গণতন্ত্রবাদীরা দাবি করেন] সংগত নয়, অথবা যে ব্যক্তিরা একটি বিষয়ে উৎকৃষ্টতর তাদের প্রত্যেক বিষয়ে অধিকতব অংশ পাওয়া [যেমন মুখ্যতন্ত্রবাদীরা দাবি করেন] সংগত নয়, আমাদেব এই নীতি অনুসরণ করলে—যেসব সংবিধান এই বকম দাবি স্বীকার করে তাদের বিকৃত বলে অবশ্যই মনে করতে হবে।

§ 2. আমরা পূর্বে বলেছি যে বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে যাদের অবদান আছে এক দিক্ থেকে তাদের সকলেরই দাবি যুক্তিসংগত, যদিও কারও দাবি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসংগত নয়। (a) ধনীদের পক্ষে এইটুকু যুক্তি আছে যে তারা জমির বৃহত্তর অংশের মালিক এবং জমি একটি সাধারণ স্বার্থের বিষয়ঃ তাছাড়া তারা সাধারণত চুক্তি বিষয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। (b) স্বাধীন ও সজ্জন্মারা [যাদের উভয়ের অবদান জন্মমূলক উপাদানটি] ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য একযোগে স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। সজ্জন্মারা হীন-

জন্মাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে নাগরিক ; এবং সজ্জন্ম স্বদেশে সব সময়েই সম্মানিত হয়।

§ 3. তাছাড়া [এবং তাদের যে সম্মান দেওয়া হয় তা বাদ দিয়েও] এটা সম্ভব যে সজ্জনের বংশধররা স্বভাবত উৎকৃষ্টতর হবে, সজ্জন্মের অর্থ সমগ্র বংশের উৎকৃষ্টতা। (c) অনুরূপভাবে আমরা স্বীকার করি যে চারিত্রিক সাধুতারও একটি সংগত দাবি আছে ; কেননা আমাদেব মতে ন্যায় গুণটি, যাকে সুনিশ্চিতভাবে অনুসরণ করে অন্য সমস্ত গুণ [এবং কাজেই যাকে সাধারণ গুণ বা সাধুতা থেকে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে], এমন একটি গুণ যা সামাজিক সম্পর্কে ক্রিয়াশীল [এবং সেজন্য রাজনৈতিক সমাজেব অস্তিত্বের আবশ্যক উপাদানগুলির অন্যতম]।

§ 4. (d) কিন্তু আরও একটি দাবি উপস্থাপিত করা যেতে পারে। [ধন বা জন্ম বা সততা প্রভৃতি বিশেষ গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দাবি ছাড়া জনসাধারণেরও দাবি রয়েছে যা সম্মিলিতভাবে এই সব গুণেব অধিক পরিমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।] বহুজন কয়েকজনেব বিরুদ্ধে তাদের দাবি উপস্থাপিত করতে পাবেঃ সম্মিলিতভাবে এবং কয়েকজনের তুলনায় তারা আরও শক্তিশালী, অর্থশালী এবং উৎকৃষ্ট।

ধরা যাক এই প্রতিযোগী দাবিদাররা—যেমন সৎরা, ধনীবা এবং সুজন্মারা আর কোন প্রকার সাধারণ নাগরিকমণ্ডলী—সকলে একটি রাষ্ট্রে একত্র বাস করছে। কারা শাসন পরিচালনা করবে এই নিয়ে তারা কি বিবাদ করবে না একমত হবে?

§ 5. আমাদের আগেকার শ্রেণীবিভাগে উল্লিখিত সংবিধানগুলির কোনটিতে এই প্রশ্নটি বিবাদের বিষয় নয়। ভিন্ন ভিন্ন দল সার্বভৌম হওয়ার জন্য এই সংবিধানগুলি বিভিন্নঃ একটির [মুখ্যতন্ত্রের] বৈশিষ্ট্য ধনীব সার্বভৌমত্ব ; আর একটির [অভিজাততন্ত্রের] বৈশিষ্ট্য সজ্জনেব সার্বভৌমত্ব, এইভাবে অবশিষ্ট প্রত্যেকের এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু আমরা যে প্রশ্নটি আলোচনা করছি সেটি স্বতন্ত্র। প্রশ্নটি হচ্ছে বিভিন্ন দলের দাবি একসঙ্গে উপস্থিত হলে কারা শাসন পরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করা।

§ 6. দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক সজ্জনের সংখ্যা অত্যন্ত কমঃ কিভাবে আমরা তাদের দাবি নিষ্পত্তি করব? আমরা কি শুধু এই জিনিসটি বিবেচনা করব যে কার্য পরিচালনার পক্ষে তারা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ; অতএব আমরা কি অনুসন্ধান করব একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে তারা সক্ষম কি না অথবা সংখ্যায় একটি রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী কি না? এখানে একটি অসুবিধা দেখা

যাচ্ছে যা শুধু সজ্জনের ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক পদ ও সম্মানের সমস্ত বিভিন্ন দাবিদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

§ 7. অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে অধিকতর ধন বা উৎকৃষ্টতব জন্মের দরুণ কয়েকজনের শাসন পরিচালনার দাবির মধ্যে কোন বিচার নেই : এবং এই মতের পক্ষে একটি প্রত্যক্ষ যুক্তি রয়েছে। যদি এমন একজন লোক থাকে যে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট সকলের অপেক্ষা অধিক ধনী তাহলে অবিকল সেই যুক্তিতে [যা কয়েকজন তাদের শাসন-পরিচালনার দাবির পক্ষে দেখায়] এই একটি মাত্র লোকই সকলের উপর শাসন পরিচালনা করবে ; আর ঠিক এইভাবে সুজন্মের দিক্ থেকে অগ্রগণ্য যে কোন একজন লোক জন্মের উপব যারা দাবি প্রতিষ্ঠিত করে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।

§ 8. অভিজাততন্ত্রেও একই যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে যোগ্যতা বা সততার ক্ষেত্রে। যদি কোন একজন লোক নাগরিকমণ্ডলীর অন্য সকল সৎ লোকের অপেক্ষা অধিক সৎ হয় তাহলে এই একজনই সার্বভৌম হবে অবিকল সেই যুক্তিতে [যা অন্য লোকরা দেখায় তাদের শাসন পরিচালনার দাবির সমর্থনে....এমন কি বহুজনের দাবিও এই ধরনের যুক্তিদ্বারা অস্বীকার করা যেতে পারে]। কয়েকজন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলে যদি তারা সার্বভৌম হয় তাহলে আমাদের ন্যায়ত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে হচ্ছে যে যেখানে একজন অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী - অথবা একের বেশী কিন্তু বহুর কম জনমণ্ডলী অধিক শক্তিশালী--সেখানে বহুজনের পরিবর্তে ঐ একজন বা ঐ মণ্ডলী সার্বভৌম হবেই হবে।

§ 9. এই সকল বিবেচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে বলে মনে হয় যে যে-সব নীতির [ধন, জন্ম, সততা এবং সংখ্যা বলের] জোরে মানুষ শাসনের এবং অপর সকলকে শাসনের অধীনে রাখবার দাবি করে তাদের কোনটিই সংগত নীতি নয়।

§ 10. উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক তাদের কথা যারা নাগরিকমণ্ডলীর উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে সুজনতার জোরে ; কিংবা ধরা যাক তাদের কথা যারা ধনের উপর দাবি প্রতিষ্ঠিত করে। উভয়ের দাবি সংগতভাবেই অস্বীকৃত হতে পারে জনগণের দ্বারা ; কেননা ব্যক্তিগতভাবে না হলেও সম্মিলিতভাবে বহু জনের কয়েকজনের অপেক্ষা অধিক ভালো বা ধনী হওয়ার পথে কোন অন্তরায়ই নেই।

§ 11. এই শেষ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা আরও একটু অগ্রসর হতে পারি এবং একটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারি যার কথা সময়ে সময়ে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। অসুবিধাটি এই। ধরা যাক বহু জন কয়েক জন অপেক্ষা সম্মিলিতভাবে কার্যত অধিক ভালো: তাহলে যে ব্যবস্থাপক সাধারণতো

উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে চান তাঁর পক্ষে যথার্থ নীতি কি হবে? তিনি কি আইন পরিচালনা করবেন অধিক ভালোদের মঙ্গলের জন্য না সংখ্যাগুরুদের মঙ্গলের জন্য?

§ 12. আমাদের উত্তর এই যে [একান্তভাবে কারও মঙ্গল বিচার করা উচিত হবে না]; যা 'ন্যায্য' তার অর্থ যা 'সমভাবে ন্যায্য'; এবং যা 'সমভাবে ন্যায্য' তা সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য এবং তার নাগরিকদের সাধারণ মঙ্গলের জন্য... শাসক ও শাসিতরূপে যারা পর্যায়ক্রমে নাগরিকজীবনে অংশগ্রহণ করে তারা **সকলেই** সাধারণ অর্থে নাগরিক। বিশেষ অর্থে তারা সংবিধান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন; আর একটি আদর্শ সংবিধানে তারাই হবে নাগরিক যারা সাধু জীবন লাভের জন্য শাসক ও শাসিত হতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

§ 13. [এতক্ষণ আমরা সেই অবস্থার কথা আলোচনা করছিলাম যেখানে বহু জন সম্মিলিতভাবে কয়েক জন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখন বিপরীত অবস্থার প্রসঙ্গে আসতে পারি।] যদি এক ব্যক্তি (অথবা কয়েক ব্যক্তি অথচ একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়) সুজনতায় এমন উল্লেখযোগ্যভাবে উৎকৃষ্ট হয় যে তার (বা তাদের, যদি একজনের অধিক হয়) সুজনতা এবং রাজনৈতিক যোগ্যতার সঙ্গে অবশিষ্টদের সুজনতা এবং রাজনৈতিক যোগ্যতার কোন তুলনাই হয় না, তাহলে এই ব্যক্তি বা এই রকম ব্যক্তিরা আর রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। সুজনতা ও রাজনৈতিক যোগ্যতায় অপর অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট হওয়ায় তাদের প্রতি অবিচার করা হবে যদি কেবল সমান অংশের উপযুক্ত বলে তাদের বিবেচনা করা হয়; কেননা এই পর্যায়ের ব্যক্তি যথার্থভাবেই মানুষের মধ্যে দেবতার মতো।

§ 14. যদি তাই হয় তাহলে এটা পরিষ্কার যে সাধারণ আইন [এবং পদ বণ্টনের সমতা সম্পর্কিত বিশেষ নিয়মও] আবশ্যকভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে তাদের মধ্যে যারা জন্ম ও যোগ্যতায় সমান। যে ব্যক্তিবা অপর অপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে উৎকৃষ্ট তাদের বিরোধিতা করে এমন কোন আইন থাকতে পারে না। তারা নিজেরাই আইন। তাদের জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা হবে **নির্বুদ্ধিতা**ঃ এই চেষ্টার তারা জবাব দেবে হয়তো অ্যাণ্টিস্থিনিসের[55] গল্পের সিংহদের ভাষায়ঃ [গল্পে আছে] যখন খরগোশরা বক্তৃতা করছিল এবং দাবি করছিল যে সকল পশুর সমান অধিকার আছে, তখন সিংহরা জিজ্ঞাসা করেছিল, ['তোমাদের নখ ও দাঁত কোথায়?']

§ 15. এই সব কারণ থেকে বোঝা যাবে কেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নির্বাসনের নিয়ম প্রবর্তন করে। এই রাষ্ট্রগুলির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য সাম্য; এই লক্ষ্য থাকার জন্য অর্থ, সামাজিক সম্পর্ক অথবা অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী হিসাবে অত্যধিক প্রভাবশালী বলে যাদের তারা

বিবেচনা করত তাদের তারা নির্বাসনের [কোন একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য রাষ্ট্র থেকে বহিষ্করণের] দণ্ড দিত।

§ 16. আমরা পুরাবৃত্তের প্রমাণও দিতে পারি: এই প্রকার কারণেই আর্গো জাহাজের যাত্রীরা হেরাক্লিসকে[56] সঙ্গে নেয় নি; এবং আর্গো নিজে [জাহাজটি কথা বলতে পারত] তাকে নাবিকদের মধ্যে নিতে রাজী হয় নি, কেননা সে অন্য সকলের অপেক্ষা অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ছিল। স্বৈরাচারী পেরিয়াণ্ডার[57] সমধর্মী থ্র্যাসিবিউলাসকে[58] একদা যে উপদেশ দিয়েছিলেন স্বৈরাচারতন্ত্রের সমালোচকগণ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদকে আমরা এই দিক্ থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত বলে মনে করতে পারি নে।

§ 17. কথিত আছে থ্র্যাসিবিউলাস একজন প্রতিনিধি মারফত উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। পেরিয়াণ্ডার কোন মৌখিক উত্তর দেন নি; তিনি যে শস্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানকার শাস্যের যে মঞ্জরীগুলি কাটা হয় নি সেগুলি শুধু কচকচ করে কেটে জমিটিকে সমান করে দেন। প্রতিনিধি তাঁর কাজের অর্থ বুঝতে পারেন নি এবং কেবল ঘটনাটি বিবৃত করেন; কিন্তু থ্র্যাসিবিউলাস অনুমান করেছিলেন তাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবননাশ করতে।

§ 18. শুধু স্বৈরাচারীরা যে এই নীতি থেকে কিছু লাভবান হতে পারেন তা নয়, শুধু স্বৈরাচারীরা যে এই নীতি প্রয়োগ করেন তাও নয়। মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রগুলিরও সমান অবস্থা; আর নির্বাসনপ্রথা সমধিক প্রতিপত্তিশালী মানুষদের অবনমিত এবং দেশ থেকে বহিষ্কৃত করার ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর।

§ 19. যেসব রাষ্ট্র প্রাধান্যলাভ করেছে তারা অপর রাষ্ট্র ও জাতির উপর একই নীতি প্রয়োগ করে থাকে। উদাহরণঃ স্যামস, কিয়স এবং লেস্‌বসের প্রতি অ্যাথেন্স এরূপ ব্যবহার করেছিলঃ সাম্রাজ্যের উপর দৃঢ় কর্তৃত্ব লাভ করা মাত্রই সে পূর্ব সন্ধি লঙ্ঘন করে সকলকে পরাভূত করেছিল। সেইভাবে পারস্যের রাজা মিডিয়া, ব্যাবিলনিয়া এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশের ক্ষমতা বারংবার সংকুচিত করেছিলেন,—কেননা এক সময়ে তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য ছিল একথা স্মরণ করে তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল।

§ 20. আমরা যে অসুবিধাটি আলোচনা করছি তা ভালো ও মন্দ সকল প্রকার সরকারেরই সাধারণ অসুবিধা; এবং মন্দ বা বিকৃত সরকাররা যেমন আপন বিশেষ স্বার্থের জন্য এই অবনমনের নীতি অবলম্বন করে কতকটা সেই রকমই করে থাকে সাধারণ কল্যাণকামী সরকাররা।

§ 21. সমানুপাতের এই নিয়ম কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সাধারণত লক্ষ্য করা যায়। চিত্রকর তার পটের প্রতিকৃতিতে প্রতিসাম্যের সীমা অতিক্রম

করে এমন কোন চরণ অনুমোদন করবে না তা সে যত সুন্দরই হক। জাহাজ-নির্মাতা অসমঞ্জস পশ্চাদ্‌ভাগ বা জাহাজের অন্য কোন অংশ সহ্য করবে না। গায়কচক্রের অধিনায়ক এমন কোন গায়ককে দলভুক্ত করবে না যার কণ্ঠের বিস্তার ও কোমলতা অপর সভ্যদের অপেক্ষা বেশী।

§ 22. এই সাধারণ নিয়মটি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে অবনমনের নীতি প্রয়োগকারী রাজার পক্ষে রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কস্থাপনে কোন অন্তরায় হবে না—অবশ্য যদি তাঁর সরকার অন্যদিক্ থেকে শুভকর হয় ; সুতরাং নির্বাসনপ্রথার পক্ষে যুক্তির মধ্যে প্রকৃষ্টতার স্বীকৃত রূপের যে-কোনটির সম্পর্কে এক প্রকার রাজনৈতিক ন্যায় নিহিত রয়েছে।

§ 23. এটা ঠিক যে ব্যবস্থাপক প্রথমেই যদি এমন সংবিধান রচনা করতে পারতেন যাতে এরূপ প্রতিকারের কখনও প্রয়োজন হবে না, তাহলে ভালো হত ; কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হলে পরবর্তী শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে এ ধরনের সংশোধনের চেষ্টা করা। কার্যত বাষ্ট্রগুলি এরূপ মনোভাব নিয়ে নীতিটি প্রয়োগ করে নি ; এবং প্রত্যেকে নিজের বিশেষ সংবিধানের স্বার্থে যা করণীয় তা বিবেচনা না করে নিছক দলীয় মনোভাব নিয়ে নির্বাসনপ্রথার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

§ 24. বিকৃত সংবিধানগুলির ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে তাদের নিজেদের দিক্ থেকে বিখ্যাতদের নির্বাসনপ্রথা উপযুক্ত ও সংগত—যদিও সম্ভবত এটাও পরিষ্কার যে প্রথাটি সম্পূর্ণভাবে সংগত নয়। কিন্তু এরূপ প্রথার ব্যবহার সম্পর্কে আদর্শ সংবিধানে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। রাজ-নৈতিক শক্তি অথবা ধন অথবা সামাজিক সম্পর্কের আধিক্য ইত্যাদি গুণের উৎকর্ষ নিয়ে সমস্যাটি ওঠে না। আসল প্রশ্নটি বরং এই, 'সততায় অগ্রগণ্য মানুষের বেলায় কর্তব্য কি?'

§ 25. আমরা ধরে নিতে পারি একথা কেউ বলবে না যে এমন মানুষকে নির্বাসনের দণ্ড দিয়ে দেশান্তরে পাঠানো উচিত। আবার একথাও কেউ বলবে না যে তার উচিত অপরের অধীন হওয়া। সেটা অনেকটা হবে সেই রকম যেমন মানুষরা যদি জিউসের[59] উপর কর্তৃত্বের দাবি করে পদাধিকারের কোন পর্যায়ক্রমের ভিত্তিতে। তখন অপর সকলের পক্ষে একমাত্র বিকল্প—এবং মনে হয় সহজ পথও—হচ্ছে সততায় অগ্রগণ্য মানুষকে সানন্দে মান্য করা। এই ধরনের মানুষরাই তাদের রাষ্ট্রে হবে স্থায়ী রাজা।

D

রাজতন্ত্র ও তার বিভিন্ন রূপ

পরিচ্ছেদ 14

[রূপরেখা ঃ রাজতন্ত্রের পাঁচটি রূপ আছে ঃ (1) স্পার্টার রাজতন্ত্র; (2) অসভ্য জাতিদের রাজতন্ত্র; (3) একনায়কত্ব বা নির্বাচনমূলক স্বৈরাচার-তন্ত্র; (4) বীর যুগের রাজতন্ত্র; (5) চরম রাজতন্ত্র, যেখানে পরিবারে পিতার কর্তৃত্বের মতো রাজার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।]

§ 1. পূর্বের আলোচনার পর বিষয় পরিবর্তন করে রাজতন্ত্রেব আলোচনার দিকে অগ্রসর হলে হয়তো ভালোই হবে। আমাদের মতে রাজ-তন্ত্র প্রকৃত সংবিধানের অন্যতম। আমাদের আলোচ্য প্রশ্নটি হচ্ছেঃ রাষ্ট্রের বা দেশের সুশাসনের পক্ষে সরকারেব এই রূপটি উপযুক্ত কি না; যদি না হয় তাহলে অন্য কোন রূপ অধিক উপযুক্ত কি না—অথবা অন্তত সকল ক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত কি না।

§ 2. গোড়াতেই আমাদের স্থির করতে হবে রাজতন্ত্রের রূপ কি একটি মাত্র না এর নানা বৈচিত্র্য আছে। সহজেই দেখা যায় যে এর কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে এবং প্রচলিত সরকার সর্বত্র সমান নয়।

§ 3. প্রথমত, স্পার্টার সংবিধানে এক প্রকার রাজতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। একে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ বলে ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্পার্টার রাজাদের কোন প্রকাব সাধারণ সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয় নিঃ তাদের কেবল ক্ষমতা আছে স্পার্টার ভূখণ্ডের বাইরে যুদ্ধের অধিনায়কত্ব করার এবং অধিকার আছে ধর্মানুশাসনের বিচার করার।

§ 4. সুতরাং স্পার্টার রাজারা সৈন্যাধ্যক্ষের মতো—যাদেব স্বাধীন অধিনায়কত্ব ও স্থায়ী পদ আছে। এই ধরনের রাজাদের জীবন মরণ নির্ধারণের ক্ষমতা নেই, কিংবা যদি থাকে তো আছে শুধু এই জাতীয় রাজ-তন্ত্রের রূপ বিশেষের মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বীর-যুগের রাজতন্ত্রেরঃ তখন রাজারা অধিকতর শক্তির অধিকারে মানুষকে হত্যা করতে পারত। প্রমাণ হিসাবে হোমারের উল্লেখ করা যেতে পারেঃ তিনি 'ইলিয়াড'-এ অ্যাগামেমননের[60] যে চিত্র অংকিত করেছেন তাতে জনসভার সম্মুখে নিন্দাবাদের মধ্যেও তিনি ধৈর্যশীল কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি জীবন

মরণ নির্ধারণের ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন।

§ 5. অন্তত তাঁর মুখে তিনি এই ভাষণটি দিয়েছেন:

যাকে আমি যুদ্ধ করতে না দেখি…
তার উদ্ধারের কোন আশা নেই:
কুকুর ও শকুন তাকে বিদীর্ণ করবে, কেননা
মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দেবার ক্ষমতা আমারই।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে একজাতীয় রাজতন্ত্র হচ্ছে আজীবন সামরিক অধিনায়কত্ব এবং আরও বলতে পারি যে এই জাতীয় রাজতন্ত্রের দুটি ভিন্ন প্রকার আছে, একটি উত্তরাধিকারমূলক এবং অপরটি নির্বাচনমূলক।

§ 6. আর একজাতীয় রাজতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় কতকগুলি অসভ্য [অর্থাৎ অ-হেলেনিক] জাতির মধ্যে। এ ধরনের রাজতন্ত্রগুলো সকলেই স্বৈরাচারতন্ত্রের মতো ক্ষমতার অধিকারী; কিন্তু তাহলেও তারা নিয়মতান্ত্রিক ও বংশগত। কারণ এই অসভ্য জাতিরা গ্রীকদের চেয়ে অধিক হীন চরিত্রের (যেমন তাদের বেলায় এশিয়ার জাতিরা ইউরোপের জাতিদের চেয়ে অধিক হীন চরিত্রের); এবং সেজন্য তারা নির্বিবাদে স্বৈরাচার সহ্য করে থাকে।

§ 7. সুতরাং দেখা যাচ্ছে অসভ্য জাতিদের মধ্যে রাজতন্ত্রগুলি স্বৈরাচারতন্ত্রের মতোই, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ও বংশগত হওয়ায় তারা স্থায়ীও। আরও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই সব রাষ্ট্রে ব্যবহৃত দেহরক্ষীরা রাজাদেরই উপযুক্ত, স্বৈরাচারীদের নয়। রাজারা রক্ষিত হন প্রজাদের বাহু-দ্বারা; স্বৈরাচারীরা রক্ষিত হন বৈদেশিক শক্তি দ্বারা। নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং প্রজাদের মতানুযায়ী শাসন পরিচালনা করার জন্য রাজারা দেহরক্ষী সংগ্রহ করেন প্রজাদের মধ্য থেকে: স্বৈরাচারী, যিনি শাসন পরিচালনা করেন প্রজাদের মতের বিরুদ্ধে, আত্মরক্ষা করেন এদের হাত থেকে [বিদেশী] দেহ-রক্ষী দ্বারা।

§ 8. এই হল রাজতন্ত্রের দুটি প্রকার; কিন্তু একটি তৃতীয় প্রকারও আছে: এটি প্রচলিত ছিল প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এবং একনায়কত্ব ['এসাম্নেসিয়া'] নামে পরিচিত। একে মোটামুটিভাবে নির্বাচনমূলক স্বৈরাচার-তন্ত্র বলা যেতে পারে। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত রাজতন্ত্রের সঙ্গে এর পার্থক্য অবংশগত বলে, অনিয়মতান্ত্রিক বলে নয়।

§ 9. কতকগুলি একনায়ক পদ অধিকার করতেন আজীবন; অন্যরা করতেন একটি নির্দিষ্টকালের জন্য অথবা একটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। উদাহরণ: অ্যান্টিমিনিডিস ও গীতিকবি অ্যাল্কিউস[61] পরিচালিত নির্বাসিতদের আক্রমণের প্রতিবিধানের জন্য মিটিলিনে পিটাকাস নির্বাচিত হয়েছিলেন।

§ 10. পিটাকাসের নির্বাচনের সত্যতা প্রমাণ করেছেন অ্যাল্কিউস তাঁর একটি পান গীতিকায়। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন ঃ

বীর্যহীন ও ভাগ্যহীন শহরে তারা হীনজন্মা
পিটাকাসকে রাজাসনে বসিয়েছিল নির্বাচনমঞ্চের
জনারণ্যে প্রশস্তিবাদের মধ্যে।

§ 11. এই একনায়কত্বগুলির দুটি রূপ ছিল এবং এখনও আছে ঃ চরম ক্ষমতার দিক্ থেকে তারা ছিল স্বৈরাচারতন্ত্র, কিন্তু নির্বাচিত ও প্রজাপুঞ্জের মতের উপর নির্ভরশীল হিসাবে তারা ছিল রাজতন্ত্র। কিন্তু রাজতন্ত্রের একটি চতুর্থ প্রকার আছে [যা ততটা অস্পষ্ট নয়]। এটি হচ্ছে বীর যুগের রাজতন্ত্র—নিয়মতান্ত্রিক, জনমতের উপর নির্ভরশীল এবং বংশগত।

§ 12. রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা শিল্পকলায় ও যুদ্ধবিগ্রহে জনসাধারণের হিতকারী ছিলেনঃ তাদের একত্র করেছিলেন একটি শহরে কিংবা তাদের একটি ভূখণ্ডের সংস্থান করেছিলেন ; এইভাবে তাঁরা রাজা হয়েছিলেন সাধারণের সমর্থনে এবং এমন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ন্যস্ত হয়েছিল উত্তরাধিকারীদের হাতে। এই রাজাদের তিনটি সার্বভৌম ক্ষমতা ছিলঃ তাঁরা যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন ; যেখানে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এমন যজ্ঞকর্মের তাঁরা হোতা ছিলেন ; আর আদালতে অভিযোগে বিচারকও তাঁরা ছিলেন। তাঁরা বিচার করতেন কখনও শপথ নিয়ে, কখনও শপথ না নিয়ে ঃ রাজদণ্ডের উত্তোলনই ছিল শপথ গ্রহণের রূপ।

§ 13. পুরাকালে তাঁদের ক্ষমতা ছিল স্থায়ী ; এই ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল শহর, গ্রাম ও বিদেশ সংক্রান্ত কার্যকলাপঃ পরবর্তী কালে এর পরিবর্তন হয়। তাঁদের প্রাধিকারের কতকগুলি তাঁরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেনঃ অন্যগুলি জনসাধারণ হস্তগত করেছিল ; অবশেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজাদের একমাত্র প্রাধিকার ছিল চিরাচরিত যজ্ঞকর্মের পরিচালনা। এমন কি যেসব ক্ষেত্রে বলা যেত যে প্রকৃত রাজতন্ত্র তখনও বিদ্যমান সেখানেও রাজার একমাত্র কার্যকরী ক্ষমতা ছিল বৈদেশিক অভিযানে সামরিক অধিনায়কত্ব।'

§ 14. কাজেই দেখা যাচ্ছে রাজতন্ত্র চার রকমের (1) বীর যুগের রাজতন্ত্র—জনসাধারণের মতের উপর নির্ভরশীল কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধঃ রাজা সেনানায়ক, বিচারক এবং ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান ; (2) অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত রাজতন্ত্র -রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে চরম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও নিয়মতান্ত্রিক ; (3) একনায়কতন্ত্র নামে অভিহিত রাজতন্ত্র—যা এক প্রকার নির্বাচিত স্বৈরাচারতন্ত্র ; (4) স্পার্টায় প্রচলিত

রাজতন্ত্র—যার মোটামুটি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে উত্তরাধিকারসূত্রে পরি-চালিত স্থায়ী সৈন্যাধ্যক্ষতা হিসাবে।

§ 15. আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি কিভাবে এই চার প্রকারের মধ্যে পার্থক্য আছে; কিন্তু আরও এক প্রকার—পঞ্চম প্রকার—রাজতন্ত্র আছে [যা এই চারটির থেকে পৃথক]। এটি হচ্ছে চবম রাজতন্ত্র, যেখানে একটি-মাত্র ব্যক্তি প্রত্যেকটি বিষয়ে সার্বভৌম, এবং একটি জাতি বা রাষ্ট্র জন-সাধারণের বিষয়ে যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এর ক্ষমতাও সেই ধরনের। রাজতন্ত্রের এই প্রকারটি পরিবাবে পিতার কর্তৃত্বের প্রাতিষঙ্গিক। যেমন পৈতৃক শাসন পারিবারিক রাজতন্ত্র তেমনি বিপরীতভাবে এই প্রকার রাজ-তন্ত্রকে একটি রাষ্ট্রের বা উপজাতির বা উপজাতি সমবাযেব উপর পৈতৃক শাসন মনে করা যেতে পারে।

পরিচ্ছেদ 15

[রূপরেখা ঃ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রাজতন্ত্রের পাঁচটি রূপের মধ্যে কেবল শেষটির বিশেষ পরীক্ষা প্রয়োজন। এখানে ব্যক্তিগত শাসন বনাম আইনের শাসনের প্রশ্ন ওঠে। দুপক্ষেই যুক্তি আছে ঃ ব্যক্তিগত শাসনের গুণ হচ্ছে উদ্‌যোগ; আইনের শাসনের গুণ হচ্ছে নিরপেক্ষতা। আইনের শাসন অধিক গরুত্বপূর্ণ, এর উচিত রাজতন্ত্র সমেত সমস্ত সংবিধানের প্রধান নির্ধারক হওয়া; কাজেই রাজতন্ত্রের হওয়া উচিত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। কিন্তু কতকগুলি তুচ্ছ বিষয় আছে যা আইনের দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে না। তখনও প্রশ্ন ওঠে এই বিষয়গুলির নিষ্পত্তি একব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ করলে ভালো হয়। যুক্তিটা ব্যক্তিবর্গের দিকেই ঝোঁকে বেশী। যেখানে রাজতন্ত্রের রূপ নিয়ে একব্যক্তির শাসন বিদ্যমান সেখানে দুটি বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় ঃ রাজতন্ত্র কি বংশগত হবে এবং তার পিছনে কি দেহরক্ষী বা স্থায়ী সেনা থাকবে?]

§ 1. কার্যত এই পাঁচ প্রকার রাজতন্ত্রের মধ্যে মাত্র দুটিকে আমাদের বিবেচনা করা দরকার—এইমাত্র উল্লিখিত প্রকারটি আর স্পার্টার প্রকারটি। অন্য তিন প্রকারের অধিকাংশ দৃষ্টান্তই এই দুটি প্রকারের মাঝামাঝিঃ তাদের রাজারা চরম রাজতন্ত্রের বা 'প্যাম্ব্যাসিলিয়া'র রাজাদের চেয়ে কম পরিমাণে এবং স্পার্টার রাজতন্ত্রের রাজাদের চেয়ে বেশী পরিমাণে সার্বভৌম।

§ 2. [চরম প্রকার দুটির আলোচনা থেকে মধ্যবর্তী প্রকারগুলিকে বুঝতে পারা যায়; আর] আমাদের অনুসন্ধান কার্যত পরিণত হয় দুটি প্রশ্নে। প্রথম প্রশ্নঃ একজন স্থায়ী সেনানায়ক (হয় উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে না হয় কোন ক্রম পরিকল্পনার ভিত্তিতে) থাকা উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থা কি না। দ্বিতীয় প্রশ্নঃ একব্যক্তির সকল বিষয়ে সার্বভৌম হওয়া উপযুক্ত কি না।

প্রথম প্রশ্নটি সাংবিধানিক রূপের আলোচনাক্ষেত্র অপেক্ষা আইন প্রণয়নের আলোচনাক্ষেত্রের বেশী পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত। একজন স্থায়ী সেনানায়ক যে-কোন প্রকার সংবিধানেই থাকতে পারে; কাজেই আমরা এ আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখতে পারি।

§ 3. চরম রাজতন্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। এটি এক প্রকার সংবিধান; সুতরাং এর দার্শনিক আলোচনা করতে এবং এর অন্তর্নিহিত অসুবিধাগুলির সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করতে আমরা বাধ্য।

আমাদের অনুসন্ধান স্বাভাবিকভাবে আরম্ভ হবে এই সাধারণ সমস্যা থেকেঃ 'শ্রেষ্ঠতম মানুষের শাসন না উৎকৃষ্টতম আইনের শাসন—কোন্‌টি অধিক উপযুক্ত?'

§ 4. যাঁরা রাজতন্ত্রকে উপযুক্ত মনে করেন তাঁরা যুক্তি দেখান যে আইন শুধু সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ করতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদেশ জারি করতে পারে না ; সুতরাং আইনের আক্ষরিক বিধানের কর্তৃত্ব প্রত্যেকটি বিদ্যায় [রাষ্ট্রবিদ্যায় বা চিকিৎসাবিদ্যায় বা অন্য কোন বিদ্যায়] নির্বুদ্ধিতা। মিশরে প্রথম চার দিনের পর চিকিৎসকদের চিকিৎসার নিয়ম পরিবর্তন অনুমোদন করা হয়, কিন্তু যে চিকিৎসক তার আগেই পরিবর্তন করেন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজেই। যদি এই যুক্তি আমরা অনুসরণ করি তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে আইনের আক্ষরিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত সংবিধান শ্রেষ্ঠতম সংবিধান নয়, ঠিক সেইভাবে এবং সেই কারণে [যেমন নিয়মবদ্ধ চিকিৎসা প্রকৃষ্টতম চিকিৎসা নয়]।

§ 5. [এই যুক্তিটি হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্‌যোগের পক্ষে।] কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে শাসকেরও মনে রাখা উচিত সাধারণ নিয়ম। [আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে।] যে জিনিসের মধ্যে ক্ষোভের উপাদান একেবারেই নেই সেটি যার মধ্যে এই উপাদানটি জড়িয়ে আছে তার চেয়ে ভালো। আইনের মধ্যে ক্ষোভের উপাদান নেই, কিন্তু মানুষের মনে এই উপাদানটি সর্বদাই থাকে। উত্তরে অবশ্য বলা যেতে পারে যে ব্যক্তির মন এই দিক্‌ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্য দিক্‌ থেকে লাভবান হয়ঃ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সে ভালোভাবে বিবেচনা করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

§ 6. এই সমস্ত বিবেচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিই হবে ব্যবস্থাপক আর থাকবে আইনসমূহ [এমন কি যে রাষ্ট্র এরূপ ব্যক্তিদ্বারা শাসিত হয় সেখানেও], কিন্তু এই সব আইন যেখানে সমস্যা সমাধানে অক্ষম সেখানে সার্বভৌম হবে না, যদিও অন্য সব জায়গায় হবে। একটা সমগ্র শ্রেণীর বিষয় আছে যার মীমাংসা আইনের বিধানের দ্বারা একেবারেই হতে পারে না বা সংগতভাবে হতে পারে না। [কাজেই সেগুলোর মীমাংসা হবে ব্যক্তিগত উদ্‌যোগের দ্বারা ; কিন্তু] প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হবে একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির উপর না জনসমষ্টির উপর। [দেখা যাচ্ছে জনসাধারণের অধিকারের আগেকার প্রশ্নে আমরা ফিরে আসছি।]

§ 7. বর্তমানে বাস্তব জীবনে জনসাধারণ তাদের সভায় বিচারমূলক ও বিতর্কমূলক উভয় প্রকার কাজ করে থাকে এবং উভয় ক্ষেত্রেই তারা যেসব

সিন্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি সবই বিশেষ বিষয়ে [অর্থাৎ যে বিষয়ে নিষ্পত্তি আইনের দ্বারা হতে পারে না বা যথার্থভাবে হতে পারে না]। এই সব সভার জনৈক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে হয়তো শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু রাষ্ট্র গঠিত হয় বহু ব্যক্তি দ্বারা ; এবং যেমন যে ভোজে বহু জন অংশ দান করে সে ভোজ একটি মাত্র ব্যক্তি দ্বারা আয়োজিত ভোজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তেমনি এবং সেই কারণে জনসাধারণ বহু বিষয়ে একজনের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সিন্ধান্তে উপস্থিত হতে পারে।

§ 8. আবার একটি জনমণ্ডলীর পক্ষে দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কম পরিমাণ জলের চেয়ে বেশী পরিমাণ জলের দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম ; এবং কয়েকজনের চেয়ে জনসাধারণের অসৎ হওয়ার সম্ভাবনা কম। একজন লোক যখন ক্রোধ বা এরূপ অন্য কোন প্রক্ষোভের বশীভূত হয় তখন তার বিচারবুদ্ধি অবশ্যই কলুষিত হবে ; কিন্তু সকলের পক্ষে একসঙ্গে রাগান্বিত হওয়া এবং অন্যায় করা সহজ নয়।

§ 9. আমরা ধরে নিতে পারি যে জনসাধারণ সকলেই স্বাধীন মানুষ, তারা আইনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না, এবং আইনের পরিধির বাইরে কাজ করে একমাত্র সেই সব বিষয়ে যা বর্জন করতে আইন স্বভাবতই বাধ্য। আপত্তি হতে পারে যে এই সব অঙ্গহানি বৃহৎ মণ্ডলীতে সহজে ধরা পড়বে না। কিন্তু যদি এমন একটি জনমণ্ডলী পাওয়া যায় যারা একাধারে সুজন ও সুনাগরিক, তাহলে কার দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—এক জনের না সুজনমণ্ডলীর? সম্ভাবনা শেষোক্তের পক্ষে স্পষ্টতর নয় কি? কিন্তু আরও একটি আপত্তি হতে পারে যে একটি জনমণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিতে পারে—যা থেকে একজন বিমুক্ত।

§ 10. এই আপত্তির উত্তরে হয়তো বলা হবে যে একজনের মতো জন-মণ্ডলীও সচ্চরিত্র [এবং সেই কারণে বিরোধবিমুক্ত] হতে পারে। [সুতরাং আমরা এই প্রকার সিন্ধান্তে উপস্থিত হতে পারি।] যদি আমরা অভিজাততন্ত্র বলতে এমন একটি সরকার বুঝি যা কয়েকজন সৎ লোকের হস্তে ন্যস্ত আর রাজতন্ত্র বলতে বুঝি একজনের হস্তে ন্যস্ত সরকার, তাহলে বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্র অপেক্ষা অভিজাততন্ত্রই ভালো (রাজার শাসন দেহরক্ষীদের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হক বা না হক)– অবশ্য যদি বাস্তব জীবনে এমন একদল লোক পাওয়া যায় যারা সকলেই সমভাবে সৎ।

§ 11. পূর্বে রাজতন্ত্র সাধারণ ছিল। সম্ভবত তার কারণ এই যে তখন কয়েক জন অসামান্য সততা সমন্বিত ব্যক্তি ছিল দুষ্প্রাপ্য—বিশেষত তখন রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যাও ছিল স্বল্প। রাজাদের নিযুক্ত হওয়ার আরও

একটি কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন হিতকারী—যা হওয়া সকল সজ্জনেরই কর্তব্য [কিন্তু যা মাত্র একজনই হতে পেরেছিলেন সেকালে]। পরবর্তী কালে সমান সততা সমন্বিত কয়েকজনের আবির্ভাব হয়েছিল : এবং তাঁরা একজনের শাসন সহ্য করতে সম্মত না হওয়ায় সম্মিলিতভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন এবং একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

§ 12. আরও পরবর্তী কালে তাঁদের চরিত্রহানি ঘটেঃ সাধারণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তাঁরা ধনী হয়ে ওঠেন : এবং এরকম কোন কারণ --ধনের প্রতি সমকালীন সম্মান প্রদর্শন—থেকেই মুখ্যতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে বলে আমরা যুক্তিযুক্তভাবে ধরে নিতে পারি। আরও পরবর্তী কালে মুখ্যতন্ত্র স্বৈরাচারতন্ত্রে পরিণত হয় এবং তারপর স্বৈরাচারতন্ত্র পরিণত হয় গণতন্ত্রে। কারণ এই যে সরকারের সভ্যরা পদজনিত লাভে প্রলুব্ধ হয়ে পদাধিকার সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতব পরিধির মধ্যে সংকুচিত করেন : এই নীতির ফলে জনসাধারণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বিদ্রোহ করে এবং গণতন্ত্রের প্রবর্তন করে।

§ 13. আধুনিক যুগে রাষ্ট্রেব আয়তন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায বলতে পারি যে অন্য কোন প্রকার সংবিধানের অস্তিত্ব আদৌ সম্ভবপর নয়।

[রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের আপেক্ষিক গুণ আলোচনায় ফিরে এসে আমরা আরও দুটি প্রশ্ন তুলতে পারি। প্রথমটি এই।] রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্রই যদি উৎকৃষ্টতম সরকার বলে স্বীকৃত হয় তাহলে রাজার সন্তান-দের অবস্থা কি হবে? আমরা কি বলব যে রাজতন্ত্র পরিবারে বর্তাবে এবং তাঁর বংশধররাও রাজা হবেন? তাঁবা যদি সাধারণ মানুষ হয়ে দাঁড়ান তাহলে ফল হবে ক্ষতিকর।

§ 14. তর্ক করা যেতে পারে যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাজা সন্তানদের মুকুট দেবেন না। কিন্তু এটা একেবারে অবিশ্বাস্য যে রাজা এইভাবে কাজ করবেন ঃ এটি একটি শক্ত কাজ, এটি করতে গেলে যে পরিমাণ সততাব প্রয়োজন মানুযের স্বভাব বিবেচনা করে ততটা আমরা আশা করতে পারি নে। অপর প্রশ্নটিও অসুবিধার সৃষ্টি করেঃ সেটি হচ্ছে রাজার দেহরক্ষী সম্পর্কে। যে ব্যক্তি রাজা হবেন তাঁর কি উচিত নিজের দেহকে এমন একটি শক্তি দিয়ে ঘিরে রাখা যা তাঁকে সাহায্য করবে অমান্যকারীদের উপর বল প্রয়োগে? যদি তা না হয়, তাহলে কিভাবে তাঁর শাসন পরিচালনা কবা সম্ভব হবে?

§ 15. তিনি যদি এমন সার্বভৌম হন যে আইন অনুযায়ী শাসন করেন এবং কখনও নিজ বিবেচনাব উপর নির্ভর করে আইনের বাইরে কাজ করেন না, তাহলেও আইনকে রক্ষা করার জন্য তাঁর দেহরক্ষী অবশ্য প্রয়োজনীয়।

§ 16. এই প্রকার রাজার ক্ষেত্রে, যিনি আইন অনুযায়ী শাসন করেন, প্রশ্নটির মীমাংসা করা হয়তো সহজ। তাঁর কিছু পরিমাণ শক্তি থাকা উচিত—অবশ্য তাঁর প্রজাপুঞ্জের চেয়ে কম কিন্তু একজন লোক বা একদল লোকের চেয়ে বেশী। পুরাকালে যখন কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হতেন নায়ক বা স্বৈরাচারীর পদবিতে তখন দেহরক্ষীর প্রকৃতি এই রকমই ছিল। ডাইওনিসিয়াস যখন দেহরক্ষী চেয়েছিলেন তখন সাইরাকিউসের জনৈক উপদেষ্টা জনসাধারণকে এই আয়তনের বল দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পরিচ্ছেদ 16

[রূপরেখা : পূর্ব পরিচ্ছেদের সাধারণ বিবেচনা যদি একান্তই রাজতন্ত্রের পক্ষে হয়ে থাকে তাহলে তা হয়েছে সাংবিধানিক এবং নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের পক্ষে। কিন্তু চরম রাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দেখানো যায় কি না সে প্রশ্ন এখনও রয়েছে। এই রকম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি হতে পারে যে এ সমান মানুষের স্বাধীন সমাজের ভাবের বিপরীত এবং আইনের শাসনের প্রতিকূল। অবশ্য অধিরাজের শাসনকে তাঁর পরিপক্ক জ্ঞানের জন্য সমর্থন করা যেতে পাবে : এবং তাঁর পক্ষে বিজ্ঞান ও কলার উপমা তুলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু উপমাটি কার্যত খাটে না; আর যে-কোন ক্ষেত্রে একজনের অপেক্ষা কয়েক জনের মধ্যে বিচক্ষণ জ্ঞান থাকার সম্ভবনা বেশী। অতএব এ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত চরম রাজতন্ত্রের প্রতিকূল মনে হচ্ছে —অন্তত সাধারণ বিবেচনার দিক্ থেকে।]

§ 1. [আমরা এইমাত্র বলছিলাম সেই রাজার কথা যিনি আইন অনুযায়ী কাজ করেন এবং নিজ বিবেচনার উপর নির্ভর করে কোন কাজ করেন না।] কিন্তু এখন আমরা যে যুক্তির সম্মুখীন হচ্ছি এবং যে অনুসন্ধান আমাদের এখনও করতে হবে সেটা সেই রাজার সম্পর্কে যিনি প্রত্যেকটি কাজ করেন আপন বিবেচনায়...আগেই বলা হয়েছে [§ 2, পূর্ব-বর্তী পরিচ্ছেদ], যে রাজতন্ত্র আইন অনুযায়ী কাজ কবে সে নিজে কোন প্রকার সংবিধানই নয়। স্থায়ী সামরিক অধিনায়কত্ব [যা এই প্রকার রাজ-তন্ত্র সাধারণত বোঝায়] যে-কোন প্রকার সংবিধানে থাকতে পারে—যেমন গণতন্ত্রে বা অভিজাততন্ত্রে; এবং বেসামরিক শাসনক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংবিধান সমন্বিত কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেখানে একমাত্র ব্যক্তি সার্বভৌম [যদি সে আইন অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত থাকে]ঃ উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এপিড্যাম্নাসে এই ধরনের একজন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন এবং ওপাসেও একজন আছেন যাঁর ক্ষমতা আরও কতকটা সংকুচিত।[C2]

§ 2. কিন্তু চরম রাজতন্ত্র, অথবা যাকে বলা হয় 'প্যাম্ব্যাসিলিয়া', এমন একটি সংবিধান যেখানে রাজা শাসন পরিচালনা করেন নিজ বিবেচনায় এবং সমস্ত বিষয়ে। কেউ কেউ মনে করেন যে সমান সমান লোকদ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের অপর সকল সভ্যের উপর একজনের সার্বভৌমত্ব কোনমতেই স্বাভাবিক নয় [উপযুক্ত হওয়া তো দূরের কথা]। এই মত অনুযায়ী যারা স্বাভাবিকভাবে সমান তাদের অধিকার ও যোগ্যতা স্বাভাবিকভাবেই সমান হতে হবে; কাজেই সমানদের অসমান অংশ দেওয়া (অথবা, বিপরীতভাবে,

অসমানদের সমান অংশ দেওয়া) সম্মান ও পদ বণ্টনের এই প্রণালী [মনের দিক্ থেকে] তেমনি ক্ষতিকর যেমন শরীরের দিক্ থেকে ক্ষতিকর হবে যদি খাদ্য ও বস্ত্র বণ্টনে ঐ প্রণালী অনুসৃত হয়।

§ 3. সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে সমানদের পক্ষে শাসিত হওয়া এবং শাসন করা [চরম ক্ষমতাশালী রাজাদের মতো সব সময়ে শাসন করা নয়], ন্যায়সংগত, অতএব পদের পর্যায়ানুক্রম ও ন্যায়সংগত। কিন্তু আমরা যখন এই জায়গায় আসি তখন আমরা আইনের কাছেই এসে পড়ি; কেননা ব্যবস্থাটি [যা পদের পর্যায়ানুক্রম নিয়ন্ত্রণ করে] হচ্ছে আইন। সুতরাং যে মতের কথা আমরা বলছি সেই অনুসারে আইনের শাসন একমাত্র ব্যক্তির শাসন অপেক্ষা অধিক বরণীয়।

§ 4. এই মত অনুসরণ করে বলা হয় যে যদি ব্যক্তিদের শাসন উৎকৃষ্ট-তব ব্যবস্থা বলে মনে করা হয় তাহলে তাদেব 'আইন অভিভাবক' বা আইন সচিব নিযুক্ত করা উচিত। স্বীকার করা হয় যে রাষ্ট্রে পদ থাকবেই; কিন্তু বলা হয় যে সকলেই যেখানে সমান সমান সেখানে ন্যায়সংগতভাবে পদগুলি একজনের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

[আইনের শাসনের পক্ষে আবও কতকগুলি বিবেচনা যোগ করা যেতে পারে।] যদি এমন কতকগুলি বিষয় থাকে যার মীমাংসা করতে আইন অপারক মনে হয়, তাহলে এও সত্য যে এই সকল বিষয়ের সমাধান করতে একজন ব্যক্তিও সমভাবে অসমর্থ।

§ 5. আইন [চেষ্টার ত্রুটি করে না ঃ সে] আপনার ভাবে পদাধি-কারীদের অকপট শিক্ষা দেয় এবং তার পর যে অবশিষ্ট বিষয়গুলি সে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সেগুলি 'যত দূর সম্ভব ন্যায্যভাবে' নিষ্পত্তি করাব জন্য তাদের নিযুক্ত করে। তাছাড়া অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমান আইনেব সংস্কার যদি তাদের হিতকর বলে মনে হয়, তাহলে সে কাজ করবার অনুমতি তাদের দেয়। ধরা যেতে পারে যে যিনি আইনের শাসনকে অনুমোদন করেন তিনি ঈশ্বরের ও যুক্তির শাসনকে ববণ করেন; যিনি একজন মানুষের শাসনকে অনুমোদন করেন তিনি পাশবিকতাকে আহ্বান জানান। বিষয়াত্মক সুখের স্পৃহার প্রকৃতি এই রকম; আর পদাধিকারীরা উৎকৃষ্টতম মানুষ হলেও ক্ষোভ তাদের মধ্যে বিকার নিয়ে আসে। সুতরাং [ঈশ্বরের বিশুদ্ধ বাণী ও যুক্তি হিসাবে] আইনের আখ্যা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে ঃ 'সর্ব প্রকাব ক্ষোভ থেকে মুক্ত যুক্তি'।

§ 6. বিদ্যাসমূহের উপমা [যেমন পূর্বকথিত চিকিৎসাবিদ্যার] ঠিক নয়। এটা হয়তো ঠিক যে পাঠ্য পুস্তকের নিয়ম অনুযায়ী চিকিৎসা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং যাঁদের বৃত্তিমূলক নিপুণতা আছে তাঁদের সাহায্য

গ্রহণ করা অনেক ভালো। [কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে চিকিৎসক ও রাজনীতিজ্ঞের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে।]

§ 7. পক্ষপাতের উদ্দেশ্যে চিকিৎসকরা কখনও যুক্তিবিরুদ্ধ কাজ করেন না ঃ তাঁরা রোগীদের নিরাময় করে দর্শনী উপার্জন করেন। পদাসীন রাজনীতিজ্ঞরা বন্ধুদের অনুগ্রহ এবং শত্রুদের নিগ্রহ করার জন্য অনেক কাজ করে থাকেন। যদি রোগীদের সন্দেহ হয় যে চিকিৎসকরা নিজস্ব লাভের জন্য তাদের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত তাদের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন, তাহলে তারা পাঠ্যপুস্তকের নিয়ম অনুযায়ী চিকিৎসায় বেশী আগ্রহী হবে।

§ 8. আর একটা কথা। চিকিৎসকরা পীড়িত হলে চিকিৎসার জন্য অন্য চিকিৎসকদের ডাকেন ; শিক্ষকরা শিক্ষাকালে অন্য শিক্ষকদের সাহায্য গ্রহণ করেন। [তাঁরা একটি নিরপেক্ষ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন] এই ভেবে যে তাঁরা নিজেদের সঠিক বিচার করতে পারেন না,—কেননা তাঁরা নিজভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজ বিষয়ে বিচারক হয়েছেন। এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বিচার পেতে গেলে একটি নিরপেক্ষ শক্তির সন্ধান করতে হয় ; আইন একটি নিরপেক্ষ শক্তি।

§ 9. [আমরা এ পর্যন্ত আইনের লিখিত নিয়মগুলির কথাই বলে আসছি] কিন্তু লিখিত আইন অপেক্ষা অলিখিত রীতির উপর নির্ভরশীল আইনগুলি আরও বেশী সার্বভৌম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ; এবং এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এমনকি যদি একজনের শাসন লিখিত আইনের শাসন অপেক্ষাও নিরাপদ হয়, তাহলেও সে যে অলিখিত আইনের শাসন অপেক্ষা নিরাপদ হবে তা বলা যায় না।

একজনের শাসনের বিরুদ্ধে [পক্ষপাতের আশঙ্কা ছাড়া] আরও একটি আপত্তি এই যে সে একই সময়ে একাধিক বিষয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারে না। কাজেই তাকে সাহায্য করবার জন্য একাধিক পদাধিকারী নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে। কিন্তু [গোড়াতেই] এসব পদাধিকারী পাওয়া এবং পরে একজনের পছন্দমতো তাদের নিযুক্ত করার মধ্যে কোন যথার্থ পার্থক্য আছে কি?

§ 10. যুক্তিকে দৃঢ় করবার জন্য আমরা আরও একটি কথা যোগ করতে পারি যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অপরের চেয়ে ভালো হওয়ার জন্য যদি সৎ লোকের কর্তৃত্বের দাবি ন্যায্য হয়, তাহলে দুজন সৎ লোক একজন সৎ লোকের চেয়ে ভালো [এবং সে কারণে তাদের দাবি আরও বেশী ন্যায্য]। হোমার সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন একটি পঙ্‌ক্তিতে,

দুজন মানুষ যখন একসঙ্গে চলে তখন একজন
আর একজনের চেয়ে আগে দেখতে পায়,

কিংবা আবার অ্যাগামেমননের মুখের প্রার্থনায়,
নেস্টরের[64] মতো দশ জন পরামর্শদাতা পেতে চাই।

আমাদের সময়েও বিচারকদের মতো কয়েক জন আধিকারিক দেখতে পাই —তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয় সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করতে যেখানে আইন নিষ্পত্তি করতে অক্ষম ; অবশ্য কেবল সেই সব বিষয়েই, কেননা এটা অবিসংবাদী যে যে-সমস্ত বিষয়ে নিষ্পত্তি করতে আইন সক্ষম সেখানে আইনই হবে সর্বোত্তম শাসক ও বিচারক।

§ 11. যেহেতু সমগ্র ক্ষেত্র আইনের এলাকার মধ্যে নয় এবং কতকগুলি বিষয় এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, সেজন্য অসুবিধা দেখা দেয় এবং প্রশ্ন ওঠে, 'সর্বোত্তম মানুষের শাসন অপেক্ষা সর্বোত্তম আইনের শাসন ভালো কি?' যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বিতর্কের অন্তর্গত সাক্ষাৎভাবে তাদের সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করা চলে না। আইনের শাসনের অধিবক্তারা অস্বীকার করেন না যে এই বিষয়গুলি মানুষের বিচারাধীন হওয়া উচিত : তাঁদের দাবি কেবল এই যে সেগুলি একজনের বিচারাধীন না হয়ে বহুজনের বিচারাধীন হওয়া উচিত।

§ 12. আইনের দ্বারা শিক্ষিত সমস্ত আধিকারিকই সুবিচারক হবেন ; এবং এরূপ চিন্তা করা একান্ত অসংগত হবে যে একজন দুটি চোখ দিয়ে ভালো দেখবেন, দুটি কান দিয়ে ভালো শুনবেন এবং দুটি হাত পা দিয়ে ভালো কাজ করবেন বহু অঙ্গদ্বারা বহু জন যা করবেন তার চেয়ে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে রাজাদের রীতি হচ্ছে বহু চোখ, কান, হাত ও পা দিয়ে কাজ করা এবং যাঁরা তাঁদের শাসন ও জীবনের বন্ধু তাঁদের সহকর্মী হিসাবে ব্যবহার করা।

§ 13. রাজার সহকর্মীদের হতে হবে তাঁর বন্ধু ঃ নইলে তাঁরা তাঁর নীতি অনুযায়ী কাজ করবেন না। কিন্তু যদি তাঁরা তাঁর জীবন ও শাসনের বন্ধু হন, তাহলে তাঁরা আরও হবেন—মানুষের বন্ধুরা যেমন সর্বদা হয়ে থাকে—তাঁর সমান সমান, এবং যেহেতু তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর বন্ধুদের পদলাভ করা উচিত, সেহেতু তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে যাঁরা তাঁর সমান সমান তাঁদেরও উচিত পদলাভ করা।

রাজতন্ত্রের বিপক্ষে যাঁরা তর্ক করেন এগুলি হল তাঁদের প্রধান যুক্তি।

পরিচ্ছেদ 17

[রূপরেখা ঃ একটি বিশেষ প্রকার সমাজে কিন্তু চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেই বিশেষ প্রকার সমাজটি হচ্ছে যেখানে একটি পরিবার অথবা একটি ব্যক্তি এমন অসাধারণ গুণের অধিকারী যে সে অন্য সব সভ্যকে অতিক্রম করে যায়। এখানে ন্যায় ও ঔচিত্যের খাতিরে পরিপূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও পদাবধিহীন চরম রাজতন্ত্রের প্রয়োজন।]

§ 1. এই যুক্তিগুলি কিন্তু আংশিক সত্য হতে পারে—প্রয়োগ করলে কোন কোন সমাজে সত্য হতে পারে আবার কোন কোন সমাজে সত্য না হতে পারে। এক প্রকার সমাজ আছে যা প্রকৃতিগতভাবে স্বৈরাচারতন্ত্র ধরনের শাসনের [অর্থাৎ ক্রীতদাসের উপর গৃহস্বামীর শাসনের ধরনের] উপযোগী ; আর এক প্রকার আছে যা রাজতন্ত্রের উপযোগী ; আরও এক প্রকার আছে যা নিয়মতান্ত্রিক শাসনের উপযোগী ; এবং এটা সংগত ও উপযুক্ত যে এই সব সমাজের প্রত্যেকটি সেইভাবেই শাসিত হবে। (কিন্তু এমন কোন সমাজ নেই যা প্রকৃতিগতভাবে স্বৈরাচারী শাসনের জন্য অথবা অশুদ্ধ বা বিকৃত সংবিধানগুলির মধ্যে বিদ্যমান অন্য প্রকার শাসনের জন্য অভিপ্রেতঃ যেসব সমাজ এই ধরনের শাসনের অধীন তারা অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে।)

§ 2. এইমাত্র যা বলা হয়েছে তার থেকে যথেষ্ট বোঝা যায় যে যে-দলে সভ্যরা সমান সমান সেখানে কোন এক ব্যক্তির পক্ষে অন্য সকলের উপর সার্বভৌম হওয়া সংগতও নয় উপযুক্তও নয়। যেখানে একব্যক্তি স্বয়ং আইন হয়ে শাসন করছেন সেখানে—আইন না থাকলেই বা কি আর থাকলেই বা কি—এটি সমানভাবে সত্য ; একক ব্যক্তি যদি সৎ লোকের শাসনকর্তা সৎ লোক হন বা অসৎ লোকের শাসনকর্তা অসৎ লোক হন, তাহলেও এটি সত্য ; এটি এমন কি সেখানেও সত্য যেখানে একক ব্যক্তি [অপর সকলের চেয়ে] সততায় উন্নত....অবশ্য যদি তাঁর উৎকৃষ্টতা বিশেষ প্রকৃতির হয় তাহলে অন্য কথা।

§ 3. এখন আমাদের দেখতে হবে ঐ প্রকৃতিটি কি—যদিও বস্তুত ঐটিকে পূর্বে এক জায়গায় কতকটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[[আমাদের প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে কি কি ধরনের দল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং নিয়মতান্ত্রিক সরকারের উপযোগী।

§ 4. সেই সমাজ রাজতন্ত্রের উপযোগী যার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতায় বিশেষাভিজ্ঞ একটি বিশেষ বংশ বা পরিবার সৃষ্টি করবার। সেই সমাজ অভিজাততন্ত্রের উপযোগী যার 'স্বাভাবিক

প্রবণতা আছে এমন মানুষ সৃষ্টি করবার যারা রাজনৈতিক শাসনের যোগ্যতায় অগ্রণী মানুষদের দ্বারা স্বাধীন মানুষের উপযুক্তভাবে শাসিত হতে পারে। সেই সমাজ সাংবিধানিক সরকারের [অর্থাৎ 'নিয়মতন্ত্র'-এর] উপযোগী যেখানে সামরিক যোগ্যতাসম্পন্ন এমন একদল মানুষ স্বভাবতই মেলে যারা ধনীদের মধ্যে গুণের অনুপাতে পদবণ্টনকারী আইন-ব্যবস্থার অধীনে শাসন করতে ও শাসিত হতে পারে।]][64]

§ 5. [যে বিশেষ প্রকার উৎকৃষ্টতার জোরে এক ব্যক্তি, সাধারণ মত বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও, শাসনের অধিকারী হতে পারেন সেটি এই।] যখন দেখা যায় যে একটি সমগ্র পরিবারের বা এমন কি একমাত্র ব্যক্তির এমন অসাধারণ গুণ আছে যা অন্য সকলের গুণকে অতিক্রম করে যায়, তখন এটি ন্যায়সংগত যে এই পরিবারের উপর রাজতন্ত্র ও চরম সার্বভৌমত্ব অর্পিত হবে অথবা এই একক ব্যক্তি রাজা [ও চরম সার্বভৌম] হবেন।

§ 6. কিন্তু এটা শুধু ন্যায়ের প্রশ্ন নয়। যে-কোন সংবিধান প্রতিষ্ঠার সময়ে—অভিজাততন্ত্রই হক আর মুখ্যতন্ত্রই হক অথবা গণতন্ত্রই হক—সাধারণত ন্যায়ের যুক্তি দেখানো হয়। সব রকম সংবিধানে ন্যায়ের নামে কোন না কোন প্রকার উৎকৃষ্টতার স্বীকৃতি দাবি করা হয়, যদিও উৎকৃষ্টতার যে প্রকারের জন্য দাবি করা হয় তা বিভিন্ন সংবিধানে বিভিন্ন। এখানে কিন্তু একটি বিশেষ যুক্তি রয়েছে—যথার্থতার যুক্তিঃ এর উল্লেখের কারণ ইতিপূর্বে ঘটেছে।

§ 7. একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া কিংবা চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করা কিংবা কিছুদিনের জন্য দেশান্তরিত করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। তাঁকে পর্যায়ক্রমে শাসিত হতে বাধ্য করাও কম অন্যায় হবে না। অংশের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়া সমগ্রের পক্ষে কখনও স্বভাবসিদ্ধ নয়; এবং যে ব্যক্তি অন্য সকলের অপেক্ষা এত অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অংশের সঙ্গে সমগ্রের মতো।

§ 8. এখন একমাত্র পথ এই যে তিনি আনুগত্য লাভ করবেন এবং সার্বভৌম হবেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য—অন্যের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে হবেন না।

এই সব আলোচনা থেকে রাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত বোঝা যাবে আর উত্তর মিলবে তিনটি প্রশ্নের—এর বিভিন্ন রূপ কি কি? রাষ্ট্রের পক্ষে এটি সুবিধাজনক কি না? যদি তা হয়, তাহলে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় এটি সুবিধাজনক?

পরিচ্ছেদ 18

[রূপরেখা : আমরা এখন অনুসন্ধান করতে পারি কিভাবে একটি উৎকৃষ্ট সংবিধান—অভিজাততন্ত্র হক বা রাজতন্ত্র হক—রচনা করা উচিত। একটি উৎকৃষ্ট মানুষ যে উপায়ে তৈরি হয় একটি উৎকৃষ্ট সংবিধানও সেই উপায়ে রচনা করতে হবে। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে সুন্দর জীবনের স্বরূপ, যা সুজন ও সুসংবিধান উভয়েরই লক্ষ্য।]

§ 1. [এখন অনুসন্ধান করা যেতে পারে কিভাবে একটি উৎকৃষ্ট সংবিধান রচনা করা যায়।] আমরা লিপিবন্ধ করেছি যে তিন প্রকার বিশুদ্ধ সংবিধান আছে এবং এদের ভিতর সেইটি সর্বোত্তম যেটি পরিচালিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠদের দ্বারা। এটি হচ্ছে সেই প্রকার যেখানে এক ব্যক্তি বা একটি সম্পূর্ণ পরিবার বা কতিপয় ব্যক্তি সততায় অপর সকলকে অতিক্রম করেছে [আর সেই কারণে শাসনের অধিকারী হয়েছে], কিন্তু যেখানে শাসক ও শাসিতরা সর্বাধিক কাম্য জীবনরীতি অর্জনে ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। আমাদের অনুসন্ধানের সূচনায় আমরা আরও দেখিয়েছি যে সুজনের সততা এবং শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রের সুনাগরিকের সততা অভিন্ন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে যে-পদ্ধতিতে এবং উপায়ে মানুষ সততা অর্জন করে, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ও উপায়ে অভিজাততন্ত্র অথবা রাজতন্ত্রের আদর্শে [অর্থাৎ যে আদর্শে সুনাগরিক ও সুজনের সততা অভিন্ন] একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যেতে পারে ; কাজেই যে শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা সুরাষ্ট্রবিদ্ অথবা সুরাজা তৈরি হয় সাধারণত সেই শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা সুজন তৈরি হবে।

§ 2. এসব বিষয়ের মীমাংসা হয়েছে। এবার আমরা চেষ্টা করব শ্রেষ্ঠতম সংবিধানের আলোচনার: প্রশ্ন তুলব, 'এর আবির্ভাবের অনুকূল অবস্থা কি, এবং কিভাবে এর প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে?' এ বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান করতে হলে প্রয়োজন.... [প্রথমে সর্বাধিক কাম্য জীবন-রীতির স্বরূপ নির্ণয় করা]।

চতুর্থ খণ্ড

প্রচলিত সংবিধান ও তার বৈচিত্র্য

A

উপক্রমণিকা

পরিচ্ছেদ 1

[রূপরেখা ঃ অন্যান্য কলা ও বিজ্ঞানের মতো রাষ্ট্রতত্ত্বের শুধু আদর্শ বিবেচনা করলে হবে না, বাস্তবের বিবিধ সমস্যাও বিবেচনা করতে হবে—যেমন নির্দিষ্ট অবস্থায় কোন্ সংবিধানটি সব চেয়ে বেশী সুসাধ্য; প্রচলিত সংবিধান-গুলিকে রক্ষা করবার উপায়গুলি কি; অধিকাংশ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন্ সংবিধানটি সাধারণত সব চেয়ে বেশী সুগম; প্রধান সংবিধানগুলির, এবং বিশেষত গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কি কি। রাষ্ট্রতত্ত্ব কেবল সংবিধানের আলোচনা করবে না, আইনের এবং সংবিধানের সঙ্গে আইনের উপযুক্ত সম্পর্কেরও আলোচনা করবে।]

§ 1. একটি নিয়ম আছে যা সমস্ত ব্যবহারিক কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যখন তারা কোন একটি বিষয়ের খণ্ড খণ্ড অনুসন্ধানে ব্যাপৃত না থেকে সামগ্রিক গবেষণায় নিযুক্ত হয়! প্রত্যেককে তার বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়ের উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হয়। উদাহরণঃ শারীরিক শিক্ষাবিদ্যাকে বিচার করতে হয়—(1) কি ধরনের শিক্ষা কি ধরনের দেহের উপযোগী; (2) কোন্‌টি আদর্শ শিক্ষা—অর্থাৎ যে শিক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্প্রাপ্ত ও শ্রেষ্ঠ উপাদান-সমন্বিত দেহের সর্বাধিক উপযোগী (কেননা আদর্শ শিক্ষা এরূপ দেহের উপযুক্ত হওয়াই উচিত); এবং (3) কি ধরনের শিক্ষা সাধারণত অধিকাংশ দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে—কেননা দেহচর্চা বিদ্যা দ্বারা যেসব সমস্যার সমাধান করতে হবে এটিও তার অন্যতম।

§ 2. এখানেই শেষ নয়। (4) এমন লোক থাকতে পারে যারা ব্যায়াম-শিক্ষা করতে ইচ্ছুক কিন্তু প্রতিযোগিতার জন্য যে মানের কৌশল ও অবস্থা প্রয়োজন তা অর্জন করতে ইচ্ছুক নয়; এখানে শিক্ষক ও ব্যায়ামবিদের আরও একটি কর্তব্য আছে—এই সব লোক ঠিক যে পরিমাণ কৌশল চায় সেইটুকু শিক্ষা দেওয়া....শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যা সত্য দৃশ্যত চিকিৎসা বা জাহাজ নির্মাণ, সূচিকর্ম এবং অপরাপর বিদ্যার ক্ষেত্রেও তা সত্য।

§ 3. এর থেকে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রতত্ত্বের [যা ব্যবহারিক কলা ও

বিজ্ঞানের সগোত্র তার] অনুশীলন সমানভাবে ব্যাপক হবে। প্রথমত, একে বিবেচনা করতে হবে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতম সংবিধান এবং কি কি গুণ থাকলে একটি সংবিধান আদর্শের নিকটতম সান্নিধ্যে আসতে পারে যখন কোন বাহ্যিক অন্তরায় [যেমন উপায়ের অভাব অথবা উপায়ের অসমান বণ্টন] না ঘটে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রতত্ত্বকে বিবেচনা করতে হবে কি প্রকার নাগরিকমণ্ডলীর জন্য কি প্রকার সংবিধান উপযোগী। সাধারণ স্তরের রাষ্ট্রগুলির পক্ষে শ্রেষ্ঠতম সংবিধান লাভ করা সম্ভবপর নয়; কাজেই যোগ্য ব্যবস্থাপক এবং প্রকৃত রাষ্ট্রবিদ্‌কে লক্ষ্য রাখতে হবে শুধু পরম উৎকৃষ্টতার উপর নয়, বাস্তব অবস্থার দিক্ থেকে যা সর্বোৎকৃষ্ট তার উপরও।

§ 4. তৃতীয়ত, রাষ্ট্রতত্ত্বকে আরও বিবেচনা করতে হবে সেই ধরনের সংবিধানের যা নির্ভর করে একটি অঙ্গীকারের উপর। অর্থাৎ রাষ্ট্রতত্ত্বের ছাত্রকে পরীক্ষা করতে হবে একটি **নির্দিষ্ট** সংবিধানের বাস্তব রূপকে, যাতে তার উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা যায় আর ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে তার দীর্ঘতম জীবন ভোগ করা সম্ভব হতে পাবে। যে ধরনের অবস্থাটির কথা আমরা ভাবছি সেটি এমন একটি রাষ্ট্র যার আদর্শের দিক্ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট সংবিধান নেই (এমন কি তার জন্য যেসব প্রাথমিক অবস্থার প্রয়োজন তাও নেই) অথবা বাস্তব অবস্থায় সম্ভবপর সর্বোত্তম সংবিধান নেই, কিন্তু কেবল নিকৃষ্ট ধরনের একটি সংবিধান আছে।

§ 5. চতুর্থত, এসব কর্তব্য ছাড়া রাষ্ট্রতত্ত্বের আবও একটি কর্তব্য হচ্ছে যে ধরনের সংবিধান রাষ্ট্রসাধারণের পক্ষে সুন্দরভাবে উপযুক্ত তার সম্বন্ধে জ্ঞান সরবরাহ করা। রাষ্ট্রতত্ত্বের অধিকাংশ লেখক হয়তো অন্য দিকে যোগ্য, কিন্তু যখন তাঁরা বাস্তব **উপযোগের** বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা অকৃতকার্য হন।

§ 6. আমাদের শুধু আদর্শের দিক্ থেকে উৎকৃষ্টতম সংবিধান আলোচনা করলে চলবে না। আরও আলোচনা করতে হবে সেই ধরনের সংবিধান যা ব্যবহারযোগ্য [অর্থাৎ বাস্তব অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের পক্ষে যা সবচেয়ে ভালো]—এবং সেই সঙ্গে এবং একই ভাবে আলোচনা করতে হবে সেই ধরনের সংবিধান যা চালনা করা সবচেয়ে সহজ এবং যা সাধারণত রাষ্ট্রের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। কার্যত লেখকদের দুটি ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কেউ কেউ অনুসন্ধানে নিবস্ত হন পরোৎকর্ষের প্রান্তে, যার জন্য প্রয়োজন [প্রারম্ভিক সুবিধার] মস্ত সরঞ্জাম। অন্যরা সাধ্য রূপের দিকে কতকটা অভিমুখী হলেও প্রচলিত সংবিধানের সাধারণ শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপও করেন না এবং কেবল স্পার্টার সংবিধানের বা অপর কোন **একটির** প্রশংসা করেন।

§ 7. সেই ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করা উচিত যাকে সহজে বর্তমান ব্যবস্থায় স্থাপন করতে মানুষকে প্রবৃত্ত করা যেতে পারে এবং যা করতে তারা তৎক্ষণাৎ সক্ষম হবে। একটি নতুন সংবিধান রচনা করা যেমন কঠিন একটি পুরাতন সংবিধান সংস্কার করাও তেমনি কঠিন ; একটি শিক্ষা প্রথমে গ্রহণ করা যেমন শক্ত বিস্মৃত হওয়াও তেমনি শক্ত। সুতরাং যেসব বিষয়ের কথা এইমাত্র বলা হয়েছে [আদর্শের দিক্ থেকে সর্বোত্তম সংবিধানের অথবা স্পার্টার সংবিধানের মতো অপর একটি বিশেষ রূপের আলোচনা সম্পর্কে] তার মধ্যে নিজেকে নিবন্ধ বাখা প্রকৃত রাষ্ট্রবিদের উচিত নয়ঃ আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর যোগ্যতা থাকা উচিত প্রচলিত যে-কোন সংবিধানকে [সংস্কারের পথে] সাহায্য করার।

§ 8. কত বিভিন্ন প্রকার সংবিধান আছে না জানলে তিনি তা করতে পারেন না। কার্যত দেখতে পাই লোকের ধারণা এই যে মাত্র এক প্রকার গণতন্ত্র বা মুখ্যতন্ত্র আছে। এটি ভুল। এই ভুলটি এড়াতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রত্যেক সংবিধানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আমাদের অবহিত থাকতে হবে তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে এবং যেসব ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাবা রচিত হয় তার সংখ্যা সম্বন্ধে।

§ 9. এই রকম বিবেচক হয়ে রাষ্ট্রতত্ত্বের ছাত্রদের নিরপেক্ষভাবে সর্বোৎকৃষ্ট আইন এবং প্রত্যেকটি সংবিধানের উপযোগী আইনেব মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে শেখা উচিত। 'প্রত্যেক সংবিধানেব উপযোগী'- এই বাক্যটি আমরা ব্যবহার করছি, কেননা আইন হওয়া উচিত সংবিধানের উপযোগী (যা কার্যত তারা সব সময়েই হয়ে থাকে), সংবিধান হওয়া উচিত নয় আইনের উপযোগী।

§ 10. কারণটি এই। সংবিধানের আখ্যা এইভাবে দেওয়া যেতে পারেঃ 'রাষ্ট্রের পদসমূহের এমন একটি বিন্যাস যার দ্বারা তাদের বণ্টনপদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারিত হয়, এবং সংগঠন ও তার সকল সদস্যের অনুসরণীয় উদ্দেশ্যের প্রকৃতি বিহিত হয়।' সংবিধানেব আকৃতি থেকে পৃথক্‌ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে যেসব নিয়মের দ্বারা ম্যাজি-স্ট্রেটরা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং আইনভঙ্গকারীদের উপর নজর রাখবে ও তাদের সংযত করবে সেগুলিই আইন।

§ 11. আইন ও সংবিধানের সম্পর্কের এই ধারণা থেকে একটি জিনিস অনুমান করা যায়ঃ প্রত্যেক সংবিধানেব ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও তাদের সংখ্যা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে [যাতে আমরা প্রত্যেকটিকে উপযুক্ত

সাংবিধানিক সংশোধন দ্বারা সংস্কার করতে পারি কেবল সেজন্য নয়] যাতে আমরা প্রত্যেকটির উপযোগী আইন প্রণয়ন করতে পারি। যদি ধরে নেওয়া হয় [যা নেওয়া উচিত] যে গণতন্ত্রের রূপ একটিমাত্র নয় বা মুখ্যতন্ত্রের রূপ একটিমাত্র নয়, প্রত্যেকের কতিপয় রূপ আছে, তাহলে একই আইন সকল মুখ্যতন্ত্রেব বা সকল গণতন্ত্রের পক্ষে সমানভাবে হিতকর হওয়া সম্ভব নয়।

পরিচ্ছেদ 2

[রূপরেখা ঃ পূর্ববর্তী খণ্ডে যে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তারপর এই ভিত্তিতে 'নিয়মতন্ত্র' নামক 'প্রকৃত' সংবিধানের এবং গণতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র এবং স্বৈরাচারতন্ত্র নামক তিনটি 'বিকৃত' রূপের আলোচনা করতে হবে। এই তিনটি বিকৃত রূপের স্থান নির্দেশ করা যেতে পারে (নীচের দিক্ থেকে উপরের দিকে) —সব চেয়ে বেশী নিকৃষ্ট হচ্ছে স্বৈরাচারতন্ত্র ; তার চেয়ে কম নিকৃষ্ট হচ্ছে মুখ্যতন্ত্র ; এবং সবচেয়ে কম নিকৃষ্ট হচ্ছে গণতন্ত্র। ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের সাধারণ সূচীপত্র পাঁচটি খাতে জ্ঞাপিত হতে পারে ঃ

1. প্রধান সংবিধানগুলির (বিশেষত গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের) প্রকারভেদ;
2. যে সংবিধান অতি সাধারণভাবে সুকর ;
3. কি প্রকার নাগরিকমণ্ডলীর জন্য কি প্রকার সংবিধান কাম্য ;
4. সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ;
5. বিভিন্ন সংবিধানের ধ্বংসের কারণ ও সংরক্ষণের উপায়।]

§ 1. সংবিধানের প্রথম আলোচনায় আমরা প্রকৃত সংবিধানের তিনটি রূপের (রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং 'নিয়মতন্ত্র') এবং তাদের প্রাতিষঙ্গিক তিনটি বিকৃত রূপের (রাজতন্ত্রের বিকৃত রূপ স্বৈরাচারতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্রের বিকৃত রূপ মুখ্যতন্ত্র এবং 'নিয়মতন্ত্র'-এর বিকৃত রূপ গণতন্ত্র) পার্থক্য নির্দেশ করেছিলাম। অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের আলোচনা ইতি-পূর্বে হয়েছে। আদর্শ সংবিধানের আলোচনা করতে গেলে বস্তুত উল্লিখিত সংবিধান দুটির আলোচনাই করতে হয় ; কেননা আদর্শ সংবিধানের মতো এদের উভয়েরই লক্ষ্য এমন একটি সমাজ যার ভিত্তি সততা এবং যে সততা প্রয়োগের জন্য আবশ্যক উপায় নিয়ে রীতিমতো প্রস্তুত। আগে এক জায়গায় অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পার্থক্যের প্রকৃতিও নিরুক্ত করেছি এবং বুঝিয়ে দিয়েছি কখন এবং কোথায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। সুতরাং এখন শুধু আলোচনা করতে হবে (1) [প্রকৃত সংবিধানের তালিকায়] 'নিয়মতন্ত্র', যা সমস্ত সংবিধানের বা নিয়মতন্ত্রের বর্গ নামে পরিচিত, এবং (2) [বিকৃত সংবিধানের তালিকায়] মুখ্যতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারতন্ত্র।

§ 2. [প্রকৃত সংবিধানের গুণানুসারে যেমন সুস্পষ্ট তেমনি] সুস্পষ্ট এই সব বিকৃত সংবিধানের মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে নিকৃষ্ট আর কোন্‌টি তার চেয়ে কম নিকৃষ্ট। প্রকৃত সংবিধানের প্রথম ও দেবকল্প রূপটির বিকার

অবশ্যই হবে নিকৃষ্টতম। রাজতন্ত্র [প্রকৃত সংবিধানের প্রথম ও দেবকল্প রূপ ; কেননা এ] হবে একটি অসার নাম মাত্র অথবা হবে রাজার মহৎ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং স্বৈরাচারতন্ত্র হচ্ছে নিকৃষ্টতম এবং প্রকৃত সংবিধানের বিকৃতির মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী ঃ মুখ্যতন্ত্র অপেক্ষাকৃত কম দূরবর্তী হওয়ায় নিকৃষ্টতর ঃ গণতন্ত্র সবচেয়ে সাধারণ [এবং তাই সবচেয়ে কম নিকৃষ্ট]।

§ 3. আমাদের পূর্বগামীদের একজন [প্লেটো, তাঁর 'পলিটিকাস' নামক সংলাপে] আগেই এই রকম মত প্রকাশ করেছেন ; অবশ্য তিনি একটি ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নীতি অনুযায়ী সমস্ত সংবিধানেরই একটি ভালো ও একটি মন্দ রূপ থাকতে পারেঃ যেমন মুখ্যতন্ত্র ভালো হতে পারে আবার মন্দ হতে পারে ; এই নীতি অনুসারে তিনি গণতন্ত্রের ভালো রূপকে প্রকৃত সংবিধানের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান দিয়েছিলেন এবং এর মন্দ রূপকে বিকৃত সংবিধানেব মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান দিয়েছিলেন। আমাদের অভিমত এই যে এ দুটি সংবিধান তাদের যে-কোন রূপেই ভ্রমাত্মক। এটা যুক্তিযুক্তভাবে বলা যায় না যে এক প্রকার মুখ্যতন্ত্র আর এক প্রকারের চেয়ে ভালো : কেবল বলা যায় একটি অপরটির মতো তত মন্দ নয়।

§ 4. কিন্তু গুণানুসাবে সংবিধানের স্থান নির্ণয়েব প্রশ্ন আমরা আপাতত স্থগিত বাখতে পারি [এবং যে বিষয়গুলির আলোচনা এখনও হয় নি সেগুলিতে ফিরে যেতে পারি]। প্রথমত, প্রত্যেক রকম সংবিধানের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে বিশেষিত ও পরিগণিত করতে হবে এই ধারণার উপর যে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র [অন্য ধরনের সংবিধানের তো কথাই নেই] প্রত্যেকের অনেকগুলি বিভিন্ন রূপ আছে। দ্বিতীয়ত, বিবেচনা করতে হবে আদর্শের কাছাকাছি কোন্ ধবনেব সংবিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও সর্বাধিক অভিপ্রেত. এখানে আরও বিবেচনা করতে হবে সাধারণটি ছাড়া এমন অন্য কোন সংবিধান মেলে কি না যা অধিক অভিজাত ও সুরচিত প্রকৃতির কিন্তু তবুও অধিকাংশ রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য।

§ 5. তৃতীয়ত, এবং সংবিধান সম্পর্কে সাধারণভাবে, অনুসন্ধান করতে হবে কি প্রকার নাগরিকমণ্ডলীর জন্য কি সংবিধান কাম্য। উদাহরণঃ এও সম্ভব যে এক প্রকার নাগরিকমণ্ডলীর পক্ষে মুখ্যতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্র বরং প্রয়োজনীয় হতে পারে আবার আর এক প্রকার নাগরিকমণ্ডলীর পক্ষে গণতন্ত্র অপেক্ষা মুখ্যতন্ত্র বরং প্রয়োজনীয় হতে পারে। চতুর্থত, বিবেচনা করতে হবে এই সব বিভিন্ন সংবিধান—অর্থাৎ গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র উভয়েব ভিন্ন ভিন্ন রূপ—যাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁরা কিভাবে কাজ আরম্ভ করবেন।

§ 6. পঞ্চমত, এই সব বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসাধ্য জ্ঞাপন করার পর একটি চূড়ান্ত বিষয় বিচার করবার চেষ্টা কবতে হবে। সংবিধানগুলি সাধারণভাবে এবং প্রত্যেকটি সংবিধান পৃথক্‌ভাবে কি কারণে নষ্ট হতে পারে ; কি উপায়ে তাদের রক্ষা করা যেতে পারে ; এবং কোন্ কোন্ কারণ বিশেষভাবে এমন পরিণতি ঘটিয়ে থাকে ?

B

প্রধান প্রধান সংবিধানের ভিন্ন ভিন্ন রূপঃ গণতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র এবং 'নিয়মতন্ত্র' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা

পরিচ্ছেদ 3

[**রূপরেখা ঃ** সংবিধানের বিভিন্ন রূপেব কারণ এই যে রাষ্ট্রেব 'অংশ' অথবা সামাজিক উপাদানগুলির মধ্যে—বিশেষত জনসাধারণ এবং মর্যাদাশালীদের মধ্যে—বৈচিত্র্য রয়েছে। সংবিধান রাষ্ট্রের পদগুলি সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা ; এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পদ বণ্টনের যতগুলি ব্যবস্থা আছে সংবিধানও হবে ততগুলি। একটি সাধারণ অভিমত এই যে যেমন কেবল দুরকম বায়ু আছে এবং দুরকম সংগীতের রাগিণী আছে তেমনি কেবল দুরকম সংবিধান আছে : কিন্তু এই সরলীকরণ গ্রহণযোগ্য নয়।]

§ 1. সংবিধানের বিভিন্ন রূপের কারণ এই যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ আছে। প্রথমত, প্রত্যেক রাষ্ট্র সাক্ষাৎভাবে পরিবার দ্বারা গঠিত। দ্বিতীয়ত, এই পরিবারসমষ্টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হতে বাধ্য—ধনী, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তঃ ধনীরা ভারি অস্ত্রধারী সৈনিকের সজ্জার অধিকারী এবং দরিদ্ররা নয়।

§ 2. তৃতীয়ত, জনসাধারণ (বা 'ডিমস') ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত—কতক কৃষিকার্যে, কতক বাণিজ্যে এবং কতক যন্ত্রশিল্পে। চতুর্থত, সম্ভ্রান্তদের মধ্যেও পার্থক্য আছে—ধনের পার্থক্য এবং সম্পত্তির আয়তনের পার্থক্য। উদাহরণ ঃ এই সব পার্থক্য দেখা যায় অশ্বপালন ব্যাপারে—এ কাজ কেবল অতি ধনীদের পক্ষে সম্ভব।

§ 3. (প্রথমত বলা যায় যে এই কারণে যেসব রাষ্ট্রের শক্তি নিহিত ছিল অশ্বারোহী বাহিনীতে তারাই ছিল পুরাকালে মুখ্যতন্ত্রের স্বগৃহ। এই সব মুখ্যতন্ত্র পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী ব্যবহার করত ঃ ইউবিয়া দ্বীপে ইরিট্রিয়া ও ক্যাল্সিস, মিয়াণ্ডারে ম্যাগ্নেসিয়া এবং এশিয়া মাইনরের অনেক অন্য শহরের উদাহরণ দেওয়া যায়।)

§ 4. সম্ভ্রান্তদের মধ্যে ধনের পার্থক্য ছাড়া অন্য পার্থক্যও আছে। আছে জন্মের পার্থক্য, যোগ্যতার পার্থক্য, আছে আরও পার্থক্য সমপর্যায়ের নির্ধারকের উপর প্রতিষ্ঠিত—রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে এই নির্ধারকগুলি ইতি-পূর্বে বর্ণিত হয়েছে আমাদের অভিজাততন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে।

সেখানে আমরা সকল রাষ্ট্রের জীবনের জন্য আবশ্যক নির্ধারকগুলিকে বিশেষিত ও পরিগণিত করেছি।'

এই সব অংশ দ্বারাই রাষ্ট্রসমূহ গঠিত। কখনও কখনও এই সব অংশ সংবিধান পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে ; কখনও কখনও কেবল কয়েকটি অংশ-গ্রহণ করে ; কখনও কখনও অনেকগুলি অংশগ্রহণ করে।

§ 5. এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে অনেকগুলি সংবিধান আছে যাদের মধ্যে পার্থক্য জাতিগত। যেসব অংশ তাদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ আছে ; সুতরাং তারা বিভিন্ন হবেই। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের পদগুলি সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নাগরিকমণ্ডলী পদ বণ্টন করে হয় গ্রহণকারীদের শক্তির ভিত্তিতে না হয় সমস্ত গ্রহণকারীর মধ্যে বিদ্যমান কোন প্রকার সাম্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ ধনী বা দরিদ্রদের শক্তির অথবা—যদি সাম্যই ভিত্তি হয়—ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে বিদ্যমান সাম্যের)।

§ 6. অতএব রাষ্ট্রের অংশগুলির গুণগত উৎকর্ষ ও বৃত্তিগত পার্থক্য অনুযায়ী পদ বণ্টনের যত প্রকার ব্যবস্থা আছে তত প্রকার সংবিধান থাকবে।

বস্তুত একটি প্রচলিত অভিমত এই যে সংবিধান মাত্র দুটি আছে। সাধারণ ভাষায় যেমন বায়ুকে উত্তর বায়ু ও দক্ষিণ বায়ু বলা হয় এবং অন্যান্য বায়ুকে এদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিসাবে ধরা হয়, তেমনি সংবিধানকেও বলা হয় গণতান্ত্রিক ও মুখ্যতান্ত্রিক।

§ 7. এই ভিত্তিতে অভিজাততন্ত্রকে এক প্রকার মুখ্যতন্ত্র হিসাবে মুখ্য-তন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং সেইভাবে 'নিয়মতন্ত্র' নামক সংবিধানকে গণ-তন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হয়—অনেকটা যেমন পশ্চিম বায়ুকে উত্তর বায়ু শ্রেণী-ভুক্ত এবং পূর্ব বায়ুকে দক্ষিণ বায়ু শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশ্বাস যে দুটি প্রধান শ্রেণীতে এই প্রকার ভাগ সংগীতের রাগিণী সম্পর্কেও সত্য ঃ তাদের বলা হয় ডোরিয়ান বা ফ্রিজিয়ান—তারপর স্বরবিন্যাসের অন্যান্য পদ্ধতি বিভাগকে এই দুটির একটির বা অন্যটির নামে অভিহিত করা হয়।

§ 8. যদিও বর্তমানে সংবিধান সম্বন্ধে এই মতটিই প্রবল, তাহলেও পূর্বে যেমন প্রস্তাবিত হয়েছে সেইভাবে তাদের ভিন্ন ভিত্তিতে ভাগ করলে আমাদের পক্ষে আরও ভালো হবে এবং আমরা সত্যের আরও কাছে এসে পড়ব। ঐ ভিত্তিতে একটি বা দুটি সংবিধান হবে 'প্রকৃত' বা সুরচিত ; আর সব হবে সর্বশ্রেষ্ঠের বিকার (যেমন সংগীতে হতে পারে সুসংযত রাগিণীর বিকার) ; এই বিকারগুলি মুখ্যতান্ত্রিক হবে যখন [ডোরিয়ান রাগিণীর বিকারের মতো] তারা অতিমাত্রায় কঠিন ও প্রবল, গণতান্ত্রিক হবে যখন [ফ্রিজিয়ান রাগিণীর বিকারের মতো] তারা কোমল ও শ্লথ।

পরিচ্ছেদ 4

[রূপরেখা ঃ গণতন্ত্র শুধু সংখ্যার শাসন নয়, একটি সামাজিক শ্রেণীর শাসনও বটে। গণতন্ত্রের আখ্যা দিতে গেলে দুটি নির্ণায়কের সাহায্য নিতে হবে, যেমন সংখ্যা ও সামাজিক শ্রেণী উভয়েরই সাহায্য নিতে হবে মুখ্যতন্ত্রের আখ্যা দিতে গেলে। এই ভিত্তিতে আমরা এখন গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ পরীক্ষা করতে পারি। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে এই সব বিভিন্ন রূপ নির্ভর করবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের 'অংশ'গুলির বৈচিত্র্যের উপর—অর্থাৎ তাদের সামাজিক গঠনের বিভিন্ন প্রকৃতির উপর। সুতরাং যেভাবে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর শ্রেণী-বিভাগ করা উচিত—তাদের অংশগুলির বৈচিত্র্যের দ্বারা এবং ঐ সকল অংশের গঠনের বৈচিত্র্যের দ্বারা—সেইভাবে আমরা সংবিধানের বিভিন্ন রূপের শ্রেণীবিভাগ করব। আমরা রাষ্ট্রের গঠনের আনুমানিক দশটি অংশ গণনার দিকে এগিয়ে যাব এবং আমাদের গণনার সঙ্গে প্লেটোর বিভিন্ন গণনার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করব। রাষ্ট্রের গঠনে একটির বা অন্যটির প্রাধান্য অনুযায়ী 'ডিমস' বা জনসাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বিভিন্ন রূপও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। এর থেকে আমরা গণতন্ত্রের পাঁচটি রূপের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি—(উপরের দিক্ থেকে নীচের দিকে) সকলের শেষ স্থান পাচ্ছে 'চরম গণতন্ত্র' ঃ গণতন্ত্রের এই রূপটি স্বৈরাচারতন্ত্রের অনুরূপ—এখানে আইনের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে এবং বাস্তবপক্ষে সংবিধানের ধারণাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।]

§ 1. ইদানীং কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বভাবতই ধরে নেন যে কোন প্রকার চিন্তা না করে এবং বিনা দ্বিধায় গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারেঃ সংবিধানের এমন একটি রূপ যেখানে সংখ্যাগুরুরা সার্বভৌম। কিন্তু এমন ধারণা করা উচিত নয়। এমন কি মুখ্যতন্ত্রে—বস্তুত সমস্ত সংবিধানে —সংখ্যাগুরুরা [অর্থাৎ যারা সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করে তাদের সংখ্যা-গুরুরা] সার্বভৌম। সেইভাবে মুখ্যতন্ত্রের এই সহজ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে ঃ সংবিধানের এমন একটি রূপ যেখানে কয়েকজন সাংবিধানিক সার্বভৌম।

§ 2. মনে করুন মোট জনসংখ্যা 1,300 ঃ মনে করুন 1,300-এর মধ্যে 1,000 ধনী ; মনে করুন এই 1,000 বাকী 300কে পদাধিকারে কোন অংশ দেয় না, যদিও তারা স্বাধীনজন্মা মানুষ এবং অন্য বিষয়ে তাদের সমকক্ষ। কেউ বলবে না এখানে গণতন্ত্র বিদ্যমান।

§ 3. কিংবা আবার ধরুন মাত্র কয়েকজন দরিদ্র রয়েছে, কিন্তু তারা

সংখ্যাগুরু ধনীদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী [এবং সেই কারণে সার্বভৌম]। এমন সংবিধানকে কেউ মুখ্যতন্ত্র বলবে না যেখানে ধনশালী সংখ্যাগুরুদের সম্মান ও পদ অধিকারে কোন অংশ দেওয়া হয় না। সুতরাং বলা ভালো যেখানে স্বাধীনজন্মারা সার্বভৌম সেখানে গণতন্ত্র বিদ্যমান এবং যেখানে ধনীরা ক্ষমতায় আসীন সেখানে মুখ্যতন্ত্র বিরাজমান।

§ 4. বাস্তব ক্ষেত্রে প্রথমোক্তরা বহুসংখ্যক এবং শেষোক্তরা অল্প-সংখ্যকঃ অনেকেই স্বাধীনজন্মা কিন্তু কয়েকজনই ধনী। [উভয় ক্ষেত্রে বড় কথা হচ্ছে সামাজিক অবস্থান, সংখ্যা নয়।] নচেৎ [অর্থাৎ শুধু সংখ্যাই মূল কথা হলে] যেখানে পদ বণ্টন হত শরীরোচ্চতার ভিত্তিতে (যেমন শোনা যায় ইথিওপিয়াতে হয়) অথবা মুখশ্রীর ভিত্তিতে, সেখানে হত মুখ্য-তন্ত্র ; কেননা দীর্ঘকায় ও সুশ্রী লোকের সংখ্যা সব সময়ে অল্প।

§ 5. সে যাই হোক, শুধু সংখ্যাকে নির্ণায়ক ধরে গণতন্ত্র ও মুখ্য-তন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ করা যেমন যথেষ্ট নয় তেমনি দারিদ্র্য ও ধনকে শুধু নির্ণায়ক ধরে তাদের পার্থক্য নির্দেশ করাও যথেষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক ও মুখ্যতান্ত্রিক উভয় রাষ্ট্রেরই কতকগুলি অংশ আছে ; কাজেই সঠিকভাবে তাদের পার্থক্য নির্দেশ করতে গেলে অতিরিক্ত নির্ণায়ক ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণঃ যে সংবিধানে কতিপয় স্বাধীনজন্মা ব্যক্তি যারা স্বাধীনজন্মা নয় এমন সংখ্যাগুরুদের উপর কর্তৃত্ব করে [যেন জন্মই একমাত্র নির্ণায়ক], সে সংবিধান সম্পর্কে আমরা গণতন্ত্র পদটি প্রয়োগ করতে পারি নে। (এ ধরনের ব্যবস্থা এক সময়ে বিদ্যমান ছিল আইওনিয়ান উপসাগর তীরস্থ অ্যাপোলোনিয়াতে এবং থেরাতে। এ দুটি রাষ্ট্রেই সম্মান ও পদ সংরক্ষিত থাকত শ্রেষ্ঠ জন্মাদের—অর্থাৎ আদিম অধিবাসীদের বংশ-ধরদের—জন্য, যদিও তারা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার মুষ্টিমেয়।) আবার যে সংবিধানে ধনীরা সার্বভৌম মাত্র এই কারণে যে তারা দরিদ্রদের চেয়ে অধিক সংখ্যক [যেন সংখ্যাই একমাত্র নির্ণায়ক], সে সংবিধান সম্পর্কে আমরা মুখ্যতন্ত্র পদটি প্রয়োগ করতে পারি নে। (এ রকম সংবিধানের দৃষ্টান্ত পূর্বে বিদ্যমান ছিল কলোফনেঃ সেখানে লিডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বে নাগরিকদের সংখ্যাগুরুরা বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী ছিল।)

§ 6. 'গণতন্ত্র' পদটির উপযুক্ত প্রয়োগ হবে সেই সংবিধান সম্পর্কে যেখানে স্বাধীনজন্মা ও দরিদ্ররা শাসন নিয়ন্ত্রণ করে—এবং তারা যুগপৎ সংখ্যাগুরু ; তেমনি 'মুখ্যতন্ত্র' পদটির উপযুক্ত প্রয়োগ হবে সেই সংবিধান সম্পর্কে যেখানে ধনী ও সুজন্মারা শাসন নিয়ন্ত্রণ করে—এবং তারা যুগপৎ সংখ্যালঘু।

§ 7. সংবিধান অনেকগুলি আছে এই সাধারণ তথ্যটি ও তার কারণ

প্রমাণিত হল। এখন বোঝাতে হবে কেন এইমাত্র যে দুটি সংবিধানের উল্লেখ করা হয়েছে [অর্থাৎ গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র] তার চেয়ে বেশী সংবিধান আছে ; তাদের স্বরূপ নির্দেশ করতে হবে ; এবং তাদের অস্তিত্বের যৌক্তিকতার আভাস দিতে হবে। তা করতে হলে যে নীতিটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে এবং যেটি এখনও ধরে নেওয়া যেতে পারে সেটি থেকে শুরু করতে হবে। নীতিটি এই যে রাষ্ট্র মাত্রেরই অংশ একটি নয়, বহু।

§ 8. [এখানে আমরা জীববিদ্যা থেকে উপমা নিতে পারি।] আমরা যদি বিভিন্ন প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করতে চাই তাহলে সূচনাতেই প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রয়োজনীয় সমস্ত অংশের বা অঙ্গের গণনা করতে হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে তাদের মধ্যে থাকবে কতকগুলি ইন্দ্রিয়স্থান ঃ আরও থাকবে খাদ্যগ্রহণ ও পাচনযন্ত্র, যেমন মুখ ও পাকস্থলী ; আবার থাকবে বিভিন্ন প্রাণীরা যেসব চলনযন্ত্র ব্যবহার করে। আমরা তখন ধরে নেব যে আমাদের প্রয়োজনীয় অঙ্গের তালিকা সম্পূর্ণ হয়েছে ; তারপর আরও ধরে নেব যে এই সব অঙ্গেরও প্রকারভেদ আছে -অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে, নানা রকমের মুখ, পাকস্থলী, ইন্দ্রিয়স্থান এবং চলনযন্ত্র আছে। এইভাবে আমরা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হব যে এই সব প্রকারভেদের সম্ভাব্য সমন্বয় সংখ্যা অনিবার্যভাবে বহু বিচিত্র প্রাণীর সৃষ্টি করবে (কেননা একজাতীয় প্রাণীর মধ্যে বহু বিচিত্র মুখ বা কান দেখতে পাওয়া যায় না) ; সুতরাং প্রকারভেদের সমগ্র সম্ভাব্য সমন্বয় থেকে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর হিসাব মিলবে অথবা [অন্যভাবে বলা যায়] প্রাণীর বিভিন্ন জাতির সংখ্যা প্রয়োজনীয় অঙ্গের সম্ভাব্য সমন্বয়ের সংখ্যার সমান হবে।

§ 9. যেসব সংবিধানের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই খাটে। [রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অংশের যত রকমের সমন্বয় সম্ভব **সংবিধান** তত রকমের।] আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি যে রাষ্ট্রও একটি অংশে গঠিত নয়, বহু অংশে গঠিত। এই সব অংশের একটি হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট লোকরা অথবা যাকে বলা হয় কৃষক সম্প্রদায়। দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় শিল্পী সম্প্রদায় ঃ এই সব লোক নিযুক্ত নানাবিধ কলা ও শিল্পে—যা না থাকলে কোন শহরই বাসের উপযোগী হয় না ঃ এদের কতক-গুলি অপরিহার্য দ্রব্য আর কতকগুলি বিলাসের বা প্রশস্ত জীবনের সহায়ক।

§ 10. তৃতীয় অংশকে বলা যেতে পারে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ঃ এর মধ্যে আছে সেই সব লোক যারা বণিক বা খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে ক্রয় বিক্রয়ে নিযুক্ত। চতুর্থ অংশ হচ্ছে কৃষিদাস সম্প্রদায় ঃ এটি গঠিত কৃষি শ্রমিকদের দ্বারা। পঞ্চম অংশ হচ্ছে প্রতিরক্ষা বাহিনী ঃ আক্রমণকারীদের দাসত্ব

স্বীকার না করতে হলে রাষ্ট্রের পক্ষে এটির প্রয়োজন অন্য চারটির চেয়ে কম নয়।

§ 11. যে সমাজ স্বভাবতই দাসভাবাপন্ন তাকে যৌক্তিকতার সংগে রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা কিভাবে সম্ভব? স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল কথা আর স্বাধীনতার অভাব হচ্ছে ক্রীতদাসের চিহ্ন।

আমরা স্থিরভাবে লক্ষ্য করতে পারি যে এই কারণে প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ রাষ্ট্রের অংশের যে বিবরণ দিয়েছেন তা বিচক্ষণ হলেও অসম্পূর্ণ।

§ 12. তিনি প্রথমেই বলেছেন রাষ্ট্র গঠনের চারটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে তন্তুবায়, কৃষক, চর্মকার এবং নির্মাতা। তারপর এই চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য আর আর অংশ যোগ করেছেন—কর্মকার, প্রয়োজনীয় পশুচারণের জন্য রাখাল, বণিক এবং খুচরা ব্যবসায়ী। এই অংশগুলি হল তাঁর রচিত 'প্রথম রাষ্ট্র'-এর সমগ্র সরঞ্জাম -যেন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ, কল্যাণ অর্জন নয়; যেন কৃষকের যেমন প্রয়োজন চর্মকারেরও তেমনি প্রয়োজন।

§ 13. যে অংশটি প্রতিরক্ষাবাহিনীর কাজ করে তার কথা তুলেছেন অনেক পরে- যখন শহরের ভূখণ্ড বৃদ্ধি ও তার প্রতিবেশীদের ভূখণ্ডের সংগে যোগাযোগের ফলে তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। [প্লেটো তাঁর 'প্রথম শহর'-এ কেবল এটিই বাদ দিয়েছেন তা নয়।] মূল অংশ চারটির—অথবা সংগঠনের উপাদানের সংখ্যা যাই হোক না কেন তাদের বিচার পরিচালনা ও ন্যায় নির্ধারণের জন্য একটি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হবে।

§ 14. শরীর অপেক্ষা মনকে জীবের অধিক অপরিহার্য অংশ বলে যদি গণনা করা হয়, তাহলে সেইভাবে রাষ্ট্রের যেসব অংশ তার দৈহিক অভাব পূরণ করে তার চেয়ে মনের পর্যায়ের অনুরূপ অংশকে অধিক অপরিহার্য বলে গণনা করা উচিত ; আর মনের পর্যায়ের অনুরূপ অংশ বলতে আমরা বুঝি সামরিক অংশ, বিচারের বিধিমতো ব্যবস্থা সম্পর্কিত অংশ, এবং (আরও যোগ করা যেতে পারে) যে অংশ নিযুক্ত বিতর্কের কাজে, যার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।

§ 15. এই তিনটি কাজ—যুদ্ধ, বিচার এবং বিতর্ক—বিভিন্ন দলের হাতে থাকুক বা একটি দলের হাতে থাকুক সেটা যুক্তির দিক্ থেকে নিরর্থক। অনেক সময়ে একই লোককে সৈনিকের কাজ ও কৃষকের কাজ দুই-ই করতে হয় ; [এবং এই তিনটি কাজ সম্বন্ধেও সেকথা খাটে।] সুতরাং যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হচ্ছি তা এইঃ যারা রাষ্ট্রের দৈহিক অভাব পূরণ করে তাদের মতো যারা এই সব কাজ করে তারাও যদি সমানভাবে রাষ্ট্রের অংশ হয়, তাহলে তারা অথবা অন্তত সশস্ত্রবাহিনী আবশ্যক অংশ.....

সপ্তম অংশ হচ্ছে ধনীর দল, যারা রাষ্ট্রের সেবা করে সম্পত্তি দিয়ে।

§ 16. অষ্টম অংশ হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটরা, যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে তার সেবা করে। সরকার ছাড়া কোন রাষ্ট্র থাকতে পারে না ; কাজেই সরকারী পদের দায়িত্ব পালন করবার এবং স্থায়িভাবে বা ক্রমানুযায়ী রাষ্ট্রের সেবা করবার উপযুক্ত লোক থাকা প্রয়োজন।

§ 17. বাকী রয়েছে কেবল দুটি অংশ যাদের এইমাত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে—বিতর্ক বিষয়ক অংশ আর যে অংশ বিবাদীদের অধিকার নিষ্পত্তি করে। এই সব অংশ সমস্ত রাষ্ট্রেই থাকা উচিত এবং সৎ ও সংগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত ; তার জন্য রাজনৈতিক ব্যাপারে সুযোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন।

§ 18. [এখানে প্রথমেই আমাদের একটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।] সাধারণত বলা হয় যে অন্যান্য দলের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা একই দলের লোকের মধ্যে দেখা যেতে পারে। যেমন একই লোক সৈনিক, কৃষক ও শিল্পীর কাজ করতে পারে ; আবার একই লোক বিতর্কসভার ও বিচারালয়ের কাজ করতে পারে। রাজনৈতিক যোগ্যতাও এমন একটি গুণ যা সকলেই মনে করে তাদের আছে ; প্রত্যেকেই মনে করে সে অধিকাংশ পদ গ্রহণের যোগ্য। একটি জিনিস অসম্ভবঃ একই লোক ধনী ও দরিদ্র দুই হতে পারে না।

§ 19. এর থেকে বোঝা যাবে কেন এই দুটি শ্রেণী—ধনী ও দরিদ্র-একটি বিশিষ্ট ও স্বকীয় অর্থে রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। আরও কথা আছে। এদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র এবং অপরটি বৃহৎ হওয়ায় তারা বিপরীত অংশ বলেও মনে হয়। এই কারণে তারা উভয়ে সংবিধান রচনা করে নিজের স্বার্থে [একটি করে ধনের স্বার্থে, অপরটি করে সংখ্যার স্বার্থে]। আবার এই কারণে মানুষ ভাবে মাত্র দুটি সংবিধান বিদ্যমান গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র।

§ 20. সংবিধান অনেকগুলি এই তথ্যটি এবং তার কারণগুলি ইতি-মধ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে। এখন আমরা বলতে পারি যে এই সংবিধানগুলির মধ্যে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র এই দুটিরও কতকগুলি প্রকারভেদ আছে। পূর্বে [পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের প্রথমে] যা বলা হয়েছে তার থেকে এটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

§ 21. এই সংবিধানগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, কেননা জনসাধারণ ('ডিমস') এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আছে। জনসাধারণের মধ্যে একদল কৃষিকর্মে নিযুক্ত ; দ্বিতীয় দল কলা ও শিল্পে নিরত ; তৃতীয় দল ব্যবসায়ী, যারা ক্রয় বিক্রয়ে ব্যাপৃত ; চতুর্থ দল সামুদ্রিক, যারা পর্যায়ক্রমে

আংশিকভাবে নাবিক ও বণিক এবং আংশিকভাবে নদীতরণে ও মৎস্যশিকারে নিযুক্ত। (এখানে লক্ষণীয় যে বহুস্থানে এই সব উপবিভাগের এক একটি বৃহৎ জনসংখ্যা গঠন করে ; যেমন ট্যারেণ্টাম ও বাইজান্টিয়ামে মৎস্যজীবীরা, অ্যাথেন্সে নৌ চালকরা, ইজিনা ও কিয়সের পোতবণিকরা এবং টেনেডসের পাটনীরা।) পঞ্চম দলে আছে অদক্ষ শ্রমিকরা আর সেই সব মানুষ যাদেব আয় এমন সামান্য যে কোন অবসরভোগ সম্ভব হয় না ; ষষ্ঠ দলে আছে তারা যারা নাগরিক পিতামাতার স্বাধীন সন্তান নয় ; এছাড়া এই ধরনের আরও অনেক দল থাকতে পারে।

§ 22. ধন, জন্ম, যোগ্যতা, কৃষ্টি এবং ঐ পর্যায়ের অন্য গুণ অনুযায়ী মর্যাদাশালীদেরও নানা প্রকার ভেদ আছে।

গণতন্ত্রের প্রথম রূপটিতে সাম্যের নীতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা হয়। এখানে আইনত সাম্যের অর্থ এই যে দরিদ্রের গুরুত্ব ধনীর চেয়ে বেশী নয়ঃ কেউই সার্বভৌম নয়, উভয়ে একই স্তরে অবস্থিত থাকবে।

§ 23. [আমরা এই আইন সমর্থন করতে পারি] ; কেননা কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মতো যদি আমরা মনে করি যে প্রধানত গণতন্ত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে এই পথেই—সকলের যথাসম্ভব সমান-ভাবে সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করার মধ্যেই—খুব সম্ভবত তাদের দেখা যাবে। এই শ্রেণীর সংবিধান গণতন্ত্র হতে বাধ্য ; কেননা [সকলে সমান অধিকার ভোগ করলেও] জনসাধারণ সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যাগুরুদের মতই সার্বভৌম।

§ 24. গণতন্ত্রের দ্বিতীয় রূপটিতে সম্পত্তির মাপকাঠিতে পদ প্রদান করা হয়, কিন্তু সম্পত্তির পরমাণ অনুচ্চঃ যারা এই পরিমাণ অর্জন করেছে তারা পদে অংশগ্রহণ করবে, যারা করে নি তারা পদে বঞ্চিত হবে। তৃতীয় রূপটিতে নিখুঁত বংশজাত প্রত্যেক নাগরিক পদে অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আইন চরম সার্বভৌম।

§ 25. চতুর্থ রূপটিতে প্রত্যেক ব্যক্তি [জন্ম নির্বিশেষে এবং] যদি সে শুধু নাগরিক হয় তাহলে পদে অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তবুও আইন চরম সার্বভৌম। গণতন্ত্রের পঞ্চম রূপটি চতুর্থ রূপটির মতো নাগরিকেব মর্যাদাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির পদে অংশগ্রহণ স্বীকার করে, কিন্তু এখানে চরম সার্বভৌম জনসাধারণ, আইন নয়। এই রকম ঘটে যখন আইনের বদলে জনসাধারণের আদেশ হয় সার্বভৌম ; আব এই অবস্থার সৃষ্টি করে প্রজা-নায়ক জাতীয় নেতারা।

§ 26. যেসব গণতন্ত্র আইন মান্য করে সেখানে প্রজানায়কদের স্থান নেই ; উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকরাই ক্রিয়াকর্মে নেতৃত্ব করে। যেসব রাষ্ট্রে আইন

সার্বভৌম নয় সেখানে প্রজা নায়কদের আবির্ভাব ঘটে। তখন জনসাধারণ হয়ে দাঁড়ায় স্বৈরাচারী—বহু সভ্য সমন্বিত একটি সংযুত স্বৈরাচারী ঃ বহু-জন সার্বভৌমের ভূমিকা গ্রহণ করে ব্যক্তিগতভাবে নয়, সম্মিলিতভাবে।

§ 27. হোমার বলেন, 'বহু প্রভুর শাসন ভালো নয়'ঃ এর অর্থ পরিষ্কার নয়, বোঝা যায় না তাঁর মনে কি আছেঃ বহুজনের সম্মিলিত শাসন অথবা বহু ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত শাসন। সে যাই হক, এই পর্যায়ের গণতন্ত্র, স্বৈরাচারী ধরনের হওয়ায় এবং আইনের দ্বারা শাসিত না হওয়ায়, স্বৈরাচারতন্ত্রের প্রচেষ্টা শুরু করে। এর স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধি পায়, স্তাবকরা সম্মানিত হয়, এটি একজনের সরকারের স্বৈরাচারী রূপের সমবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

§ 28. উভয়ের একই রকম মেজাজ দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকদের সঙ্গে উভয়ে অসংযত আচরণ করে: একের আদেশ অন্যের আজ্ঞার সমান, একের জনপ্রিয় নেতা অন্যের স্তুতিকারকের সমান বা অন্ততঃ এক রকমের, এবং উভয় ক্ষেত্রে প্রিয়পাত্রদের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে স্বৈরাচারতন্ত্রে স্তাবকের এবং এই জাতীয় গণতন্ত্রে জনপ্রিয় নেতার।

§ 29. এই জনপ্রিয় নেতারাই সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য জনসাধারণের কাছে প্রেরণ করে এবং আইনের সার্বভৌমত্বের স্থানে আদেশের প্রতিকল্পনের জন্য তারাই দায়ী। জনসাধারণ সর্ববিষয়ে সার্বভৌম হওয়া মাত্র তারা নিজেরাই এদের মীমাংসার উপর সার্বভৌমত্ব লাভ করে, জনতা তাদের নির্দেশ পালন করে, আর এখানেই হচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠার উৎস।

§ 30. ম্যাজিস্ট্রেটদের সমালোচনাকারীরাও কিন্তু দায়ী। তাদের যুক্তি হচ্ছে, 'জনসাধারণের উচিত মীমাংসা করা'ঃ জনসাধারণ তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে: আর এইভাবে সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার ক্ষয় হয়। এ ধরনের গণতন্ত্র প্রকৃত সংবিধানই নয় এই মতটি সারগর্ভ বলে মনে হয়। আইন যেখানে সার্বভৌম নয় সেখানে কোন সংবিধান নেই।

§ 31. প্রত্যেক বিষয়ে আইন হবে সার্বভৌম, আর ম্যাজিস্ট্রেটদের ও নাগরিকমণ্ডলীর কাজ হবে শুধু তুচ্ছ অংশের মীমাংসা। সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার। গণতন্ত্র এক প্রকার সংবিধান হতে পারে: কিন্তু যে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি জিনিস নিষ্পন্ন হয় জনসাধারণের আদেশের দ্বারা তাকে কোন প্রকৃত অর্থেই গণতন্ত্র বলা চলে না। জনসাধারণের আদেশ কখনও সাধারণ নিয়ম হতে পারে না [এবং যে-কোন প্রকৃত সংবিধানের প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত সাধারণ নিয়মের উপর] ....গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ ও তাদের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বেশ খানিকটা বলা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ 5

[**রূপরেখা** : অনুরূপভাবে আমরা মুখ্যতন্ত্রের চারটি রূপের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু যে সংবিধানগুলো নিয়মানুসারে এবং আইনগতভাবে গণতান্ত্রিক অথবা নিয়মানুসারে এবং আইনগতভাবে মুখ্যতান্ত্রিক, কার্যক্ষেত্রে তারা অন্য প্রকৃতির হতে পারে। আইন সম্মত রূপ এবং বাস্তব ক্রিয়া দুটি ভিন্ন জিনিস ; এটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বিপ্লবের পর।]

§ 1. মুখ্যমন্ত্রের রূপগুলির একটিতে পদগ্রহণ নির্ধারিত হয় সম্পত্তির মাপকাঠিতেঃ যোগ্যতার পরিমাণ এমনই উচ্চ যে সংখ্যাগুরু হয়েও দরিদ্ররা সাংবিধানিক অধিকারের অংশগ্রহণে বঞ্চিত হয় ; কিন্তু তাহলেও যারা এর শর্ত পূরণ করতে পারে তাদের সকলকে অধিকারে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় রূপটিতে যোগ্যতার পরিমাণ উচ্চ, এবং এই উচ্চ যোগ্যতা যাদের আছে তাদের দ্বারাই শূন্য পদগুলি নির্বাচিত হয়। (যেখানে পদগুলি আবার নির্বাচিত হয় যোগ্য ব্যক্তিদের সকলের মধ্য থেকে, সেখানে বলা যেতে পারে সংবিধানটির ঝোঁক অভিজাততন্ত্রের দিকে ঃ যেখানে সেগুলি নির্বাচিত হয় কেবল বিশেষাধিকারভোগী অংশ থেকে, সেখানে বলা যেতে পারে সংবিধানটি মুখ্যতান্ত্রিক।)

§ 2. তৃতীয় রূপটি বংশগত, যেখানে পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। চতুর্থ রূপটি তৃতীয়টির মতো বংশগত ; কিন্তু এখানে আইনের শাসনের বদলে দেখা যায় ব্যক্তিগত শাসন ব্যবস্থা। মুখ্যতন্ত্রের মধ্যে এই রূপটি রাজতন্ত্রের মধ্যে স্বৈরাচারতন্ত্রের অথবা গণতন্ত্রের মধ্যে শেষোক্তটির সহচারী। এ ধরনের মুখ্যতন্ত্রকে বলা হয় একটি সমাজ বা 'পরিবারবর্গ'।

§ 3. এই হল মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকারঃ বাস্তব জীবনে প্রায়ই দেখা যায় আইনত গণতান্ত্রিক নয় এমন সংবিধানও জনসাধারণের অভ্যাস ও শিক্ষার জোরে গণতন্ত্রের মতো কাজ করে। বিপরীতভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় আইনসম্মত সংবিধানের ঝোঁক গণতন্ত্রের দিকে, কিন্তু শিক্ষা ও অভ্যাসের বশে এমনভাবে সেটি কাজ করে যাতে মনে হয় তার ঝোঁক মুখ্যতন্ত্রের দিকে।

§ 4. বিশেষভাবে এরূপ ঘটে বিপ্লবের পর। নাগরিকদের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে বদলায় না ; এবং প্রথম অবস্থায় বিজয়ী দল প্রতিপক্ষের নিকট সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে না, বরং অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয় মনে করে। ফলে বিপ্লবী দল ক্ষমতায় আসীন হলেও পুরাতন আইন চলিত থাকে।

পরিচ্ছেদ 6

[রূপরেখা : (চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে প্রধানত তাদের রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে ; এখানে তাদের যে দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে তাতে ভিত্তি হিসাবে রাজনৈতিক কাঠামোর চেয়ে সামাজিক গঠনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।) পুনরায় গণতন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ করবার সময়ে এর 'কৃষি' রূপটিকে পৃথক করতে হবে অন্য তিনটি রূপ থেকে—সামাজিক অবস্থা জনসাধারণকে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগের অবসর কি পরিমাণ দিতে পারে এটাই হবে প্রধান নির্ণায়ক। অনুরূপভাবে এবং একই সাধারণ সামাজিক-আর্থিক ভিত্তিতে মুখ্যতন্ত্রের চারটি রূপকে পৃথক করা যেতে পারে সম্পত্তির বণ্টন এবং তার মালিকানার উপর আরোপিত গুরুত্বের আপেক্ষিক পরিমাণ অনুসারে।]

§ 1. যা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি [জনসাধারণ ও মর্যাদাশালীদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দল সম্বন্ধে] তার থেকে যথেষ্ট প্রমাণ হয় যে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের এই সব রূপ থাকবেই। দুটির মধ্যে একটি জিনিস হতে বাধ্য : হয় পূর্বোক্ত জনসাধারণের বিভিন্ন দলের **সকলে** সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করবে, না হয় কেউ করবে এবং কেউ করবে না।

§ 2. যখন কৃষক সম্প্রদায় ও অল্পবিত্ত সম্প্রদায় সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন তারা আইনের শাসন পরিচালনা করে। তারা শ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জন কবতে পারে কিন্তু অবসর ভোগ করতে পারে না। তাই তারা আইনকে করে সার্বভৌম আর আইনসভার অধিবেশন অল্পতম সংখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখে ; জনসংখ্যার অবশিষ্টদের সভ্যরা যখনই আইন-নির্ধারিত সম্পত্তি যোগ্যতা অর্জন করে তখনই তাদের সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করতে দেওয়া হয়।

§ 3. আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে যে-ব্যবস্থা প্রত্যেক নাগরিককে সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করতে দেয় না তা মুখ্যতান্ত্রিক আব যে ব্যবস্থা দেয় তা গণতান্ত্রিক। কাজেই এখানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে এমন প্রত্যেক নাগরিককে অধিকার ভোগ করতে দেওয়া হয় ; কিন্তু যথেষ্ট অর্থ না থাকায় সে অবসর ভোগে বঞ্চিত হয় [যার প্রয়োজন আছে রাজনৈতিক কাজকর্মে]। গণতন্ত্রের এটি একটি রূপ, আর এই সব হচ্ছে কারণ যা তার প্রকৃতি নির্ণয় করে। দ্বিতীয় রূপটি প্রতিষ্ঠিত সেই অভিজ্ঞানের উপব যা যুক্তিসংগত-ভাবে এর পর আসে—জন্মের অভিজ্ঞান। এখানে যারা নিখুঁত বংশজাত তারা

সকলে আইনত অধিকার ভোগ করতে পারে, কিন্তু কার্যত তখনই ভোগ করতে পারে যখন তাদের প্রয়োজনীয় অবসর থাকে।

§ 4. এই পর্যায়ের গণতন্ত্রে তাই আইনই সার্বভৌম, কেননা এখানে [ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অবসরের ব্যবস্থা করার পক্ষে উপযুক্ত] রাজস্ব নেই। তৃতীয় রূপটিতে সকলকেই সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করতে দেওয়া হয়—একটিমাত্র শর্ত এই যে তারা স্বাধীনজন্মা ; কিন্তু যে কারণ [অর্থাৎ অর্থের অভাব] পূর্বে দেখানো হয়েছে তার জন্য অধিকারগুলি প্রয়োগ করা হয় না ; এখানেও পুনরায় আইনের শাসন অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

§ 5. গণতন্ত্রের চতুর্থ রূপটি দেখা যায় রাষ্ট্রের বাস্তব বিকাশের শেষ-কালে। এখানে জনসাধারণ সংখ্যাগুরু হওয়ায় সকলে সমানভাবে সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করে এবং [আইনসভা ও আদালতে উপস্থিতির জন্য] রাষ্ট্রের বেতনদান ব্যবস্থার দরুণ এমন কি দরিদ্রদেরও অবসরের সুযোগ থাকায় সকলে সমানভাবে রাজনৈতিক কাজকর্মে যোগদান করে। এর মূলে আছে দুটি কারণের প্রভাব—প্রাথমিক আয়তনের তুলনায় রাষ্ট্রের জনসংখ্যার সমধিক বৃদ্ধি এবং প্রচুর রাজস্ব প্রাপ্তি।

§ 6. যেখানে জনসাধারণের এমন সুযোগ রয়েছে সেখানে অন্য কোন শ্রেণীর চেয়ে তাদের অধিক অবসর থাকবেই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে মনঃসংযোগ করার কর্তব্য তাদের কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না, কিন্তু ধনীদের করে ; ফলে তারা প্রায়ই আইনসভায় ও আদালতে অনুপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় আইনের বদলে দরিদ্র জনসাধারণ সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।'

§ 7. এই রকম এবং এতগুলি হচ্ছে গণতন্ত্রের রূপ ; আর এই রকম হচ্ছে তাদের কারণ। মুখ্যতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই যে এর প্রথমটিতে নাগরিকদের সংখ্যাগুরুদের সম্পত্তি আছে, কিন্তু তার আয়তন পরিমিত এবং অত্যধিক নয়, আর যারা এই পরিমিত সম্পত্তি অর্জন করে তাদের সকলকেই সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করতে দেওয়া হয়।

§ 8. যেহেতু সাংবিধানিক অধিকার ভোগকারীদের মধ্যে জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এটা সহজে অনুমেয় যে এই রূপটিতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে আইনের কাছে, ব্যক্তিদের কাছে নয়। এ ধরনের সংযত মুখ্যতন্ত্র রাজার ব্যক্তিগত শাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; এবং যেহেতু এর সদস্যদের সম্পত্তি এত বেশী নয় যে সমস্ত বৈষয়িক চিন্তা থেকে বিমুক্ত হয়ে তারা অবসর ভোগ করতে পারে কিংবা এত কম নয় যে ভরণপোষণের জন্য তাদের

রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে হয়, তারা বাধ্য হবে আইনের শাসন চাইতে নিজেরা শাসন করতে চাইবে না।

§ 9. মুখ্যতন্ত্রের দ্বিতীয় রূপটির আবির্ভাব ঘটে যখন সম্পত্তির মালিকদের সংখ্যা কম এবং তাদের সম্পত্তির আয়তন বেশী। এরূপ অবস্থায় তাদের ক্ষমতা অধিকতর ; আর তারা সাংবিধানিক অধিকারের অধিকতর অংশ দাবি করে। কাজেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের যেসব সদস্য নাগরিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের নির্বাচন করবার অধিকারও এদের আছে বলে এরা মনে করে আর—আইনকে উপেক্ষা করে শাসন পরিচালনা করবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী এখনও না হওয়ায়—এই উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করে।

§ 10. আরও অগ্রগতি দেখা যায়, এবং মুখ্যতন্ত্রের তৃতীয় রূপের আবির্ভাব ঘটে, যখন অধিকতর সংকোচনের ফলে আরও কম লোক আরও বেশী পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হয়। শাসনকারী মুখ্যতন্ত্রের সদস্যরা পদগুলি এখন সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে রাখে, তবুও তারা আইন অনুযায়ী কাজ করে, যদিও আইনটি এই যে পিতার উত্তরাধিকারী হবে পুত্র।

§ 11. মুখ্যতন্ত্রের চতুর্থ ও শেষ রূপটির আবির্ভাব ঘটে, যখন—কিবা সম্পত্তির আয়তনের ক্ষেত্রে, কিবা সম্পর্কের প্রভাবের ক্ষেত্রে—সংকোচন চরম সীমায় উপনীত হয়। যে ধরনের সমাজ বা 'পরিবারবর্গ' এখন উৎপত্তি লাভ করছে তার সঙ্গে রাজার ব্যক্তিগত শাসনের নিকট সাদৃশ্য আছে, এখন ব্যক্তিরাই সার্বভৌম, আইন নয়। মুখ্যতন্ত্রের এই চতুর্থ রূপটি গণতন্ত্রের শেষ [বা 'চরম'] রূপের সমবৃত্তি।

পরিচ্ছেদ 7

[**রূপরেখা** ঃ গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের শ্রেণী বিভাগের পর অন্যান্য সংবিধানের শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। প্রকৃত অভিজাততন্ত্র বস্তুত শ্রেষ্ঠতমের শাসন ঃ এছাড়া অভিজাততন্ত্রের তিনটি রূপ আছে। তারা সকলেই অল্প বিস্তর মিশ্র সংবিধান জাতীয়, কাজেই 'নিয়মতন্ত্র'-এর সন্নিকট।]

§ 1. গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র ছাড়া আরও চারটি সংবিধান আছে। এদের একটিকে [রাজতন্ত্রকে] চারটি প্রধান সংবিধানের অন্যতম হিসাবে সাধারণত ধরা হয় এবং ইতিপূর্বে এইভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধান সংবিধান হিসাবে গণ্য চারটি হচ্ছে রাজতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র.... এই চারটি ছাড়াও একটি পঞ্চম রূপ আছে। এই রূপটি সকল রূপের বর্গ নামে- সংবিধান' বা 'নিয়মতন্ত্র' নামে -অভিহিত, কিন্তু বিরল বলে যেসব লেখক সংবিধানের বিভিন্ন রূপের শ্রেণী বিভাগ করতে চেষ্টা করেছেন তারা এর উল্লেখ করেন নি, এবং 'রিপাবলিক'-এ প্লেটোর মতো সাধারণত চারটির বর্ণনায় নিজেদের সীমাবন্ধ করেছেন....

§ 2. আমাদের প্রথম ভাগে সংবিধানের যে রূপটির আলোচনা ইতি-পূর্বে হয়েছে তার ক্ষেত্রে 'অভিজাততন্ত্র' আখ্যাটি যথাযথভাবে প্রযোজ্য। একমাত্র যে সংবিধানকে একান্ত ন্যায়সংগতভাবে অভিজাততন্ত্র বলা যেতে পারে সেটি এমন যেখানে সভ্যরা শুধু যে যে-কোন মাপকাঠিতে 'উৎকৃষ্ট' তা নয়, নৈতিক গুণে সম্পূর্ণভাবে 'উৎকৃষ্টতম'। একমাত্র এই সংবিধানে সুজন ও সুনাগরিক সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হতে পারে ; অন্য সব জায়গায় উৎকৃষ্টতা শুধু বিশেষ সংবিধান ও তার বিশেষ মানদন্ড সাপেক্ষ।

§ 3. কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সংবিধানের আরও কতক-গুলি রূপ আছে, যারা মুখ্যতন্ত্র ও তথাকথিত 'নিয়মতন্ত্র' উভয় থেকে যথেষ্ট পৃথক্ এবং যাদের অভিজাততন্ত্রও বলা যেতে পারে [যদিও তারা অভিজাত-তন্ত্রের প্রকৃত মান অর্জন করতে পারে না]। এই রকম ঘটে যখন পদ নির্বাচনের ভিত্তি কেবল ধন নয়, নৈতিক যোগ্যতাও। এ ধরনের সংবিধান গুলি এইমাত্র যে দুটি রূপের উল্লেখ করা হল [অর্থাৎ মুখ্যতন্ত্র ও 'নিয়ম তন্ত্র'] তাদের উভয়ের থেকে পৃথক্ ; কাজেই তাদের অভিজাত তন্ত্র বলা হয়ে থাকে।

§ 4. এই রীতি ন্যায়সংগত, কেননা এমন কি যেসব রাষ্ট্রে সততায় উৎসাহদানকে সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় না সেখানেও এমন

ব্যক্তিদের পাওয়া যেতে পারে যাদের সুনাম আছে এবং যারা উচ্চ গুণশালী হিসাবে সম্মানিত হয়। সুতরাং যে সংবিধান কার্থেজের মতো ধন, সততা এবং সংখ্যা এই তিনটি নির্ধারককেই সসম্মানে গ্রহণ করে, তাকে অভিজাত-তান্ত্রিক সংবিধান বলা যেতে পারে ; স্পার্টার মতো সংবিধানগুলি সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে ঃ তাবা সততা ও সংখ্যা শুধু এই দুটি নির্ধাবককে সসম্মানে গ্রহণ করে এবং সেজন্য সেখানে গণতান্ত্রিক ও অভিজাত-তান্ত্রিক নীতির মিশ্রণ ঘটে।

§ 5. সুতরাং আমবা বলতে পাবি যে প্রথম অথবা শ্রেষ্ঠতম রূপ ছাড়া অভিজাততন্ত্রেব এই দুটি বূপ আছে · এবা বাদে আরও একটি রূপকে আমরা এর অন্তর্ভুক্ত কবতে পারিঃ তথাকথিত 'নিয়মতন্ত্র'-এব যে রূপ-গুলির বিশেষ ঝোঁক আছে মুখ্যতন্ত্রেব দিকে তাদের মধ্যে এটিকে পাওয়া যায়।

পরিচ্ছেদ ৪

[রূপরেখা : এখন 'নিয়মতন্ত্র' ও তার রূপগুলির আলোচনা হতে পারে। সাধারণত 'নিয়মতন্ত্র' গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের মিশ্রণ ; কিন্তু সাধারণ রীতি হচ্ছে নামটিকে সেই সব মিশ্রণে নিবদ্ধ রাখা যাদের ঝোঁক আছে গণতন্ত্রের দিকে ; যাদের ঝোঁক বেশী মুখ্যতন্ত্রের দিকে তাদের অভিজাততন্ত্র বলা হয়। এবার মূল বিষয় ছেড়ে আলোচনা করতে হবে 'অভিজাততন্ত্র' পদটির ব্যবহার সম্পর্কে এবং কি কারণে পদটি—মানুষের মনে কতকটা শিষ্টজনের শাসন এবং কতকটা আইনের শাসনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার দরুন—খানিকটা অস্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পদগুলির যথাযথ ব্যবহার নির্ভর করে একটি প্রতিজ্ঞার উপর : রাষ্ট্রের বিচার্য উপাদান তিনটি —স্বাধীনজন্মা দরিদ্ররা, ধনশালীরা এবং গুণীব্যক্তিরা--শুধু দরিদ্ররা ও ধনশালীরা নয়। এই ভিত্তিতে 'অভিজাততন্ত্র' পদটিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে সেইসব সংবিধানে যারা কোন না কোন ভাবে যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দেয ; আর একমাত্র 'নিয়মতন্ত্র' পদটিকে ব্যবহার করতে হবে সেই সব সংবিধানের ক্ষেত্রে যারা স্বাধীন জন্ম এবং ধন কেবল এই দুটি উপাদানকে স্বীকার করে।]

§ 1. সংবিধানের যে রূপকে বলা হয় 'নিয়মতন্ত্র' তার এবং স্বৈরাচার-তন্ত্রের আলোচনা বাকী আছে। এখানে আমরা 'নিয়মতন্ত্র'কে একটি বিকৃত সংবিধানের সঙ্গে যুক্ত করেছি—যদিও এইমাত্র অভিজাততন্ত্রের যেসব রূপের কথা বলা হয়েছে তাদের মতো এটি নিজে একটি বিকার নয়। কিন্তু উত্তরে যুক্তি এই যে এই সব সংবিধান ['নিয়মতন্ত্র' ও সম্পর্কিত অভিজাততন্ত্রের রূপগুলো] প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সংবিধানের প্রকৃষ্ট রূপের কাছাকাছি আদৌ যেতে পারে না এবং সেজন্য তাদের বিকারের মধ্যেই গণ্য করতে হয় ; আরও বলতে পারি—যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে আমাদের প্রথম ভাগে—যেসব বিকারের মধ্যে তাদের গণ্য করা হয় সেগুলো তাদেরই সৃষ্টি।

§ 2. স্বৈরাচারতন্ত্রের কথা সকলের শেষে বলাই স্বাভাবিক ও সংগত, কেননা আমরা নিযুক্ত রয়েছি সংবিধানের অনুসন্ধানে ; আর সংবিধানের মধ্যে স্বৈরাচারতন্ত্রে সাংবিধানিক প্রকৃতি সবচেয়ে কম।

আমরা যে অনুক্রম অনুসরণ করতে চাই তার কারণ বোঝানো হয়েছে ; এখন আমরা 'নিয়মতন্ত্র' সম্বন্ধে আলোচনা করতে অগ্রসর হব। ইতিপূর্বে মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রকৃতি নির্দিষ্ট হওয়ায় এর প্রকৃতিটি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

§ 3. 'নিয়মতন্ত্র'কে সাধারণভাবে এই দুটি সংবিধানের মিশ্রণ হিসাবে

বর্ণনা করা যেতে পারে ; কিন্তু সাধারণ রীতি হচ্ছে নামটিকে সেই সব মিশ্রণে নিবদ্ধ রাখা যাদের ঝোঁক আছে গণতন্ত্রের দিকে : যাদের ঝোঁক বেশী মুখ্যতন্ত্রের দিকে তাদের অভিজাততন্ত্র বলা হয়, 'নিয়মতন্ত্র' বলা হয় না—কারণ কৃষ্টি ও বিনয় [অভিজাততন্ত্রের গুণ দুটি] সমধিক দেখা যায় ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে [যারা মুখ্যতন্ত্রের বনিয়াদ রচনা করে]।

§ 4. আমাদের আরও মনে রাখতে হবে ['অভিজাততন্ত্র' পদটির এই সাধারণ ব্যবহার বোঝানো সম্পর্কে] যে যে-সমস্ত সুবিধা না থাকায় অপরাধীরা অপরাধ করে থাকে সেগুলি সাধারণত ধনীদের আগে থেকেই আছে বলে ধরে নেওয়া হয় ; আর এই কারণে তাদের 'সজ্জন' বা 'বিশিষ্ট লোক' বলা হয়। অভিজাততন্ত্রের লক্ষ্য যখন উৎকৃষ্টতমকে প্রাধান্য দেওয়া তখন লোকে এইভাবে পদটিকে প্রসারিত করতে এবং মুখ্যতন্ত্রকেও সজ্জন-শাসিত রাষ্ট্র [অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে অভিজাততন্ত্র] হিসাবে বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়।

§ 5. ['অভিজাততন্ত্র' পদটির প্রসারণের আর একটি কারণ আছেঃ লোকের সাধারণ বিশ্বাস এই যে যে-কোন আইনানুগ রাষ্ট্রকে অভিজাততন্ত্র হতেই হবে।] যে রাষ্ট্র উৎকৃষ্টতম নাগরিকদের দ্বারা শাসিত হয় না, শাসিত হয় দরিদ্রদের দ্বারা, সেখানে যে আইনের শাসন থাকতে পারে এটা লোক অসম্ভব বলে মনে করে ; আবার বিপরীত দিক থেকে যে রাষ্ট্রে আইনের শাসন নেই সেখানে যে অভিজাততন্ত্র থাকতে পারে এটাও তারা সমানভাবে অসম্ভব বলে মনে করে। কার্যত লোকে মানে না এমন একপ্রস্থ সুন্দর আইনের দ্বারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

§ 6. আইনের শাসনের দুটি অর্থের মধ্যে আমাদের পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে—একটি অর্থ যে আইন প্রণীত হয়েছে তাকে মান্য করা, আর একটি অর্থ যে আইন মান্য করা হচ্ছে তা সুষ্ঠুভাবে প্রণীতও হয়েছে। (যে আইন অসুন্দরভাবে প্রণীত হয়েছে তাকেও মান্য করা যেতে পারে।) শেষোক্ত অর্থটির আবার দুটি উপবিভাগ আছেঃ লোকে মান্য করতে পারে তাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম আইনকে, অথবা তারা মান্য করতে পারে নিরপেক্ষভাবে উৎকৃষ্ট আইনকে। [সহজে অনুমান করা যায় যে অভিজাততন্ত্রকে যদি আইনের শাসনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় তাহলে তার উৎকৃষ্টতর রূপের সঙ্গেই শুধু যুক্ত হওয়া উচিত।]

§ 7. এটা সাধারণ অভিমত যে যোগ্যতানুসারে পদ বণ্টন অভিজাততন্ত্রের অত্যাবশ্যক লক্ষণ ঃ গণতন্ত্রের যেমন স্বাধীন জন্ম এবং মুখ্যতন্ত্রের যেমন ধন, এর তেমনি যোগ্যতা। সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তভিত্তিক শাসনের নিয়ম [শুধু অভিজাততন্ত্রে নয়] সব সংবিধানেই আছে। মুখ্যতন্ত্রে,

অভিজাততন্ত্রে এবং গণতন্ত্রে সমানভাবে সাংবিধানিক অধিকারভোগীদের সংখ্যাগুরু যারা তাদের সিদ্ধান্ত চরম ও সার্বভৌম।

§ 8. সংবিধানের যে রূপটিকে 'নিয়মতন্ত্র' বলা হয় তাকে অধিকাংশ রাষ্ট্রে উচ্চতর নামে অলংকৃত করা হয়। এতে যে মিশ্রণের চেষ্টা করা হয় তা হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের অথবা ধন ও স্বাধীন জন্মের ; কিন্তু সাধারণ অভিমত ধনীদের সজ্জনের মর্যাদা দান করে [কাজেই এরা যে 'নিয়মতন্ত্র'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে অভিজাততন্ত্রের উচ্চতর নামে ভূষিত করা হয়]।

§ 9 বাস্তব জীবনে তিনটি উপাদান আছে যারা মিশ্র সংবিধানে সমান অংশ দাবি করতে পারে—স্বাধীন জন্ম, ধন এবং যোগ্যতা। (মহৎ জন্মকে কখনও কখনও চতুর্থ উপাদান হিসাবে ধরা হয়, কিন্তু এটি শেষোক্ত দুটির ফলমাত্র এবং নিছক ধন ও যোগ্যতার বংশগত মিশ্রণ।) কাজেই প্রত্যক্ষত 'নিয়মতন্ত্র' পদটি আমাদের ব্যবহার করা উচিত কেবল দুটি উপাদানের মিশ্রণের ক্ষেত্রে, যেখানে এই উপাদান দুটি হচ্ছে ধনী ও দরিদ্র আর অভিজাততন্ত্র' নামটি নির্বাধ রাখা উচিত তিনটির মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রথম এবং যথার্থ রূপ ভিন্ন অপর কোন তথাকথিত রূপের চেয়ে এটি বেশী অভিজাততান্ত্রিক।

§ 10 আমরা এখন দেখিয়েছি যে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং মুখ্যতন্ত্র ছাড়াও সংবিধানের অন্যান্য রূপ আছে, এই সব রূপের প্রকৃতি কি রকম ; কিভাবে অভিজাততন্ত্রের একটি রূপ অন্য রূপ থেকে পৃথক্ ; কিভাবে 'নিয়মতন্ত্র' অভিজাততন্ত্র থেকে পৃথক্ : পরিশেষে দেখিয়েছি যে অভিজাত-তন্ত্র ও 'নিয়মতন্ত্র'-এর মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়।

পরিচ্ছেদ 9

[**রূপরেখা ঃ** পরিশেষে প্রকৃত 'নিয়মতন্ত্র' যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে তার আলোচনা করা যেতে পারে। তিনটি উপায়ে স্বাধীনজন্মা দরিদ্র ও ধনীদের সমন্বয় অথবা গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের সংমিশ্রণ সম্ভব। প্রথমটি হচ্ছে সমগ্র মুখ্যতন্ত্রের সঙ্গে সমগ্র গণতন্ত্রের মিশ্রণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুটির সমক গ্রহণ। তৃতীয়টি হচ্ছে গণতন্ত্র থেকে কিছু উপাদান এবং মুখ্যতন্ত্র থেকে কিছু উপাদান গ্রহণ। গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের যথাযথ মিশ্রণের একটি সুন্দর নিরূপক এই যে একটি মিশ্র সংবিধানকে নিরপেক্ষভাবে এদের যে কোনটি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এরূপ মিশ্রণের উদাহরণ হিসাবে স্পার্টার উল্লেখ করা যায়।]

§ 1. আমাদের যুক্তির সূত্র ধরে এখন আলোচনা করতে হবে কিভাবে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের পাশে 'নিয়মতন্ত্র' নামক সংবিধানটির আবির্ভাব ঘটে এবং কি উপায়ে একে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। ঐ আলোচনার মধ্যে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের লক্ষণগুলিও প্রকট হয়ে উঠবে ; কেননা ['নিয়মতন্ত্র' রচনা করতে গেলে] প্রথমে এই দুটি রূপের পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে এবং তারপর উভয়ের নিকট থেকে পরিপূরক অংশগুলি নিয়ে তাদের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

§ 2. তিনটি বিভিন্ন নিয়মে এরূপ সমন্বয় বা সংমিশ্রণ করা যেতে পারে। প্রথমত, আমরা একসঙ্গে গণতান্ত্রিক ও মুখ্যতান্ত্রিক নিয়ম গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদালতে আসন গ্রহণ সম্পর্কিত নিয়মের উল্লেখ করা যেতে পারে। মুখ্যতন্ত্রে আদালতে আসন গ্রহণ না করলে ধনীদের জরিমানা করা হয় আর আসন গ্রহণ করলে দরিদ্ররা বেতন পায় না। অপর পক্ষে গণতন্ত্রে আসন গ্রহণের জন্য দরিদ্রদের বেতন দেওয়া হয় আর আসন গ্রহণ না করার জন্য ধনীদের জরিমানা করা হয় না।

§ 3. এই উভয় নিয়মের সমন্বয় করতে গেলে একটি সাধারণ বা মধ্য-পথ অবলম্বন করতে হবে ; আর সে কারণে এই পদ্ধতি 'নিয়মতন্ত্র'-মূলক, কেননা 'নিয়মতন্ত্র' দুটি সংবিধানের মিশ্রণ। সুতরাং এটি একটি উপায় যার দ্বারা সমন্বয় সাধন সম্ভব। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে দুটি বিভিন্ন নিয়মের গড় কষা বা সমক নেওয়া। উদাহরণঃ একটি সংবিধানে আইনসভায় যোগ-দানের জন্য কোন সম্পত্তি যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না অথবা অতি সামান্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়ঃ অপর সংবিধানে উচ্চ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

এখানে দুটি নিয়ম ব্যবহার করলে একটি সাধারণ পথ মিলবে না ; কাজেই দুটির সমক নিতে হবে।

§ 4. সমন্বয়ের তৃতীয় উপায় হচ্ছে [নিয়ম দুটিকে সম্পূর্ণভাবে না নিয়ে অথবা তাদের গড় না কষে] উভয়ের উপাদানের সমন্বয় করা, এবং মুখ্যতান্ত্রিক নিয়মের অংশকে গণতান্ত্রিক নিয়মের অংশের সঙ্গে মিশ্রিত করা। উদাহরণঃ ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগে ভাগ্য পরীক্ষা গ্রহণকে গণতান্ত্রিক, এবং ভোট গ্রহণকে মুখ্যতান্ত্রিক. মনে করা হয়। আবাব সম্পত্তি যোগ্যতার প্রয়োজন না থাকাকে গণতান্ত্রিক, এবং প্রয়োজন থাকাকে মুখ্যতান্ত্রিক, বিবেচনা করা হয়।

§ 5. কাজেই এখানে [মিশ্র] অভিজাততন্ত্র বা 'নিয়মতন্ত্র'-এর উপযোগী উপায় হচ্ছে সংবিধানের একটি রূপ থেকে একটি উপাদান এবং অপর রূপটি থেকে আর একটি উপাদান গ্রহণ করা—অর্থাৎ মুখ্যতন্ত্র থেকে গ্রহণ করা ভোট গ্রহণের দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগের নিয়ম এবং গণতন্ত্র থেকে গ্রহণ করা সম্পত্তি যোগ্যতার প্রয়োজন না থাকার নিয়ম।

§ 6. আমরা এখন সাধারণ মিশ্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা আরও বলতে পারি গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রের উপযুক্ত মিশ্রণের একটি সুন্দর লক্ষণ এই যে মিশ্র সংবিধানটিকে নিরপেক্ষভাবে এদের যে কোনটি বলে বর্ণনা করা যাবে। সেটা করা যাবে প্রত্যক্ষত মিশ্রণের উৎকৃষ্টতার জন্যই। দুটি চূড়ান্তের সমক সম্পর্কে একথা সাধারণত বলা যেতে পারেঃ দুটি চূড়ান্তেরই সন্ধান মিলবে সমকের মধ্যে, [আর এজন্যই একে বর্ণনা করা যাবে এদের যে কোনটির নামে]।

§ 7. স্পার্টার সংবিধান একটি উদাহরণ। অনেকে একে গণতন্ত্র বলে বর্ণনা করেন, কেননা এব সংগঠনেব মধ্যে কতকগুলি গণতান্ত্রিক লক্ষণ আছে। প্রথমে কিশোরদের পালন সম্বন্ধে বলা যেতে পারেঃ ধনীর সন্তানরা যে খাদ্য পায় তা দরিদ্রের সন্তানদেব সমান, এবং তাদেব শিক্ষার যে মান তা দরিদ্রের সন্তানরাও অর্জন করতে পারে।

§ 8. যৌবনাবস্থায় একই নীতি অনুসরণ করা হয় ; পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রেও তাই। ধনী ও দরিদ্রেব মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না ঃ গণাহারে সকলের খাদ্য সমান ; আর ধনীদের পোশাক এমন যা দরিদ্ররাও সংগ্রহ করতে পারে।

§ 9. স্পার্টাকে গণতন্ত্র বলে বর্ণনা করার দ্বিতীয় কারণ এইঃ জনসাধারণের অধিকার আছে দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের একটিতে, সেনেটে, প্রতিনিধি নির্বাচন করার এবং অপরটিতে, ইফরেটে, নিজেরাই নির্বাচিত হবার। অপরপক্ষে কেউ কেউ স্পার্টার সংবিধানকে মুখ্যতন্ত্র বলে বর্ণনা করেন, কেননা এর

মধ্যে অনেকগুলি মুখ্যতান্ত্রিক নির্ধারক আছে। উদাহরণঃ ম্যাজিস্ট্রেটরা সকলে ভোট গ্রহণ দ্বারা নিযুক্ত হয়, কেউ ভাগ্য পরীক্ষা গ্রহণ দ্বারা হয় না ; মৃত্যুদণ্ডের বা নির্বাসনের আদেশ দেবার ক্ষমতা থাকে কয়েক ব্যক্তির হাতে ; আর অনেক একই রকম অন্য লক্ষণ আছে।

§ 10. উপযুক্তভাবে মিশ্রিত একটি 'নিয়মতন্ত্র'কে দেখে মনে হওয়া উচিত যেন এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ও মুখ্যতান্ত্রিক উভয় প্রকার উপাদানই আছে —আবার যেন কোনটিই নেই। এর স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নয় ; এব অন্তর্নিহিত শক্তি একে স্থায়ী করবার জন্য সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছা থেকে আসবে না (একটি নিকৃষ্ট সংবিধানেও সেটা অনায়াসে হতে পারে), আসবে বরং ভিন্ন সংবিধানের দিকে পরিবর্তনের ইচ্ছা সমগ্র রাষ্ট্রের একটি অংশেরও না থাকার জন্য।

আমরা এখন বর্ণনা করেছি কিভাবে 'নিয়মতন্ত্র' এবং অভিজাততন্ত্র নামে অভিহিত অন্য রূপগুলি [মিশ্র সংবিধানের] রচনা করা উচিত।

পরিচ্ছেদ 10

[**রূপরেখা** ঃ এখন সকলের শেষে স্বৈরাচারতন্ত্রের রূপগুলি আলোচনা করতে হবে। আমরা ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করেছি (তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ 14) যে এর দুটি রূপকে স্বৈরাচারতন্ত্র না বলে বরং রাজতন্ত্র বলাই ভালো—যেমন অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত রাজতন্ত্র এবং প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বিদ্যমান ডিক্টেটরশিপ বা 'নির্বাচনমূলক' স্বৈরাচারতন্ত্র। তৃতীয় রূপটি হচ্ছে আসল স্বৈরাচারতন্ত্র—নিজের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতাশালীর দায়িত্বহীন শাসন।]

§ 1. স্বৈরাচারতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। এর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবাব নেই ; তবে যখন একে সংবিধানেব শ্রেণী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তখন আমাদের অনুসন্ধানে এর স্থান থাকবেই। রাজতন্ত্র [এটি যার বিকৃত রূপ বলে আমরা লক্ষ্য করেছি তার] সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্বে আমাদের প্রথম অংশে হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা রাজতন্ত্রকে বিচার করেছি অত্যন্ত সাধারণ অর্থে ; আমরা অনুসন্ধান করেছি রাষ্ট্রের পক্ষে এটি হিতকর না হানিকর, কোন্ প্রকার ব্যক্তির রাজা হওয়া উচিত, কোন্ উৎস থেকে তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে, আর কিভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

§ 2. আলোচনাসূত্রে আমরা স্বৈরাচারতন্ত্রের দুটি রূপেরও পার্থক্য নির্দেশ করেছি ; সেই সম্পর্কে তাদের বিচারও করছি, কেননা উভয়ে আইনানুগ সরকারের রূপ হওয়ায় তাদের প্রকৃতি রাজতন্ত্রের সঙ্গে কতকটা পরস্পরাঙ্গী হয়ে পড়ে। এই দুটি রূপ হচ্ছে (1) নির্বাচনমূলক রাজা, যাঁর ক্ষমতা অসীম এবং যাঁকে দেখা যেত কতকগুলি অসভ্য জাতির মধ্যে, এবং (2) ঐ ধরনের রাজা, যাঁকে বলা হত একনায়ক (বা ডিক্টেটর) এবং যিনি একদা প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

§ 3. এ দুটি রূপের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে ; কিন্তু তাদের উভয়কে বলা যেতে পারে আধ রাজা, আধ স্বৈরাচারী—রাজা, কেননা সরকাব নির্ভর করে জনমতের উপর এবং পরিচালিত হয় আইনের ভিত্তিতে ; স্বৈরাচারী, কেননা সরকার পরিচালিত হয় দাস-প্রভুর মেজাজে এবং শাসকের ইচ্ছানুযায়ী। তবে স্বৈরাচারতন্ত্রের একটি তৃতীয় রূপ আছে ঃ স্বৈরাচারতন্ত্র বলতে সাধারণত এই রূপটিই বোঝায়। এটি হচ্ছে চরম রাজতন্ত্রের বা 'প্যাম্ব্যাসিলিয়া'-র বিপরীত।

§ 4. স্বৈরাচারতন্ত্রের এই তৃতীয় রূপটি সুনিশ্চিতভাবে দেখা যায় যেখানে একজন তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠদের শাসন করেন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীনভাবে—প্রজাদের সুবিধার জন্য নয়, নিজের সুবিধার জন্য। কাজেই এটা হচ্ছে শক্তির শাসন, কোন স্বাধীন মানুষই স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা বরদাস্ত করবে না।

এইমাত্র যেসব কারণ দেখানো হয়েছে সেই অনুযায়ী এগুলি হল স্বৈরাচারতন্ত্রের রূপ : আর এ হল তার সংখ্যা।

C

যে ধরনের সংবিধান অধিকাংশ স্থানে সুসাধ্য

পরিচ্ছেদ 11

[**রূপরেখা ঃ** এখানে আমাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ রাষ্ট্র ও মানুষের পক্ষে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতম সংবিধান ও জীবনের পথ। সততা জিনিসটাই একটা মাঝামাঝি জিনিস ; এবং যে কোন রাষ্ট্রে ধনী ও দরিদ্রদের মাঝামাঝি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ধনীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই এবং দরিদ্রদের ক্ষুদ্রতা নেই ঃ এটি একটি স্বাভাবিক যোগসূত্র হিসাবে রাজনৈতিক সংহতি সাধনে সহায়তা করে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এই শ্রেণীর উপর প্রতিষ্ঠিত সংবিধান অর্থাৎ 'নিয়মতন্ত্র' সাধারণত কল্যাণকর হওয়া খুবই সম্ভব। এর মধ্যে উপদল থাকবে না এবং এটি সম্ভবত স্থিতিশীল হবে। কিন্তু ইতিহাসে 'নিয়মতন্ত্র' বিরল—কতকটা আভ্যন্তরিক কারণে এবং কতকটা এই কারণে যে অ্যাথেন্স ও স্পার্টার সাম্রাজ্যনীতি মধ্যপথ অপেক্ষা চরম পথকেই উৎসাহ দিয়েছে। তবুও 'নিয়মতন্ত্র' প্রচলিত সংবিধানগুলির গুণ বিচারে মাপকাঠির কাজ করতে পারে।]

§ 1. আমাদের এখন বিবেচনা করতে হবে **অধিকাংশ** রাষ্ট্র ও মানুষের পক্ষে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতম সংবিধান ও জীবনের পথ। এই বিবেচনাকালে, [শ্রেষ্ঠতমের পরিমাপের জন্য], আমরা গুণবত্তার এমন মাপকাঠি ব্যবহার করব না যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, অথবা শিক্ষার এমন মাপকাঠি ব্যবহার করব না যার জন্য চাই অসাধারণ গুণ ও সজ্জা, অথবা সংবিধানের এমন মাপকাঠি ব্যবহার করব না যা আদর্শের উন্নত শিখরে পৌঁছতে পারে। আমাদের সম্পর্ক কেবল সেই ধরনের জীবনের সংগে যা অধিকাংশ মানুষ ভোগ করতে পারে এবং সেই ধরনের সংবিধানের সংগে যা অধিকাংশ রাষ্ট্রের পক্ষে ভোগ করা সম্ভব।

§ 2. তথাকথিত 'অভিজাততন্ত্র'গুলি, যাদের সম্বন্ধে এইমাত্র আলোচনা করেছি সেগুলি [আমাদের কাজে লাগবে না ঃ তারা] হয় একদিক্ থেকে অধিকাংশ রাষ্ট্রের নাগালের বাইরে, না হয় অন্যদিক্ থেকে 'নিয়মতন্ত্র' নামক সংবিধানের এত কাছাকাছি যে তাদের পৃথক্‌ভাবে বিচার করতে হবে না, এর থেকে অভিন্ন মনে করতে হবে। যে প্রশ্নগুলি আমরা এইমাত্র তুলেছি তাদের সকলের নিষ্পত্তি একই মৌলিক নীতির আলোকে হতে পারে।

§ 3. 'এথিক্স্'-এ বলা হয়েছে—(1) প্রকৃত সুখী জীবন হচ্ছে বাধা-বিঘ্নহীন সততার জীবন, এবং (2) মধ্য পথেই সততা নিহিত। এই উক্তি-গুলি যদি আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি তাহলে সহজেই অনুমেয় যে জীবনের শ্রেষ্ঠতম পথ [অধিকাংশ মানুষের পক্ষে] হচ্ছে মধ্যপথ এবং সেই জাতীয় মধ্যপথ যা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সুলভ। আর একটি কথাঃ নাগরিকমণ্ডলীর [অর্থাৎ **ব্যক্তিগতভাবে** এর সকল সদস্যের] সুন্দর বা কুৎসিত জীবনের নির্ণায়কগুলি সংবিধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ; কেননা সংবিধান হচ্ছে নাগরিক-মণ্ডলীর জীবনের পথ।'

§ 4. সমস্ত রাষ্ট্রে নাগরিকমণ্ডলীর তিনটি ভাগ বা শ্রেণীকে পৃথক্ করা যেতে পারে—অতি ধনী, অতি দরিদ্র এবং দুয়ের মাঝামাঝি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সাধারণ নীতি হিসাবে এটি স্বীকৃত যে সমভাব এবং মধ্যক নীতি সব সময়ে প্রশস্ত। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সমস্ত দৈব দানের অধিকারে মধ্যাবস্থা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ।

§ 5. এই অবস্থার মানুষরা যুক্তির কথা শুনতে সব চেয়ে বেশী প্রস্তুত। যারা রয়েছে এক প্রান্তে—যারা অতি সুশ্রী, অতি শক্তিমান, অতি মহৎ, অতি ধনী ; অথবা যারা রয়েছে অপর প্রান্তে—যারা অতি দরিদ্র, অতি দুর্বল, অতি হীন—তাদের পক্ষে যুক্তিকে অনুসরণ করা কঠিন। প্রথম সারির মানুষদের মধ্যে হিংসামূলক কাজ ও গুরুতর অপরাধের অধিকতর প্রবণতা দেখা যায়ঃ দ্বিতীয় সারির মানুষদের মধ্যে দেখা যায় শঠতা ও লঘু অপরাধের অতি প্রবণতা ; আর অধিকাংশ অপরাধের উৎপত্তি হয় হিংসাত্মক কাজ থেকে না হয় ধূর্ততা থেকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আরও একটি গুণ এই যে এর সদস্যরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে অত্যন্ত কম কষ্ট পায় ঃ সামরিক ও অসামরিক উভয় ক্ষেত্রে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

§ 6. আরও বলা দরকার যে যারা শক্তি, অর্থ, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি অত্যধিক সুবিধা ভোগ করে তারা মান্য করতে চায় না আর কিভাবে মান্য করতে হয় তাও জানে না। এই দোষটি তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই দেখতে পাওয়া যায়—শিশুকালে এবং পারিবারিক জীবনে ঃ বিলাসে লালিত হয়ে তারা কখনও নিয়মনিষ্ঠার অভ্যাস অর্জন করে না, এমন কি শিক্ষাতেও। অপর প্রান্তে যারা সুবিধার অভাবের জন্য কষ্ট পায় তাদের মধ্যেও কিন্তু দোষ আছেঃ তারা অত্যন্ত হীন ও দুর্বলচিত্ত।

§ 7. সুতরাং একদিকে আমরা সেই সব মানুষ দেখতে পাই যারা জানে না কিভাবে শাসন করতে হয়, জানে শুধু কিভাবে মান্য করতে হয়ঃ তারা যেন কতকগুলি ক্রীতদাস ; আবার অন্যদিকে সেই সব মানুষ দেখতে পাই যারা জানে না কিভাবে মান্য করতে হয় যে কোন কর্তৃপক্ষকে, জানে শুধু কিভাবে

শাসন করতে হয় ঃ তারা যেন ক্রীতদাসদের প্রভু। ফলে রাষ্ট্র স্বাধীন মানুষের রাষ্ট্র হয় না, হয় ক্রীতদাস ও প্রভুদের রাষ্ট্রঃ এর একদিকে দেখি হিংসা আর অন্যদিকে দেখি ঘৃণা। বন্ধুতার মনোভাব কিংবা রাজনৈতিক সমাজের স্বভাবের থেকে অধিক দূরবর্তী আর কিছু হতে পারে না। সমাজ নির্ভর করে বন্ধুতার উপর ; এবং যখন বন্ধুতার বদলে শত্রুতা দেখা যায় তখন মানুষ এক পথে ভ্রমণও করবে না।

§ 8. যতদূর সম্ভব সমান ও সমপদস্থদের [কাজেই যারা বন্ধু ও সহায় হতে পারে তাদের] একটি সমাজ গঠনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য : আর এই ধরনের গঠন অন্য কোন শ্রেণীর চেয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশী। এর থেকে সহজে বোঝা যায় যে যে-সব উপাদানের [অর্থাৎ সমান ও সমপদস্থদের] দ্বারা রাষ্ট্র স্বভাবত গঠিত হয় বলে আমরা মনে করি, তাদের দিক্ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সর্বোৎকৃষ্টভাবে গঠিত হতে বাধ্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা [শুধু যে এইভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় সাহায্য করে তা নয়] নিজেরাও অপর কোন শ্রেণীর চেয়ে অধিক নিরাপত্তা ভোগ করে।

§ 9. তারা দরিদ্রদের মতো অপরের জিনিসে লোভ করে না ; দরিদ্ররা যেমন ধনীদের সম্পত্তিতে লোভ করে অপররা তেমনি তাদের সম্পত্তিতে লোভ করে না। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করায় এবং অন্যরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করায়, তারা নিরাপদে বাস করে ; আর আমরা স্বচ্ছন্দে ফোকিলিডিসের[65] প্রার্থনা অনুমোদন করতে পারি

মধ্যমদের অনেক জিনিসই উত্তমঃ
আমি সানন্দে রাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।

§ 10. আমাদের বিচার থেকে দুটি জিনিস সুস্পষ্টঃ প্রথমত, রাজনৈতিক সমাজের সেইটি শ্রেষ্ঠ রূপ যেখানে ক্ষমতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর ন্যস্ত ; দ্বিতীয়ত, সুশাসন সেই সব রাষ্ট্রে লাভ করা যায় যেখানে একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে ঃ সেটি সম্ভব হলে এমন বৃহৎ হবে যাতে অন্য দুটি শ্রেণীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে পারে, পরন্তু অন্তত এমন বৃহৎ হবে যাতে পৃথক্‌ভাবে তাদের যে কোনটির চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে পারে ; কেননা তাহলে যে কোনটির সঙ্গে এর যোগদান স্থিতিসাম্য রক্ষায় সক্ষম হবে এবং বিরোধী পক্ষের যে কোনটির প্রাধান্যলাভে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

§ 11. সুতরাং কোন রাষ্ট্রের সদস্যরা যদি পরিমিত ও পর্যাপ্ত সম্পত্তির অধিকারী হয় তাহলে সেটা পরম আশীর্বাদ। যেখানে কয়েকজনের বৃহৎ সম্পত্তি আছে, অন্যদের কিছুই নেই, সেখানে পরিণতি হয় চরম গণতন্ত্র না হয় অমিশ্র মুখ্যতন্ত্র ; এমন কি—পরোক্ষভাবে এবং উভয় চরমাবস্থার প্রতি-

ক্রিয়া হিসাবে—স্বৈরাচারতন্ত্রও হতে পারে। স্বৈরাচারতন্ত্র এমন একটি সরকার যা অত্যুগ্র গণতন্ত্র বা মুখ্যতন্ত্র থেকে উৎপত্তি লাভ করতে পারে; কিন্তু মধ্যবর্তী সংবিধানগুলি থেকে বা তাদের নিকটবর্তীদের [যেমন সংযত মুখ্যতন্ত্রদের] থেকে এর উৎপত্তির সম্ভাবনা অনেক কম।

§ 12. পরে যখন আমরা বিপ্লব এবং সাংবিধানিক পরিবর্তনের আলোচনা করব তখন এর কারণ ব্যাখ্যা করব।

আপাতত এটা পরিষ্কার যে মধ্যবর্তী সংবিধানই উত্তম [অধিকাংশ রাষ্ট্রের পক্ষে]। একমাত্র এই ধরনের সংবিধানই দলমুক্ত; যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃহৎ সেখানে নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদের সম্ভাবনা সব চেয়ে কম।

§ 13. বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সাধারণত অধিক দলমুক্ত শুধু এই কারণে যে তাদের একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে। অন্যপক্ষে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে সমগ্র লোকসংখ্যার পক্ষে কেবল দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সহজ; মাঝখানে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এবং সকলে—বা প্রায় সকলে—হয় দরিদ্র না হয় ধনী।

§ 14. গণতন্ত্রগুলি মুখ্যতন্ত্রগুলির চেয়ে সাধারণত অধিক নিরাপদ ও অধিক স্থায়ী; তার কারণ তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রকৃতিঃ এই শ্রেণী এখানে মুখ্যতন্ত্রের চেয়ে সংখ্যায় অধিক এবং একে সরকার পরিচালনায় অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। যেসব গণতন্ত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই এবং দরিদ্ররা সমধিক সংখ্যাগুরু, সেখানে সংকট দেখা দেয় এবং তারা অচিরে ধ্বংস হয়।

§ 15. শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপকরা জন্মগ্রহণ করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ; এটাকে এর মূল্যের একটি প্রমাণ বলে অবশ্যই ধরতে হবে। সোলন যে এই শ্রেণীর একজন ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর কবিতায়ঃ লাইকার্গাস ছিলেন আর একজন (তিনি রাজপরিবারের একজন ছিলেন না, যদিও কখনও কখনও তা বলা হয়); ক্যারণ্ডাস এবং অধিকাংশ অন্যান্য ব্যবস্থাপকের সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

§ 16. এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার থেকে বুঝতে পারা যায় কেন ['নিয়মতন্ত্র' বিরল, এবং] অধিকাংশ সংবিধান হয় গণতান্ত্রিক না হয় মুখ্যতান্ত্রিক। প্রথমত, অধিকাংশ রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষুদ্রকায়; ফলে সম্পত্তির মালিকরা এবং জনসাধারণ এই দুটি প্রধান শ্রেণীর কোন একটি যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন তারা মধ্যপথকে উপেক্ষা করে এবং সংবিধানটিকে স্বপক্ষে টেনে এনে যথাস্থানে হয় গণতন্ত্র না হয় মুখ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

§ 17. দ্বিতীয়ত, দলগত বিবাদ ও সংগ্রাম অবিলম্বে আরম্ভ হয় জনসাধারণ এবং ধনীদের মধ্যে ; এবং যে পক্ষই জয়লাভ করুক না কেন, সাধারণের স্বার্থে ও সাম্যের ভিত্তিতে সংবিধান প্রতিষ্ঠা করতে কোন পক্ষই সম্মত হয় না ; বরং জয়ের পুরস্কার হিসাবে সাংবিধানিক অধিকারে অধিকতর অংশ সংগ্রহ করবার জন্য উৎসুক হয়ে নিজস্ব নীতি অনুযায়ী গণতন্ত্র অথবা মুখ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

§ 18. তৃতীয়ত, গ্রীসে যে রাষ্ট্র দুটি প্রাধান্য লাভ করেছে তাদের [অর্থাৎ অ্যাথেন্স ও স্পার্টার] নীতিও নিন্দনীয়। প্রত্যেকে তার সজাতীয় সংবিধানকে অনন্যভাবে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে ; একটি তার অধীন রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, অপরটি মুখ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে : প্রত্যেকে নিজের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেছে, অধীন রাষ্ট্রগুলির সুবিধার দিকে কেউই লক্ষ্য রাখে নি।

§ 19. এই তিনটি কারণে মধ্যবর্তী বা মিশ্র ধরনের সংবিধান কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি—অথবা বড় জোর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র কয়েকবার এবং মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্রে····যাঁরা এ পর্যন্ত প্রভুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন[66], মাত্র একজন, এই ধরনের সংবিধান প্রতিষ্ঠায় প্রোৎসাহিত হয়ে সম্মতি দিতে পেরেছেন। [অ্যাথেন্স ও স্পার্টা যখন একদল রাষ্ট্রের প্রধান ছিল তখন তাদের যে অভ্যাস ছিল তেমনি] এখন প্রত্যেকটি বিশেষ রাষ্ট্রের এই অভ্যাস দাঁড়িয়েছেঃ সাম্যের ব্যবস্থা কেউ চায় না, কিন্তু তার পরিবর্তে চায় হয় প্রভুত্ব করতে, না হয়—পরাজিত হলে—বিজয়ীর কাছে নিছক আত্মসমর্পণ করতে।

§ 20. কোন্ সংবিধানটি শ্রেষ্ঠতম [**অধিকাংশ** রাষ্ট্রের পক্ষে] এবং কেন শ্রেষ্ঠতম তার কারণ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছে। শ্রেষ্ঠতমটি সম্বন্ধে এইভাবে মীমাংসা হওয়ার পর সহজে অন্য সবগুলিকে (গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র উভয়ের যেসব বিভিন্ন রূপের ইতিপূর্বে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে তাদের সুদ্ধ) একত্র করে গুণানুসারে সাজানো যেতে পারে—পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি রূপে—তাদের গুণের উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা অনুযায়ী।

§ 21. শ্রেষ্ঠতমের নিকটতমটি অবশ্যই সব সময়ে অবশিষ্ট সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে, আর যেটি মধ্যবর্তী থেকে [এবং সেজন্য শ্রেষ্ঠতম থেকে] দূরতম সেটি অবশ্যই সব সময়ে অবশিষ্ট সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে—অবশ্য যদি আমরা বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে বিচার না করি [এবং সাধারণভাবে বিচার

করি]। 'বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে' এই শব্দগুলি ব্যবহার করছি এইকারণেঃ এক ধরনের সংবিধান স্বভাবত অধিক কাম্য হতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট অবস্থায় অন্য ধরনের সংবিধানের অধিক উপযুক্ত হওয়ার পথে কোন বাধা নেই ; বস্তুত অনেক সময়ে এরকম হতে পারে।

D

কোন্ প্রকার নাগরিক সংস্থার জন্য কোন্ প্রকার সংবিধান কাম্য?

পরিচ্ছেদ 12

[**রূপরেখা ঃ** সংবিধানে পরিমাণ ও গুণের মধ্যে সমতা স্থাপন করতে হবে। যখন দরিদ্রদের সংখ্যার গুরুত্ব অন্যান্য উপাদানগুলির গুণের মহত্ত্ব অপেক্ষা অনেকখানি বেশী তখন গণতন্ত্রই কাম্য। যখন অন্যান্য উপাদানগুলিব গুণের মহত্ত্ব দরিদ্রদের সংখ্যার গুরুত্ব অপেক্ষা অনেকখানি বেশী তখন মুখ্যতন্ত্রই কাম্য। সখন মধ্যবিত্তশ্রেণী সংখ্যায় অপর দুই শ্রেণীকে—অথবা এমন কি তাদের একটিকে—অনেকখানি ছাড়িয়ে যায় তখন 'নিয়মতন্ত্র'ই কাম্য। 'নিয়মতন্ত্র'-এর মূল্য—এবং অলীক অধিকার দান করে মানুষকে প্রতারণা করার কৌশলগুলির নির্বুদ্ধিতা—সম্পর্কে বিবেচনা।]

§ 1. আমাদের কার্যসূচী অনুযায়ী পরবর্তী আলোচ্য বিষয় এই প্রশ্নটি ঃ 'কোন্ এবং কোন্ ধরনের সংবিধান কোন্ এবং কোন্ ধরনের মানুষের পক্ষে উপযোগী'? প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে আমাদের প্রথমে সমস্ত সংবিধানের ক্ষেত্রে সত্য একটি সাধারণ স্বতঃসিদ্ধকে ধরে নিতে হবে—রাষ্ট্রের যে অংশটি সংবিধানের স্থায়িত্ব কামনা করে সেটিকে যে অংশটি তা করে না তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতেই হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের গুণাত্মক ও পরিমাণাত্মক উপাদান আছে। 'গুণ' বলতে বুঝি স্বাধীন জন্ম, ধন, কৃষ্টি এবং কুলমর্যাদা ; 'পরিমাণ' বলতে বুঝি সংখ্যাধিক্য।

§ 2. রাষ্ট্রের একটি অংশের গুণ থাকতে পারে আর অপর একটির পরিমাণ থাকতে পারে। যেমন নীচ জন্মারা উচ্চ জন্মাদের চেয়ে সংখ্যাধিক হতে পারে, অথবা দরিদ্ররা ধনীদের চেয়ে সংখ্যাধিক হতে পারে ; কিন্তু এক দিকের পরিমাণের গুরুত্ব অন্য দিকের গুণের মহত্ত্বের সমান হতে পারে। পরিমাণ ও গুণের মধ্যে এইভাবে ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে।

§ 3. [এই ভিত্তিতে আমরা তিনটি প্রতিজ্ঞা লিপিবন্ধ করতে পারি।] প্রথমত, যেখানে দরিদ্রদের সংখ্যা অপর দিকের উচ্চতর গুণকে অত্যধিক মাত্রায় অতিক্রম করতে পারে সেখানে স্বভাবতই গণতন্ত্র হবে ; আব গণতন্ত্রেব বিশেষ রূপটি নির্ভর করবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রাধান্যের বিশেষ

রূপের উপর। উদাহরণঃ যদি জনসাধারণ প্রধানত কৃষক হয়, তাহলে দেখতে পাব গণতন্ত্রের প্রথম—বা 'কৃষি'-রূপ ; যদি তারা শিল্পী এবং দিনমজুর হয়, তাহলে দেখতে পাব 'চরম' রূপ ; আর 'কৃষি' ও 'চরম' গণতন্ত্রের মধ্যবর্তী রূপগুলির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে ধনী ও মর্যাদাশালীদের গুণগত প্রাধান্য তাদের পরিমাণগত হীনতার চেয়ে বেশী সেখানে মুখ্যতন্ত্র হবে ; আর মুখ্যতন্ত্রের বিশেষ রূপটি অনুরূপভাবে নির্ভর করবে মুখ্য-তান্ত্রিক সংস্থার প্রাধান্যের বিশেষ রূপের উপর।

§ 4. (প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে ব্যবস্থাপক যে কোন সংবিধানই প্রতিষ্ঠা করুন না কেন তাঁর সব সময়ে উচিত মধ্যবিত্তদের সহভাগী করে নেওয়া। যদি তাঁর প্রণীত আইনগুলি মুখ্যতান্ত্রিক হয় তাহলে তিনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেগুলির সুবিধা ভোগ করতে পারেঃ যদি সেগুলি গণতান্ত্রিক হয় তাহলে তিনি চেষ্টা করবেন যাতে ঐ শ্রেণী তাঁর গণতান্ত্রিক আইনগুলির প্রতি অনুরক্ত হয়।) তৃতীয়ত, যেখানে মধ্যবিত্তদের সংখ্যা অন্য দুটি শ্রেণীর উভয়ের সংখ্যাকে অতিক্রম করে—এমন কি যেখানে অন্য দুটির একটির সংখ্যাকেও কেবল অতিক্রম করে সেখানে 'নিয়মতন্ত্র' স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

§ 5. এরূপ অবস্থায় ধনীদের দরিদ্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরোধিতা করবার সম্ভাবনা নেই ঃ কখনও তাদের কেউ অন্যের অধীন হতে চাইবে না ; আর যদি তারা 'নিয়মতন্ত্র' অপেক্ষা তাদের সাধারণ স্বার্থের পক্ষে অধিক উপযোগী কোন সংবিধানের অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করে তাহলে তারা ব্যর্থ হবে। কোন শ্রেণীই এমন ব্যবস্থা সহ্য করবে না যাতে পর্যায়ক্রমে তাদের একটি শাসন পরিচালনা করেঃ তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত কম। একটি নিরপেক্ষ সালিস সব সময়ে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস উৎপাদন করে : 'মধ্যস্থ' হচ্ছে এমন একটি সালিস।

§ 6. 'নিয়মতন্ত্র'-এ মিশ্রণ যত সুন্দর এবং যত বেশী ন্যায্য হবে, 'নিয়মতন্ত্র' তত বেশী স্থায়ী হবে। যারা অভিজাততন্ত্র স্থাপন করতে চায় তারা এখানেই প্রায় ভুল করে। [ন্যায়ের দাবিকে উপেক্ষা করে] তারা যে শুধু ধনীদের বেশী ক্ষমতা দেয় তা নয়, তারা জনসাধারণকেও প্রতারণা করে [তাদের মিথ্যা অধিকারে ভুলিয়ে]। অলীক লাভ পরিণামে সর্বদাই যথার্থ ক্ষতি সৃষ্টি করে ; আর জনসাধারণের অন্যায় দখলের চেয়ে ধনীদের [এই সব কৌশলের আবরণে] অন্যায় দখল সংবিধানের পক্ষে অধিক হানিকর।

পরিচ্ছেদ 13

[রূপরেখা ঃ অতঃপর মুখ্যতন্ত্রে যে সব কৌশল অবলম্বন করা হয় তা বিবেচনা করতে হবে এবং গণতন্ত্রে যে সব বিপরীত কৌশল ব্যবহৃত হয় তা উল্লেখ করতে হবে। প্রশস্ত নীতি হচ্ছে মধ্য পথ অনুসবণ করা এবং কৌশল প্রযোগ না করে বরং সরল সন্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা। একটি নাগরিক সৈন্যবাহিনীর যথার্থ প্রকৃতির, এবং কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন না কবে অকপটভাবে এর সংগ্রহেব উপাযগুলিব, অনুসন্ধানের মধ্যে এই নীতির উদাহরণ মিলতে পারে। এর থেকে গ্রীক সাংবিধানিক বিকাশের উপব সৈন্যবাহিনীর স্বরূপ ও সংগঠনের ফলাফলের আলোচনা এসে পড়ে।]

§ 1. জনসাধারণকে মিথ্যা অধিকারে ভোলাবার জন্য সংবিধানে[67] যে-সব কৌশল অবলম্বন করা হয় তাদের সংখ্যা পাঁচটি। তারা সাধারণ সভা, ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ, আদালতসমূহ, অস্ত্র ধারণ এবং ব্যায়াম অভ্যাস সম্পর্কিত। সাধারণ সভা সম্পর্কেঃ সকলকে সমানভাবে যোগদান করতে দেওয়া হয় ; কিন্তু অনুপস্থিতির জন্য শুধু ধনীদের জরিমানা করা হয়, নয়তো ধনীদের উচ্চতর হারে জরিমানা করা হয়।

§ 2. ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ সম্পর্কে ঃ যাদের সম্পত্তি যোগ্যতা আছে তাদের শপথ গ্রহণ[68] করে পদ প্রত্যাখ্যান করতে দেওয়া হয় না, কিন্তু দরিদ্রদের দেওয়া হয়। আদালতগুলি সম্পর্কেঃ অনুপস্থিতির জন্য ধনীদের জরিমানা করা হয়, কিন্তু অনুপস্থিত হলে দরিদ্রদের শাস্তি পেতে হয় না ; অথবা, বিকল্পে, ধনীদের ভারী জরিমানা করা হয় আর দরিদ্রদের হালকা জরিমানা করা হয়—ক্যারণ্ডাসের বিধানে যেমন নিয়ম আছে।

§ 3. কোন কোন রাষ্ট্রে সাধাবণ সভায় ও আদালতে উপস্থিতি সম্পর্কে একটি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। যারা নিবন্ধভুক্ত হয়েছে তারা সকলে উপস্থিত হতে পারে ; নিবন্ধনের পর যারা হাজির হতে পাবে না তাদের ভারী জরিমানা করা হয়। এখানে উদ্দেশ্য জরিমানার ভয়ে লোকের নিবন্ধন বন্ধ করা এবং অবশেষে নিবন্ধভুক্ত না হওয়ার দরুন আদালতে ও সাধারণ সভায় তাদের হাজিবা বন্ধ করা।

§ 4. অস্ত্র ধারণ এবং ব্যায়াম অভ্যাস সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দরিদ্রদের কোন প্রকার অস্ত্রের অধিকার দেওয়া হয় না, আর অস্ত্রের অধিকারী না হলে ধনীদের জরিমানা করা হয়। শারীরিক শিক্ষার জন্য হাজির না হলে দরিদ্রদের জরিমানা করা হয় নাঃ ধনীদের করা হয় ; কাজেই

শেষোক্তরা জরিমানার ভয়ে হাজির হতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু প্রথমোক্তরা কোন প্রতিরোধক না থাকায় ইচ্ছামতো অনুপস্থিত হতে পারে।

§ 5. যেসব আইনের কৌশলের কথা এইমাত্র বলা হল তারা মুখ্য-তান্ত্রিক প্রকৃতির। গণতন্ত্রেরও বিপরীত কৌশল আছেঃ সাধারণ সভায় ও আদালতে হাজিরার জন্য দরিদ্ররা বেতন পায় ; হাজির হতে না পারলে ধনীদের জরিমানা দিতে হয় না।

§ 6. যদি আমরা দু পক্ষের যথাযথ মিশ্রণ চাই, তাহলে উভয়ের উপাদানগুলির সমন্বয় করতে হবেঃ অর্থাৎ হাজিরার জন্য দরিদ্রদের বেতন দিতে হবে এবং হাজির না হওয়ার জন্য ধনীদের জরিমানা করতে হবে। এই ব্যবস্থায় সকলে একটি সাধারণ সংবিধানে অংশ গ্রহণ করবেঃ অন্য ব্যবস্থায় সংবিধানটি থাকবে এক পক্ষের অধিকারে।

§ 7. এটা ঠিক যে 'নিয়মতন্ত্র'-এর বা মিশ্র রাষ্ট্রের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হবে একমাত্র অস্ত্রধারী নাগরিকমণ্ডলীর উপর, [এবং এর মধ্যে নিহিত থাকবে সম্পত্তি যোগ্যতার কথা]। কিন্তু এই যোগ্যতার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় অথবা বলা সম্ভব নয় যে সকল ক্ষেত্রে এই যোগ্যতা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বোঝাবে। প্রত্যেক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে সম্ভবপর উচ্চতম পরিমাণ কি এবং সেটিকে নির্ধারিত করতে হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য ঃ অবশ্য যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না তাদের চেয়ে যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তারা যে সংখ্যাগুরু হবে এই নীতি পরিহার করলে চলবে না।

§ 8. [এতে দরিদ্রদের কোন অসুবিধা হবে না]ঃ এমন কি যখন তারা রাজনৈতিক বিশেষাধিকার ভোগ করে না তখনও তারা নীরব থাকতে যথেষ্ট প্রস্তুত—অবশ্য যদি তাদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করা না হয় অথবা তাদের কোন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা না হয়। কিন্তু সংযম তৎক্ষণাৎ আসে না : আর যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তারা সব সময়ে নিকৃষ্টদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করে না।

§ 9. উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে যুদ্ধের সময়ে অসুবিধা হতে পারে। গ্রাসাচ্ছাদন ভাতা দেওয়া না হলে এবং সেই কারণে একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকলে দরিদ্ররা সাধারণত কাজ করতে ইচ্ছুক হয় না। কিন্তু জীবিকার সংস্থান হলে তারা যুদ্ধ করতেও রাজী।

কোন কোন সংবিধানে শুধু বর্তমান সেবকরা নয়, প্রাক্তন সেবকরাও নাগরিকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণঃ থেসালির দক্ষিণে ম্যালিসের সংবিধানে উভয়কে নির্বাচনাধিকার দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু পদাধিকার সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল কেবল বর্তমান সেবকদের মধ্যে।

§ 10. প্রাচীন গ্রীসে রাজতন্ত্রের পরবর্তী প্রথম সংবিধানে নাগরিক-মণ্ডলী গঠন করেছিল সৈনিকবর্গ। প্রথমে তারা ছিল কেবল অশ্বারোহী। সামরিক শক্তি ও উৎকর্ষ তখন ছিল ঐ অঙ্গের প্রাধিকার ; সৈন্যরচনা ব্যবস্থা না থাকলে পদাতিকরা মূল্যহীন ; প্রাচীন যুগে এই ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা ও নিয়মাবলী না থাকায় অশ্বারোহীদের মধ্যেই ছিল সৈন্যদলের শক্তি। কিন্তু যখন রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি শুরু হল এবং পদাতিক সৈন্যরা অধিক মাত্রায় শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল, তখন অধিক লোককে রাজনৈতিক অধিকাব ভোগ করতে দেওয়া হল।

§ 11. এই কারণে [অর্থাৎ তখন মতাধিকারের লক্ষণীয় সম্প্রসারণের জন্য] এখন আমরা যেসব সংবিধানকে 'নিয়মতন্ত্র' বলি তখন তাদের 'গণতন্ত্র' নামটি দেওয়া হয়েছিল। বিচিত্র কি যে পুরাতন সংবিধানগুলি মুখ্যতান্ত্রিক এবং, আরও পূর্বে, রাজতান্ত্রিক ছিল। লোকসংখ্যা তখনও অল্প থাকায রাষ্ট্রগুলিতে বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না ; এবং তখনও সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং সংগঠনে নগণ্য জনসাধারণ উপরের শাসন বরদাস্ত করতে আরও প্রস্তুত ছিল।

§ 12. [আমাদের আলোচনাসূচীতে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ কবা হয়েছে তার তিনটির আলোচনা আমরা এখন করেছি।] (1) আমরা বুঝিয়েছি কেন সংবিধানের বৈচিত্র্য দেখা যায, আর কেন যেগুলি সাধাবণত পরিগণিত হয় তাছাড়া অন্যরূপ দেখা যায়। (গণতন্ত্রের একাধিক রূপ আছে ; অন্য সব সংবিধানের পক্ষেও একথা সত্য।) আমরা বিভিন্ন রূপেব পার্থক্য নির্দেশ করেছি এবং প্রত্যেকটির প্রকৃতির কারণও নির্দেশ করেছি। (2) আমরা বুঝিয়েছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতম সংবিধান। (3) অন্য সংবিধানগুলি সম্পর্কেও বুঝিয়েছি কি ধরনের নাগরিক সংস্থার পক্ষে কি ধরনের সংবিধান উপযোগী।

E

বিতর্কমূলক, শাসনমূলক ও বিচারমূলক ক্ষমতা তিনটির দিক থেকে সংবিধান রচনার প্রণালী

পরিচ্ছেদ 14

[**রূপরেখা ঃ** রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় তিনটি উপাদান বা ক্ষমতা আছে। প্রথমটি হচ্ছে বিতর্কমূলক ; এর তিনটি বিভিন্ন ব্যবস্থা হতে পারে। প্রথম ব্যবস্থায় সকল বিতর্কমূলক বিষয়ের ভার সকলকে দেওয়া হয় ঃ এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং একে চারটি বিভিন্ন উপায়ে কার্যে পরিণত করা যায়। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় সকল বিষয়ের ভার দেওয়া হয় কতকগুলি ব্যক্তিকে ঃ এটি মুখ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং একে তিনটি উপায়ে কার্যে পরিণত করা চলে। তৃতীয় ব্যবস্থায় কতকগুলি বিষয়ের ভার সকল নাগরিককে এবং অপরগুলির ভার কতকগুলি নাগরিককে দেওয়া হয় ঃ এই ব্যবস্থা অভিজাততন্ত্রের এবং 'নিয়মতন্ত্র'গুলির বিশেষক। কিভাবে বিতর্কমূলক উপাদানটি নীতি হিসাবে গণতন্ত্রে ও মুখ্যতন্ত্রে সুবিরচিত হতে পারে।]

§ 1. এখন আমাদের পরবর্তী বিষয়টির [অর্থাৎ সংবিধান রচনার উপযুক্ত প্রণালীর] বিচার করতে হবে, আর সেটি করতে হবে সাধারণভাবে এবং প্রত্যেকটি সংবিধানের জন্য পৃথক্‌ভাবে। প্রথমে বিষয়টি বিবেচনার একটি উপযুক্ত ভিত্তি নির্ধারণ করতে হবে। আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেক সংবিধানে তিনটি উপাদান বা 'ক্ষমতা' আছে, এবং সুব্যবস্থাপককে [সংবিধান রচনাকালে] বিবেচনা করতে হবে এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে এর পক্ষে কোন্‌টি উপযুক্ত। যদি তারা সবগুলি সুরচিত হয় তাহলে সমগ্র সংবিধানটিও সুরচিত হবে ; আর যেখানে তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রচিত হয় সেখানে সংবিধানগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

§ 2. তিনটির প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত বিতর্কমূলক উপাদান এবং তার উপযুক্ত সংগঠন ঃ দ্বিতীয়টি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ সংক্রান্ত উপাদান (এখানে স্থির করতে হবে এই ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলি কেমন হবে, তারা কোন্ কোন্ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করবে, এবং তাদের অধিকারীরা কিভাবে নিযুক্ত হবে) ঃ তৃতীয়টি হচ্ছে বিচারমূলক উপাদান এবং তার উপযুক্ত সংগঠন।

§ 3. বিতর্কমূলক উপাদানটি এই সকল বিষয়ে সার্বভৌম ঃ (1) যুদ্ধ

ও শান্তি সমস্যা এবং মৈত্রী স্থাপন ও ভঙ্গ ; (2) আইন প্রণয়ন ; (3) যেসব মামলায় মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন দণ্ড এবং সর্বস্ব হরণ দণ্ডের সম্ভাবনা আছে ; (4) ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ এবং কার্যকাল শেষে তাদের কৈফিয়ত তলব। এই উপাদানের তিনটি বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্ভবঃ প্রথমত, এই বিভাগের সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তির ভার সমস্ত নাগরিককে দেওয়া ; দ্বিতীয়ত, সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তির ভার কতকগুলি নাগরিককে দেওয়া (হয় নির্দেশের জন্য সমস্ত সমস্যা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে, নয়তো একদল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে, নয়তো বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে) ; এবং তৃতীয়ত, কতকগুলি সমস্যার নিষ্পত্তির ভার সমস্ত নাগরিককে আর অন্য সমস্যাগুলির নিষ্পত্তির ভার কতকগুলি নাগরিককে দেওয়া।

§ 4. এই সব ব্যবস্থার প্রথমটি, যেখানে সমস্ত বিতর্কমূলক সমস্যা সমস্ত নাগরিকের কাছে পাঠানো হয়, গণতন্ত্রের বিশেষকঃ এর মধ্যে সমতার যে সংকেত রয়েছে জনসাধারণ ঠিক তাই চায়। কিন্তু নানা রকম উপায়ে এই ব্যবস্থা হতে পারে। প্রথমত, সমস্ত নাগরিক বিতর্কের জন্য একত্র না হয়ে নির্ধারিত ভিন্ন ভিন্ন অংশে মিলিত হতে পারে। মিলেটাসের টেলিক্লিসের সংবিধানে এই রকম পরিকল্পনা ছিল। (এই পরিকল্পনার প্রকারান্তর হিসাবে অন্য কতকগুলি সংবিধানেরও উল্লেখ করা যায়ঃ সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট-দের বিভিন্ন সমিতিগুলি বিতর্কের জন্য একত্র হয় কিন্তু নাগরিকরা সমিতিগুলিতে যোগদান করে নির্ধারিত ভিন্ন ভিন্ন অংশেঃ এই অংশগুলিকে উপজাতিদের এবং তাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম এককদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সকলেই চক্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়।) যে পরি-কল্পনায় সমস্ত নাগরিক বিতর্কের জন্য মিলিত হয় নির্ধারিত ভিন্ন ভিন্ন অংশে এটিও তার অঙ্গ যে তারা মিলিত হবে শুধু আইন প্রণয়নের জন্য, সাংবিধানিক বিষয় আলোচনার জন্য এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের বিজ্ঞপ্তি শোনার জন্য।

§ 5. এই প্রথম ব্যবস্থাটি অবলম্বন করার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে যে সমস্ত নাগরিক বিতর্কের জন্য একত্র হবে, কিন্তু মাত্র তিনটি উদ্দেশ্যেঃ ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ ও পরীক্ষা, আইন প্রণয়ন এবং যুদ্ধ ও শান্তি সমস্যার বিবেচনা। অন্য বিষয়গুলি [অর্থাৎ যে বিষয়গুলিতে মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন দণ্ড এবং সর্বস্ব হরণ দণ্ডের সম্ভাবনা আছে] তখন প্রতি শাখার জন্য নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটবর্গের বিতর্কের জন্য অবশিষ্ট থাকবে ; কিন্তু—নির্বাচন দ্বরাই হক বা ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারাই হক—এই ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলিতে সমস্ত নাগরিক নিযুক্ত হতে পারবে।

§ 6. তৃতীয় উপায় হচ্ছে যে নাগরিকরা একত্র হবে দুটি উদ্দেশ্যে—

ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ ও পরীক্ষা এবং যুদ্ধ ও বিদেশীয় নীতি সম্পর্কে আলোচনা, কিন্তু অন্য বিষয়গুলি [অর্থাৎ আইন প্রণয়ন এবং প্রধান দণ্ড প্রয়োগ] ম্যাজিস্ট্রেটদের সমিতিগুলির বিচারাধীন থাকবেঃ যতদূর সম্ভব সমিতিগুলি নির্বাচনমূলক হবে এবং সেখানে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিযুক্ত হবে।

§ 7. চতুর্থ উপায় হচ্ছে যে সকলে একত্র হবে সকল সমস্যা আলোচনার জন্য, ম্যাজিস্ট্রেটদের সমিতিগুলির কোন বিষয়ে মীমাংসা করবার ক্ষমতা থাকবে না, ক্ষমতা থাকবে মাত্র প্রাথমিক অনুসন্ধানের। এইভাবে চরম গণতন্ত্র এখন পরিচালিত হয়ঃ গণতন্ত্রের এই রূপটি মুখ্যতন্ত্রের পারিবারিক রূপের এবং রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী রূপের সমবৃত্তি হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছে।

বিতর্কমূলক ক্ষমতা বণ্টনের এই সব ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। একটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাকেও নানাভাবে অবলম্বন করা যেতে পারেঃ সেটি এই যে **কতকগুলি** নাগরিক বিতর্ক করবে সকল বিষয়ে। এটি মুখ্যতন্ত্রের বিশেষক।

§ 8. এই দ্বিতীয় ব্যবস্থাটিকে কার্যকরী করবার একটি উপায় হচ্ছে যে বিতর্কসভার সভ্যরা নির্বাচিত হবে অল্প পরিমাণ সম্পত্তি যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং সে কারণে তাদের বেশ সংখ্যাধিক্য থাকবে; যেসব বিষয়ে পরিবর্তন আইন অনুমোদন করে না সেসব বিষয়ে তারা পরিবর্তন করবে না, পরন্তু তার অনুশাসন মান্য করবে; আর যারা যোগ্যতার উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি আহরণ করেছে তাদের সকলকে বিতর্কে অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হবে। এখানে আমরা মুখ্যতন্ত্রকে কতকটা পাচ্ছি, কিন্তু সংযমের দরুন এর ঝোঁক 'নিয়মতন্ত্র'-এর দিকে। এই ব্যবস্থাটিকে কার্যকরী করবার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে যে বিতর্কসভার সভ্য হবার অধিকার থাকবে শুধু মনোনীত ব্যক্তিদের—সকলের [যোগ্যতার উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি আহরণকারীদের] থাকবে না—কিন্তু এই ব্যক্তিদের পূর্বের মতো আইনের অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এই উপায়টি মুখ্যতন্ত্রের গুণবাচক।

§ 9. এই ব্যবস্থাটিকে কার্যকরী করবার আর একটি উপায় হচ্ছে যে বিতর্ক ক্ষমতার অধিকারীরা সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে অথবা শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে স্থান গ্রহণ করবে এবং তাদের আইন লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা থাকবে। ব্যবস্থার এই উপায়টি অনিবার্যভাবে মুখ্যতন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়।

§ 10. তৃতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে যে **কতকগুলি** নাগরিক বিতর্ক করবে **কতকগুলি** বিষয়ে—সকল বিষয়ে নয়। [ফলে অন্য বিষয়গুলিতে সকল নাগরিক বিতর্ক করবে।] উদাহরণঃ যুদ্ধ ও শান্তি এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের পরীক্ষা সম্পর্কে সকল নাগরিক বিতর্কমূলক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু এগুলি ছাড়া অন্য বিষয়ে শুধু ম্যাজিস্ট্রেটরা ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করতে

পারে, আর এই ম্যাজিস্ট্রেটরা নিযুক্ত হতে পারে নির্বাচন দ্বারা। এই অবস্থায় সংবিধানটি অভিজাততন্ত্র। আর একটি অনুকল্প হচ্ছে যে কতকগুলি বিতর্কের বিষয় যাবে নির্বাচন দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে আর কতকগুলি যাবে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে (হয়তো ভাগ্য পরীক্ষায় সকলে যোগদান করতে পারবে নয়তো কেবল পূর্ব নির্বাচিত প্রার্থীরা যোগদান করতে পারবে), অথবা আবার সকল বিষয়গুলি যাবে একটি মিশ্র সংস্থার কাছে যেখানে নির্বাচিত ব্যক্তিরা এবং ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিরা একযোগে বিতর্ক করবে। এই রকম ব্যবস্থাগুলি আংশিকভাবে অভিজাততন্ত্রমুখী 'নিয়মতন্ত্র'-এর এবং আংশিকভাবে বিশুদ্ধ 'নিয়মতন্ত্র'-এর গুণবাচক।

§ 11. বিতর্কসভার এই সব বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সংবিধানের প্রাতিষঙ্গিক। আমরা যেসব ব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করেছি তাদের যে কোনটির ভিত্তির উপর প্রত্যেকটি সংবিধান স্থাপিত। [এখন আমরা রাষ্ট্রের বাস্তব রীতি থেকে উপযুক্ত নীতির দিকে অগ্রসর হতে পারি।]

§ 12. যে ধরনের গণতন্ত্রকে আজকাল একান্তভাবে এবং বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক বলে গণ্য করা হয় (অর্থাৎ যে ধরনের গণতন্ত্রে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব এমন কি আইনের উপরও প্রাধান্য লাভ করে) তার স্বার্থের অনুকূল নীতি হচ্ছে বিতর্কসভার যোগ্যতাকে উন্নত করা—মুখ্যতন্ত্রগুলি আদালতের অধিবেশন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রয়োগ করে তাই প্রয়োগ করে। সেখানে আদালতে যাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় জরিমানার ভয় দেখিয়ে তাদের হাজিরা দিতে বাধ্য করা হয়। এটি গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিপরীত ঃ সেখানে বেতনের লোভ দেখিয়ে লোককে হাজির হতে প্রোৎসাহিত করা হয়। বিতর্কসভায় বাধ্যতামূলক উপস্থিতির পরিকল্পনাটি প্রয়োগ করলে গণতন্ত্রের পক্ষে শুভকর হবে। বিতর্কের ফল প্রশস্ত হয় যখন সকলে একসঙ্গে বিতর্ক করে ; যখন জনসাধারণ মিলিত হয় সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে আর সম্ভ্রান্তরাও মিলিত হয় জনসাধারণের সঙ্গে।

§ 13. এটিও গণতন্ত্রের স্বার্থের অনুকূল যে রাষ্ট্রের অংশগুলির বিতর্কসভায় এই নিমিত্ত নির্বাচিত কিংবা ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা নিযুক্ত সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। আবার এটিও তার স্বার্থের অনুকূল যে যেখানে জনসাধারণের সংখ্যা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সম্ভ্রান্তদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী সেখানে সাধারণ সভায় উপস্থিতির বেতন সকল নাগরিককে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে শুধু সেই সংখ্যাকে যা সম্ভ্রান্তদের সংখ্যার সমান হবে, অথবা, বিকল্পে, ভাগ্য পরীক্ষার সাহায্যে সম্ভ্রান্তদের উপর জনসাধারণের সংখ্যাধিক্যকে বর্জন করতে হবে।

§ 14. মুখ্যতন্ত্রের স্বার্থের অনুকূল নীতি হচ্ছে বিতর্কসভায় জনসাধারণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা ; অথবা, বিকল্পে, কতকগুলি রাষ্ট্রে 'প্রাথমিক সমিতি' বা 'আইন পর্যবেক্ষক সমিতি' নামে যেমন প্রতিষ্ঠান আছে সেই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা এবং তারপর এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যেসব বিষয় পূর্বেই বিবেচনা করেছে সেই সব বিষয় নাগরিকমণ্ডলীকে আলোচনা করতে দেওয়া। (এই শেষোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী জনসাধারণ বিতর্কের অধিকার ভোগ করবে, কিন্তু তারা সংবিধানের কোন নিয়ম লোপ করতে পারবে না।)

§ 15. মুখ্যতন্ত্রের অনুকূল নীতির আর একটি পথ হচ্ছে যে জনসাধারণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবে কেবল সেই প্রস্তাবগুলিতে যেগুলি সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলির থেকে অভিন্ন কিংবা অন্তত তাদের অনুরূপ ; অথবা, বিকল্পে, সমগ্র জনসাধারণের পরামর্শ দানের ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু বিতর্কমূলক অঙ্গ হবে ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ। যদি শেষোক্ত অনুকল্পটি গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটিকে প্রয়োগ করতে হবে এমনভাবে যা 'নিয়মতন্ত্র'-অনুসৃত নীতির বিপরীত। জনসাধারণ সার্বভৌম হবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য, প্রস্তাব গ্রহণের জন্য নয় ; এবং যে প্রস্তাবগুলিতে তারা সম্মতি দেবে সেগুলি পুনর্বার পাঠাতে হবে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে।

§ 16. 'নিয়মতন্ত্র' যে রীতি গ্রহণ করেছে তা এর বিপরীত। কয়েকজন [অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটরা] সার্বভৌম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য, প্রস্তাব গ্রহণের জন্য নয় ; এবং যেকোন প্রস্তাবে তারা সম্মতি দেবে তা পুনর্বার পাঠাতে হবে বহুজনের কাছে··· সংবিধানের বিতর্কমূলক বা সার্বভৌম উপাদান সম্বন্ধে এইগুলি আমাদের সিদ্ধান্ত।

পরিচ্ছেদ 15

[রূপরেখা ঃ দ্বিতীয়টি হচ্ছে শাসনমূলক উপাদান অথবা ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ। ম্যাজিস্ট্রেটবর্গের পার্থক্য নির্ভর করে চারটি বিষয়ের উপর—সংখ্যা, কার্যাবলী, কার্যকাল এবং নিয়োগপদ্ধতি। 'ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ' শব্দটির সংজ্ঞা ; ম্যাজিস্ট্রেটবর্গের সংখ্যা, কার্যাবলী এবং কার্যকাল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা—প্রসঙ্গত বিভিন্ন সংবিধানের সঙ্গে বিভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটবর্গের (যেমন 'বুলে' এবং 'প্রোবুলয়'-এর) সম্বন্ধ সংক্রান্ত আলোচনা। নিয়োগ পদ্ধতিঃ তিনটি প্রধান বিবেচ্য নির্ধারক, প্রত্যেকটির বিকল্প নির্বাচনসমূহ এবং বিকল্প নির্বাচন ব্যাপারে নানা প্রকার পথ। গণতন্ত্র, 'নিয়মতন্ত্র', মুখ্যতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সংবিধানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ব্যবস্থা।]

§ 1. আলোচনার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে [শাসনমূলক উপাদান অথবা] ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ। বিতর্কমূলক উপাদানটির মতো সংবিধানের এই উপাদানটিরও নানা প্রকার ব্যবস্থা হতে পারে। এই সব বিভিন্নতা দেখা দেয় নানা বিষয়েঃ (1) ম্যাজিস্ট্রেটবর্গের সংখ্যা ; (2) তাদের কার্যাবলী, এবং (3) প্রত্যেকটির কার্যকালের বিস্তৃতি....কোন কোন রাষ্ট্রে কার্যকাল ছ মাস ; কোন কোন রাষ্ট্রে আরও কম ; অন্য রাষ্ট্রে এক বছর ; আবার অন্য কোথাও আরও বেশী। আমাদের শুধু এই কার্যকালগুলির তুলনা করলে চলবে না, আমাদের সাধারণভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এই ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলি অধিকৃত থাকবে আজীবন না দীর্ঘ বছর ধরে অথবা আজীবনও নয়, দীর্ঘকালের জন্যও নয়, অল্পকালের জন্য, এবং যদি তাই হয় তাহলে একই ব্যক্তি কি একাধিকবার পদ অধিকার করবে না প্রত্যেক ব্যক্তি একবার মাত্র পদের জন্য নির্বাচনযোগ্য হবে....আরও একটি (4) বিষয় বিবেচনা করতে হবে নিয়োগপদ্ধতি ; এখানে তিনটি প্রশ্ন ওঠে—কারা নির্বাচনযোগ্য হবে, কাদের নির্বাচনের অধিকার থাকবে ; কিভাবে নির্বাচন পরিচালিত হবে?

§ 2. এই সব প্রশ্নের প্রত্যেকটিতে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব প্রথমে সেগুলির পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে, আর তারপর ঐ ভিত্তিতে স্থির করতে হবে বিশেষ বিশেষ সংবিধানের উপযোগী বিশেষ বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট পদ। কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 'ম্যাজিস্ট্রেট' পদটির অন্তর্ভুক্ত হবে কি কি? একটি রাজনৈতিক সংগঠনে বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন আধিকারিকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং

নির্বাচন বা ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা যে কোন পদে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকেই আমরা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গণ্য করতে পারিনে।' উদাহরণঃ সাধারণ ধর্মোপাসনার পুরোহিতদের আমরা কখনই ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ধরতে পারিনেঃ রাজনৈতিক ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে এদের পদকে স্বতন্ত্র হিসাবে ধরতে হবে।

§ 3. নাটক প্রযোজনা সম্পর্কিত আধিকারিকদের পক্ষে একথা সত্য ; ঘোষকদের পক্ষেও সত্য ; রাষ্ট্রদৌত্যের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের পক্ষেও সত্য। সাধাবণ সরকারী কর্তব্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, রাজনৈতিকঃ এখানে কর্তব্য হচ্ছে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচালনা— হয় সমগ্র নাগরিকমণ্ডলীকে (উদাহরণঃ যেমন একজন সেনাপতি নাগরিক-বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করে) নয়তো নাগরিকদের কোন অংশকে (উদাহরণঃ যেমন নারী ও শিশুদের পরিদর্শকরা আপন আপন অধিকার পরিচালনা করে)। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিকঃ এখানে বণ্টনের উদ্দেশ্যে শস্য পরিমাপ করার জন্য নির্বাচিত আধিকারিকদের (অনেক রাষ্ট্রে যাদের দেখতে পাওয়া যায়) উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, নিকৃষ্ট বা দাস্যঃ এই প্রকার কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্য ধনশালী রাষ্ট্রে সরকারী ক্রীতদাসরা নিযুক্ত হয়।

§ 4. এই সব পদের মধ্যে মোটামুটিভাবে ম্যাজিস্ট্রেট পদবাচ্য তাদেরই হওয়া উচিত যাদের কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিতর্কের, নিষ্পত্তির এবং নির্দেশ দানের দায়িত্ব আছে—বিশেষত নির্দেশ দানের দায়িত্ব আছে, যা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু এটা নিছক শব্দ বচনার ব্যাপার—বাস্তব জীবনে এর আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। বিষয়টি একান্ত ভাষাগত বলে আদালতে এর কোন মীমাংসা হয়নি ; এতে কেবল দূর কল্পনার সুযোগ মেলে।'

§ 5. সমস্ত সংবিধানের, কিন্তু বিশেষত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংবিধানের, আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণঃ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য কি রকম এবং কতগুলি ম্যাজিস্ট্রেট পদ দরকার এবং সু সংবিধানের জন্য কোন্‌গুলি প্রয়োজনীয় না হলেও মূল্যবান—এদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা।

§ 6. বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি পৃথক্ কর্মের জন্য একটি পৃথক্ ম্যাজিস্ট্রেট পদ নিয়োজিত হওয়া সম্ভব ও উচিত। নাগরিকদের সংখ্যাধিক্যের জন্য কয়েকজনের পক্ষে পদগ্রহণ করা সুবিধাজনকঃ কতকগুলি পদ জীবনে একবাব মাত্র অধিকার করা যেতে পারে ; অন্যগুলি (একাধিকবার অধিকার করা গেলেও) কেবল দীর্ঘ অবকাশের পর অধিকার করা যেতে পারে ; আর সুবিধা ছাড়াও প্রত্যেকটি কর্ম অধিকতর প্রযত্ন লাভ করে যখন সেটি কয়েকটির একটি না হয়ে মাত্র একটি সম্পাদ্য হয়।

§ 7. অপর দিকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে অনেকগুলি কর্ম মাত্র কয়েকজনের হস্তে রাশীকৃত করতে হয়। নাগরিকদের সংখ্যাল্পতার জন্য বহু ব্যক্তিব পক্ষে এক-সঙ্গে পদাসীন থাকা কঠিন ; যদিই বা তারা থাকে, কারা তাদের উত্তরাধিকারী হবে? একথা সত্য যে বৃহৎ রাষ্ট্রের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেও কখনও কখনও এক ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট পদের এবং তাদের কার্যকাল ও কর্তব্য সম্বন্ধে এক ধরনের আইনেব প্রয়োজন হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে বৃহৎ রাষ্ট্রে ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলি প্রয়োজন হয় নিরন্তর আর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় দীর্ঘ বিরতির পর।

§ 8. সুতরাং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে আধিকারিকদের উপর একসঙ্গে কতকগুলি কর্তব্যের ভার দেওয়ার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নেই। তারা একে অন্যেব কার্যে হস্তক্ষেপ কববে না ; আর তাছাড়া যেখানে লোকসংখ্যা কম সেখানে ম্যাজি-স্ট্রেটদের সবজান্তা করে রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু এই প্রশ্নটির শেষ মীমাংসাব পূর্বে কতকগুলি প্রশ্নের বিচার করতে হবে। প্রথমত, স্থির করতে হবে একজন ম্যাজিস্ট্রেটেব হাতে কতগুলি পদের ভার সমন্বিত হতে পারেঃ তার পূর্বে জানতে হবে কতগুলি ম্যাজি-স্ট্রেট পদ একটি রাষ্ট্রের **অবশ্য** থাকবে আর অন্য কতগুলি তাব থাকা **উচিত**, যদিও তারা সম্পূর্ণ আবশ্যক নয়।

§ 9. দ্বিতীয়ত, আমাদের বিচাব কবতে ভুললে চলবে না কোন্ বিষয়গুলির জন্য বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বিভিন্ন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদেব প্রযত্নেব প্রয়োজন এবং কোন্‌গুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত সমগ্র অঞ্চলেব জন্য কর্মরত একটি কেন্দ্রীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদেব দ্বারা। শৃঙ্খলা বক্ষা একটি উদাহরণ। এখানে প্রশ্ন ওঠে একটি পণ্যশালায় শৃঙ্খলা বক্ষাব জন্য একজনেব প্রয়োজন হবে এবং আব এক জায়গায় আর একজনেব প্রয়োজন হবে না প্রত্যেক জায়গায় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মাত্র একজনের প্রয়োজন হবে। তৃতীয়ত, আমাদের আরও বিবেচনা করতে হবে কর্তব্যের বণ্টন সম্পাদ্য কর্মের ভিত্তিতে করব না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভিত্তিতে করব। উদাহবণঃ শৃঙ্খলা বক্ষা এই সমগ্র বিষয়টির জন্য একজন আধিকারিক নিযোগ করা উচিত না শিশু শ্রেণীর জন্য একজন পৃথক্ আধিকারিক এবং নাবীদের জন্য আর একজন পৃথক্ আধিকারিক নিয়োগ করা উচিত?

§ 10. চতুর্থত, আমাদের আরও বিবেচনা করতে হবে সংবিধানের পার্থক্য। এখানে প্রশ্ন ওঠে ম্যাজিস্ট্রেট পদ পরিকল্পনা কি বিভিন্ন সংবিধানে বিভিন্ন না সকল সংবিধানে অভিন্ন। আমাদের বক্তব্য কি এই যে একইভাবে সকল সংবিধানে (গণতন্ত্রে, মুখ্যতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে এবং রাজতন্ত্রে) একই ম্যাজিস্ট্রেটরা সরকার গঠন করে—একটি মাত্র পার্থক্য এই যে ম্যাজিস্ট্রেটরা

ব্যক্তিগতভাবে এক বা অনুরূপ সামাজিক শ্রেণী থেকে আসে না, প্রত্যেকটি ভিন্ন সংবিধানে ভিন্ন শ্রেণী থেকে আসে (যেমন অভিজাততন্ত্রে শিক্ষিতদের মধ্য থেকে ; মুখ্যতন্ত্রে ধনীদের মধ্য থেকে ; এবং গণতন্ত্রে স্বাধীন জন্মাদের মধ্য থেকে) ? অথবা আমাদের বক্তব্য কি এই যে ম্যাজিস্ট্রেটদের মতো ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলিও বিভিন্ন সংবিধানে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন ; আর পরিশেষে এটিও কি বিশেষ বক্তব্য হিসাবে যোগ করা উচিত নয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে একই ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলি উপযুক্ত আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন হতে বাধ্য? (যেমন কতকগুলি সংবিধানে ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলি শক্তিশালী হওয়া সংগতঃ অপরগুলিতে একই ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলি শক্তিহীন হওয়া সংগত।)

§ 11. একথা সত্য যে কতকগুলি ম্যাজিস্ট্রেট পদ এক জাতীয় সংবিধানের একান্ত স্বকীয়। প্রাথমিক সমিতি বা 'প্রোবুলয়'মণ্ডলী একটি দৃষ্টান্ত। এরূপ সংস্থা গণতন্ত্রের মানানসই নয়, সেখানে সাধারণ সভা বা 'বুলে' হচ্ছে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। অবশ্য জনসাধারণের পক্ষে প্রাথমিক বিতর্কের ভার কোন একটি সংস্থার উপর থাকা উচিতঃ নইলে জনসাধারণ তাদের সাধারণ কাজকর্মে মনোনিবেশ করতে পারবে না। কিন্তু এরূপ সংস্থা যদি ক্ষুদ্র হয় তাহলে সেটি মুখ্যতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রোবুলয়'-মণ্ডলী সব সময়ে ক্ষুদ্র হবে এবং সেজন্য সর্বদা মুখ্যতান্ত্রিক হবে।

§ 12. যেখানে 'বুলে' ও 'প্রোবুলয়'মণ্ডলী উভয়কে দেখা যায় সেখানে শেষোক্তটি প্রথমোক্তটিকে নিয়ন্ত্রণ করে ; তারা হচ্ছে মুখ্যতান্ত্রিক উপাদান আর বুলে' হচ্ছে গণতান্ত্রিক। কিন্তু চরম গণতন্ত্রে এমন কি 'বুলে'-র নিজের কর্তৃত্বও বিধ্বংসিত হয়ঃ সেখানে জনসাধাবণ ব্যক্তিগতভাবে একত্র হয় রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য।

§ 13. সাধারণ সভায় উপস্থিতির জন্য বেতনের হার যেখানে উচ্চ সচরাচর সেখানে এই রকম ঘটে। জনসাধারণ তখন নিজের কাজকর্মে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না ; কাজেই তারা ঘন ঘন সভা আহ্বান করে এবং নিজেরা সব সমস্যার মীমাংসা করে... নারী ও শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাদের আছে এমন আধিকারিকরা এবং অনুরূপ পর্যবেক্ষণেব ভাব যাদের আছে এমন অন্য ম্যাজিস্ট্রেটরা গণতন্ত্র অপেক্ষা অভিজাততন্ত্রের পক্ষে অধিক উপযোগী (দরিদ্রদের পত্নীদের বাইরে আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হবে) ; তারা মুখ্যতন্ত্রের পক্ষেও অনুকূল নয়, যেখানে শাসকশ্রেণীর পত্নীরা বিলাস জীবন যাপন করে।

§ 14. এসব বিষয়ে আপাতত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছেঃ এখন ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগের একটি পূর্ণ বৃত্তান্ত দেবার চেষ্টা করতে হবে। এখানে

পার্থক্যগুলি তিনটি নির্ধারক সংক্রান্তঃ নির্ধারকগুলি যুক্তভাবে সমস্ত সম্ভবপর নিয়োগবিধি সৃষ্টি করে। নির্ধারক তিনটি হচ্ছে (1) নিয়োগকারী ব্যক্তিরা, (2) নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিরা, এবং (3) নিয়োগযন্ত্র।

§ 15. এই তিনটি নির্ধারকের প্রত্যেকটির কতকগুলি বিকল্প নির্বাচন আছে, কাজেই তিনটি নির্ধারকের প্রাতিষঙ্গিক তিনটি বিকল্প নির্বাচন আছে। (1) নিয়োগকারী ব্যক্তিরা সমস্ত নাগরিক হতে পারে কিংবা তাদের একটি অংশমাত্র হতে পারে। (2) নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিরা সমস্ত নাগরিক হতে পারে কিংবা তাদের একটি অংশমাত্র হতে পারে—অংশটি নির্ধারিত হতে পারে সম্পত্তি যোগ্যতা বা জন্ম বা উৎকর্ষ বা কোন অনুরূপ গুণের দ্বারা (উদাহরণঃ মেগারাতে কেবল সেই ব্যক্তিরাই ছিল নিয়োগযোগ্য যারা একসঙ্গে নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছে এবং একসঙ্গে জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে)। (3) নিয়োগযন্ত্র নির্বাচন হতে পারে অথবা ভাগ্য পরীক্ষা হতে পারে।

§ 16. তাছাড়া আমরা উভয় বিকল্পের সংযোগ সাধন করতে পারিঃ ফলে (1) কতকগুলি পদের জন্য নিয়োগকারী ব্যক্তিরা সমস্ত নাগরিক হতে পারে, অপরগুলির জন্য হতে পারে তাদের একটি অংশ মাত্র ; (2) কতকগুলি পদের জন্য নিয়োগযোগ্য হতে পারে সমস্ত নাগরিক, অপরগুলি জন্য হতে পারে তাদের একটি অংশ মাত্র ; এবং (3) কতকগুলি পদের জন্য নিয়োগযন্ত্র হতে পারে নির্বাচন, অপরগুলির জন্য হতে পারে ভাগ্য পরীক্ষা।

প্রত্যেকটি বিকল্প নির্বাচনেব ক্ষেত্রে চারটি নিয়োগবিধি সম্ভব।

§ 17. যে বিকল্পে সমস্ত নাগরিক নিয়োগকর্তা তাব অর্থ হতে পারে (1) সকলে সকলের থেকে নিযুক্ত কবে নির্বাচন দ্বারা : (2) সকলে সকলের থেকে নিযুক্ত করে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা (উভয় ক্ষেত্রে সকলের থেকে নিয়োগ হতে পারে হয় পর্যায়ক্রমে উপজাতি, অঞ্চল, গোষ্ঠী প্রভৃতি অংশ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ অবধি সকলে অন্তর্ভুক্ত হয় নয়তো নিরবচ্ছিন্নভাবে সকলের থেকে) ; (3) সকলে অংশের থেকে নিযুক্ত করে নির্বাচন দ্বারা অথবা (4) সকলে অংশের থেকে নিযুক্ত করে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা। (কিন্তু এও সম্ভবপর যে নিয়োগ সংস্থা হিসাবে সমস্ত নাগরিক কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে এই সব উপায়ের কোন একটির মাধ্যমে এবং অপব কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে অন্য একটির মাধ্যমে।)

§ 18. অনুরূপভাবে যে বিকল্পে নাগরিকদের একটি অংশ নিয়োগ-কর্তা তার অর্থ হতে পারে (1) অংশ সকলের থেকে নিযুক্ত করে নির্বাচন দ্বারা : (2) অংশ সকলের থেকে নিযুক্ত করে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা ; (3) অংশ অংশের থেকে নিযুক্ত করে নির্বাচন দ্বারা ; অথবা (4) অংশ

অংশের থেকে নিযুক্ত করে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা। (কিন্তু এখানে আবার এও সম্ভবপর যে নিয়োগ সংস্থা হিসাবে নাগরিকদের অংশ কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে এই সব উপায়ের কোন একটির মাধ্যমে এবং অপর কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে অন্য একটির মাধ্যমে। উদাহরণঃ এরা কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে 'সকলের থেকে নির্বাচন দ্বারা' এবং অপর কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে 'সকলের থেকে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা' অথবা এরা কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে 'অংশের থেকে নির্বাচন দ্বারা' এবং অপর কতকগুলি পদে নিয়োগ করবে 'অংশের থেকে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা'।) সুতরাং দেখা যাচ্ছে মোটের উপর বারোটি নিয়োগবিধি আছে, যদি আমরা [অনুচ্ছেদ 16তে উল্লিখিত প্রথম সংযোজনটিকে এবং তার বিবিধ বিধিগুলিকে বিবেচনা করি, এবং] অন্য দুটি সংযোজনকে বাদ দিই।

§ 19. [কিভাবে তাদের বিভিন্ন বিন্যাস বিভিন্ন সংবিধানের উপযোগী হয়? চারটি বাক্যে আমরা উত্তর দিতে পারি।] প্রথমত, তাদের দুটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক—(a) যেখানে সকলে সকলের থেকে নিযুক্ত করে হয় নির্বাচন নয়তো ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা, এবং (b) যেখানে সকলে সকলের থেকে নিযুক্ত করে নির্বাচন এবং ভাগ্য পরীক্ষা উভয়ের দ্বারা, কোন কোন ক্ষেত্রে একটির সাহায্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যটির সাহায্যে। দ্বিতীয়ত, নানা বিন্যাস আছে যা 'নিয়মতন্ত্র'-এর উপযোগী। (a) প্রথম হচ্ছে যখন সকলে সকলের থেকে নিযুক্ত করে (হয় নির্বাচন নয় ভাগ্য পরীক্ষা নয় নির্বাচন ও ভাগ্য পরীক্ষা উভয়ের দ্বারা), কিন্তু অংশে অংশে পর্যায়ক্রমে—সদা সক্রিয় সংস্থা হিসাবে নয়। (b) আর একটি হচ্ছে যখন সকলে সকলের থেকে নিযুক্ত করে কতকগুলি পদের জন্য, কিন্তু অংশের থেকে নিযুক্ত করে অন্যগুলির জন্য (হয় নির্বাচন নয় ভাগ্য পরীক্ষা নয় নির্বাচন ও ভাগ্য পরীক্ষা উভয়ের দ্বারা)।

§ 20. (c) আরও একটি বিন্যাস আছে যা 'নিয়মতন্ত্র'-এর উপযোগী —যে 'নিয়মতন্ত্র'-এর ঝোঁক মুখ্যতন্ত্রের দিকে। সেটি হচ্ছে যখন অংশ সকলের থেকে নিযুক্ত করে, কিন্তু কতকগুলি পদের জন্য নির্বাচন এবং অপর কতকগুলির জন্য ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা। (d) শেষ বিন্যাসটি 'নিয়মতন্ত্র'-এর উপযোগী—যে 'নিয়মতন্ত্র' অভিজাততন্ত্রাভিমুখী। সেটি হচ্ছে যখন অংশ একসঙ্গে সকলের ও অংশের উভয়ের থেকে নিযুক্ত করে (অর্থাৎ সকলের থেকে কতকগুলি পদের জন্য এবং অংশের থেকে অপর কতকগুলির জন্য), সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন দ্বারা হক অথবা সম্পূর্ণভাবে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা হক, অথবা কতকগুলি পদের জন্য নির্বাচন এবং অপরগুলির জন্য ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা হক।

§ 21. তৃতীয়ত, যে বিন্যাসটি মুখ্যতন্ত্রের উপযোগী সেটি হচ্ছে যখন অংশ অংশের থেকে নিযুক্ত করে—নির্বাচন বা ভাগ্য পরীক্ষা বা উভয়ের মিশ্রণের দ্বারা। পরিশেষে, অভিজাততন্ত্রের উপযোগী বিন্যাসটি হচ্ছে যেখানে অংশ সকলের থেকে নিযুক্ত করে, অথবা সকলে অংশের থেকে নিযুক্ত করে, নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা।

§ 22. ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগে যে বিভিন্ন বিধিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে এই হচ্ছে তাদের সংখ্যা, আর বিভিন্ন ধরনের সংবিধানের মধ্যে এই হচ্ছে তাদের বিভাজন। এখনও আমাদের বিবেচনা করতে হবে বিভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেট পদের কাজকর্মের স্বরূপ; তারপর বুঝতে পারব প্রত্যেকটির জন্য কোন্ বিধিটি উপযুক্ত এবং কিভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পদের নিয়োগ করা উচিত। কোন ম্যাজিস্ট্রেট পদের কাজকর্ম বলতে আমরা বুঝি রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ জাতীয় কাজকর্ম। [বিভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজকর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে:] উদাহরণ: একজন সেনানায়কের কাজকর্ম এবং পণ্যশালায় সম্পাদিত চুক্তি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব সমন্বিত একজন আধিকারিকের কাজকর্মের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে।

পরিচ্ছেদ 16

[রূপরেখা ঃ তৃতীয়টি হচ্ছে বিচারমূলক উপাদান অথবা আদালত-ব্যবস্থা ('ডাইকাস্টিরিয়া')। আটটি বিভিন্ন ধরনের আদালতের পরিগণনা এবং যে তিনটি প্রধান উপায়ে আদালতগুলি গঠিত হতে পারে তার আলোচনা। যে ধরনের সংবিধানের পক্ষে এই সব বিভিন্ন উপায় সব চেয়ে বেশী উপযুক্ত।]

§ 1. [বিতর্কমূলক, শাসনমূলক এবং বিচারমূলক] তিনটি ক্ষমতার মধ্যে শুধু শেষটির আলোচনা বাকী আছে। আদালত সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্যও একই পরিকল্পনা [যা আমরা শাসন বিভাগ সম্বন্ধে অনুসরণ করেছিলাম] অনুসরণ করতে হবে। এখানে যে তিনটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা দেয় তা হচ্ছে (1) আদালতের সদস্যমণ্ডলী ; (2) তাদের যোগ্যতা ; এবং (3) সদস্যদের নিয়োগযন্ত্র। সদস্যমণ্ডলী প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে আদালতগুলি গঠিত হবে সমস্ত নাগরিক থেকে না একটি অংশ থেকে ; যোগ্যতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে আদালত কত রকমের আছে ; নিয়োগযন্ত্র প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে নিয়োগ হবে নির্বাচন দ্বারা না ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা।

§ 2. আমাদের প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে কত রকমের আদালত আছে। এদের আট রকমেব বলা যেতে পারে। প্রথমটি ম্যাজিস্টেটদের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে ; দ্বিতীয়টি সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে যে কোন অপরাধের বিচার করে ; তৃতীয়টি সংবিধান বিষয়ক মামলার বিচার করে , চতুর্থটি (সরকারী পদাধিকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি উভয়ে যার এলাকাধীন) জরিমানার পরিমাণ সংক্রান্ত মকদ্দমার জন্য ; পঞ্চমটি বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে চুক্তির মামলাব জন্য, যেখানে বহু পরিমাণ অর্থ জড়িত ; ষষ্ঠটি নবহত্যা সংক্রান্ত মামলার জন্য ; এবং সপ্তমটি বিদেশীদেব মামলার জন্য . . . .

§ 3. মনে রাখতে হবে যে যে-আদালত নবহত্যার বিচার করে তার কতকগুলি বিভাগ আছে ; তারা হয় একদল বিচারকের অধীনে একত্র হতে পারে নয়তো বিভিন্ন বিচাবকদলেব অধীনে আসতে পারে। এই বিভাগগুলির একটির বিষয় হচ্ছে সুচিন্তিত নরহত্যা ; দ্বিতীয়টির হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা ; তৃতীয়টি হচ্ছে নরহত্যার দোষ যেখানে স্বীকৃত কিন্তু দোষমুক্তি বিচার্য ; চতুর্থটি সেইসব সুচিন্তিত নরহত্যার জন্য যা অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য পূর্বে নির্বাসিত ব্যক্তিরা ফিরে আসার পর করে থাকে। শেষোক্ত

বিভাগটির উদাহরণ হচ্ছে 'ফ্রিয়াট্টোর আদালত' নামে খ্যাত অ্যাথেন্সের আদালত ; কিন্তু এই ধরনের মামলা এমন কি বৃহৎ রাষ্ট্রেও বিরল।

§ 4. অনুরূপভাবে বিদেশীদের মামলার জন্য আদালতটিব দুটি বিভাগ আছে—একটি সেইসব মামলার জন্য যেখানে দুপক্ষই বিদেশী, আর একটি সেইসব মামলার জন্য যেখানে এক পক্ষ বিদেশী এবং এক পক্ষ নাগরিক . . . . পরিশেষে, অষ্টম আদালতটি বেসবকারী ব্যক্তিদের মধ্যে চুক্তির মামলার জন্য, যেখানে জড়িত অর্থের পরিমাণ সামান্য—এক শিলিং বা পাঁচ শিলিং বা আরও একটু বেশী পরিমাণের ব্যাপার। এখানে রায় একটা দিতেই হবে, কিন্তু তার জন্য কোন বৃহৎ আদালতের প্রয়োজন নেই।

§ 5. শেষ তিনটি আদালত সম্বন্ধে আমাদের আর বেশী দূরে অগ্রসর হবার প্রয়োজন নেই : আমরা প্রথম পাঁচটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারি। এদের সকলেরই একটি রাজনৈতিক প্রকৃতি আছে, কেননা এদের বিচার্য বিষয়গুলি উপযুক্তভাবে বিবেচিত না হলে বিরোধ ও সাংবিধানিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। এখানে আমাদের অনুবর্তী ব্যবস্থাগুলির যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে [যদি সমস্ত নাগরিক আদালতের সদস্য পদের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হয়] (1) সমস্ত নাগরিক নিয়োগযোগ্য হবে পৃথক্‌কৃত সকল বিষয়ে বিচার করবার জন্য, এবং সেই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হবে হয় (a) নির্বাচন দ্বারা কিংবা (b) ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা। (2) সমস্ত নাগরিক নিয়োগযোগ্য হবে এই সকল বিষয়ে বিচার করবার জন্য , কিন্তু কতকগুলি বিষয়ের জন্য আদালত নিযুক্ত হবে নির্বাচন দ্বারা, আব অপব কতকগুলির জন্য ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা। (3) সমস্ত নাগরিক বিচারের জন্য নিয়োগযোগ্য হবে, কিন্তু কেবল বিষয়গুলির অংশের উপর ; এবং ঐ অংশেব সঙ্গে সংশিলষ্ট আদালতগুলি অনুরূপভাবে নিযুক্ত হবে, অংশত নির্বাচন দ্বারা এবং অংশত ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা।

§ 6. এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে চারটি বিভিন্ন ব্যবস্থা [যদি (1) এর অন্তর্ভুক্ত দুটি বিকল্পকে পৃথক্ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করি]। সমসংখ্যক ব্যবস্থা মিলবে যদি আংশিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়—অর্থাৎ যদি সকল নাগরিক নয়, তাদের একটি অংশমাত্র আদালতের আসনযোগ্য হয়। সেক্ষেত্রে আমরা পাব এমন বিচারকদের (1) যারা সংগৃহীত হয় অংশের থেকে নির্বাচন দ্বারা সকল বিষয়ে বিচারের জন্য ; অথবা (2) যারা সংগৃহীত হয় অংশের থেকে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা সকল বিষয়ে বিচারের জন্য : অথবা (3) যারা সংগৃহীত হয় অংশের থেকে নির্বাচন দ্বারা কতকগুলি বিষয়ের জন্য এবং ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা অন্যগুলির জন্য [কিন্তু যুক্তভাবে বিচার করে সকল বিষয়ে] ; অথবা (4) যারা অল্পসংখ্যক আদালতে আসন গ্রহণ করে,

[আর সেজন্য কতকগুলি বিষয়ে বিচার করে, সকল বিষয়ে নয়], এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত হয়, অংশত নির্বাচন দ্বারা এবং অংশত ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা। লক্ষণীয় যে যে-শেষ চারটি ব্যবস্থার কথা এই মাত্র উল্লেখ করা হল তারা পূর্বোক্ত চারটির একান্ত প্রাতিষঙ্গিক।

§ 7. তাছাড়া আমরা উভয় ধরনের ব্যবস্থাগুলির সংযোজনা করতে পারি ; উদাহরণ ঃ আমরা কতকগুলি আদালত পেতে পারি যার সদস্যরা সংগৃহীত হয়েছে সমগ্র নাগরিকমণ্ডলী থেকে, অন্য কতকগুলি পেতে পারি যার সদস্যরা সংগৃহীত হয়েছে নাগরিকমণ্ডলীর অংশের থেকে, আবার আর কতকগুলি পেতে পারি যার সদস্যরা মিশ্র (সেক্ষেত্রে একই আদালত গঠিত হয় সকলের থেকে সংগৃহীত সদস্যদের দ্বারা এবং অংশের থেকে সংগৃহীত সদস্যদের দ্বারা) ; সদস্যরা আবার নিযুক্ত হতে পারে হয় নির্বাচন দ্বারা নয় ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা নয়তো উভয়ের মিশ্রণ দ্বারা।

§ 8. এর থেকে আদালত গঠনের সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থার একটি পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম ধরনের ব্যবস্থাটি—যেখানে আদালতের সদস্যরা সংগৃহীত হয় সকলের থেকে এবং আদালত সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করে—হচ্ছে গণতান্ত্রিক। দ্বিতীয় ধরনেরটি– যেখানে সদস্যরা সংগৃহীত হয় অংশের থেকে এবং আদালত সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করে—হচ্ছে মুখ্যতান্ত্রিক। তৃতীয় ধরনেরটি [যেটি প্রথম দুটির সংযোজনা, এবং] যেখানে কতকগুলি আদালতের সদস্যরা সংগৃহীত হয় সকলের থেকে এবং অন্যগুলিব সদস্যরা সংগৃহীত হয় অংশের থেকে—হচ্ছে অভিজাততন্ত্র এবং 'নিয়মতন্ত্র'-এর গুণবাচক।

পঞ্চম খণ্ড

বিপ্লব ও সাংবিধানিক পরিবর্তনের কারণ

A

সর্বজাতীয় সংবিধানে বিপ্লব ও পরিবর্তনের সাধারণ কারণ

পরিচ্ছেদ 1

[**রূপরেখা** ঃ ন্যায় ও সাম্যের বিভিন্ন ধারণার ফলে বিভিন্ন দল বিভিন্ন দাবি উপস্থাপিত করে, আর এইসব দাবির সংঘর্ষ রাজনৈতিক বিবাদ ও পরিবর্তনের সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের কর্মসূচী যে সব বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে তা হয় বর্তমান সংবিধানের পরাজয় না হয় কোন প্রকার রূপান্তর বোঝায়। রূপের পার্থক্য যাই হক না কেন, সাধারণ কারণ সর্বদা সাম্যের কোন ধারণার প্রতি অনুরাগ, কেননা সাম্যের ধারণা নিছক ন্যায়ের ধারণার মধ্যে নিহিত বলে ধরা হয়। সাম্যের দুটি প্রধান ধারণা আছে—সংখ্যাগত ও সমানুপাতিক ঃ একটির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, অন্যটির উপর মুখ্যতন্ত্র। কোন ধারণাটিকেই অনন্যভাবে অনুসরণ করা উচিত নয় ; কিন্তু দুটির মধ্যে গণতান্ত্রিকটি অপেক্ষাকৃত বিপন্মুক্ত এবং এতে বিপ্লব প্ররোচনার সম্ভাবনা কম।]

§ 1. আমাদের **অনুসন্ধান সূচীতে উল্লিখিত প্রথম চারটি বিষয়ের** আলোচনা আমরা কার্যত শেষ করেছি, সমাপ্তিতে শেষটির আলোচনা করতে হবে। এই খণ্ডে আমাদের বিবেচনা করতে হবে সাংবিধানিক পরিবর্তনের সাধারণ কারণগুলি এবং পরীক্ষা করতে হবে তাদের সংখ্যা ও প্রকৃতি। আমাদের আরও বিবেচনা করতে হবে কোন্ বিশেষ পথে প্রত্যেকটি সংবিধানের পতন ঘটতে পারে—অর্থাৎ ব্যাখ্যা করতে হবে কোন্ অবস্থা **থেকে** কোন্ অবস্থার **দিকে** একটি সংবিধানের পরিবর্তন হওয়া সব চেয়ে বেশী সম্ভব। তাছাড়া আমাদের ইঙ্গিত দিতে হবে **সেইসব নীতির যা** যুক্তভাবে ও পৃথক্‌ভাবে সংবিধানগুলির স্থায়িত্ব রক্ষা সম্ভব করে তুলবে, এবং নির্দেশ দিতে হবে সেইসব **উপায়ের** যা প্রত্যেকটি বিশেষ সংবিধানের নিরাপত্তার জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যাবে।

§ 2. আমাদের বিতর্কের ভিত্তি হিসাবে প্রথমে ধরে নিতে হবে বিভিন্ন সংবিধানের বৈচিত্র্যের পূর্বকথিত কারণটি। সেটি এই ঃ যদিও সব লোক ন্যায়কে এবং [যার মধ্যে তার প্রকাশ সেই] সমানুপাতিক সাম্যের নীতিকে শ্রদ্ধা জানাতে একমত, কার্যত তারা একমত হতে পারে না [অর্থাৎ বাস্তব ব্যাখ্যায় তারা কলহ করে]।

§ 3. যারা কোন একটি বিষয়ে সমান তারা সম্পূর্ণরূপে এবং সকল বিষয়ে সমান এই অভিমতের জোরে গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল। (সকলে যখন সমানভাবে স্বাধীন জন্মা তখন সকলে সম্পূর্ণভাবে সমান এরূপ চিন্তার দিকে লোকের প্রবণতা আছে।) অনুরূপভাবে যারা কোন একটি বিষয়ে অসমান তারা সর্বতোভাবে অসমান এই অভিমত থেকে মুখ্যতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল।' (যারা ধনের দিক্ থেকে শ্রেষ্ঠ তারা সহজেই মনে করে তারা সম্পূর্ণভাবে শ্রেষ্ঠ।)

§ 4. এইসব অভিমতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকরা প্রত্যেক বিষয়ে সমান অংশ দাবি করতে উদ্যত হন তাঁদের সমতার জন্য ; মুখ্যতান্ত্রিকরা অধিক দাবি করতে উদ্যত হন তাঁদের অসমতার জন্য—অর্থাৎ তাঁরা সমানের অধিক বলে।

§ 5. গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র উভয়ে এক প্রকার ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু তারা উভয়ে পরম ন্যায়ে পেঁছিতে পারে না। কারণ এই যে কোন পক্ষ যদি ন্যায়ের নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী সাংবিধানিক অধিকাবের অংশ ভোগ করতে না পারে তাহলে তারা রাজদ্রোহের দিকে অগ্রসর হয়।

§ 6. যারা যোগ্যতায় অগ্রগণ্য রাজদ্রোহের চেষ্টায় তাদেরই সব চেয়ে বেশী সার্থকতা আছে (যদিও এরূপ চেষ্টা তারা করে সকলের শেষে) : কেননা তারাই—এবং একমাত্র তারাই—চরম উৎকর্ষের অধিকারী বলে সংগতভাবে বিবেচিত হতে পারে।

§ 7. সুজন্মেব অধিকারীদের সেই উৎকর্ষ হেতু সমানেব অধিক অংশ ভোগের দাবিতেও কিছু সার্থকতা আছে। যাদের পূর্ব পুরুষরা যোগ্যতা ও ধনের অধিকারী ছিল সাধারণত তাদেরই গুণ হিসাবে সুজন্মকে ধরা হয়।

সাধারণ অর্থে এইগুলি রাজদ্রোহের মূল এবং উৎস আর রাজদ্রোহাত্মক কর্মের কারণ।

§ 8. যে দুটি বিভিন্নভাবে সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটে এই সব আলোচনা থেকে তাও বোঝা যাবে। (1) কখনও কখনও রাজদ্রোহ চালনা করা হয় বর্তমান সংবিধানের বিরুদ্ধে এবং উদ্দেশ্য থাকে তার প্রকৃতির পরিবর্তন করা—গণতন্ত্রকে মুখ্যতন্ত্রে রূপান্তরিত করা, অথবা মুখ্যতন্ত্রকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করা ; অথবা আবার গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রকে 'নিয়মতন্ত্র' ও অভিজাততন্ত্রে পরিণত করা, কিংবা বিপরীতভাবে শেষোক্তগুলিকে প্রথমোক্তগুলিতে পরিণত করা। (2) কখনও কখনও কিন্তু বর্তমান সংবিধানের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ চালনা করা হয় না। রাজদ্রোহী দল [আরও সংযত পথে তিনটির যে কোন এক দিকে অগ্রসর হতে পারে। প্রথমত, তারা]

স্থির করতে পারে যে সরকারকে—যেমন মুখ্যতন্ত্রকে বা রাজতন্ত্রকে—বর্তমান অবস্থায় বজায় রাখবে কিন্তু শাসন পরিচালনা তাদের সদস্যদের হাতে নিয়ে আসতে ইচ্ছুক হবে।

§ 9. দ্বিতীয়ত, রাজদ্রোহী দল ইচ্ছা করতে পারে [সংবিধানটিকে মোটামুটি অটুট রেখে] তাকে আরও কঠিন কিংবা আরও কোমল করবে। উদাহরণ ঃ এরা মুখ্যতন্ত্রকে বেশী বা কম মুখ্যতান্ত্রিক করতে ইচ্ছুক হতে পারে। এরা গণতন্ত্রকে বেশী বা কম গণতান্ত্রিক করতে ইচ্ছুক হতে পাবে। অনুরূপভাবে এরা অন্য সংবিধানগুলির যে কোনটির বন্ধনগুলিকে আরও দৃঢ় বা আরও শিথিল করবাব চেষ্টা করতে পারে।

§ 10. তৃতীয়ত, রাজদ্রোহী দল সংবিধানের একটি মাত্র অংশের পরিবর্তনের দিকে তাদের চেষ্টা নিয়োজিত করতে পারে। উদাহরণ ঃ তারা কোন বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট পদের প্রতিষ্ঠা বা উচ্ছেদ ইচ্ছা করতে পারে। কতকগুলি লেখক বলেন যে লাইস্যাণ্ডার স্পার্টায় রাজতন্ত্রের লোপ করতে চেষ্টা করেছিলেন আর রাজা পসেনিয়াস চেষ্টা করেছিলেন ইফরাল্টির লোপ করতে। আবার এপিডরাসে সংবিধানের আংশিক পরিবর্তন হয়েছিল ; উপজাতীয় প্রধানদের সভার স্থানে একটি সমিতি [গণতান্ত্রিক প্রকৃতির] প্রতিকল্পিত হয়েছিল।

§ 11. কিন্তু এমন কি বর্তমানে [এপিডরাস গণতন্ত্র থেকে এত দূরে সরে এসেছে যে] যখন কোন ম্যাজিস্ট্রেট পদের নিয়োগ সম্পর্কে মত গ্রহণ করা হয় তখন নাগরিক সংস্থার সদস্যদের মধ্যে একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটরাই বাধ্যতামূলক ভাবে সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকে , আর ['আর্কন' সঙ্ঘের পরিবর্তে] একটিমাত্র 'আর্কন'-এর অস্তিত্ব আর একটি মুখতান্ত্রিক বিশেষত্বের নিরন্তর পরিচয় দেয়।

এইসব ক্ষেত্রে [রাজদ্রোহ সংবিধানের বিরুদ্ধে চালিত হক বা তার পরিবর্তনের দিকে চালিত হক] রাজদ্রোহের কারণ সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় অসাম্যের মধ্যে—যদিও অসাম্য থাকে না [এবং সেজন্য রাজদ্রোহের সার্থকতা থাকে না] যখন অসমানরা তাদের মধ্যে বিদ্যমান অসাম্যের সমানুপাতে আচরিত হয় (সুতরাং বংশগত রাজতন্ত্রে অসাম্য নিহিত থাকে একমাত্র তখনই যখন তাকে দেখা যায় সমানদের মধ্যে)। কাজেই সাম্যের ব্যাকুলতাই হচ্ছে রাজদ্রোহের মূল।

§ 12. কিন্তু সাম্য দু প্রকার।' এক প্রকার হচ্ছে সংখ্যাগত সাম্য ঃ অন্য প্রকারটি হচ্ছে যোগ্যতার সমানুপাতিক সাম্য। 'সংখ্যাগত সাম্য' হচ্ছে প্রাপ্য সামগ্রীর সংখ্যা ও আয়তন সম্পর্কে সমানভাবে বা অভিন্নভাবে আচরিত হওয়া ; 'যোগ্যতার সমানুপাতিক সাম্য' হচ্ছে অনুপাতের সমতার ভিত্তিতে

আচরিত হওয়া।' উদাহরণঃ সংখ্যার দিক্ থেকে 2-এর উপর 3-এর আধিক্য 1-এর উপর 2-এর আধিক্যের সমান; কিন্তু পরিমাণ সমতার দিক্ থেকে 2-এর উপর 4-এর আধিক্য 1-এর উপর 2-এর আধিক্যের সমান—কেননা 2 যে ভগ্নাংশ 4-এর 1-ও সেই ভগ্নাংশ 2-এর।

§ 13. লোকে এই নীতি স্বীকার করতে প্রস্তুত যে চরম ন্যায় [অধিকার বিভাগে] নিহিত আছে যোগ্যতার সমানুপাতে [অধিকার ভাগ করে দেওয়ার মধ্যে]; কিন্তু আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রথমে লক্ষ্য করেছি যে [কার্যক্ষেত্রে] তাদের মত বিরোধ ঘটে। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে মানুষ যদি এক বিষয়ে সমান হয় তাহলে তারা সকল বিষয়ে নিজেদের সমান মনে করতে পারে ঃ আর কেউ কেউ বলেন যে মানুষ যদি এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে তারা সকল বিষয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা দাবি করতে পারে।

§ 14. মানুষের এই দুটি যুক্তির ফলে দুপ্রকার সংবিধান--গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র—বিশেষভাবে প্রচলিত। সুজন্ম এবং যোগ্যতা অল্প লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়; কিন্তু যে সব গুণের উপর গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তা অনেকের মধ্যেই মেলে। কোন রাষ্ট্রে শত সংখ্যক সদ্‌বংশজাত ও যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে নাঃ অনেক রাষ্ট্রে ঐ সংখ্যার ধনী ব্যক্তি মিলবে। কিন্তু সাম্যের মুখ্যতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ধারণার উপর সম্পূর্ণভাবে এবং সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত সংবিধান একটি অসার জিনিস। ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণঃ এ ধরনের সংবিধান কখনও স্থায়ী হয় না।

§ 15. কারণটি সহজ। যখন সূচনাতে কেউ ভুল করে তখন এটা অনিবার্য যে তার পরিণাম অশুভ হবে। যথার্থ পথ হচ্ছে [কোন একটি ধারণাকে একান্তভাবে অনুসরণ না করে] কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাগত সাম্যের নীতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগ্যতার সমানুপাতিক সাম্যের নীতি প্রয়োগ করা। তবুও স্বীকার করতে হবে যে গণতান্ত্রিক সরকার মুখ্যতন্ত্র অপেক্ষা নিরাপদ এবং কম পরিমাণে রাজদ্রোহ পীড়িত।

§ 16. মুখ্যতন্ত্রের রাজদ্রোহ প্রবণতা দুরকমের—একটি দেখা যায় যখন মুখ্যতান্ত্রিক দল নিজেদের মধ্যে কলহ করে, অপরটি দেখা যায় যখন ঐ দল লোকদলের সঙ্গে কলহ করে। গণতন্ত্র রাজদ্রোহের সম্মুখীন হয় কেবল যখন গণতান্ত্রিক দল মুখ্যতান্ত্রিক দলের সঙ্গে কলহ করে; আর তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে এমন কোন অন্তর্বিরোধ—অন্তত উল্লেখযোগ্য কিছু—থাকে না। গণতন্ত্রের আরও সুবিধা আছেঃ এটি মুখ্যতন্ত্র অপেক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভিত্তিক 'নিয়মতন্ত্র' সরকারের নিকটবর্তী, যেটি বর্তমানে আমাদের সম্পর্কিত সরকারগুলির [অর্থাৎ যে অপূর্ণগুলি পূর্ণের নাগাল পায় না তাদের] মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্থায়ী।

পরিচ্ছেদ 2

[রূপরেখা : বিপ্লবের সাধারণ উৎপত্তি ও কারণ তিনটি খাতে আলোচনা করা যেতে পারে : (1) মনোবিদ্যাগত হেতু ; (2) লক্ষ্য ; (3) প্রাথমিক পরিস্থিতি—যা প্রধানত দুরকমের।]

§ 1. যে সব বিভিন্ন কারণে রাজদ্রোহের আবির্ভাব এবং সাধারণ পর্যায়েব সংবিধানে পরিবর্তন ঘটে, তা আমাদের আলোচনা করতে হবে। সুতরাং তাদের উৎপত্তি ও কারণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা শুরু করাই ভালো। তারা সংখ্যায় তিনটি, প্রত্যেকটির পৃথক্‌ভাবে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়ে আমাদেব আরম্ভ করতে হবে। যে তিনটি বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে তা হচ্ছে (1) যে মানসিক অবস্থা মানুষকে রাজদ্রোহী করে ; (2) যে উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য রাজদ্রোহ হয়, এবং (3) যে সব পরিস্থিতি রাজনৈতিক বিক্ষোভ এবং পরস্পর বিরোধ প্ররোচিত করে।

§ 2. যে মনোভাবটি মানুষকে পরিবর্তনের প্রেরণা দেয় তার প্রধান এবং সাধারণ কাবণটিব কথা এইমাত্র বলা হয়েছে। কেউ কেউ রাজদ্রোহ উত্তেজিত করে কেননা তাদের মন পরিপূর্ণ থাকে সাম্যের ব্যাকুলতায়ঃ ব্যাকুলতাব উৎপত্তি হয় এই চিন্তা থেকে যে লাভবানদের সমান হয়েও তাবা বিড়ম্বিত হয়েছে। আর কেউ কেউ এরূপ করে কেননা তাদেব মন পরিপূর্ণ থাকে অসাম্যের (অর্থাৎ উৎকর্ষের) ব্যাকুলতায়ঃ ব্যাকুলতার উৎপত্তি হয় এই ধারণা থেকে যে প্রকৃত পক্ষে অপরেব চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাবা অপরের চেয়ে বেশী সুবিধা পায় না (কেবল সমান সুবিধা, বা এমন কি কম সুবিধা পায়)।

§ 3. (এই ব্যাকুলতা দুটির কোন একটিব পিছনে কিছু যুক্তি থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।) এইভাবে অধমরা রাজদ্রোহী হয় সমান হবার জন্য আর সমানরা রাজদ্রোহী হয় উত্তম হবার জন্য।

এই হচ্ছে মানসিক অবস্থা যা রাজদ্রোহ সৃষ্টি করে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ এবং সম্মান আর তাদের বিপরীত—ক্ষতি এবং অসম্মান ; কেননা রাজদ্রোহীরা কেবল কোন অবমাননা বা জরিমানার হাত থেকে নিজেদের বা বন্ধুদের অব্যাহতির চেষ্টা করতে পারে।

§ 4. বিক্ষোভের পরিস্থিতি ও উৎসগুলি—যেগুলি রাজদ্রোহের মনোভাবকে উৎসাহিত এবং এইমাত্র উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্রোহীদের

প্রণোদিত করে—একদিক্ থেকে সাত কিন্তু অন্যদিক্ থেকে আরও বেশী বলে গণ্য হতে পারে।

§ 5. এই পরিস্থিতিগুলির দুটি (লাভ ও সম্মান) এইমাত্র কথিত উদ্দেশ্য দুটি থেকে অভিন্ন; কিন্তু তারা যখন পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচিত হয় তখন তারা অন্যভাবে কাজ করে। উদ্দেশ্য হিসাবে লাভ ও সম্মান বিরোধ সৃষ্টি করে, কেননা (যা এইমাত্র লক্ষ্য করা হয়েছে) মানুষ নিজেই এগুলি কামনা করেঃ পরিস্থিতি হিসাবে তারা বিরোধ সৃষ্টি করে, কেননা মানুষ দেখে অন্য ব্যক্তিরা—কেউ সংগতভাবে এবং কেউ অসংগতভাবে—তাদের চেয়ে বেশী অংশ লাভ করছে।

§ 6. লাভ ও সম্মান বাদে অন্য পরিস্থিতিগুলি হচ্ছে ঔদ্ধত্য; ভয়; কোন প্রকার উৎকর্ষের উপস্থিতি; ঘৃণা; কিংবা রাষ্ট্রের কোন অংশের অসম বৃদ্ধি। আর চারটি পরিস্থিতি—যারা অন্যভাবে [অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে, প্রত্যক্ষভাবে নয়] বিরোধ সৃষ্টি করে—হচ্ছে নির্বাচন চক্রান্ত; ইচ্ছাকৃত অনবধানতা; অকিঞ্চিৎকর পরিবর্তন [সম্পর্কে উপেক্ষা]; এবং [রাষ্ট্রের গঠনের] উপাদানে বৈসাদৃশ্য।

পরিচ্ছেদ 3

[রূপরেখা ঃ প্রাথমিক পরিস্থিতিগুলি কিভাবে কাজ করে তার আলোচনা। (1) এক রকম পরিস্থিতি আপন প্রেরণায় অথবা স্বাভাবিক কারণে কাজ করে ঃ এ সাত রকমের—ঔদ্ধত্য ; লাভেচ্ছা ; সম্মান ; কোন প্রকার উৎকর্ষের উপস্থিতি, ভয় ; ঘৃণা ; এবং রাষ্ট্রের কোন অংশের অসম বৃদ্ধি। (2) আর এক রকম পরিস্থিতি প্রাসঙ্গিকভাবে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে কাজ করে ঃ এ চার রকমের—নির্বাচন চক্রান্ত ; ইচ্ছাকৃত অনবধানতা ; তুচ্ছ পরিবর্তন সম্বন্ধে অবজ্ঞা ; এবং রাষ্ট্রের গঠনের উপাদানে বৈসাদৃশ্য।]

§ 1. এই পরিস্থিতিগুলির মধ্যে **ঔদ্ধত্য ও লাভেচ্ছা** [কর্তৃপক্ষের ভিতর] কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং কিভাবে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে তা কতকটা পরিষ্কার। যখন আধিকারিকরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের চেষ্টা করে তখন নাগরিকরা রাজবিদ্বেষী হয়ে ওঠে এবং শুধু অপর ব্যক্তিদের আক্রমণ করে না, যে সংবিধান এরূপ ব্যক্তিদের ক্ষমতা দিয়েছে তাকেও আক্রমণ করে। কথা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ব্যক্তিগত সুবিধার চেষ্টা চলে কখনও ব্যক্তিগত, কখনও সাধারণ স্বার্থের ক্ষতি করে।

§ 2. **সম্মান** কিভাবে পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়ায়, কি প্রভাব বিস্তার করে, আর কিভাবে বিরোধ সৃষ্টি করে—সেটাও পরিষ্কার। মানুষ রাজবৈরী হয়ে ওঠে যখন তারা নিজে অপমান ভোগ করে এবং যখন তারা অপরকে সম্মানিত হতে দেখে। দুটি জিনিস উভয়ে অযৌক্তিক হতে পারে যদি সম্মান দেখানো বা অসম্মান দেখানো অনুচিত হয় ঃ উভয়ে যৌক্তিক হতে পারে যদি সম্মান বা অসম্মান দেখানো উচিত হয়।

§ 3. **কোন প্রকার উৎকর্ষের উপস্থিতি** রাজদ্রোহের পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়ায় যখন একটি লোক বা একদল লোক এমন শক্তিশালী হয়ে ওঠে যা রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যধিক এবং যা সাধারণ নাগরিকমণ্ডলীর শক্তির তুলনায় অত্যধিক। এরূপ অবস্থায় সাধারণত রাজতন্ত্র বা 'বংশগত' মুখ্যতন্ত্র জন্মলাভ করে। এই কারণে কতকগুলি রাষ্ট্রে নির্বাসন নীতি গ্রহণ করা হয়। আর্গস ও অ্যাথেন্স তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এরকম অসামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভ্যুত্থান অব্যাহত রাখা এবং পরে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা এদের আবির্ভাব যাতে না ঘটে প্রথমে তার ব্যবস্থা করা উৎকৃষ্টতর নীতি।

§ 4. **ভয়** একটি পরিস্থিতি যা দু শ্রেণীর লোকের মধ্যে রাজদ্রোহের সৃষ্টি করে—যারা অপরাধী এবং শাস্তির ভয় করছে ; যারা অবিচার আশঙ্কা

করছে এবং আগে থেকেই তা ঘটাতে উৎসুক। রোড্‌স থেকে শেষোক্ত শ্রেণীর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ সেখানে মর্যাদাশালীরা তাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মকদ্দমা রুজু করা হবে এই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে উদ্যত হয়েছিল।

§ 5. রাজদ্রোহ ও উপদ্রবের আর একটি পরিস্থিতি হচ্ছে ঘৃণা। এটা আমরা মুখ্যতন্ত্রে দেখতে পাই যখন রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিতরা সংখ্যায় বেশী এবং সেজন্য নিজেদের অধিক শক্তিশালী বলে মনে করে ঃ এটা আমরা গণতন্ত্রেও দেখতে পাই যখন ধনীরা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাকে ঘৃণা করে। গণতন্ত্রের ঘৃণাজনিত পতনের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত রয়েছে—থিব্‌সে, যেখানে ওএনোফিটার যুদ্ধের [খৃঃ পূঃ 456] পর কুশাসনের জন্য গণতন্ত্র নষ্ট হয়েছিল : মেগারায়, যেখানে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা হেতু পরাজয়ের ফলে এর সর্বনাশ ঘটেছিল ; সাইরাকিউসে, যেখানে গেলন স্বৈরাচারী হওয়ার পূর্বে এর পতনের সূত্রপাত হয়েছিল ; এবং রোড্‌সে, এইমাত্র উল্লিখিত মর্যাদাশালীদের উত্থানের পূর্বযুগে।

§ 6. **রাষ্ট্রের কোন অংশের অসম বৃদ্ধি** ও একটি পরিস্থিতি যা সাংবিধানিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। শরীরের উপমা থেকে জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে। শরীর অংশ দ্বারা গঠিত ; প্রতিসাম্য বজায় রাখতে হলে একে সমভাবে পুষ্টিলাভ করতে হবে। নইলে এর ধ্বংস হবে (পা চার হাত লম্বা হলে এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ দুবিঘত হলে যেমন হবে) ; কিংবা আবার কখনও কখনও এ রূপান্তরিত হতে পারে অন্য কোন জন্তুতে, যেমন হবে যদি অসমবৃদ্ধির অর্থ হয় গুণমূলক ও পরিমাণমূলক পরিবর্তন। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। এও অংশ দ্বারা গঠিত : এবং অনেক সময়ে একটি অংশ অজ্ঞাতসারে অসমভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। উদাহরণঃ গণতন্ত্রে ও 'নিয়মতন্ত্র'-এ দরিদ্রের সংখ্যা অসম হতে পারে।

§ 7. কখনও কখনও এটা ঘটতে পারে আকস্মিক কারণে। উদাহরণঃ পারস্য যুদ্ধের [খৃঃ পূঃ 480] অব্যবহিত পরে প্রতিবেশী ইয়াপিজিয়ান উপজাতির নিকট কিছু সংখ্যক মর্যাদাশালীর পরাজয় ও মৃত্যুর ফলে ট্যারেণ্টামে 'নিয়মতন্ত্র' গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। আর্গসে স্পার্টার রাজা ক্লিওমেনিস কর্তৃক 'দি মেন অফ দি সেভেন্স'[(3)]-এর বিনাশ সাধনের [আনুমানিক খৃঃ পূঃ 500] ফলে কতকগুলি কৃষিদাসকে নাগরিক সংস্থায় গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়েছিল [এবং সেজন্য গণতন্ত্রের দিকে সংবিধানের পরিবর্তন ঘটেছিল]। অ্যাথেন্সে পেলোপনেসাসের যুদ্ধে স্থলভাগে বিপর্যয়ের ফলে সমস্ত নিবন্ধভুক্ত নাগরিকের বাধ্যতামূলক সেবা ব্যবস্থায়

মর্যাদাশালীদের সংখ্যা হ্রাস পায় ; [আর এতে গণতন্ত্রের প্রসার পুষ্টিলাভ করে]।

§ 8. [এই সব হচ্ছে অসমবৃদ্ধির জন্য মুখ্যতান্ত্রিক বা মধ্যবর্তী সংবিধানে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ; কিন্তু] এ ধরনের পরিবর্তন একই কারণে গণতন্ত্রেও ঘটতে পারে—যদিও তার সম্ভাবনা কম। যদি ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথবা যদি সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে গণতন্ত্র মুখ্যতন্ত্রে এবং 'পরিবারবর্গ'তে [বা পরিবারচক্রে] পরিণত হয়।

§ 9. [পরিবর্তনের 'প্রাসঙ্গিক' পরিস্থিতিগুলি সম্পর্কে] আমাদের প্রথমে উল্লেখ করতে হবে **নির্বাচন চক্রান্তগুলির,** যারা কার্যত রাজদ্রোহ না ঘটিয়ে সাংবিধানিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণঃ হেরিয়াতে নির্বাচনের ফল চক্রান্ত দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায় মত গ্রহণের স্থানে ভাগ্য পরীক্ষা প্রতিকল্পিত হয়েছিল [কাজেই দেখা যাচ্ছে সাংবিধানিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি ঘটেছিল]। আবার **ইচ্ছাকৃত অনবধানতা** একটি পরিস্থিতি হতে পারে ; এবং যে ব্যক্তিদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য নেই তারাও সর্বোচ্চ ম্যাজিস্ট্রেট পদ অধিকার করতে পারে। ইউবিয়াতে ওরিয়ুসের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারেঃ এর মুখ্যতন্ত্র উৎখাত হয় যখন হেরাক্লিওডোরাসকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং সে একে গণতন্ত্রে বা বরং 'নিয়মতন্ত্র'-এ পরিণত করতে উদ্যত হয়।

§10. **তুচ্ছ পরিবর্তন সম্বন্ধে অবজ্ঞা** আর একটি পরিস্থিতি। সামান্য পরিবর্তনগুলিকে অবহেলা করলে সমগ্র প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থায় অজ্ঞাতসারে একটি বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে। উদাহরণঃ অ্যাম্ব্রেসিয়াতে পদের জন্য সম্পত্তি যোগ্যতা প্রথমাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ ছিল, কিন্তু সামান্য যোগ্যতা থাকা আর না থাকার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই এই ধারণার ফলে শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়।

§ 11. [প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতিগুলির শেষটি হচ্ছে **রাষ্ট্রের গঠনের উপাদানে বৈসাদৃশ্য।**] বংশের অসমসত্ত্বতা রাজবিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে—অন্তত বংশগুলির আত্তীকরণের সময় না পাওয়া পর্যন্ত। কোন আকস্মিক জনমণ্ডলী দ্বারা অথবা কোন আকস্মিক কালে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। যেসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে বা পরে ভিন্ন বংশীয়দের[70] গ্রহণ করেছে তাদের অধিকাংশই রাজবিদ্বেষ থেকে কষ্ট পেয়েছে। এর বহু দৃষ্টান্ত মেলে। সিবারিসের প্রতিষ্ঠাকালে একিয়ানরা ট্রোয়েজেনের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয় কিন্তু নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে তাদের বহিষ্কৃত করে দেয় ; ফলে তাদের শহরের উপর একটি অভিসম্পাত আসে।

§ 12. থুরিতে সিবারিসবাসীরা এখানে উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে যে উপনেবেশকারীরা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদের সঙ্গে কলহ করে, এবং ভূখণ্ডের মালিক হিসাবে বিশেষাধিকার দাবি করায় উপনিবেশ থেকে নিষ্কাশিত হয়। বাইজান্টিয়ামে পরবর্তী ঔপনিবেশিকরা প্রথম ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য ধরা পড়ে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা দূরীকৃত হয়; মূল ঔপনিবেশিকদের দ্বারা অ্যান্টিসাতে গৃহীত কিয়স থেকে নির্বাসিতদেব ভাগ্যেও এরূপ অপসারণ ঘটেছিল। অপরপক্ষে জ্যাঙ্কলে মূল ঔপনিবেশিকরা নিজেরাই বিতাড়িত হয়েছিল গৃহীত সামিয়ানদের দ্বারা।

§ 13. কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অ্যাপোলোনিয়াতে রাজবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল নতুন ঔপনিবেশিক নিবেশনের জন্য; সাইরাকিউসে স্বৈরাচারী যুগের শেষে বিদেশী ও বেতনভুক্‌দের নাগরিক অধিকার দান করার ফলে রাজদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয়; এবং অ্যাম্ফিপোলিসে মূল নাগরিকরা ক্যাল্সিসের ঔপনিবেশিকদের গ্রহণের পর প্রায় সকলেই গৃহীত ঔপনিবেশিক-দের দ্বারা অপসারিত হয়েছিল।

(§ 14. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে মুখ্যতন্ত্রে জনসাধারণ রাজদ্রোহেব পক্ষে এই যুক্তি দেখায় যে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, কেননা প্রকৃতপক্ষে সমান হওয়া সত্ত্বেও তারা সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। গণতন্ত্রে মর্যাদাশালীরা এই কারণ দেখায় যে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, কেননা প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।)[71]

§ 15. [বংশের ভিন্ন জাতীয়তা ছাড়া] ভূখণ্ডের ভিন্ন জাতীয়তাও রাজবিদ্বেষের একটি পরিস্থিতি। যেসব রাষ্ট্রে ভূখণ্ড স্বভাবত রাজনৈতিক একতার অনুকূল নয় সেখানে এমন ঘটে। ক্ল্যাজোমেনিতে [ভূখণ্ডস্থ] কাইট্রাস শহরগুলির অধিবাসীরা দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত ছিল; কলোফন ও তার বন্দর নোটিয়ামের মধ্যেও অনুরূপ বিবাদ ছিল। আবার অ্যাথেন্সেও এ ধরনের বিভেদ দেখা যায়: পাইরিউস বন্দরের বাসিন্দারা অ্যাথেন্স নগরের বাসিন্দাদের অপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিক।

§ 16. যুদ্ধের উপমা নেওয়া হচ্ছে: সম্মুখবর্তী একটি খাত—যত ক্ষুদ্রই হক না কেন—উত্তীর্ণ হবার সময়ে সৈন্যদলকে যেমন বিক্ষিপ্ত করে দেয়, তেমনি বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি বৈচিত্র্য একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে থাকে। সবচেয়ে বড় ব্যবধান রয়েছে সম্ভবত পুণ্য ও পাপের মধ্যে; তার-পর ব্যবধান রয়েছে ধন ও দারিদ্র্যের মধ্যে; আরও ব্যবধান রয়েছে, কতকগুলি বড় এবং কতকগুলি ছোট, যা উৎপত্তি লাভ করেছে অন্যান্য বৈচিত্র্য থেকে। এই শেষোক্তদের মধ্যে ভূখণ্ডের বিভিন্নতা জনিত ব্যবধানকে আমরা গণ্য করতে পারি।

পরিচ্ছেদ 4

[রূপরেখা ঃ বিপ্লবের পরিস্থিতিগুলি সামান্য হলেও এর সমস্যাগুলি বৃহৎ ঃ ক্ষুদ্র এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে বৃহৎ এবং সাধারণ ফলাফলের উৎপত্তি হতে পারে। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আরও দুটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ (1) কোন পদের বা রাষ্ট্রের কোন অংশেব সুখ্যাতি ও ক্ষমতাবৃদ্ধি, এবং (2) উভয় দলের ভারের সমতার ফলে অচলাবস্থার উদ্ভব। আরও বলা যেতে পারে যে বিপ্লব পরিচালনায় বল ও ছল উভয়েরই ভূমিকা আছে।]

§ 1. কিন্তু যদিও রাজদ্রোহের উৎপত্তি সামান্য পরিস্থিতি থেকে, এর সমস্যাগুলি সামান্য নয়। সংসৃষ্ট সমস্যাগুলি বৃহৎ। এমন কি তুচ্ছ রাজদ্রোহ-গুলি [অর্থাৎ যাদের উৎপত্তি সামান্য পরিস্থিতি থেকে] বৃহদাকার ধারণ করে যখন তারা সরকারের সদস্যদের সম্পর্কিত হয়। সাইরাকিউসের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়ঃ সেখানে পদাধিকারী দুজন যুবকের মধ্যে একটি প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে কলহ থেকে সাংবিধানিক বিপ্লব দেখা দেয়।

§ 2. একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন (তার সহকর্মী হওয়া সত্ত্বেও) তার বন্ধুকে[72] আকৃষ্ট করেছিল ; এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ক্রোধবশে তার সহকর্মীর স্ত্রীকে প্রলোভিত কবে প্রতিশোধ নিয়েছিল। বিবাদমত্ত দুজনে সমগ্র নাগরিক সংস্থাকে তাদের কলহের মধ্যে টেনে আনে এবং তাকে দলে বিভক্ত করে দেয়।

§ 3. শিক্ষণীয় যে এ ধরনের বিবাদেব সূচনাতেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ; আর যেসব বিবাদে কর্তৃত্ব ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সংশিলষ্ট তা সত্বর প্রশমিত করা উচিত। ভুল সূচনাতেই হয় ; আর কথায় বলে, 'কার্যের আরম্ভ কার্যের অর্ধেক' ; সুতরাং সামান্য একটি প্রাথমিক দোষ কার্যের অবশিষ্ট সময়ে কৃত সমস্ত দোষের সমান।

§ 4. সাধারণভাবে বলা যায় যে মর্যাদাশালীদের মধ্যে বিরোধ পরিণামে সমস্ত রাষ্ট্রকে পরিবৃত করে। পারস্য যুদ্ধের পব হেস্টিইয়ার ঘটনাবলীতে এটা দেখতে পাওয়া যায়। একটি সম্পত্তির ভাগ নিয়ে দুভাইয়ে কলহ হয় ; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ভাইটি, অন্য ভাইটি সম্পত্তির হিসাব দিতে কিংবা তাদেব পিতার আবিষ্কৃত ধনের পরিমাণ প্রকাশ করতে সম্মত না হওয়ায়, লোক-দলকে স্বপক্ষে আকৃষ্ট করে , বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী অন্য ভাইটি ধনীদের সাহায্য লাভ করে ।

§ 5. আবার ডেল্ফিতে একটি বিবাহসংক্রান্ত বিবাদ থেকেই পরবর্তী সকল বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। বর কনেকে নিতে আসার পর কনের গৃহে কোন দুর্ঘটনাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে তাকে না নিয়ে চলে যায়; কনের আত্মীয়স্বজন অপমানিত বোধ করে; এবং যজ্ঞকর্মের সময়ে তার আহুতির মধ্যে কিছু পরিমাণ ধনরত্ন স্থাপন করে এবং পরে কল্পিত ধর্ম-লঙ্ঘনের জন্য তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়।

§ 6. অনুরূপভাবে মিটিলিনে উত্তরাধিকারিণীর বিবাহসংক্রান্ত বিবাদ বহু বিপদের সূচনা করেঃ অ্যাথেন্সের সঙ্গে যুদ্ধ তার অন্তর্ভুক্তঃ তার মধ্যে প্যাকেস নগর অধিকার করে। অপেক্ষাকৃত ধনী নাগরিকদের অন্যতম টিমো-ফেনিস মৃত্যুকালে দুটি কন্যা রেখে যায়। আর একজন নাগরিক, ডেক্সেন্ডার, মকদ্দমা আরম্ভ করে কিন্তু তার পুত্রদের তরফে উত্তরাধিকারিণীদের বিবাহ করবার দাবি প্রতিপন্ন করতে অকৃতকার্য হয়। অতঃপর সে রাজদ্রোহ সঞ্চারিত করে এবং যে অ্যাথেন্সবাসীদের 'কন্সাল' হিসাবে সে নিযুক্ত ছিল তাদের হস্তক্ষেপ করবার জন্য উত্তেজিত করে।

§ 7. আবার ফোকিসে একটি উত্তরাধিকারিণীর বিবাহসংক্রান্ত আর একটি বিবাদে ম্ন্যাসনের পিতা ম্ন্যাসিয়াস ও অনোমার্কাসের পিতা ইউথি-ক্রেটিস জড়িত ছিলঃ এই বিবাদেই পবিত্র যুদ্ধের সূত্রপাত, যাতে সমস্ত ফোকিস লিপ্ত হয়েছিল। এপিড্যাম্নাসে সাংবিধানিক বিপ্লবের কারণও ছিল একটি বৈবাহিক ব্যাপার। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদানের বাগ্দান করেছিল; পরে এই ব্যক্তির পিতা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হওয়া মাত্র তাকে জরিমানা করে; অতঃপর সে নিজেকে অপমানিত বোধ করে এবং অধিকার বঞ্চিত শ্রেণীদের সঙ্গে যোগদান করে [সংবিধান নিপাতনের জন্য]।

§ 8. একটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের বা রাষ্ট্রের অন্য কোন অংশের সুখ্যাতি বা ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলেও মুখ্যতন্ত্র, বা গণতন্ত্র, বা 'নিয়মতন্ত্র'-এর দিকে সংবিধানের পরিবর্তন হতে পারে। উদাহরণঃ অ্যাথেন্সে 'কাউন্সিল অফ দি অ্যারিওপেগাস' পারস্য যুদ্ধের সময়ে সুখ্যাতি অর্জন করে; ফলে দেখা দেয় সংবিধানের সাময়িক কঠোরতা [অর্থাৎ মুখ্যতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি]। তার-পর স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ঃ নৌবিভাগে নিযুক্ত জনসাধারণ সালামিসের জয়গৌরব দাবি করে এবং অ্যাথেন্সের জন্য একটি নৌবলের উপর নির্ভরশীল সাম্রাজ্য গঠন করে; ফলে গণতন্ত্রের পক্ষবল আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

§ 9. স্পার্টাবাসীদের বিরুদ্ধে ম্যান্টিনিয়ার যুদ্ধে [খৃঃ পূঃ 418] তাদের আচরণের জন্য আর্গসের মর্যাদাশালীরা খ্যাতি অর্জন করে; এর

ফলে তারা গণতন্ত্রের নিরোধে উৎসাহিত হয়ঃ অন্য দিকে সাইরাকিউসে জনসাধারণ অ্যাথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্ব দাবি করে, এবং তারা বিদ্যমান 'নিয়মতন্ত্র'কে গণতন্ত্রে পরিণত করতে উদ্যত হয়। ক্যাল্সিসে স্বৈরাচারী ফোক্স্যাসের অপসারণের জন্য জনসাধারণ মর্যাদাশালীদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এই ভূমিকা গ্রহণের ফলে অচিরে সংবিধানের উপর একটি দৃঢ় অধিকার অর্জন করে।' অ্যাম্ব্রেসিয়াতেও অনেকটা একইভাবে জনসাধারণ স্বৈরাচারী পেরিয়াণ্ডারকে বহিষ্কৃত করবার জন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তারপর তারা সংবিধানকে গণতান্ত্রিকরূপে পরিবর্তিত করে।

§ 10. সাধারণত অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষাটি লাভ করা যায় এবং যা সর্বদা মনে রাখা উচিত সেটি এইঃ যে ব্যক্তি বা সংস্থা রাষ্ট্রকে নতুন শক্তি দান করে, সে—ব্যক্তি হক, ম্যাজিস্ট্রেট সমিতি হক, উপজাতি হক, অথবা সাধারণভাবে কোন অংশ বা দল, যাই হক না কেন—রাজদ্রোহ সৃষ্টি করতে উৎসুক হবে ; আর রাজদ্রোহ আরম্ভ হবে সেই ব্যক্তিদের দ্বারা যারা জয়যুক্তদের সম্মানে হিংসা বোধ কবে অথবা যখন শেষোক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভেবে সমান স্তরে আসীন থাকতে অসম্মত হয়।

§ 11. বিপ্লব আরও ঘটে যখন রাষ্ট্রের যে অংশগুলিকে সাধারণত পরস্পর বিরোধী মনে করা হয়—যেমন ধনীরা ও জনসাধারণ—তারা সমান সমান হয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধরনের কোন কিছুই থাকে না একদিকের ভার বৃদ্ধি করার জন্য ; কেননা যেখানে কোন এক পক্ষের প্রাধান্য সুস্পষ্ট সেখানে অপর পক্ষ প্রত্যক্ষভাবে অধিক শক্তিশালী দলের সঙ্গে সংগ্রামের ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক হবে।

§ 12. এই কারণে অসামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত রাজদ্রোহের চেষ্টা করেন নাঃ বহুজনের বিপক্ষে তাঁরা মাত্র কয়েকজন।'

সাধারণভাবে দেখতে গেলে সমস্ত সংবিধানে এগুলিই হচ্ছে রাজদ্রোহের উৎস ও কারণ। পরিশেষে বলা যায় যে রাজনৈতিক বিপ্লব কখনও সফল হয় বলের দ্বারা, কখনও ছলের দ্বারা। বলপ্রয়োগ করা যেতে পারে হয় প্রথমে নয়তো কোন পরবর্তী অবস্থায়। ছলও প্রয়োগ করা যেতে পারে দুটি বিভিন্ন অবস্থায়।

§ 13. কোন কোন সময়ে এটি প্রয়োগ করা হয় প্রাথমিক অবস্থায়। এইভাবে তখনকার মতো সাধারণের মত নিয়ে একটি পরিবর্তন করা যেতে পারে ; কিন্তু পরিবর্তনকারীরা পরে বিরোধী আক্রমণের মধ্যেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে উদ্যত হয়। চারশতের বিপ্লবে অ্যাথেন্সে [খৃ: পূ: 411] এই রকম

ঘটেছিল ঃ স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারস্যরাজ অর্থ সরবরাহ করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা প্রথমে জনসাধারণকে প্রতারণা করেছিল, এবং এই ছলনার পর তারা সংবিধানটিকে স্থায়িভাবে স্ববশে রাখবার চেষ্টা করেছিল। আবার কোন কোন সময়ে প্রাথমিক সন্দেহ নিবৃত্তির পর পুনরায় অনুরূপ নীতির অনুসরণ করা হয়, এবং এইভাবে সাধারণের মত নিয়ে আধিপত্য রক্ষা করা হয়। সংক্ষেপে এই সব হল সমস্ত সংবিধানে পরিবর্তনের কারণ।

B

বিভিন্ন জাতীয় সংবিধানে বিপ্লব ও পরিবর্তনের বিশেষ কারণ

পরিচ্ছেদ 5

[রূপরেখা : 1. গণতন্ত্র। ধনীদের ব্যক্তিগতভাবে অথবা সাধারণভাবে আক্রমণের নীতি প্রজানায়করা অনুসরণ করার জন্য এখানে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। পূর্ব যুগে প্রজানায়করা অনেক সময়ে স্বৈরাচারী হতেন : এখন তা আর তাঁরা হন না; বস্তুত নানা কারণে—বিশেষত আধুনিক রাষ্ট্রের বর্ধিত আয়তনের জন্য—সকল রকম স্বৈরাচারতন্ত্রই বিরল হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত সাবেক এবং সংযতরূপ একটি নতুন এবং চরমরূপে পবিবর্তিত হতে পাবে। এটা প্রধানত ঘটে যখন উৎসুক পদপ্রার্থীরা জনসাধারণের অনুগ্রহলাভে সচেষ্ট হয়।]

§ 1. আমাদের এখন বিভিন্ন সংবিধানগুলিকে পৃথক্‌ভাবে নিতে হবে এবং এই সব সাধারণ বচনের আলোকে ক্রমানুসারে দেখতে হবে প্রত্যেকটি প্রকারে কি ঘটে।

গণতন্ত্রে পরিবর্তনের প্রধান কারণ প্রজানায়কদের অসংযত আচরণ। এর দুটি রূপ আছে। কোন কোন সময়ে তাঁরা মিথ্যা অভিযোগে ধনীদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন এবং এইভাবে তাদের সঙ্ঘবন্ধ হতে বাধ্য করেন (কেননা সাধারণ বিপদ এমন কি ঘোর শত্রুদেরও একত্র করে) : কোন কোন সময়ে তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে শ্রেণী হিসাবে তাদের আক্রমণ করেন।' এরূপ কর্মের ফল কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

§ 2. নিন্দার্হ প্রজানায়কদের উত্থান এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মর্যাদাশালীদের সঙ্ঘবন্ধতা কোসে গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন করেছিল। রোড্‌সে একই রকম ঘটনা ঘটেছিল: সেখানে প্রজানায়করা প্রথমে বেতন ব্যবস্থা [সাধারণ সভায় ও আদালতে উপস্থিতির জন্য] প্রবর্তন করেন, এবং পরে [প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য] যুদ্ধজাহাজ সজ্জার খরচের দরুন যুদ্ধজাহাজ অধ্যক্ষদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন ; ফলে যুদ্ধজাহাজ অধ্যক্ষরা [জাহাজ নির্মাতাদের দ্বারা আনীত] মকদ্দমায় বিরক্ত হয়ে সঙ্ঘবন্ধ হতে এবং গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়।

§ 3. [কৃষ্ণসাগরতীরস্থ] হেরাক্লিয়াতে উপনিবেশ স্থাপনের অনতি-কাল পরে প্রজানায়কদের আচরণ গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করে। তাঁরা মর্যাদা-শালীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন এবং তাদের নগর থেকে দূর করে দেন ; কিন্তু মর্যাদাশালীরা দলবল সংগ্রহ করে ফিরে আসে এবং গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে।

§ 4. মেগারাতেও [গ্রীক ভূখণ্ডের যে নগর হেরাক্লিয়া স্থাপন করে-ছিল সেখানেও] অনুরূপভাবে গণতন্ত্রের ধ্বংস হয়েছিল। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দোষক্ষালনের জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রজানায়করা মর্যাদাশালীদের কতক-গুলিকে নির্বাসিত করেন ; ফলে নির্বাসিতদের এমন সংখ্যা বৃদ্ধি হয় যে তারা ফিরে আসে এবং জনসাধারণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে মুখ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। কাইমিতেও গণতন্ত্রের অনুরূপ ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল—থ্রাসিমেকাস তার বিনাশ সাধন করেছিলেন।

§ 5. অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্রের অধিকাংশের পরিবর্তনগুলির নিরীক্ষা থেকে যথেষ্ট বোঝা যায় যে তারা সাধারণত এই প্রকৃতির [অর্থাৎ প্রজানায়ক-দের কার্যের ফলে গণতন্ত্র থেকে মুখ্যতন্ত্রে পরিবর্তন]। সময়ে সময়ে প্রজা-নায়করা জনসাধারণের অনুগ্রহলাভে আগ্রহী হয়ে মর্যাদাশালীদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে বাধ্য করেনঃ তাদের উপর সরকারী বোঝার চাপ এমন ক্ষতিকর হয় যে তাদের সম্পত্তিগুলিকে খণ্ডিত করতে বাধ্য করে কিংবা [অন্তত] তাদের আয়কে পঙ্গু করে। সময়ে সময়ে তাঁরা অপেক্ষাকৃত ধনীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হবার জন্য আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনেন।

§ 6. পূর্বকালে যখন একই ব্যক্তি একসঙ্গে প্রজানায়ক ও সেনানায়কের পদ অধিকার করতেন তখন গণতন্ত্র স্বৈরাচারতন্ত্রে পরিবর্তিত হত। অধিকাংশ সাবেক স্বৈরাচারীরা প্রথমে প্রজানায়ক ছিলেন।

§ 7. যে কারণে এক সময়ে এরকম হত এবং এখন হয় না সেটা সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপার। প্রাচীনকালে বাগ্মিতার শৈশবাবস্থায় প্রজানায়করা সর্বদা সেনানায়কদের শ্রেণী থেকে সংগৃহীত হতেন। বর্তমানে অলংকার বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌পটু ব্যক্তিরা প্রজানায়ক হন ; কিন্তু যুদ্ধে অনিপুণ এই ধরনের লোকরা স্বৈরাচারী হবার চেষ্টা করেন না—যদিও এখানে সেখানে একটি বা দুটি এমন ঘটনা হয়তো ঘটেছে।

§ 8. আর একটি কারণে পূর্বযুগে স্বৈরাচারতন্ত্র অনেক বেশী দেখা যেতঃ তখন বড় বড় পদগুলি ব্যক্তিদের হাতে অর্পিত হত [যা এখন আর হয় না]। উদাহরণঃ মিলেটাসে [থ্র্যাসিবিউলাসের] স্বৈরাচারতন্ত্রের কারণ এই যে তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রাধিকারসম্পন্ন প্রিটানিসের পদে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। আরও একটি কারণ পূর্বকালীন নগরগুলির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন।' লোক সাধারণত গ্রামাঞ্চলে বাস করত এবং কৃষিক্ষেত্রের দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত থাকত ; সুতরাং তাদের নেতারা সামরিক যোগ্যতাসম্পন্ন হলে স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেতেন।

§ 9. সাধারণত জনসাধারণের বিশ্বাসের জোরেই তাঁরা এরূপ করতেন ; আর এই বিশ্বাসের মূল ছিল ধনীদের প্রতি তাঁদের বৈরভাব। উদাহরণঃ অ্যাথেন্সে পিসিস্ট্রেটাস স্বৈরাচারী হয়েছিলেন [ধনী] সমতলবাসীদলের[73] বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব করে। মেগারাতে থিয়াজিনিস স্বৈরাচারী হয়েছিলেন ধনী জমিদারদের পশুপাল বধ করার পরঃ এরা ধরা পড়ে নিজেদের নদীতীরের জমির বাইরে পশুচারণ করার সময়ে।

§ 10. সাইরাকিউসে ডাইওনিসিয়াস স্বৈরাচারীর স্থান লাভ করেছিলেন ড্যাফিনুউস ও অবশিষ্ট ধনীদের ভর্ৎসনা করে : তাদের প্রতি এঁর শত্রুতা জনসাধারণকে সৎ গণতন্ত্রবাদী হিসাবে এঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে প্ররোচিত করেছিল।

গণতন্ত্রের চিরাচরিত এবং 'বংশানুগত'[74] রূপ থেকে সর্বশেষ এবং আধুনিকতম রূপেও পরিবর্তন হতে পারে। যেখানে কোনপ্রকার সম্পত্তি যোগ্যতা ব্যতিরেকে পদগুলি নির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করা হয় এবং সমগ্র জনসাধারণের ভোটদানের ক্ষমতা থাকে, সেখানে পদপ্রার্থীরা প্রজানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে আইনও জনগণের সার্বভৌমিকতার এলাকাভুক্ত হয়ে যায়।'

§ 11. এরূপ পরিণাম বন্ধ করার জন্য—অথবা অন্তত এর পূর্ণ ফল হ্রাস করার জন্য—উপযুক্ত পথ হচ্ছে বিভিন্ন উপজাতিকে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া এবং সমগ্র জনসাধারণকে না দেওয়া....প্রধানত এইগুলি হল গণতন্ত্রের সকল পরিবর্তনের কারণ।

পরিচ্ছেদ 6

[**রূপরেখা :** 2. মুখ্যতন্ত্র। এখানে বিপ্লবের কারণ কতকটা জনগণের প্রতি সরকারের অন্যায় ব্যবহার এবং কতকটা শাসকশ্রেণীর মধ্যে কলহ। এরূপ কলহ দেখা দেয় (1) যখন ঐ শ্রেণীর এক অংশ প্রজানায়কের ভূমিকা গ্রহণ কবতে শুরু করে, (2) যখন তাদের কতকগুলি সভ্য দাবিদ্রোব দরুন বিপ্লবী হয়ে দাঁড়ায়, এবং (3) যখন সবকারের ভিতব একটি গূঢ় চক্র গঠিত হয়। ব্যক্তিগত বিবাদ মুখ্যতন্ত্রের স্থায়িত্বকে প্রভাবিত কবতে পাবে ; আর আকস্মিক কারণ (যেমন সাধাবণ ধন বৃদ্ধির ফলে পদযোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি) অলক্ষিতে তাব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পাবে।]

§ 1. দুটি বিশেষ এবং অতি সুস্পষ্ট উপায়ে মুখ্যতন্ত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে জনগণের প্রতি সরকারের অন্যায় ব্যবহার। যেকোন নেতাই তখন সার্থক রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত যদি ঘটনাচক্রে নেতাটি শাসকশ্রেণীব মধ্য থেকে উপস্থিত হয়। ন্যাক্সসের লিগড্যামিসের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটেছিলঃ তিনি পরে নিজেকে দ্বীপের স্বৈরাচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।'

§ 2. শাসকশ্রেণীর **বাইরে** প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে যে রাজদ্রোহের সূত্রপাত তা কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কখনও কখনও মুখ্যতন্ত্র নষ্ট হয় সেই ব্যক্তিদের দ্বারা যারা ধনী অথচ পদাধিকারে বঞ্চিত। যখন পদাধিকাবীরা সংখ্যায় অত্যল্প তখন এই রকম ঘটে . ম্যাসিলিয়া, ইস্ট্রস, হেরাক্লিয়া এবং অন্যান্য নগরে তাই ঘটেছে।

§ 3. এই সকল মুখ্যতন্ত্রে যাদের পদাধিকারে কোন অংশ ছিল না তারা শেষ পর্যন্ত বিরোধ চালিয়ে যেত যতক্ষণ না কিছু অংশ প্রথমে পরিবারেব অগ্রজদের এবং পরে অনুজদেরও দেওয়া হত। (বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে কতকগুলি রাষ্ট্রে পিতা ও পুত্রকে এবং অন্যগুলিতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একসঙ্গে পদগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না।) পরিশেষে ম্যাসিলিয়াতে মুখ্যতন্ত্র অনেকটা 'নিয়মতন্ত্র' জাতীয় সংবিধানে পরিণত হয়েছিল ; ইস্ট্রসে এর পরিণতি হয়েছিল গণতন্ত্রে ; হেরাক্লিয়াতে মুখ্যতন্ত্র একটি ক্ষুদ্র চক্রের হাতে ছিলঃ তাকে সম্প্রসারিত করে 600 মতো সদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

§ 4. ক্লিডসেও মুখ্যতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটেছিল ; [কিন্তু সেটা হয়েছিল আরও ব্যাপক]। এখানে রাজদ্রোহ শুরু হয় মর্যাদাশালীদের মধ্যে।' তাদের কয়েকজনকে পদগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল ; এবং নিয়ম (যার কথা বলবার

সুযোগ আমাদের এইমাত্র হয়েছে) বলবৎ ছিল যে পিতাকে গ্রহণ করা হলে পুত্রকে গ্রহণ করা হবে না, এবং পরিবারে কতকগুলি ভ্রাতা থাকলে কেবল জ্যেষ্ঠই গ্রহণযোগ্য হবে। এই আভ্যন্তর বিরোধের মধ্যে জনগণ হস্তক্ষেপ করে ; এবং মর্যাদাশালীদের মধ্যে একজনকে নেতা হিসাবে লাভ করে আক্রমণ চালায় ও জয়ী হয়—তাদের শত্রুদের পতন ঘটায় বিভেদ (যা এ সব সময়ে করে থাকে)।

§ 5. কতকটা এই রকম ঘটেছিল এরিথ্রিতে। প্রাচীনকালে ব্যাসিলিডি গোষ্ঠী দ্বারা মুখ্যতান্ত্রিক প্রণালীতে এটি শাসিত হত এবং সরকার বিচক্ষণতার সঙ্গে কার্যনির্বাহ করত ; কিন্তু জনসাধারণ এর সংকীর্ণ প্রকৃতির জন্য অসন্তুষ্ট হয় এবং সংবিধান পরিবর্তন করে।

[এখন আমবা মুখ্যতন্ত্রের পরিবর্তনের দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলব।] মুখ্যতন্ত্র ভিতর থেকে ক্ষুভিত হয় যখন ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সদস্যারা নিজেরাই প্রজানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

§ 6. তারা দুটি বিভিন্নভাবে তা করতে পারে। একটি হচ্ছে শাসনসংস্থার মধ্যেই প্রজানায়ক বিদ্যা অভ্যাস করা। একটি সংকীর্ণ পরিষদেও প্রজানায়ক আবির্ভূত হতে পারেনঃ অ্যাথেন্সে তিরিশের আমলে [খৃ পূ 404] ক্যারিক্লিস ও তাঁব অনুগামীরা তিবিশের তুষ্টিবিধান করে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, আর চারশতের আমলে [খৃ পূ 411] ফ্রিনিকাস ও তাঁর অনুসরণকারীরা অনুরূপভাবে কাজ করেছিলেন। অন্য যে উপায়ে মুখ্যতন্ত্রের সভ্যারা প্রজানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে তা হচ্ছে জনগণের মধ্যে প্রজানায়ক বিদ্যা অভ্যাস করা।' ল্যারিসাতে এই রকম হয়েছিলঃ সেখানে পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটরা জনগণকে সমীহ করে চলত, কেননা তারা তাদের দ্বারাই নির্বাচিত হত , আর এরকম হযে থাকে সাধাবণত সব মুখ্যতন্ত্রে, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্বাচিত হয় না—যারা নিজেরা পদের যোগ্য তাদেব সীমিত মতাধিকারের উপর, হয় বিস্তৃত মতাধিকারের উপর—যার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সেনা অথবা এমন কি সমগ্র জনসাধারণ, কিন্তু পদযোগ্যতা সীমাবদ্ধ থাকবে বৃহৎ সম্পত্তির মালিকদের কিংবা রাজনৈতিক মজলিসের সভ্যদের মধ্যে। (অ্যাবিডাসে এই বকম নিয়ম ছিল।)

§ 7. পরিশেষে বলা যায় যে এ ধরনের বিপত্তি দেখা দেয় সেই সব মুখ্যতন্ত্রে যেখানে সার্বভৌম নাগরিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা আদালতগুলি সংগঠিত হয়। এই রকম অবস্থায় স্বপক্ষে বিচারফল পাবার জন্য লোক প্রজানায়কদের কলাকৌশল অভ্যাস কবতে আরম্ভ করে , এতে বিরোধ ও সাংবিধানিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে, যেমন করেছিল কৃষ্ণসাগরতীরস্থ হেরাক্লিয়াতে। বিপত্তি আরও দেখা দেয় যখন মুখ্যতন্ত্রের

কতকগুলি সদস্য একে আরও অধিক অপ্রশস্ত করবার চেষ্টা করে এবং অধিকার সাম্যের সমর্থকরা জনগণের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

§ 8. আর একটি উপায়ে মুখ্যতন্ত্র ভিতর থেকে ক্ষুব্ধ হতে পারে যখন তার সদস্যরা প্রমত্তজীবন যাপনের দ্বারা অর্থ নষ্ট করে। যারা ঐ কাজ করেছে তারা বিপ্লব সৃষ্টি করতে চায় ; এবং তারা চেষ্টা করে নিজেরা স্বৈরাচারী হতে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বৈরাচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। সাইরাকিউসে হিপারিনাস এইভাবে ডাইওনিসিয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অ্যাম্ফিপোলিসে ক্লিওটিমাস নামক এক ব্যক্তি [ভাগ্যবিপর্যয়ের পর] ক্যাল্সিসের ঔপনিবেশিকদের নিবেশিত করেছিলেন, এবং নিবেশের পর ধনীদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য তাদের উত্তেজিত করেছিলেন।

§ 9 আবার ইজিনাতে একই কারণ [অর্থাৎ অমিতাচার] যে ব্যক্তি ক্যারিসের[75] সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিল তাকে সংবিধানের পরিবর্তন সাধনে প্ররোচিত করেছিল। এ ধরনের ব্যক্তিরা কখনও কখনও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সরাসরি চেষ্টা করবে ; কখনও কখনও তারা সরকারী তহবিল তছরূপ করে ক্ষান্ত হয় ; কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত রাজদ্রোহের সৃষ্টি হয়—রাজদ্রোহ অপরাধীরা নিজেরাই শুরু করুক অথবা (যেমন কৃষ্ণসাগরতীরস্থ অ্যাপোলোনিয়াতে ঘটেছিল) তাদের অসদাচরণের প্রতিরোধীরাই শুরু করুক।

§ 10. যে মুখ্যতন্ত্রের একতা আছে তা সহজে ভিতর থেকে বিনষ্ট হয় না। ফার্সালাসের সংবিধানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে : শাসনসংস্থা সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ জনসংখ্যাকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়, কেননা এর সদস্যরা পরস্পর সদ্ব্যবহার করে।

আরও একটি উপায়ে মুখ্যতন্ত্র ভিতর থেকে বিনষ্ট হতে পারে যখন বহির্বর্তী মুখ্যতন্ত্রের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী মুখ্যতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

§ 11. সমগ্র নাগরিকমণ্ডলীর সদস্য অল্পসংখ্যক ; শুধু তাই নয়, এরূপ ক্ষেত্রে এই অল্পসংখ্যকরাও সকলে সর্বোচ্চ পদে গৃহীত হয় না। একদা এলিসে এই রকম ঘটনা হয়েছিল। সংবিধানটি প্রথম থেকেই অল্পসংখ্যক সেনেটরদের হাতে ছিল ; আর অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সর্বদা সেনেটে নিযুক্ত হত। এর সদস্যরা সংখ্যায় ছিল নব্বই ; তারা সকলে আজীবন পদে অধিষ্ঠিত থাকত ; অনেকটা স্পার্টার সেনেটরদের মতো তারা এমনভাবে নির্বাচিত হত যা একটি মুষ্টিমেয় পরিবারবর্গের স্বার্থের অনুকূল হত।

§ 12. মুখ্যতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটতে পারে [আভ্যন্তর কারণে এবং বাইরের কোন আক্রমণ বাদে] যুদ্ধের সময়ে ও শান্তির সময়ে সমভাবে। যুদ্ধের সময়ে ঘটে যখন মুখ্যতন্ত্রের সদস্যরা জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে একদল বেতনভোগী সৈন্য নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়। যদি একমাত্র

ব্যক্তিকে এইসব বেতনভোগীর উপর নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়, তাহলে সে প্রায় স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে, যেমন কোরিন্থে টিমোফেনিস হয়েছিলেন ; আর যদি নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় কয়েকজনের উপর, তাহলে তারা একটি শাসকচক্র [পরিবারবর্গ] হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ পরিণামের ভয়ে কখনও কখনও মুখ্যতন্ত্র একটি গণবাহিনী নিযুক্ত করতে এবং এইভাবে জনগণকে সাংবিধানিক অধিকারে কিছু অংশ দিতে বাধ্য হয়।

§ 13. শান্তির সময়ে পরিবর্তন ঘটে যখন মুখ্যতন্ত্রের সদস্যরা পরস্পর অবিশ্বাসের বশীভূত হয়ে আভ্যন্তরিক নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেয় বেতনভোগীদের উপর এবং একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থের উপর, যে কখনও কখনও কলহকারী দুটি দলের প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। ল্যারিসাতে এই রকম ঘটেছিল অ্যালুআড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সিমিয়াসের শাসনকালে [যখন তিনি মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন]ঃ অ্যাবিডাসেও এই রকম ঘটেছিল মজলিসদের সংগ্রামের যুগে, ইফিয়াডিসের মজলিস ছিল তাদের একটি।

§ 14. বিবাহ ও মকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়েও মুখ্যতন্ত্রের মধ্যে রাজদ্রোহের উৎপত্তি হতে পারেঃ এতে একটি অংশ পরাজিত হয় অন্য একটি অংশের দ্বারা এবং রাজদ্রোহের সৃষ্টি হয়। বিবাহ বিষয়ক বিরোধের কতকগুলি উদাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে (পরি 4, অনু 5–7) ; ইরিট্রিয়াতে ডিয়াগোরাস কর্তৃক কুলীন যোদ্ধাদের মুখ্যতন্ত্রের পরাভবের কথাও বলা যেতে পারেঃ বিবাহ ব্যাপারে অবিচারে তিনি কুপিত হয়েছিলেন।

§ 15. [কৃষ্ণসাগরতীরস্থ] হেরাক্লিয়াতে এবং থিবসে মামলার বিচারফল রাজদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল। উভয় ক্ষেত্রে অপরাধ ছিল ব্যভিচারের ; এবং উভয় ক্ষেত্রে শাস্তি আদায় করা হয়েছিল (হেরাক্লিয়াতে ইউরিটিয়নের কাছ থেকে এবং থিবসে আর্কিয়াসের কাছ থেকে) এমন একটি উপায়ে যা বিচারবুদ্ধির সংগে দলীয় মনোভাব মিশিয়েছিল– অপরাধীদের শত্রুরা এতদূর ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে প্রকাশ্যস্থানে তাদের কাষ্ঠযন্ত্রে আবদ্ধ করেছিল....

§ 16. বার বার এমনও হয়েছে যে অত্যন্ত অত্যাচারী বলে শাসকশ্রেণীর সদস্যরা মুখ্যতন্ত্রকে বিনষ্ট করেছে তার প্রযুক্ত পদ্ধতিতে রুষ্ট হয়ে। উদাহরণঃ ক্লিডাস ও কিয়সের মুখ্যতন্ত্রে এই রকম হয়েছিল . . . .

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে সাংবিধানিক পরিবর্তন কখনও কখনও আকস্মিক কারণে হয়। এই রকম হয় 'নিয়মতন্ত্র' নামক সংবিধানগুলিতে আর সেই প্রকারের মুখ্যতন্ত্রগুলিতে যেখানে কাউন্সিল ও আদালতের সদস্য হবার জন্য এবং অন্যান্য পদ অধিকারের জন্য সম্পত্তি যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

§ 17. বিদ্যমান অবস্থার ভিত্তিতে যোগ্যতা প্রথমে হয়তো এমনভাবে

নির্ধারিত হয়েছিল যাতে সাংবিধানিক অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল—মুখ্যতন্ত্রে কয়েকজনের মধ্যে এবং 'নিয়মতন্ত্র'-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। তারপর, যা ঘন ঘন ঘটে, হয়তো দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য অথবা অন্য কোন ভাগ্যগুণে একটি সমৃদ্ধির সময়ের সূচনা হয় ; ফলে একই সম্পত্তির [যার উপর একদা অল্প পরিমাণে কর নির্ধারিত হত তার] উপর এখন অনেক গুণ বেশী কর নির্ধারিত হবে। এরূপ অবস্থায় সমগ্র নাগরিকমণ্ডলী প্রত্যেকটি অধিকারের যোগ্যতা লাভ করে—এই পরিবর্তন কখনও আসতে পারে ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে এবং অদৃশ্যভাবে আবার কখনও আসতে পারে দ্রুতগতিতে।

§ 18. এইসব হল মুখ্যতন্ত্রে পরিবর্তন ও রাজদ্রোহের কারণ। একটি সাধারণ মন্তব্য করা যেতে পারে। গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র উভয়ে কখনও কখনও পরিবর্তিত হয় নিজেদের একটি রূপান্তরে, বিপরীত ধরনের সংবিধানে হয় না। উদাহরণঃ আইনের দ্বারা সীমিত গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র সম্পূর্ণ সার্বভৌমরূপে পরিণত হতে পারে ; আবার সমানভাবে বিপরীতও ঘটতে পারে।

পরিচ্ছেদ 7

[রূপরেখা : 3. অভিজাততন্ত্র। সরকারকে একটি অপ্রশস্ত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নীতিই এখানে বিপ্লবের কারণ। অভিজাততন্ত্রের—এবং নিকট সম্পর্কযুক্ত 'নিয়মতন্ত্র'-এর—পতনের কারণ সাধারণত সংবিধানের সংযুক্ত বিবিধ উপাদানের ভারের সমতার ত্রুটি : ফলে সংবিধানের ঝোঁক যে দিকে সেই দিকে এর পরিবর্তন দেখা দেবে অথবা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বিপরীত প্রান্তের দিকে। অভিজাততন্ত্র বিশেষভাবে তুচ্ছ ঘটনার কবলে পড়ে থাকে। পরাক্রান্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রভাবে সকল সংবিধানই আক্রান্ত ও বিনষ্ট হতে পারে।]

§ 1. অভিজাততন্ত্রে রাজদ্রোহের অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে পদ ও সম্মান একটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। আমরা আগে বলেছি যে এই কারণটি মুখ্যতন্ত্রে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে ; এটি স্বাভাবিকভাবে অভিজাততন্ত্রে কার্যকর হয়, কেননা তারাও একদিক্ থেকে মুখ্যতন্ত্র। উভয় প্রকার সংবিধানে—যদিও বিভিন্ন কারণে—শাসকশ্রেণী ক্ষুদ্র ; এবং এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যাবে কেন অভিজাততন্ত্রকে এক প্রকার মুখ্যতন্ত্র বলে মনে করা যেতে পারে।

§ 2. এই কারণ জনিত রাজদ্রোহের আবির্ভাবের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় যখন জনসাধারণ এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় যে গুণে তারা তাদের শাসনকর্তাদের সঙ্গে সমান। স্পার্টাতে যাদের 'পার্থেনিয়ি' বলা হত তাদের মধ্যে এই রকম ঘটনা হয়েছিল। তারা ছিল স্পার্টার শিষ্টজনদের [জারজ] সন্তান: তারা তাদের অধিকার প্রতিপাদনের জন্য দলবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্র করে ; কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং তাদের ট্যারেন্টামে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পাঠানো হয়। একই জাতীয় রাজদ্রোহ আরও দেখা দিতে পারে যখন যারা নিজেরা উচ্চতর সম্মান ভোগ করে তারা উন্নত যোগ্যতা-সম্পন্ন এবং গুণে কারও অপেক্ষা হীন নয় এমন ব্যক্তিদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করে—যেমন স্পার্টার রাজারা লাইস্যান্ডারের প্রতি করেছিলেন।

§ 3. এমন আবার হতে পারে যখন রাজা অ্যাজেসিলসের আমলে স্পার্টার শিষ্টজনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নেতা কিনাডনের মতো তেজস্বী ব্যক্তি সম্মান ও পদ থেকে বঞ্চিত হন। এমন আরও হতে পারে যখন শাসকশ্রেণীর কতক-গুলি অত্যন্ত দরিদ্র এবং অন্যগুলি অতিশয় ধনী হয়। এই পরিবর্তন বিশেষভাবে যুদ্ধের সময়ে ঘটে থাকে। উদাহরণ: মেসেনিয়ার যুদ্ধের সময়ে স্পার্টায় এরকম ঘটেছিল।

§ 4. টায়ারটিউসের[76] 'আইনের শাসন' নামক কবিতাটি পর্যাপ্ত প্রমাণঃ এর থেকে জানা যায় সেই ব্যক্তিদের কথা যারা যুদ্ধে নিঃসম্বল হয়ে ভূসম্পত্তির পুনর্বণ্টন দাবি করেছিল। [নিছক উচ্চাভিলাষও অভিজাততন্ত্রে রাজদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারে]ঃ যে ব্যক্তি উচ্চপদে আসীন এবং যার আরও উচ্চপদের যোগ্যতা আছে সে নিজে একমাত্র শাসক হবার জন্য রাজদ্রোহে সাহায্য করবে। স্পার্টায় পারস্য যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি পসোনিয়াস একটি দৃষ্টান্ত; কার্থেজে হ্যানো আর একটি দৃষ্টান্ত।

§ 5. অভিজাততন্ত্রের এবং 'নিয়মতন্ত্র'-এরও সাক্ষাৎ পতনের প্রধান কারণ হচ্ছে সংবিধানে নিহিত ন্যায়ের কোন চ্যুতি। উভয় ক্ষেত্রে বিবিধ উপাদানের উপযুক্ত সমন্বয়ের ব্যর্থতাই পতনের প্রারম্ভ। 'নিয়মতন্ত্র'তে উপাদান হচ্ছে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্রঃ অভিজাততন্ত্রতে উপাদান হচ্ছে এরা উভয়ে এবং তাছাড়া যোগ্যতার উপাদান; কিন্তু এমন কি শেষোক্ততে আসল অসুবিধা আছে প্রথম উপাদান দুটির সমন্বয়েঃ শুধু এই উপাদান দুটি অধিকাংশ তথাকথিত অভিজাততন্ত্র (এবং 'নিয়মতন্ত্র') কার্যত সমন্বয় করতে সচেষ্ট হয়।

§ 6. অভিজাততন্ত্র ও 'নিয়মতন্ত্র' নামক সংবিধানের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য দেখা যায় তাদের ঐ দুটি উপাদানের মিশ্রণের বিভিন্ন উপায়ে; আর এটিই হচ্ছে শেষোক্তদের অপেক্ষা প্রথমোক্তদের কম নির্বিঘ্ন হবার কারণও। যে সংবিধানগুলিতে উপাদানগুলি এমনভাবে মিশ্রিত যে মুখ্যতন্ত্রের প্রতি আসক্তি বেশী সেগুলিকে বলা হয় অভিজাততন্ত্রঃ যেগুলিতে মিশ্রণ এমন যে জনগণের প্রতি আসক্তি বেশী সেগুলিকে বলা হয় 'নিয়মতন্ত্র'। এর থেকে বোঝা যাবে কেন শেষোক্তরা প্রথমোক্তদের চেয়ে বেশী নির্বিঘ্ন। যারা সংখ্যায় অধিক তাদের সমর্থনও অধিক শক্তিশালীঃ আর জনগণ সেই সরকারকে মেনে নিতে প্রস্তুত যেখানে তারা ক্ষমতায় সমান অংশ পাবে।

§ 7. যথেষ্ট সংগতিপন্ন ব্যক্তিদের কথা অন্য। যখন সংবিধান তাদের উন্নত স্থান দেয় তখন তারা অহংকারী হয়ে পড়ে এবং তাদের লোভ আরও বেড়ে যায়। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে সংবিধান যদি সমসংস্থিত না হয় এবং কোন একদিকে ঝোঁকে, তাহলে সে ঐ দিকে পরিবর্তিত হতে প্রবৃত্ত হবে।' অনুগৃহীত উপাদানটি তার সুবিধা বৃদ্ধি করতে উদ্যত হবে। উদাহরণঃ 'নিয়মতন্ত্র' পরিণত হবে গণতন্ত্রে এবং অভিজাততন্ত্র পরিণত হবে মুখ্যতন্ত্রে।

§ 8. পরন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তনও সম্ভবপর। উদাহরণঃ অভি-জাততন্ত্র গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে, কেননা দরিদ্র শ্রেণীরা নিজেরা অনুচিতভাবে আচরিত হয়েছে উপলব্ধি করে এর স্বাভাবিক প্রবণতাকে

বিপরীত দিকে চালনা করতে পারে ; অনুরূপভাবে 'নিয়মতন্ত্র' মুখ্যতন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে, কেননা এই বিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে যে স্থায়িত্ব—যা প্রত্যেক 'নিয়মতন্ত্র'-এর লক্ষ্য—লাভ করা যায় একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে সমানুপাতিক সাম্য ব্যবস্থায়, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির মেলে তার প্রাতিস্বিক প্রাপ্য।

§ 9. থুরিতে এ ধরনের পরিবর্তন [অর্থাৎ বিপরীত দিকে পরিবর্তন] ঘটেছিল অভিজাততন্ত্রে। প্রথম পর্বে—পদাধিকারীদের উচ্চ সম্পত্তি যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে—যোগ্যতার মান নত করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্বে—মর্যাদাশালীরা অন্যায়ভাবে সমস্ত জমি ক্রয় করার ফলে (সংবিধানের মুখ্যতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতের জন্য অরা লোভ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছিল) —গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এখানে জনগণ যুদ্ধে দৃঢ়তা অর্জন করে নগর রক্ষীদের অপেক্ষা অধিক শক্তির পরিচয় দেয়, যারা আইনানুমোদিত জমির চেয়ে বেশী জমির অধিকারী হয়েছিল তারা স্বত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, [এবং এইভাবে প্রাচীন অভিজাততন্ত্র গণতন্ত্রে পরিণত হয়]।

§ 10 আরও বলা যেতে পারে যে সমস্ত অভিজাততন্ত্রে বিদ্যমান মুখ্যতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতের একটা সাধারণ প্রবণতা আছে মর্যাদাশালীদের অতি লোভী করবার। উদাহরণঃ স্পার্টাতে আমরা দেখতে পাই সম্পত্তি নিয়ত মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া সাধারণত মর্যাদাশালীদের ইচ্ছা-মতো কাজ করবার এবং ইচ্ছামতে বিবাহ করবার অত্যধিক ক্ষমতা আছে। এর থেকে বোঝা যায় [দক্ষিণ ইটালিতে] লোক্রির পতন কেন হয়েছিলঃ এর কারণ সাইরাকিউসের ডাইওনিসিয়াসের সঙ্গে এর এক নাগরিকের কন্যার বিবাহ [এই বিবাহ শেষে লোক্রিতে সাইরাকিউসের স্বৈরাচারতন্ত্র নিয়ে এসেছিল]। গণতন্ত্রে অথবা যথোচিত নিরপেক্ষ অভিজাততন্ত্রে এরকম কখনও হত না।

§ 11 সর্বপ্রকার সংবিধান সম্পর্কে একটি সাধারণ মন্তব্য ইতিপূর্বে করা হয়েছে যে তুচ্ছ জিনিসও বিপ্লবের কারণ হতে পারেঃ অভিজাততন্ত্র সম্পর্কে এটি বিশেষভাবে সত্য। তারা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে অজ্ঞাতসারে এবং ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে। সংবিধানের একটি উপাদান একবার পরিহার করা হলে, পরে আরও একটু গুরুত্বপূর্ণ অপর একটি বিশেষত্বের পরিবর্তন আরও সহজ হয়ে পড়ে, এবং শেষকালে সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থারই পরিবর্তন সাধিত হয়।

§ 12 থুরির সংবিধানে প্রকৃতপক্ষে এই রকমই ঘটেছিল। আইন ছিল যে সেনাপতির পদ দ্বিতীয়বার লাভ করা যাবে একমাত্র পাঁচ বছর ব্যবধানে।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের কয়েকজন সামরিক গুণের পরিচয় দেয় এবং সাধারণ রক্ষীদের সুখ্যাতি অর্জন করে। কর্মকর্তাদের উপেক্ষা করে এবং সিদ্ধি সহজ হবে বিবেচনা করে এই যুবকরা আইন লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়ঃ তাদের ইচ্ছা ছিল সেনাপতিদের নিরন্তর কাজ সম্ভবপর করা এবং তাদের জানা ছিল যে সেক্ষেত্রে জনসাধারণ তাদের বারংবার নির্বাচিত করতে তৎপর হবে।

§ 13. যে ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে এই সব প্রস্তাব বিবেচনা করবার ভার ছিল—যারা উপদেষ্টা সমিতি নামে অভিহিত হত—তারা প্রথমে আইনের নিরসনে বাধা দেবার চেষ্টা করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সম্মতি দিতে প্রবৃত্ত হয় এই ধারণায় যে এই পরিবর্তনটি সাধিত হবার পর সংবিধানের অবশিষ্ট অংশ স্পর্শ করা হবে না। [তারা প্রতারিত হয়েছিল] ; অতঃপর অন্যান্য পরিবর্তন বিচারিত হয় ; যখন তারা বাধা দিতে চেষ্টা করে তখন তারা কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারে না ; এবং সংবিধানের সমগ্র পরিকল্পনাটি পরিণত হয় বিপ্লবীদের দ্বারা সংগঠিত একটি অভিজাততান্ত্রিক সমাজে।

§ 14. সাধারণত সংবিধানগুলি যেমন ভিতর থেকে তেমনি বাইরে থেকে বিনষ্ট হতে পারে। এরকম ঘটে যখন তারা সম্মুখীন হয় বিপরীত ধরনের সংবিধানের, যে নিকট প্রতিবেশী অথবা দূরবর্তী হলেও শক্তিশালী। এরকম ঘটেছিল অ্যাথেন্স ও স্পার্টার সাম্রাজ্যের যুগে। অ্যাথেন্সবাসীরা সর্বত্র মুখ্যতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করেছিল ; স্পার্টাবাসীরা তাদের বেলা গণতন্ত্রকে বিলুপ্ত করেছিল।'

পরিচ্ছেদ ৪

[রূপরেখা ঃ 4. পূর্ববর্তী তিন প্রকার সংবিধানে সাংবিধানিক স্থায়িত্ব বিধানের উপায়। উচ্ছৃঙ্খলতার এবং বিশেষভাবে এর অকিঞ্চিৎকর রূপগুলির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যে সব উপায়ের উদ্দেশ্য জনগণকে ছলনা করা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন অনুচিত। একটি ন্যায়ের ভাবকে সংবর্ধিত করা কর্তব্য, সুতরাং গণতন্ত্রের কতকটা মেজাজ, এমন কি তার কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও মুখ্যতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রে সমীচীন। একটা জরুরী অবস্থার ভাব পোষণ সবকার রক্ষাব সহায়ক হতে পারে। উন্নয়ন এবং সম্মানদান বা প্রত্যাহাব সম্পর্কে অবহিত হওযা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অপচয এবং একটি সমগ্র সামাজিক শ্রেণীব আকস্মিক অভাবিত সমৃদ্ধি উভযেব দিকে লক্ষ্য বাখতে হবে। বিশেষত পদ যাতে লাভের আকর না হয তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কবতে হবে। পবিশেষে মনে বাখা দবকাব যে গণতন্ত্রে ধনীদের বক্ষা কবা এবং মুখ্যতন্ত্রে দবিদ্রদেব উৎসাহ দেওযা ও সাহায্য কবা বাঞ্ছনীয।]

§ 1. বিভিন্ন সংবিধানে বিপ্লব ও রাজদ্রোহের কারণ আপাতত সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। এবার আলোচনা করতে হবে সংবিধানগুলিকে সাধারণভাবে এবং প্রত্যেকটি প্রকারকে পৃথক্‌ভাবে বক্ষা করবাব উপায়গুলি। আমরা একটি সাধারণ বাক্য দিয়ে শুরু করতে পারি। সংবিধানসমূহের ধ্বংসের কাবণগুলি জানলে তাদের সংরক্ষণেব উপায়গুলিও জানা হয়। বিপরীত কারণের বিপবীত ফল দেখা যায়, এবং ধ্বংস ও সংরক্ষণ হচ্ছে বিপরীত ফল।

§ 2. এই ভিত্তির উপর আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমত, যেসব সংবিধানে উপাদানগুলি সুষ্ঠুভাবে মিশ্রিত সেখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং বিশেষভাবে এর যেকোন অকিঞ্চিৎকর প্রকার সম্পর্কে সতর্ক থাকা। উচ্ছৃঙ্খলতা যখন এই সব আকার ধারণ করে তখন সে অলক্ষিতে অনুপ্রবেশ করতে পারে—যেমন সামান্য সামান্য ব্যয বাব বাব হলে ক্রমে ক্রমে একটি সম্পূর্ণ সম্পত্তি নষ্ট করতে পারে।

§ 3. সমস্তটা একসঙ্গে হয় না বলে এরূপ ব্যয় লক্ষ্য করা হয় না; আর 'যখন প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র তখন সকলই ক্ষুদ্র' এই যুক্তির দোষ যেমনভাবে আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে, এও সেইভাবে আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে। এটি একদিক্ থেকে সত্য, কিন্তু অন্যদিক্ থেকে নয়। 'সমস্ত' বা 'সকল' ক্ষুদ্র নয়, যদিও তা ক্ষুদ্রদের সমষ্টি।

§ 4. উচ্ছৃঙ্খলতার সামান্য ঘটনার মধ্যে বিপদের সূত্রপাত বন্ধ করার জন্য এই সতর্কতাটি অবলম্বন করা উচিত। দ্বিতীয়ত, এই নিয়ম লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে যে যে-উপায়গুলির উদ্দেশ্য জনগণকে ছলনা করা তাতে কদাচ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। কার্যক্ষেত্রে তারা সর্বদা ব্যর্থ হয়। (যেসব সাংবিধানিক উপায়ের উল্লেখ আমরা এখানে করেছি তাদের প্রকৃতি ইতিপূর্বে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।)

§ 5. তৃতীয়ত, লক্ষণীয় (মুখ্যতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের ক্ষেত্রেও) যে কতকগুলি রাষ্ট্র তাদের স্থায়িত্বের জন্য তাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থার দৃঢ়তার কাছে ততটা ঋণী নয় যতটা ঋণী তাদের আধিকারিকদের অধিকারবঞ্চিত ও নাগরিক সংস্থার সভ্যদের সঙ্গে সুসম্পর্কের কাছে। এই সব রাষ্ট্রে অধিকার বঞ্চিতদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার কখনও করা হয় না ; বরং তাদের প্রধান সভ্যদের সাংবিধানিক অধিকার ভোগে সংবর্ধিত করা হয় ; এবং যেমন তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষীরা মর্যাদা বিষয়ে অন্যায়ভাবে আচরিত হয় না তেমনি সাধারণরা অর্থ ও লাভ বিষয়ে অপকৃত হয় না। অনুরূপভাবে এই সব রাষ্ট্রে আধিকারিকরা বা শাসক শ্রেণীর অন্যান্য সভ্যরা গণতান্ত্রিক সাম্যভাবের সঙ্গে পরস্পর ব্যবহার করে।

§ 6. গণতন্ত্রবাদীরা সাম্যনীতিকে সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করেন যতক্ষণ না সমগ্র জনগণ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। যা অবশ্যই ন্যায্য—এবং উপযুক্ত তথা ন্যায্য—তা এই যে নীতিটি বিস্তৃত হওয়া উচিত তাদের সকলকে এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যারা যথার্থ 'সমপদস্থ'। উদাহরণঃ কার্যকাল ছমাস নির্ধারিত করা এবং এইভাবে 'সমপদস্থ' শ্রেণীর সকলকে তাদের সুযোগ ভোগ করতে দেওয়া উপযুক্ত হবে। একটি বিপুল 'সমপদস্থ' শ্রেণী স্বভাবত এক প্রকার গণতন্ত্রে পরিণত হয়, এবং সেই কারণে, যা পূর্বে বলা হয়েছে (পরি 6, অনু 6), আমরা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রায় দেখতে পাই প্রজানায়কের আবির্ভাব।

§ 7. যখন এরকম নীতি গৃহীত হয় তখন মুখ্যতন্ত্র ও অভিজাত-তন্ত্রের পারিবারিক চক্রের হাতে পড়ার প্রবণতা কম। যে আধিকারিকদের কার্যকাল অল্প তারা কদাচিৎ যাদের কার্যকাল দীর্ঘ তাদের মতো ক্ষতি করতে পারে ; আর পদে দীর্ঘকালব্যাপী অধিষ্ঠানই মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রে স্বৈরাচার-তন্ত্রের উদয়ের পথ দেখায়। উভয় শ্রেণীর সংবিধানে যে ব্যক্তিরা স্বৈরাচার-তন্ত্র প্রবর্তনের প্রয়াসী হয় তারা হয় প্রধান ব্যক্তি (গণতন্ত্রে যারা প্রজানায়ক এবং মুখ্যতন্ত্রে যারা উন্নত পরিবারের কর্তা) না হয় প্রধান প্রধান পদের দীর্ঘকালব্যাপী অধিকারী।

§ 8. কোন বিপদের ভয় থেকে অনেক দূরে অবস্থানই শুধু সংবিধানের

সংরক্ষণের কারণ না হতে পারেঃ কখনও কখনও বিপরীত অবস্থাও এর কারণ হতে পারে।' বিপদ যখন আসন্ন তখন মানুষ ভয় পায় আর সংবিধানটিকে তাই আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে। সুতরাং যারা সব সংবিধানের জন্য উদ্বিগ্ন তাদের কর্তব্য (4) ভয়ধ্বনি তোলার ব্যবস্থা করাঃ এতে মানুষ সাবধান হবে এবং রাত্রিতে কর্মরত প্রহরীর মতো অনলস পাহারা দেবে। এক কথায় তাদের দূরকে নিকটে আনতে হবে।

§ 9. আইন ও ব্যক্তিগত কর্মের দ্বারা আরও চেষ্টা করতে হবে (5) যাতে মর্যাদাশালীদের মধ্যে কলহ এবং রাজবিদ্বেষ না হয় ; এবং যারা এখনও জড়িত নয় তাদের উপর আগে থেকে নজর রাখতে হবে তারা দ্বন্দ্বে মেতে ওঠার পূর্বে। সাধারণ মানুষ আসন্ন বিপদের সূচনা অবধারণ করতে পারে না ; তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত রাষ্ট্রবিদের।

§ 10 সম্পত্তি যোগ্যতা নির্ধারণ প্রথার কার্যের মধ্য দিয়ে মুখ্যতন্ত্র ও 'নিয়মতন্ত্র'তে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। উদাহরণঃ পরিবর্তনের প্রবৃত্তি দেখা যাবে যখন সম্পত্তি যোগ্যতার মুদ্রাগত পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে অথচ প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। এই বিপদ নিবারণের জন্য (6) বর্তমান নির্ধারণসমূহের সমষ্টির সঙ্গে বিগত বছরের সমষ্টির নিয়মিত তুলনা করতে হবে। যেখানে নির্ধারণ প্রতি বছর হয় সেখানে প্রতি বছর তুলনা করতে হবে ; যেখানে—যেমন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাষ্ট্রে—নির্ধারণ তিন বা চার বছর অন্তর হয় সেখানে ঐরূপ ব্যবধানে তুলনা করতে হবে। তখন যদি দেখা যায় যে সংবিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নির্ধারণগুলি যখন পূর্বে স্থিরীকৃত হয়েছিল তার সমষ্টির চেয়ে সমষ্টি বহুগুণ বেশী (বা বহুগুণ কম), তাহলে একটি আইন প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাকে উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াবার (বা কমাবার) ব্যবস্থা করতে হবে।'

§ 11. মুখ্যতন্ত্র ও 'নিয়মতন্ত্র'তে যেখানে এই নীতি গৃহীত হয় না সেখানে পরিবর্তন অনিবার্য। একটি ক্ষেত্রে [অর্থাৎ যখন প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায় অথচ যোগ্যতা অপরিবর্তিত থাকে] পরিবর্তন হবে 'নিয়মতন্ত্র' থেকে মুখ্যতন্ত্রে এবং মুখ্যতন্ত্র থেকে পরিবারচক্রে ; অপর ক্ষেত্রে [অর্থাৎ যখন প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথচ যোগ্যতা অপরিবর্তিত থাকে] পরিবর্তন হবে বিপরীত দিকে—'নিয়মতন্ত্র' থেকে গণতন্ত্রে এবং মুখ্য-তন্ত্র থেকে হয় 'নিয়মতন্ত্র'তে না হয় গণতন্ত্রতে।

§ 12. একটি নিয়ম (7) গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—বস্তুত সমস্ত সংবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ব্যক্তির অসমঞ্জস উন্নয়ন অনুচিত। তাড়াতাড়ি মহৎ সম্মান দেওয়া অপেক্ষা ধীরে ধীরে সামান্য দেওয়া প্রকৃষ্টতর নীতি। (মানুষ সহজে নষ্ট হয় ; আর সব মানুষ সমৃদ্ধি

সহ্য করতে পারে না।) যদি এই নিয়ম পালন করা না হয় এবং এক ব্যক্তিকে ভেদরহিতভাবে সম্মান দান করা হয়, তাহলে অন্তত তা ভেদরহিতভাবে প্রত্যাহার করা উচিত নয়, ক্রমে ক্রমে করা উচিত। আরও একটি প্রকৃষ্ট নীতি হচ্ছে উপযুক্ত আইনের মারফত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে কোন ব্যক্তির অর্থ ও সম্পর্কের জোরে উন্নত স্থান লাভ করার আশঙ্কা না থাকে। নইলে যে ব্যক্তিরা এরূপ স্থান লাভ করে নির্বাসন দ্বারা তাদের স্থান থেকে অপসারিত করা উচিত।

§ 13. মানুষ বিপ্লবপ্রবণ হয় ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত অবস্থা থেকে [যেমন হয় সার্বজনিক জীবন সংক্রান্ত কারণে]। এর থেকে আন্দাজ করা যায় যে (8) একটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ স্থাপন করতে হবে যার কাজ হবে বিহিত সংবিধান বিরোধী জীবন যাপনকারীদের কার্যকলাপ পরিদর্শন করা—গণতন্ত্রে যারা গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করে না তাদের; মুখ্যতন্ত্রে যারা মুখ্যতান্ত্রিক জীবন যাপন করে না তাদের; প্রত্যেকটি অন্য ধরনের সংবিধানে যারা এইভাবে চলে তাদের। অনুরূপ কারণে [অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত কারণে] সমাজের যে অংশটি কোন সময়ে বিশেষভাবে বর্ধিষ্ণু তার উপর নজর রাখতে হবে।

§ 14. এরূপ অংশের সমৃদ্ধি যেসব অসুবিধার সৃষ্টি করে তার প্রতিকার হচ্ছে (a) সর্বদা বিরোধী অংশকে কার্য পরিচালনা ও পদ ভোগ করতে দেওয়া (বোঝানো দরকার যে এখানে প্রস্তাবিত অংশ দুটি হচ্ছে যোগ্যতাসম্পন্নরা ও জনগণ, অথবা ধনীরা ও দরিদ্ররা), এবং এইভাবে দরিদ্র ও ধনী অংশের মধ্যে সমতা বা মিলন সাধনের চেষ্টা করা; অথবা (b) মধ্যস্থ বা অন্তর্বর্তী উপাদানটির শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা। অসাম্য থেকে যেসব বিরোধের উৎপত্তি হয় তা নিবারিত হবে এই নীতি দ্বারা।

§ 15 সকল প্রকার সংবিধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে (9) শুধু আইনের দ্বারা নয়, সাধারণ অর্থনৈতিক সংস্থানের দ্বারা এমন ব্যবস্থা করা যাতে ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজস্ব লাভের জন্য আপন পদ ব্যবহার করতে ব্যাহত হয়। মুখ্যতান্ত্রিক সংবিধানে এই বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী নজর রাখতে হবে।

§ 16. পদে বঞ্চিত হওয়ার জন্য জনগণ তত বেশী রুষ্ট হয় না (নিজ কাজে মনোনিবেশে অবসর পাওয়ার জন্য তারা এমন কি খুশীও হতে পারে); তাদের আসলে দুঃখ হয় এই ভেবে যে যারা পদভোগী তারা সরকারী তহবিল তছরূপ করছে। লাভের ক্ষতি ও পদের ক্ষতি—এই দ্বিগুণ ক্ষতিতে তারা দ্বিগুণ ব্যথা পায়।

§ 17. ব্যক্তিগত লাভের উপায় হিসাবে পদের ব্যবহার বন্ধ করার ব্যবস্থা

হলে অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সমন্বয়ের একটা পথ—একমাত্র সম্ভব পথ—পাওয়া যেত। মর্যাদাশালীরা ও জনগণ উভয়ে তাহলে অভীষ্ট লাভ করত। পদ গ্রহণের অধিকার সকলের থাকবে, যেমন গণতন্ত্রে থাকা উচিত : মর্যাদাশালীরা কার্যত পদে আসীন থাকবে, যেমন অভিজাততন্ত্রে থাকা উচিত।

§ 18. উভয় ফল একসঙ্গে লাভ করা যেতে পারে যদি লাভের উপায় হিসাবে পদের ব্যবহার অসম্ভব করে তোলা হয়। দরিদ্ররা আর পদ গ্রহণ করতে চাইবে না (কেননা তাতে তাদের কোন লাভ হবে না), বরং চাইবে নিজের কাজে মনোনিবেশ করতে। ধনীরা পদ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, কেননা এর ব্যয় বহনের জন্য তাদের সরকারী তহবিল থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এইভাবে দরিদ্ররা কাজে সক্রিয় মনোযোগ দিয়ে ধনী হবার সুবিধা লাভ করবে ; মর্যাদাশালীরা সান্ত্বনা লাভ করবে যে তারা কোন হঠাৎ বড়লোকের দ্বারা শাসিত হচ্ছে না।

§ 19. [দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য, এবং] সরকারী তহবিল তছরূপ বন্ধ করার জন্য বিদায়ী আধিকারিকদের এরূপ তহবিল হস্তান্তর করতে হবে সমগ্র নাগরিক সংস্থার উপস্থিতিতে ; আর তাদের তালিকা জমা দিতে হবে প্রত্যেক গোষ্ঠী, অঞ্চল এবং উপজাতির নিকট। কোন ম্যাজিস্ট্রেট যাতে অন্য[77] উপায়ে লাভ করতে না পাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য যারা সুখ্যাতি অর্জন করে তাদের আইনের দ্বারা সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

§ 20. [শেষে (10) দুটি ভিন্ন কিন্তু তবুও প্রাতিষঙ্গিক নিয়ম প্রস্তাব করা যেতে পারে—একটি গণতন্ত্রের জন্য এবং অপরটি মুখ্যতন্ত্রের জন্য।] গণতন্ত্রে ধনীদের রক্ষা করতে হবে। তাদের ভূসম্পত্তিকে শুধু পুনর্বণ্টনের ভয় থেকে নিরাপদ করলে চলবে না : ভূসম্পত্তির উৎপন্নকে সমানভাবে নির্বিঘ্ন করতে হবে, এবং সহভাগী হবার যে প্রথা কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে গড়ে উঠেছে তাকে রহিত করতে হবে। ব্যয়বহুল অথচ নিরর্থক জনসাধারণের কাজ, যেমন নাট্যোৎসবে সমবেত সংগীতের আয়োজন অথবা মশাল দৌড়ের খরচের জন্য অর্থ সরবরাহ অথবা ঐ পর্যায়ের অন্য কাজ ধনীরা করতে ইচ্ছুক হলেও তাদের নিরস্ত করাও একটি সুনীতি। পক্ষান্তরে মুখ্যতন্ত্রে দরিদ্রদের দিকে প্রচুর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যেসব পদে অতিরিক্ত লাভ আছে সেখানে তাদের নিযুক্ত করতে হবে ; এবং যদি কোন ধনী ব্যক্তি তাদের উপর বলপ্রয়োগ করে তাহলে তার সমশ্রেণীর লোকের উপর বলপ্রয়োগের অপরাধে যে শাস্তি হত তার চেয়ে গুরুতর শাস্তি হবে। পৈতৃক বিষয় মৃত্যুর পূর্বে দান করা চলবে না, উত্তরাধিকারসূত্রে[78] হস্তান্তরিত হবে ; আর একটির অধিক বিষয় কখনও একজনের কাছে যাবে না। এই প্রথায়

সম্পত্তি আরও সমানভাবে বণ্টিত হবে এবং দরিদ্রদের আরও অনেকে ধনশালী হতে পারবে।

§ 21. [এই প্রস্তাবগুলি সম্পত্তি সম্পর্কে।] সম্পত্তি ছাড়া অন্য বিষয়ে [অর্থাৎ সম্মানে ও শিষ্টাচারের অনুষ্ঠানে] যাদের সাংবিধানিক অধিকার অপেক্ষাকৃত অল্প তাদের সমতা কিংবা এমন কি অগ্রগণ্যতা দান করা ভালো—গণতন্ত্রে ধনীদের; মুখ্যতন্ত্রে দরিদ্রদের। সংবিধানের সার্বভৌম পদগুলি[79] সম্বন্ধে অবশ্য অন্য কথা। যাদের পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার আছে একমাত্র তাদের উপর কিংবা অন্তত প্রধানত তাদের উপর এগুলি ন্যস্ত হওয়া উচিত।

পরিচ্ছেদ 9

[রূপরেখা ঃ প্রথম তিন প্রকার সংবিধানে সাংবিধানিক স্থায়িত্ব বিধানের উপায় সম্বন্ধে আরও আলোচনা। সাংবিধানিক স্থায়িত্বের স্বার্থে উচ্চ পদাধিকারীদের তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন ; তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব। এটা সর্বদা সমীচীন যে নাগরিক মন্ডলীর সংখ্যাগুরুরা সংবিধানেব পক্ষে থাকবে। মধ্যক নীতির, এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে চবম সীমায় টেনে আনতে অসম্মতিব, মূল্য ঃ সকল গণতান্ত্রিক বা মুখ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থাই গণতন্ত্র বা মুখ্যতন্ত্রেব স্থায়িত্বের অনুকূল নয়। সংবিধানের মর্মানুযাযী জীবনযাপন ও কর্মসম্পাদন করতে নাগরিকদের শিক্ষিত কবে তোলাব পরম গুরুত্ব ঃ এটি পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হয়, বিশেষত চরমগণতন্ত্রে, যেখানে 'ইচ্ছানুযাযী জীবন যাপন'-এব ভাবটিকে উৎসাহ দেওয়া হয।]

§ 1. যাদের সার্বভৌম পদগুলি পূর্ণ করতে হবে তাদের তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথম হচ্ছে বিহিত সংবিধানের প্রতি আনুরক্তি। দ্বিতীয় হচ্ছে পদের কর্তব্য পালনে উচ্চ মাত্রার যোগ্যতা। তৃতীয় হচ্ছে প্রত্যেক সংবিধানের প্রকৃতির উপযোগী সততা ও ন্যায়। (ন্যায়ের নীতি যদি ভিন্ন ভিন্ন সংবিধানে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে ন্যায়েব প্রকৃতিও অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হবেই।)

§ 2 যেখানে এই তিনটি গুণের সমাবেশ একজনের মধ্যে দেখা না যায সেখানে সাক্ষাৎ সমস্যা ওঠেঃ নির্বাচন কিভাবে হবে? উদাহরণঃ 'A'-এব দ্বিতীয় গুণ এবং সামরিক যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু তার অন্য দুটি গুণ না থাকতে পারেঃ সে সচ্চরিত্র এবং সংবিধানের প্রতি অনুরক্ত না হতে পারে। 'B' সচ্চরিত্র এবং সংবিধানের প্রতি অনুরক্ত, [কিন্তু যোগ্যতায় অক্ষম] হতে পারে। কিভাবে নির্বাচন করা যাবে? মনে হয় আমাদের দুটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত—মোটের উপর কোন্ গুণটি অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত দুর্লভ ; [এবং ঐ ভিত্তিতে যে ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত দুর্লভ গুণটি আছে তাকেই নির্বাচন করা উচিত।]

§ 3. কাজেই সামরিক পদের জন্য চরিত্র অপেক্ষা সামরিক অভিজ্ঞতার প্রতি অধিক অবহিত হওয়া উচিতঃ সামরিক যোগ্যতা দুর্লভ. সততা আরও অনায়াসলভ্য। সম্পত্তি রক্ষক অথবা কোষাধ্যক্ষের পদের জন্য আমাদের উল্টো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে ; এই সব পদের জন্য চরিত্রের মান সাধারণের

ঊর্ধ্বে থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এদের জন্য যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা আমাদের সকলেরই আছে।'

§ 4. এই গুণ তিনটি সম্পর্কে আর একটি সমস্যা উঠতে পারে।' যদি কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও সংবিধানের প্রতি আনুরক্তি এই দুটি গুণ থাকে, তাহলে তার কি সততা রূপ তৃতীয় গুণটি থাকার প্রয়োজন আছে, আর প্রথম দুটি নিজেরাই কি সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। যে ব্যক্তিরা এই দুটি প্রথম গুণের অধিকারী তারা কি ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম হতে পারে না? আর এও কি সত্য নয় যে আত্মজ্ঞান ও আত্মানুরক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মসংযমে অক্ষম ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থ সাধনে অকৃতকার্য হবে এবং সমভাবে সাধারণ স্বার্থ সাধনে অকৃত-কার্য হবে [সাধারণের কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সাধারণের প্রতি আনুরক্তি থাকা সত্ত্বেও]?

§ 5. পরিশেষে বলা যায় যে আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে সাংবিধানিক স্থায়িত্বের অনুকূল ইতিপূর্বে প্রস্তাবিত আইনসিদ্ধ নিয়মগুলি পালন করলে সাধারণত সংবিধান সংরক্ষিত হবে। যে মৌলিক নীতিটির বার বার ইঙ্গিত দেওযা হয়েছে সেটিকে পরম গুরুত্বপূর্ণ বলে এখানে লক্ষ্য করতে হবে। নীতিটি এইঃ যারা সংবিধানর অবিচ্ছিন্নতা চায় তাদের সংখ্যা যারা অবিচ্ছিন্নতা চায় না তাদের অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত।

§ 6. এসব জিনিস ছাড়া আরও একটি জিনিস মনে রাখা দরকারঃ বিকত সরকারে কার্যত মানুষ এটি ভুলে যায়। এটি হচ্ছে মধ্যকের মূল্য। গণতান্ত্রিক বলে গণ্য অনেক ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করেঃ মুখ্য-তান্ত্রিক বলে গণ্য অনেক ব্যবস্থা বস্তুত মুখ্যতন্ত্রকে ধ্বংস করে।

§ 7. এ দুটি সরকারের অন্যতরের পক্ষাবলম্বীরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজের রূপটিকে একমাত্র যথার্থ রূপ বলে মনে করেন এবং একটি চরম অবস্থার সৃষ্টি করেন। তাঁরা দেখতে পান না যে সমানুপাত সংবিধানের পক্ষে তেমনি প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন (বলা যেতে পারে) নাসিকার জন্য। নাসিকা ঋজুতার আদর্শ থেকে কিছু মাত্রায় সরে এসে বক্র নাসিকা বা নত নাসিকার দিকে ঝুঁকেও সুগঠিত ও সুদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু বিকৃতি যদি এ দুটি চরম অবস্থার অন্যতরের দিকে আরও এগিয়ে যায়, তাহলে নাসিকা মুখমণ্ডলের অবশিষ্ট অংশেব সঙ্গে অসম হতে আরম্ভ করবেঃ বিকৃতি যদি আরও খানিকটা এগিয়ে যায়, তাহলে নাসিকাকে নাসিকা বলে আর একেবারেই মনে হবে না, কেননা সে এ দুটি বিপরীত প্রান্তের একটির দিকে অনেক দূর সরে যাবে এবং অপরটির থেকে অনেক দূর সরে যাবে।

§ 8. নাসিকার ক্ষেত্রে এবং দেহের অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে যা সত্য

সংবিধানের ক্ষেত্রেও তা সত্য। আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেও মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়ে সহনীয় সরকার হতে পারে। কিন্তু যদি এদের অন্যতরটিকে আরও ঠেলা যায় যেদিকে তার আসক্তি আছে সেই দিকে, তাহলে তাকে পরিণত করা হবে প্রথমে একটি নিকৃষ্টতর সংবিধানে এবং পরে এমন একটি জিনিসে যা আদৌ সংবিধান নয়।

§ 9. সুতরাং ব্যবস্থাপক ও রাষ্ট্রবিদ্‌দের জানা কর্তব্য কোন্ কোন্ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে রক্ষা করে এবং কোন্ কোন্ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ; সেইভাবে তাঁদের জানা কর্তব্য কোন্ কোন্ মুখ্য-তান্ত্রিক ব্যবস্থা মুখ্যতন্ত্রকে উদ্ধার করবে এবং কোন্ কোন্ মুখ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুখ্যতন্ত্রকে নাশ করবে। ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে এই সংবিধান্ দুটির কোনটিই থাকতে পারে না অথবা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। সুতরাং এদের অন্যতরটিতে সমান অধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে অনিবার্য ফল হবে একটি নতুন ও অন্য প্রকার সংবিধান ; এবং যে উগ্রপন্থী আইন ধন ও দারিদ্র্যের উচ্ছেদ করে তা সেই সঙ্গে তাদের অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সাবেক সংবিধানেরও উচ্ছেদ করবে।[80]

§ 10. [উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে][81] যেমন গণতন্ত্রে তেমনি মুখ্যতন্ত্রে রাষ্ট্রবিদ্‌রা ভুল করেন। উদাহরণঃ গণতন্ত্রের যেসব প্রকারে জনমতের প্রাধান্য আইনের চেয়ে বেশী সেখানে প্রজানায়করা ভুল করেন।' প্রজানায়করা সর্বদা রাষ্ট্রকে দুভাগে ভাগ করতে এবং ধনীদেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নিরত। তাঁদের যথার্থ নীতি হচ্ছে ঠিক বিপরীতঃ তাঁদের সর্বদা উচিত প্রকাশ্যে ধনীদের পক্ষে কথা বলা। মুখ্যতন্ত্রে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করা উচিতঃ মুখ্যতন্ত্রবাদী-দের উচিত প্রকাশ্যে দরিদ্রদের পক্ষে কথা বলা ; আর এখন তাঁরা যে শপথ নেন তার উলটো শপথ নেওয়া।'

§ 11. কোন কোন রাষ্ট্রে তাঁদের শপথ এই রকমঃ 'আমি জনসাধারণের প্রতি বৈরভাব পোষণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈরাচরণের যথাসাধ্য পরি-কল্পনা করব।' তাঁদের উচিত ঠিক উলটো মত পোষণ ও প্রকাশ করা ; আর তাঁদের শপথের মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাটি থাকা উচিতঃ 'আমি জনসাধারণের ক্ষতি করব না।'

সংবিধানের রক্ষার জন্য যে সমস্ত উপায়ের কথা আমরা বলেছি তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—কিন্তু ইদানীং সাধারণত উপেক্ষিত—হচ্ছে নাগরিকদের তাদের সংবিধানের মর্মানুযায়ী শিক্ষিত করে তোলা।

§ 12. উৎকৃষ্টতম আইন সাধারণ নাগরিক সম্মতি দ্বারা অনুমোদিত হলেও লাভজনক হয় না যদি নাগরিকরা নিজেরা অভ্যাসের জোরে এবং শিক্ষার প্রভাবে প্রকৃত সাংবিধানিকভাবে সম্বদ্ধ না হয়ে থাকেঃ যেখানে আইন গণ-

তান্ত্রিক সেখানে এই ভাব হবে গণতন্ত্রের ভাব ; যেখানে আইন মুখ্যতান্ত্রিক সেখানে এই ভাব হবে মুখ্যতন্ত্রের ভাব।' ব্যক্তির মধ্যে যেমন রাষ্ট্রের মধ্যেও তেমনি অনাচার থাকতে পারে, [এবং সেইকারণে যেমন ব্যক্তির জন্য তেমনি রাষ্ট্রের জন্য শিক্ষার প্রযোজন]।

§ 13. নাগরিকের সংবিধানের মর্মমূলক শিক্ষা মুখ্যতন্ত্রের ভক্তদের বা গণতন্ত্রের অনুরক্তদের মনোরঞ্জক কাজ করার মধ্যে নিহিত নয়। এটি নিহিত সেই সব কাজ করার মধ্যে যাতে মুখ্যতন্ত্র বা গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে। আজকের রীতি কার্যত সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। মুখ্যতন্ত্রে ম্যাজি-স্ট্রেটদের পুত্ররা ভোগবিলাসের জীবন যাপন করে এবং সেটা এমন সময়ে যখন দরিদ্রদের পুত্ররা ব্যায়াম এবং দৈনিক কাজের দ্বারা শক্ত হচ্ছে, এবং এইভাবে বিপ্লব সাধনের ইচ্ছা ও শক্তি অর্জন করছে।

§ 14. চরম গণতন্ত্রে—বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক বলে বিবেচিত ধরনে—যে নীতি অনুসৃত হয় তা তাদেব প্রকৃত স্বার্থেব সম্পূর্ণ বিপবীত। এই বিচ্যুতিব কারণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা। দুটি ধারণাকে সাধারণত গণতন্ত্রের গুণবাচক মনে করা হয়। তাদের একটি হচ্ছে সংখ্যাগুরুদের সার্বভৌমত্বের ধারণা, অন্যটি হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণা।

§ 15 গণতন্ত্রবাদী প্রথমেই ধবে নেন যে সাম্যেব মধ্য ন্যায় নিহিতঃ ক্রমে তিনি সাম্য ও জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বকে এক করে ফেলেন ; শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে 'স্বাধীনতা ও সাম্য' নিহিত 'নিজের ইচ্ছানুযায়ী আচবণ'-এ। এরূপ মতেব ফল এই যে এই সব চরম গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন যাপন কবে ইচ্ছানুসাবে—অথবা ইউরিপিডিসের ভাষায়,

যেকোন উদ্দেশ্যের জন্য যা তাব মনে লাগে।

§ 16 স্বাধীনতা সম্পর্কে এটি একটি হীন ধাবণা। সংবিধানেব নিয়ম অনুযায়ী চলাকে দাসত্ব মনে করা উচিত নয়, বরং মুক্তি মনে করা উচিত।

সাধারণত এগুলি হচ্ছে সংবিধানের পরিবর্তন ও বিনাশের কারণ আর এগুলি তাদেব সংরক্ষণ ও সংস্থিতির উপায়।

পরিচ্ছেদ 10

[রূপরেখা : 5. একাধিপত্য—রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচারতন্ত্র উভয়ে এর অন্তর্ভুক্ত। রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচারতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য, বিশেষত উৎপত্তিতে। রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এর সাধারণ কাজ হচ্ছে সমাজের নিরপেক্ষ অভিভাবকত্ব; স্বৈরাচারতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে নিয়োজিত এবং এর মধ্যে সমন্বয় হয়েছে গণতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত স্বার্থের দিকের সঙ্গে মুখ্যতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত স্বার্থের দিকের। একাধিপত্যে সাধারণত বিপ্লব ঘটায় অবমাননা জনিত আক্রোশ, ভয়, ঘৃণা, অথবা যশোলিপ্সা। স্বৈরাচারতন্ত্র পরাজিত হয়ে থাকে বিপরীত প্রকৃতির প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রভাবে : আভ্যন্তর কারণেও তারা বিনষ্ট হতে পারে; আব যে কারণগুলি বিশেষভাবে তাদের পরাভব ঘটায় তা হচ্ছে বিদ্বেষ ও ঘৃণা। রাজতন্ত্র আরও স্থায়ী; কিন্তু সমতার সাধারণ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ অচল হয়ে পড়েছে, এবং একাধিপত্যের যে রূপটি এখন প্রচলিত তা হচ্ছে ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারতন্ত্র।]

§ 1. একাধিপত্যের[82] ক্ষেত্রে ধ্বংসের কারণ এবং রক্ষার উপায় আমাদের এখনও আলোচনা করতে হবে। সাধারণত বিশুদ্ধ সংবিধান সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তা প্রায় সমানভাবে রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচারতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সত্য।[83]

§ 2. রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র প্রকৃতির। স্বৈরাচারতন্ত্র মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের চরম রূপের মিশ্রণ, এবং সেই কারণে অন্য কোন প্রকার সরকার অপেক্ষা প্রজাদের পক্ষে অধিক অহিতকর ; এটি গঠিত দুটি নিকৃষ্ট রূপের দ্বারা এবং এর মধ্যে একত্র হয়েছে উভয়ের বিকৃতি ও বিচ্যুতি।

§ 3. একাধিপত্যের দুটি রূপ পরস্পর পৃথক্—একেবারে উৎপত্তিতেই সম্পূর্ণ পৃথক্। রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে জনগণের বিরুদ্ধে অভিজাতদের সাহায্য করার জন্য ; এদের ভিতর থেকেই রাজারা সংগৃহীত হয়েছেন ; আর তাঁদের সম্মানের ভিত্তি হয়েছে চরিত্রে ও আচরণে তাঁদের নিজেদের অথবা তাঁদের বংশের অগ্রগণ্যতা। পরন্তু স্বৈরাচারীরা সংগৃহীত হন সাধাবণ লোকের মধ্য থেকে সম্ভ্রান্তদের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নেবার এবং ঐ শ্রেণী দ্বারা তাদের প্রতি কোন অন্যায় বন্ধ করার জন্য।

§ 4. ইতিহাস কথাটির সাক্ষ্য দেয় ; আর নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে যে অধিকাংশ স্বৈরাচারী কর্মজীবন শুরু করেছিলেন প্রজানায়করূপে, যাঁরা সম্ভ্রান্তদের অপবাদ দিয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন।

§ 5. কিন্তু বহুসংখ্যক স্বৈরাচারতন্ত্রের উৎপত্তি এইভাবে হয়েছিল এটা

সত্য হলেও রাষ্ট্রের সমধিক জনবহুলতার যুগে অপেক্ষাকৃত পূর্বকালের অপর কতকগুলির উৎপত্তি হয়েছিল অন্যভাবে। তাদের কতকগুলির উৎপত্তি হয়েছিল রাজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যেঃ তাঁরা চিরাচরিত বন্ধন লঙ্ঘন করে আরও স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের অভিলাষী হয়েছিলেন। অন্যগুলি স্থাপিত হয়েছিল সেই ব্যক্তিদের দ্বারা যারা প্রথমে সর্বোচ্চ ম্যাজিস্ট্রেট পদে নির্বাচিত হয়েছিল—এবং অতি সহজেই, কেননা প্রাচীনকালে রীতি ছিল সরকারী 'শিল্পী' ও "উপদর্শক'দের দীর্ঘ পদাবধি দেওয়া। আরও কতকগুলির উদ্ভব হয়েছিল মুখ্যতন্ত্রে প্রচলিত একটি রীতি থেকেঃ সেখানে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটদের তত্ত্বাবধানের জন্য একটিমাত্র ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হত।

§ 6. এই রকম নানাভাবে একজন উচ্চাভিলাষীকে সহজে ইচ্ছানুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ দেওয়া হত ; প্রাথমিক ক্ষমতা তার হাতে আগেই থাকত—কোথাও রাজা হিসাবে, কোথাও বা অন্য কোন উচ্চপদের অধিকারী হিসাবে। আর্গসের ফিডন এবং আর কয়েকজন শুরু করেন রাজা হিসাবে এবং শেষ করেন স্বৈরাচারী হিসাবে। আইওনিয়ার স্বৈরাচারীরা এবং অ্যাগ্রিগেণ্টামের ফ্যালারিস অন্যান্য পদকে সোপানশিলা হিসাবে ব্যবহার করেন। লিয়ণ্টিনিতে প্যানেটিয়াস, কোরিন্থে সিপ্সেলাস, অ্যাথেন্সে পিসিস্ট্রেটাস, সাইরাকিউসে ডাইওনিসিয়াস এবং অন্যত্র অপর কয়েকজন প্রজানায়ক হিসাবে আরম্ভ করেন।

§ 7. আমরা আগেই বলেছি যে রাজতন্ত্রকে অভিজাততন্ত্র প্রকৃতির বলে গণনা করা যেতে পারে। অভিজাততন্ত্রের মতো এও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যোগ্যতার উপর এ প্রতিষ্ঠিত তা ব্যক্তিগত (বা বংশগত) গুণ হতে পারে ; কৃত উপকার হতে পারে ; এ দুটির সঙ্গে সামর্থ্যের সমন্বয় হতে পারে।

§ 8. যে ব্যক্তিরা রাজসম্মান লাভ করেছেন তাঁরা সকলেই কার্যত তাঁদের নগরের বা দেশের উপকার করেছেন অথবা সকলেরই উপকার করবার ক্ষমতা ছিল। অ্যাথেন্সের কোড্রাসের মতো তাঁদের কয়েকজন যুদ্ধে পরাজয় থেকে তাঁদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন ; পারস্যের সাইরাসের মতো অন্যরা ছিলেন তাঁদের রাষ্ট্রের মুক্তিদাতা ; আবার অপর কয়েকজন স্পার্টা ও ম্যাসিডোনিয়ার রাজাদের অথবা এপিরাসের মলোসিয়ান রাজাদের মতো তাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিংবা রাষ্ট্রের জন্য ভূখণ্ড অর্জন করেছিলেন।

§ 9. সম্পত্তির মালিকদের যেকোন অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা করে এবং অধিকাংশ লোককে অহংকার ও অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে সমাজের অভিভাবকরূপে আসীন হওয়াই রাজার লক্ষ্য।[84] আমরা বার বার বলেছি যে স্বৈরাচারতন্ত্র এর ঠিক উলটো। নিজের লাভের অনুকূল নয় এমন কোন সাধারণ

স্বার্থের প্রতি তার দৃষ্টি থাকে না। স্বৈরাচারীর লক্ষ্য আত্মসুখঃ রাজার লক্ষ্য সুকৃতি।

§ 10. এর পরিণতি সুস্পষ্ট। স্বৈরাচারী ধনের প্রয়াসী ; রাজা যশের প্রয়াসী। রাজার দেহরক্ষী নাগরিকরাঃ স্বৈরাচারীর দেহরক্ষী বিদেশী বেতনভুক্ সৈন্যরা।

§ 11. স্বৈরাচারতন্ত্রের মধ্যে [উভয়ের মিশ্রণ হওয়ার দরুন] মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়ের দোষ সাক্ষাৎভাবে দেখা যায়। এর ধন সঞ্চয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংগৃহীত হয় মুখ্যতন্ত্রের কাছ থেকে ; কেননা ধনের দ্বারা, এবং একমাত্র ধনের দ্বারা, স্বৈরাচারীকে নিজের দেহরক্ষীদের এবং নিজের ভোগবিলাসকে পোষণ করতে হয়। স্বৈরাচারতন্ত্রের জনসাধারণকে অবিশ্বাস করার অভ্যাস এবং তদনুযায়ী তাদের নিরস্ত্র করার নীতিও সংগৃহীত হয় মুখ্যতন্ত্রের কাছ থেকে। সাধারণ লোককে উৎপীড়িত করতে, তাদের নগর থেকে নিষ্কাশিত করতে, এবং দেশে বিস্তারিত করতে স্বৈবাচারতন্ত্র মুখ্যতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলায়।

§ 12. গণতন্ত্রের কাছ থেকে সংগৃহীত হয় সম্ভ্রান্তদের প্রতি এর বৈর-ভাব ; গোপনে বা প্রকাশ্যে তাদের ধ্বংস কবার নীতি ; ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবন্ধক হিসাবে তাদের নির্বাসিত করার অভ্যাস। বস্তুত সম্ভ্রান্তরা স্বৈরা-চারীদের কাছে প্রতিবন্ধক অপেক্ষাও বেশীঃ তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সক্রিয় কারণও বটে—কেউ কেউ নিজেরা শাসক হতে চাওয়ার জন্য ; কেউ কেউ ক্রীত-দাস না হতে চাওয়ার জন্য।

§ 13. এর থেকে বোঝা যায় পেরিয়াণ্ডার তাঁর সমধর্মী থ্র্যাসিবিউ-লাসকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি শস্যক্ষেত্রে যে মঞ্জরীগুলি কাটা হয়নি সেগুলিকে বেত দিয়ে কচকচ করে কেটেছিলেন। মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠতম নাগরিকদের অপসারিত করা যে তাঁর কর্তব্য এটা ছিল তার সংকেত।

একথা আগে বলা হয়েছে যে বিপ্লবের উৎসগুলি নিয়মশীল সংবিধান সমন্বিত রাষ্ট্রে যেমন একরাজ শাসনব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রেও তেমনি। অনেক সময়ে একাধিপতির বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহের কারণ হচ্ছে অন্যায় অত্যাচাব, ভয় এবং ঘৃণা। অন্যায় অত্যাচারের যে আকৃতিটি অধিকাংশ সময়ে বিপ্লব ঘটায় সেটি হচ্ছে অবমাননা ; কিন্তু কোন কোন সময়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফল একই রকম দেখা যায়।

§ 14. বিপ্লবের উৎসগুলির মতো বিপ্লবীদের লক্ষ্যগুলিও যেমন নিয়মনিষ্ঠ সংবিধানে তেমনি স্বৈরাচারতন্ত্রে ও রাজতন্ত্রে একই প্রকার। সার্বভৌম শাসকরা ধনে ও মানে অগ্রগণ্যতা উপভোগ করে ; আর ধন ও মান হচ্ছে সাধারণ কামনার বস্তু। বিপ্লবীদের বাস্তব আক্রমণ কখনও কখনও

চালনা করা হয় সার্বভৌমের দেহের উপর, আবার কখনও কখনও তার পদের উপর। লাঞ্ছনা দ্বারা উত্তেজিত আক্রমণ চালনা করা হয় তার দেহের উপর।

§ 15. লাঞ্ছনা অনেক রকমের ; কিন্তু সব রকমের সাধারণ ফল হচ্ছে ক্রোধ। যারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সার্বভৌমকে আক্রমণ করে তারা সাধারণতঃ এরূপ করে থাকে প্রতিহিংসার জন্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত কারণে নয়। অ্যাথেন্সে পিসিস্ট্রেটাসের পুত্রদের উপর হার্মোডিয়াস ও অ্যারিস্টোজিটন কর্তৃক আক্রমণের মূলে ছিল হার্মোডিয়াসের ভগিনীর অবমাননা এবং সেই হেতু তার ভ্রাতার ক্ষতি। হার্মোডিয়াস আক্রমণ করেছিল তার ভগিনীর জন্য ; আর তার বন্ধু অ্যারিস্টোজিটন আক্রমণে যোগদান করেছিল তার জন্য। [পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদে (অনু 16–18) অ্যারিস্টটল যৌন বা সমকামিতা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাসক সার্বভৌমদের উপর আক্রমণের অন্যান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তগুলি বিস্তৃত ভূখণ্ড থেকে সংগ্রহ করা হয়েছেঃ অনেকগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস থেকে, একটি সাইপ্রাসের ইতিহাস থেকে, একটি থ্রেসের ইতিহাস থেকে এবং একটি অ্যাম্ব্রেসিয়ার ইতিহাস থেকে। এদের কোনটিই গ্রীক নগর রাষ্ট্রের এলাকা বা ইতিহাসভুক্ত নয়।]

§ 19. লাঞ্ছনা শারীরিক আঘাতের রূপ নিতে পারে। এরূপ লাঞ্ছনা দ্বারা মানুষ অনেক সময়ে ক্রোধান্বিত হয়েছে ; এবং নিজেদের অপমানিত বোধ করে এমন কি রাজকর্মচারী ও রাজপুরুষদের [বাস্তব সার্বভৌমদের তো বটেই] হয় হত্যা করেছে না হয় হত্যা করবার চেষ্টা করেছে। [এই অনুচ্ছেদের অবশিষ্ট অংশে এবং অনু 20তে অ্যারিস্টটল মিটিলিন ও ম্যাসিডোনিয়ার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন।]

§ 21. আমরা আগেই বলেছি যে ভয়ও একাধিপত্যে এবং সাংবিধানিক রাষ্ট্রে বিপ্লবের কারণ হিসাবে সমানভাবে কাজ করে। ভয়ের জন্যই পারস্যের সৈন্যাধ্যক্ষ আর্টাপেনিস তার প্রভু জারেক্সেসকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তার ভয় হয়েছিল যে জারেক্সেসের হুকুম না নিয়ে ডেরায়াসকে ফাঁসি দেওয়ার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আসবে, কেননা সে কাজটি করেছিল এই আশায় যে মদ্যপানকালে কি কথা বলেছিলেন তা স্মরণ করতে না পেরে জারেক্সেস অপরাধটি ক্ষমা করবেন।

§ 22. কখনও কখনও একাধিপতিরা আক্রান্ত হন ঘৃণাহেতু। অ্যাসিরিয়ার সার্ডানাপেলাসকে মেয়েদের মধ্যে পশম পরিষ্কার করতে দেখে একজন লোক তাঁকে হত্যা করেছিল (অন্তত এটা শোনা কথা, যা সত্য না হতে পারে ; কিন্তু এটা তাঁর সম্বন্ধে সত্য না হলেও অন্য কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে অনায়াসে সত্য হতে পারে)।

§ 23. সাইরাকিউসের শাসক[25] ডাইওনিসিয়াস অনুরূপভাবে ডাইঅন কর্তৃক ঘৃণাভরে আক্রান্ত হয়েছিলেনঃ ডাইঅন দেখেছিল তাঁর নিজের প্রজারাও তাঁকে অবজ্ঞা করে এবং তিনি সর্বদা মদে চুর হয়ে থাকেন। একাধিপতির একান্ত বন্ধুরাও কোন কোন সময়ে তাঁকে আক্রমণ করবে, কেননা তারা তাঁকে অবজ্ঞা করেঃ তাদের প্রতি বিশ্বাস তাদের ঘৃণা উৎপাদন করে এবং তারা ভাবতে প্রবৃত্ত হয় যে তিনি কিছুই লক্ষ্য করবেন না।

§ 24. যে বিদ্রোহীরা মনে করে যে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারে এক ধরনের ঘৃণাই তাদের উত্তেজকঃ তারা আঘাত করতে প্রস্তুত, কেননা তারা অনুভব করে তারা নিজেরা শক্তিমান এবং তাদের শক্তির জোরে যেকোন সংকটকে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম। এই কারণে সৈন্যাধ্যক্ষরা তাদের সার্বভৌমদের আক্রমণ করে। উদাহরণঃ অ্যাস্টিয়াজেসকে সাইরাস আক্রমণ করেছিল, কেননা সে তাঁর ভোগবিলাসমগ্ন জীবনের অভ্যাস এবং জীর্ণ সামর্থ্য উভয়কেই অবজ্ঞা করত। থ্রেসবাসী সিউথিস সৈন্যাধ্যক্ষ থাকাকালীন অনুরূপ কারণে রাজা অ্যামাডোকাসকে আক্রমণ করেছিল।

§ 25. কখনও কখনও আক্রমণের কারণ একটি থাকে না, অনেকগুলি থাকে। উদাহরণঃ ঘৃণা লোভের সঙ্গে মিশ্রিত থাকতে পারে, যেমন ছিল মিথ্রিডেটিস কর্তৃক তার পিতা পারস্যের মণ্ডলাধ্যক্ষ অ্যারিওবার্জেনেসের উপর আক্রমণে। কিন্তু বহু কারণযুক্ত বিপ্লব সাধারণত সেই ব্যক্তিরাই শুরু করে যাদের মধ্যে কড়া মেজাজের সঙ্গে সার্বভৌমের কৃত্যকে সামরিক সম্মানের পদের সমন্বয় দেখা যায়। সাহস শক্তি সমন্বিত হলে কাঠিন্যে পরিণত হয়; এবং সাহস ও শক্তির এই সমন্বয়ই সহজবিজয়ে বিশ্বাসী মানুষকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করে।

এ পর্যন্ত যেসব কারণের উল্লেখ করা হয়েছে তার যেকোনটির থেকে অন্য ধরনের কারণ দেখতে পাওয়া যায় যখন যশোলিপ্সার জন্য বিদ্রোহ হয়।

§ 26. যে ব্যক্তি যশোলিপ্সার জন্য বিদ্রোহের সুযোগ নিতে সংকল্প করে আর যে ব্যক্তিরা মস্ত লাভ ও উচ্চ সম্মানের জন্য স্বৈরাচারীদের জীবননাশে সচেষ্ট হয় তাদের আচরণে পার্থক্য আছে। ঐ ধরনের ব্যক্তিরা শুধু লোভ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্ররোচিত হয়; যে ব্যক্তি প্রকৃত যশের অভিলাষী সে একজন শাসককে আক্রমণ করবে এমন উচ্চ মনোভাব নিয়ে যেন সে অন্য কোন মহৎ উদ্যমের সুযোগ পেয়েছে যাতে কোন মানুষের পক্ষে জনসমাজে নাম ও খ্যাতি অর্জন সম্ভব—সে গৌরব চাইবে, রাজ্য চাইবে না।

§ 27. এটা সত্য যে এরূপ কারণের দ্বারা যারা প্রণোদিত হয় তারা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। তাদের কাজ থেকে মনে হয় অকৃতকার্যতার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও তারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

§ 28. স্বল্প সহচর নিয়ে কনিষ্ঠ ডাইওনিসিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযানে সমুদ্র যাত্রার সময়ে ডাইঅনের প্রতিজ্ঞা—যে প্রতিজ্ঞার যোগ্য মাত্র কয়েকজনই—তাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিতঃ 'আমার মনোভাব এই—যতদূর পর্যন্ত আমি পৌঁছতে পারি না কেন, একার্যে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে ; হ্যাঁ, যদি তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পরলোকগমন করি তাহলে ঐরূপ মৃত্যু-বরণই হবে আমার শ্রেয়।'

§ 29. যেসব কারণে স্বৈরাচারতন্ত্র বিনষ্ট হতে পারে তার একটি হচ্ছে বাইরের। আমরা আগেই বলেছি যে একথা অন্য সকল প্রকার সরকার সম্বন্ধেও সত্য। বিপরীত ধরনের সংবিধান সমন্বিত অন্য একটি রাষ্ট্র স্বৈরাচারতন্ত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হতে পারে। বিপরীত[66] নীতির সংঘর্ষের ফলে এরূপ রাষ্ট্র স্বৈরাচারতন্ত্রটির বিনাশ সাধনে সাক্ষাৎভাবে প্রবৃত্ত হবে ; এবং যেখানে ইচ্ছা আছে এবং তার পিছনে শক্তি আছে সেখানে সব সময়ে উপায় হয়।

§ 30. সংবিধানের এই প্রতিকূলতা বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। যেমন হেসিয়ডের মতে 'কুম্ভকার কুম্ভকারের সঙ্গে বিবাদ করে', ঠিক তেমনিভাবে জনসাধারণের স্বেচ্ছাচারমূলক চরমরূপে গণতন্ত্র স্বৈরাচারতন্ত্রের সঙ্গে বিবাদ করে। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র স্বৈরাচারতন্ত্রের সঙ্গে বিবাদ করে বিপরীত কারণে, কেননা তাদের সংবিধান এর বিপরীত ভাবাপন্ন। এই কারণে রাজ-শাসনের অধীন স্পার্টা অধিকাংশ স্বৈরাচারতন্ত্রকে দমন করেছিল, এবং সুসংবিধানের যুগে সাইরাকিউস অনুরূপ নীতি অনুসরণ করেছিল।

§ 31. আর একটি কারণে স্বৈরাচারতন্ত্র বিনষ্ট হতে পারেঃ সেটি হচ্ছে ভিতরের। স্বৈরাচারতন্ত্রের অংশীদাররা পরস্পর বিবাদ করতে পারে। সাইরা-কিউসে গেলোর পরিবারে এই রকম ঘটেছিল, এবং আমাদের সময়ে আবার ঘটেছে কনিষ্ঠ ডাইওনিসিয়াসের পরিবারে। গেলো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বৈরা-চারতন্ত্র থ্র্যাসিবিউলাস কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছিল। তিনি ছিলেন গেলোর এবং গেলোর উত্তরাধিকারী হিরোর ভ্রাতা। হিরোর মৃত্যুর পর তিনি পরবর্তী উত্তরাধিকারী গেলোর পুত্রকে তোষামদ করেন, এবং স্বয়ং ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায়ে তাকে ইন্দ্রিয়সেবায় আকৃষ্ট করেন। অতঃপর উত্তরাধিকারীর আত্মীয়রা একটি দল তৈরি করে। এদের প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল থ্র্যাসিবিউলাসকে অপসারিত করে স্বৈরাচারতন্ত্রটিকে রক্ষা করা ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দল উপযুক্ত সুযোগ বুঝে সমগ্র পরিবারটিকে নিষ্কাশিত করে।

§ 32. ডাইওনিসিয়াসের অপসারণের মূলে ছিল তাঁর আত্মীয় ডাইঅন : সে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করে, সাধারণের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়, তাঁকে বিদূরিত করে এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে জীবন বিসর্জন করে।

[যে কারণগুলি বিশেষভাবে স্বৈরাচারতন্ত্রকে ধ্বংস করে থাকে আমরা এখন তাদের আলোচনা করতে পারি।] বিদ্বেষ ও ঘৃণা আক্রমণের দুটি নিত্য কারণ। বিদ্বেষ এমন একটি মনোবিকার যা সব স্বৈরাচারীই সৃষ্টি করতে বাধ্য; কিন্তু যে কারণে স্বৈরাচারতন্ত্রের বাস্তব জীবনে অনেক সময়ে উচ্ছেদ ঘটে তা হচ্ছে ঘৃণা।

§ 33. এ সত্যের প্রমাণ এই যে যে-স্বৈরাচারীরা আপন চেষ্টা দ্বারা পদ লাভ করেছেন তাঁরা সাধারণত পদ রক্ষা করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁদের উত্তরাধিকারীরা পদপ্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পদ হারাতে বসেন। ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করার জন্য তাঁরা ঘৃণার্হ হন এবং তাঁদের আক্রমণকারীদের প্রচুর সুযোগ দেন। ক্রোধকে বিদ্বেষের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে: এর পরিণাম অনেকটা একই ধরনের।

§ 34. বস্তুত ক্রোধ অনেক সময়ে অধিকতর সফল উদ্দীপক; একজন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আরও প্রবলভাবে আক্রমণ করবে, কেননা তার মনোবিকার তাকে বিবেচনার অবকাশ দেয় না। অপমানের চেয়ে আর কোন জিনিস মানুষের ক্রোধকে অধিক প্রজ্বলিত করে না: পিসিস্ট্রাটাস পরিবারের স্বৈরাচারতন্ত্রের এবং অনেক অন্য স্বৈরাচারতন্ত্রের পতনের এই ছিল কারণ।

§ 35. বিদ্বেষ বিবেচনার অবকাশ দেয়: যন্ত্রণা অনুভব না করেও শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায়। ক্রোধকে যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; আর যন্ত্রণা বিবেচনাকে দুষ্কর করে তোলে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে অমিশ্র ও চরম মুখ্যতন্ত্রের এবং চরম গণ-তন্ত্রের বিনাশ সাধনের প্রবণতা আছে বলে যেসব কারণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের স্বৈরাচারতন্ত্রের পক্ষেও সমানভাবে মারাত্মক বলে গণ্য করতে হবে: বস্তুত ঐসব রূপ নিজেরা সমষ্টিগত স্বৈরাচারতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

§ 36. রাজতন্ত্র এমন একটি সংবিধান যার বাইরের কারণে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। সুতরাং এটি স্থিতিশীল; আর যখন এটি ধ্বংস হয় তখন কারণগুলি সাধারণত ভিতরের। এ কারণগুলি দুপ্রকার হতে পারে। একটি হচ্ছে রাজবংশীয়দের মধ্যে বিরোধ: অন্যটি হচ্ছে রাজার মতো নয়, বরং স্বৈরাচারীর মতো শাসনের প্রচেষ্টা এবং অধিক পরিমাণে নিরঙ্কুশ প্রাধিকারের দাবি।

§ 37. রাজতন্ত্র বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে; ঐ ধরনের যেকোন সরকার যা এখন দেখতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে ব্যক্তিগত সরকার বা স্বৈরাচার-তন্ত্র। রাজতন্ত্র লোকসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার: প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এর সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে; [এরূপ সরকার আজকাল বেমানান]। সমতা সাধারণত প্রসারিত হয়েছে; আর তেমন অসাধারণ কাউকে পাওয়া যায়

না যে রাজপদের বিভূতি ও সম্মানের সম্পূর্ণ যোগ্য। সুতরাং এরূপ সরকারের কোন সম্মতিমূলক ভিত্তি থাকে না ; আর যখন এটা ছলে বা বলে স্থাপিত হয় তখন অচিরেই এটা একপ্রকার স্বৈরাচারতন্ত্র বলে পরিগণিত হয়।

§ 38. একমাত্র পরিবারে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রগুলি বিনষ্ট হয়ে থাকে আরও একটি কারণেঃ সেটি এখনও বলা হয়নি। এ ধরনের রাজারা অনেক সময়ে তাঁদের প্রজাদের ঘৃণার উদ্রেক করেন ; অথবা তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা রাজার সম্মান ভোগ করেন, স্বৈরাচারীর ক্ষমতা ভোগ করেন না—এবং অপমান ও ক্ষতি জনিত অপরাধ করে থাকেন। তাঁদের অপসারণ তখন একটা সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যখন প্রজারা আর অনুগত প্রজা থাকে না তখন রাজারা আর রাজা থাকেন না, যদিও প্রজারা অনুগত হক বা না হক স্বৈরাচারীরা স্বৈরাচারী থাকতে পারেন।

একাধিপত্যের ধ্বংস এই সব ও এই ধরনের কারণে ঘটেঃ [এখন আমরা এদের সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি]।

পরিচ্ছেদ 11

[রূপরেখা : একজনের শাসনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপায়। রাজতন্ত্র সংরক্ষণের সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে মধ্যবর্তী নীতি। স্বৈরাচারতন্ত্র সংরক্ষণের দুটি উপায় আছে। একটি স্বৈরাচারীর চিরাচরিত দমন নীতি; চরমগণতন্ত্রের নীতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে : এর তিনটি লক্ষ্য—প্রজাদের পৌরুষ বিনষ্ট করা, তাদের মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাসের বীজ বপন করা, এবং তাদের অকর্মণ্য করে তোলা। অন্য উপায়টি প্রকৃষ্ট শাসন ও ব্যক্তিগত সংযমের দ্বারা স্বৈরাচারতন্ত্রকে রাজতন্ত্রের সমান করে তোলার নীতি; বিজ্ঞ স্বৈরাচাবী তাঁর নগরকে অলংকৃত করবেন, দেবপূজায় মনোযোগী হবেন, সজ্জনদের সম্মানিত করবেন, জিতেন্দ্রিয় হবেন এবং যতখানি সম্ভব স্বপক্ষে সামাজিক সমর্থন সংগ্রহ করবেন। এইভাবে তিনি নিজের আমলকে বিস্তৃত করতে এবং 'অর্ধসততা'-র মর্যাদা অর্জন করতে পারেন।]

§ 1. একজনের শাসন সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে যে-উপায়গুলি তাদের সর্বনাশ সাধন করে তার বিপরীত উপায়গুলি তাদের সকলকে সংরক্ষা করে। তাদের বিস্তৃত আলোচনা করছি এবং প্রথমে রাজতন্ত্রের কথা বলছি : রাজা মধ্যবর্তী নীতি দ্বারা তাঁর সিংহাসন সংরক্ষা করতে পারবেন। তাঁর প্রাধিকারের ক্ষেত্র যত ছোট হবে তত বেশীদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে রাজার কর্তৃত্ব : তিনি নিজে তেমন প্রভুত্ব করবেন না এবং অনেকটা সমস্থানীয়ের মতো ব্যবহার করবেন; তাঁর প্রজারাও তাদের দিক থেকে তাঁকে কম হিংসা করবে।

§ 2. এই কারণে মলোসিয়ানদের মধ্যে রাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হয়েছিল; স্পার্টার রাজতন্ত্রের উদ্‌বর্তনের কারণও কতকটা দুজন রাজার মধ্যে প্রাথমিক ক্ষমতা বিভাগ আর কতকটা পরবর্তীকালে থিয়োপম্পাস[87] কর্তৃক সাধারণভাবে অনুসৃত এবং ইফরের পদ স্থাপনে বিশেষভাবে অনুসৃত মধ্যবর্তী নীতি। বলা যেতে পারে প্রাথমিক ক্ষমতা থেকে কতকটা বঞ্চিত করে স্পার্টার রাজতন্ত্রকে তিনি শেষ অবধি শক্তিশালী করেছিলেন; এক অর্থে তিনি এর গুরুত্ব হ্রাস করেন নি, বরং বৃদ্ধি করেছিলেন।

§ 3. স্ত্রীর প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই প্রসঙ্গটিই আছে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে ক্ষমতা তিনি পেয়েছিলেন তার চেয়ে কম ক্ষমতা পুত্রদের হাতে রেখে যাওয়ার

জন্য তিনি লজ্জিত কিনা। তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ 'কখনই না ; আমি তাদের জন্য যে ক্ষমতা রেখে যাচ্ছি তা অনেক বেশীদিন স্থায়ী হবে'।

§ 4. দুটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী উপায়ে স্বৈরাচারতন্ত্রকে সংরক্ষা করা যায়। তাদের একটি হচ্ছে চিরাচরিত উপায় ; এই শাসন পদ্ধতিটি আজও অধিক সংখ্যক স্বৈরাচারী কর্তৃক অনুসৃত হয়ে থাকে। এর অনেক-গুলি বিশেষত্ব কোরিন্থের পেরিয়ান্ডার কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় ; কিন্তু এর অনেকগুলি বিশেষত্ব পারস্যের শাসন ব্যবস্থা থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

§ 5. স্বৈরাচারতন্ত্রের (যতদূর সম্ভব) সংরক্ষার অনুকূল যেসব ব্যবস্থা আমাদেব আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তার কতকগুলি এই উপায়ের অন্তর্ভুক্তঃ যেমন অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের 'মস্তকছেদন' এবং তেজস্বী ব্যক্তিদের অপসারণ। তাছাড়া অন্য এবং অতিরিক্ত কতকগুলি ব্যবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের একটি হচ্ছে গণভোজ, মজলিস, শিক্ষা এবং ঐ জাতীয় যেকোন জিনিস বন্ধ করা—অথবা, কথান্তরে, পরস্পর বিশ্বাস ও পৌরুষ এই গুণ দুটি সৃষ্টি কবতে পারে এমন প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে আত্মরক্ষামূলক ভাব অবলম্বন করা। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে সংস্কৃতিমূলক সমিতি এবং ঐ ধরনের যেকোন সভা বন্ধ করাঃ এককথায়, যাতে প্রত্যেকটি প্রজা অন্য প্রত্যেকটি প্রজার নিকট যতদূর সম্ভব অপরিচিত থাকে তার জন্য প্রত্যেকটি উপায় অবলম্বন করা। (পরস্পর পরিচয় সব সময়েই পরস্পর বিশ্বাস সৃষ্টি করে থাকে।)

§ 6. তৃতীয় নীতিটি হচ্ছে প্রত্যেক নগরবাসীকে সতত বাড়ির বাইরে আসতে এবং সর্বদা প্রাসাদদ্বারে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করা। (এর উদ্দেশ্য শাসককে প্রজাদেব ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণের প্রচ্ছন্ন সুযোগ দেওয়া এবং দৈনিক দাসত্বের দ্বারা প্রজাদের দীনতায় অভ্যস্ত করে তোলা।) এই নীতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ঐ ধরনের আর কতকগুলি ব্যবস্থা আছে যা পারস্যে এবং অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত এবং স্বৈরাচারতন্ত্র পোষণে যাদের সকলের একই রকম সাধারণ ফল দেখা যায়।

§ 7. চতুর্থ নীতি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিয়মিত সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করা। এর জন্য প্রয়োজন সাইরা-কিউসে নিযুক্ত মহিলা গুপ্তচরদের মতো কিংবা সমস্ত সামাজিক সম্মিলনীতে এবং জনসভায় স্বৈরাচারী হিরো কর্তৃক প্রেরিত প্রচ্ছন্ন শ্রোতাদের মতো গুপ্ত পুলিস। (গুপ্ত পুলিসের ভয়ে চলাফেরা করতে হলে মানুষের পক্ষে ততটা মনখুলে কথাবার্তা বলা সম্ভবপর হয় না ; আর যদি তারা খোলাখুলি কথাবার্তা বলে তাহলে ধরা না পড়ার সম্ভাবনা কম।)

§ 8. আরও একটি নীতি হচ্ছে পরস্পর অবিশ্বাসের বীজ বপন করা এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, জনসাধারণের সঙ্গে মর্যাদাশালীদের এবং ধনীদের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের বিরোধ গড়ে তোলা। পরিশেষে স্বৈরাচারীরা প্রজাদের নির্ধন করে তোলার নীতি অনুসরণ করে—তারা যাতে নাগরিক রক্ষী পোষণের সংস্থান করতে না পারে, কতকটা সেই জন্য ; দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জনে তাদের এমন ব্যস্ত থাকতে হবে যে তারা ষড়যন্ত্রের সময় পাবে না, কতকটা সেই জন্য।

§ 9. এই নীতির একটি উদাহরণ মিশরের পিরামিড নির্মাণ ; আর একটি কিপ্সেলাস পরিবার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলিতে অপরিমিত অর্ঘ্য দান ; তৃতীয়টি পিসিস্ট্রেটাস পরিবার কর্তৃক অলিম্পাসের জিউসের উদ্দেশ্যে মন্দির উত্তোলন ; চতুর্থটি স্যামসের সমাধিগুলিতে পলিক্রেটিস কর্তৃক সংযোজনা। (এই সব কাজের উদ্দেশ্য একঃ স্বৈরাচারীর প্রজাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করা এবং অবসর হ্রাস করা।)

§ 10. কর স্থাপনের ফল একই রকম দেখা যায়। আমরা সাইরাকিউসের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারিঃ সেখানে জ্যেষ্ঠ ডাইওনিসিয়াসের স্বৈরাচারতন্ত্রের সময়ে জনসাধারণকে পাঁচ বছরের ভিতর সমগ্র সম্পত্তি করস্বরূপ রাষ্ট্রকে দিতে হয়েছিল।[88] ঐ ভাবের নীতি স্বৈরাচারীদের যুদ্ধব্যবসায়ীও করে তোলে, যাতে তাদের প্রজারা সতত কর্মরত থাকে এবং নিরন্তর নেতার প্রয়োজন বোধ করে।

[অবিশ্বাসের বীজ বপন করাই স্বৈরাচারীদের বিশেষ লক্ষণ।] রাজাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষা করে বন্ধুরা ; 'সকলেই আমার বিনাশ চায়, কিন্তু বিনাশ সাধনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী আছে আমার বন্ধুদের', এই নীতির অনুবর্তী স্বৈরাচারীরা বন্ধুদের অবিশ্বাস করে অপর সকলের চেয়ে।

§ 11. সুতরাং চরম গণতন্ত্রে যে পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় স্বৈরাচারতন্ত্রে তাদের সকলকেই দেখা যায়। তারা উভয়ে পরিবারে নারী প্রভাবকে প্রশ্রয় দেয়, কেননা তারা আশা করে যে স্ত্রীরা স্বামীদের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে ; আর অনুরূপ কারণে তারা উভয়ে ক্রীতদাসদের আশকারা দেয়। ক্রীতদাসরা ও নারীরা সম্ভবত স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে নাঃ বস্তুত তাদের আমলে সৌভাগ্য লাভ করার জন্য তাদের শাসন অবশ্যই পছন্দ করবে—যেমন পছন্দ করবে গণতন্ত্রকে, যেখানে জনসাধারণ স্বৈরাচারীর মতো সমানভাবে সার্বভৌমের ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়।

§ 12. এই কারণে উভয় সরকারে পারিষদরা সম্মানজনক পদ লাভ করে। প্রজানায়করা গণতন্ত্রের প্রিয়পাত্রঃ তাঁদের 'গণতন্ত্রের পারিষদ' বলা যেতে পারে ; স্বৈরাচারীরা অনুগত সহচর পছন্দ করেন আর পারিষদদের

কাজই হচ্ছে তাই হওয়া।' সুতরাং স্বৈরাচারতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা দুর্জনকে বন্ধু হিসাবে পছন্দ করে। স্বৈরাচারীরা তোষামোদ ভালোবাসেন, এবং যার ভিতর স্বাধীন আত্মা আছে এমন কোন ব্যক্তি কখনও ঐ স্তরে নামতে পারে না ; সজ্জন বন্ধু হতে পারে, কিন্তু সে অন্তত চাটুকার হবে না।

§ 13. [দুর্জনরা শুধু চাটুকার নয়]ঃ তারা কুউদ্দেশ্য সাধনের উত্তম অস্ত্রও , কথায় বলে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়'। মর্যাদা ও স্বাধীনতা-বোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ না করাই স্বৈরাচারীদের অভ্যাস। স্বৈরাচারী নিজের জন্য এই সব গুণের একচেটিয়া অধিকার দাবি করেন ; তিনি অনুভব করেন যে ব্যক্তি তাঁর সমান মর্যাদা দাবি করে বা স্বাধীনভাবে কাজ করে সে তাঁর প্রাধিকারে এবং তাঁর সার্বভৌম শক্তির বিভূতিতে অনধিকার প্রবেশ করছে ; অতএব নিজস্ব ক্ষমতার বিনাশক হিসাবে তিনি তাকে ঘৃণা করেন।

§ 14. আহারাসনে ও সম্মেলনে নাগরিকদের অপেক্ষা বিদেশীদের সাহচর্য পছন্দ করাও স্বৈরাচারীদের অভ্যাস ; তাঁরা ভাবেন নাগরিকরা শত্রু কিন্তু বিদেশীরা বিরোধিতা করবে না।

এসব হচ্ছে স্বৈরাচারীর বিদ্যা, আর এসব হচ্ছে উপায় যা তিনি ব্যবহার করেন তাঁর ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য ; কিন্তু [যত বিচক্ষণই হক না কেন] তারা তাঁর অনাচারের গভীরতা পরিমাপের চেষ্টা মাত্র। তাদের সবগুলিকে তিনটি প্রধান খাতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ খাতগুলি স্বৈরাচারীদের অনুসৃত তিনটি প্রধান লক্ষ্যের প্রাতিষঙ্গিক।

§ 15. তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে প্রজাদের পৌরুষকে বিনষ্ট করা . তাঁরা জানেন যে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি কদাচ কারও বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে না। তাঁদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে পরস্পর অবিশ্বাসের বীজ বপন করা। যতক্ষণ না মানুষ পরস্পর বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বৈরাচারতন্ত্রকে কখনও অপসারিত করা যায় না ; এবং এই কারণে স্বৈরাচারীরা সব সময়ে সজ্জনদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তাঁরা ভাবেন সজ্জনরা তাঁদেব কর্তৃত্বের পক্ষে দুদিক থেকে বিপজ্জনক—কেননা, প্রথমত, তারা মনে করতে পারে যে ক্রীতদাসের মতো শাসিত হওয়া লজ্জাকর ; দ্বিতীয়ত, তাদের পরস্পর এবং সাধারণ আনুগত্যের ভাব আছে এবং একে অন্যের প্রতি অথবা অপর কারও প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে নারাজ।

§ 16. স্বৈরাচারীদের তৃতীয় ও শেষ লক্ষ্য হচ্ছে তাঁদের প্রজাদের অকর্মণ্য করে তোলা। অসম্ভব সাধনের চেষ্টা কোন লোক করে না। সুতরাং যখন সকলেই কর্মে অক্ষম তখন কোন লোকই স্বৈরাচারতন্ত্রের অপসারণের চেষ্টা করবে না।

স্বৈরাচারীদের সাধারণ নীতিগুলিকে এখন তিনটি নিয়মে পর্যবসিত করা যেতে পারে—তিনটি ভাবে তাঁদের সকল ব্যবস্থাকে প্রস্থাপিত করা যেতে পারেঃ (1) তাঁদের প্রজাদের মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাসের বীজ বপন করা, (2) তাঁদের অকর্মণ্য করে তোলা, এবং (3) তাদের পৌরুষ বিনষ্ট করা।

§ 17. স্বৈরাচারতন্ত্রের সংরক্ষণের দুটি প্রধান উপায়ের একটির কথা আমরা এখানেও বলেছি। কিন্তু একটি দ্বিতীয় উপায়ও আছেঃ সেখানে অনুসৃত কার্যক্রম প্রায় একেবারে উলটো।[89]

§ 18. রাজতন্ত্রের ধ্বংসের কারণগুলির দিকে যদি আমরা মুহূর্তের জন্য ফিরে তাকাই, তাহলে এই উপায়ের প্রকৃতিটি বুঝতে পারব। আমরা দেখেছি তাদের ধ্বংসের একটি পথ হচ্ছে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারতন্ত্রে রূপান্তর। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে স্বৈরাচারতন্ত্রের সংরক্ষণের একটি পথ হতে পারে স্বৈরাচারতন্ত্রের রাজতন্ত্রে রূপান্তর—একটিমাত্র রক্ষাকবচের শর্তে যে শুদ্ধ স্বৈরাচারীর তখনও ক্ষমতা থাকবে এবং তখনও তিনি প্রজাদের শাসন করতে পারবেন তাদের সম্মতি নিয়ে বা না নিয়ে। ক্ষমতা পর্যন্ত পরিহার নিছক স্বৈরাচারতন্ত্রেরই পরিহার।

§ 19. সুতরাং স্বৈরাচারতন্ত্রের আবশ্যক শর্ত হিসাবে ক্ষমতাকে বজায় রাখতেই হবে ; কিন্তু তাছাড়া স্বৈরাচারীর উচিত রাজভূমিকার যোগ্য অভিনেতা হওয়া, অথবা অন্তত সেইভাবে প্রতিভাত হওয়া। প্রথমত, তাঁকে দেখাতে[90] হবে যে তিনি নিজে সরকারী তহবিল সম্পর্কে অবহিত। সাধারণের অসন্তোষ সৃষ্টি করে এমন অপরিমিত উপহার জনিত ব্যয় তাঁকে বর্জন করতে হবে (এরূপ অসন্তোষ সর্বদা গড়ে উঠবে যখন নিত্যশ্রমী লোকের কাছ থেকে নির্দয়ভাবে অর্থ সংগৃহীত হবে এবং পরে অতিব্যয়িত হবে বেশ্যা, বিদেশী ও বিলাস বাণিজ্যের উপর) ; শুধু তাই নয়, তাঁকে তাঁর আয়ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে—কার্যত এই নীতি কয়েকজন স্বৈরাচারী অনুসরণ করেছেন। এই শাসন পদ্ধতি তাঁকে স্বৈরাচারী অপেক্ষা কার্যাধিপতিরূপে অধিক প্রতিফলিত করবে।

§ 20. যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ততক্ষণ আশঙ্কা করার প্রয়োজন নেই যে এতে তাঁকে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হবে ; এবং এমন কি যদি তিনি দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হন তাহলে বৃহৎ সঞ্চয় পিছনে রেখে যাওয়ার চেয়ে ঘাটতি রেখে যাওয়াই তাঁর পক্ষে অধিক সুবিধা-জনক বোধ হবে। তাঁর দ্বারা নিযুক্ত প্রতিনিধিরা সেক্ষেত্রে সম্ভবত ক্ষমতা দখলের তেমন চেষ্টা করবে না ; আর বৈদেশিক অভিযানরত স্বৈরাচারীর নিকট স্বয়ং নাগরিকমণ্ডলী অপেক্ষা তাঁর প্রতিনিধিরা অধিক ভয়ের কারণ। প্রতিনিধিরা দেশে থাকেঃ নাগরিকরা তাদের শাসকের সঙ্গে বিদেশে যায়।

§ 21. দ্বিতীয়ত, তাঁর এমনভাবে কর স্থাপন করা এবং অন্যান্য অংশ-দান গ্রহণ করা উচিত যাতে মনে হবে যে এগুলি সরকারী কার্যের উপযুক্ত পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হবে অথবা প্রয়োজন হলে সামরিক জরুরী অবস্থায় ব্যবহৃত হবে ; এবং সাধারণত তাঁর ভূমিকা হওয়া উচিত অভিভাবকের বা কর্মসম্পাদকের, যার কারবার বরং সরকারী রাজস্ব নিয়ে, ব্যক্তিগত আয় নিয়ে নয়।

[তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে] স্বৈরাচারী কঠোর না হয়ে গম্ভীর ভাব দেখাবেন ; এবং তাঁর ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যে লোক তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে বিস্ময়ের সঙ্গে, ভয়ের সঙ্গে নয়।

§ 22. যদি তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারেন তাহলে তিনি এই লক্ষ্যে সহজে উপনীত হতে পারবেন না। সুতরাং অন্য গুণ অনুশীলন করতে না পারলেও তাঁর উচিত সামরিক গুণ অনুশীলন করা আর সামরিক নৈপুণ্যের আভাস দেওয়া। তাঁর আরও উচিত সমস্ত যৌন অপরাধ পরিহার করাঃ তাঁর যেকোন প্রজার, বালক বা বালিকার, ব্রহ্মচর্যহানির যেকোন সন্দেহ থেকে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত থাকতে হবে, এবং তাঁর পার্শ্বচরদেরও সম-ভাবে সন্দেহ-বহির্ভূত থাকতে হবে।

§ 23. অন্য নারীদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর পরিবারের নারীদের একই নিয়ম পালন করা উচিতঃ নারীদের ধৃষ্টতা অনেক সময়ে স্বৈরাচারতন্ত্রের সর্বনাশ সাধন করেছে। ব্যক্তিগত অসংযমে [পান ও ভোজনবিলাসে] স্বৈরাচারীর হওয়া উচিত আমাদের সময়ের কতিপয় স্বৈরাচারীর বিপরীতঃ তাঁরা প্রত্যূষে আরম্ভ করে দিনের পর দিন একটানা মত্ত হয়েও তৃপ্ত নন ; বস্তুত লোকে তাঁদের ধন্যতা ও পরম সুখের প্রশংসা করবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা তাঁদের আতিশয্য জাহির করতে চান।

§ 24. আদর্শের দিক থেকে স্বৈরাচারীর আমোদ-প্রমোদ পরিমিত হওয়া উচিতঃ যদি তিনি ঐ আদর্শে পৌঁছতে না পারেন তাহলে অন্তত তাঁকে জগতের চোখে প্রতিভাত হতে হবে জিতেন্দ্রিয় পুরুষরূপে। অপ্রমত্তরা নয়, পানাসক্তরা—জাগ্রতরা নয়, নিদ্রালুরা—সহজে আক্রান্ত এবং অচিরে ঘৃণিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা পূর্বে যেসব জিনিসকে স্বৈরাচারীর গুণবাচক বলে বর্ণনা করেছি তাদের প্রায় প্রত্যেকটির উলটো হওয়া উচিত স্বৈরাচারীর। তিনি তাঁর নগরকে পরিকল্পিত ও শোভিত করবেন—যেন তিনি স্বৈরাচারী নন, পরন্তু এর কল্যাণের রক্ষক।

§ 25. দেব পূজায় তাঁকে সব সময়ে বিশেষ অনুরাগ দেখাতে হবে। শাসকের অন্যায় অত্যাচার থেকে লোক কম ভয় পায় যখন তারা মনে করে

তিনি ধর্মভীরু এবং দেবতাদের প্রতি তাঁর কিছু শ্রদ্ধা আছে ; এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে কম উৎসাহী হয় যদি তারা বোঝে যে দেবতারা স্বয়ং তাঁর মিত্র। সেই সঙ্গে স্বৈরাচারীকে ব্যগ্রতা দেখাতে হবে মূঢ়তার বশীভূত না হয়ে।'

§ 26. জীবনের যেকোন ক্ষেত্রে সজ্জনকে সম্মানিতও করতে হবে তাঁকে ; এবং সেটা এমনভাবে করতে হবে যাতে তারা মনে করে যে তাদের এক পুর-বাসীদের নিজেদের স্বাধীনভাবে সম্মান বিতরণের ক্ষমতা থাকলেও সম্ভবত তারা অধিক সম্মানিত হত না। এরূপ সম্মান বিতরণ করবেন তিনি স্বয়ং ; কিন্তু সমস্ত শাস্তিদানের ভার তিনি অর্পণ কববেন ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের উপর।

§ 27. সকল প্রকার একজনের শাসনের পক্ষে [বিশেষভাবে স্বৈরাচার-তন্ত্রের পক্ষে নয়] একটি সাধারণ সতর্কতা এইঃ একমাত্র ব্যক্তিকে কোন উচ্চ পদে উন্নীত করা উচিত নয় ; যদি তা করতেই হয় তাহলে একসঙ্গে কতিপয় ব্যক্তিকে করা উচিত ; অতঃপর তারা একে অন্যের উপর দৃষ্টি রাখবে। শেষে যদি একমাত্র ব্যক্তিকে কোন উচ্চপদে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে সে যেন কখনও তেজস্বী পুরুষ না হয়ঃ ঐ ধরনের প্রকৃতি সর্বকর্মক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আঘাত হানে।' পক্ষান্তরে যদি স্থির করা হয় যে এক ব্যক্তিকে ক্ষমতার আসন থেকে অপসারিত করতে হবে, তাহলে সেটা করতে হবে ক্রমে ক্রমে, এবং একচোটে তাকে সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না।

§ 28. প্রত্যেক রকম বলপ্রয়োগ থেকে স্বৈরাচারীকে বিরত থাকতে হবে, এবং প্রধানত দুরকম থেকে—দৈহিক অসম্মানজনক আচরণ এবং অল্পবয়স্ক-দের ব্রহ্মচর্যনাশ। সম্মান সম্পর্কে সংবেদনশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারের সময়ে তাঁকে একটি বিশেষ সতর্কতামূলক আচরণ করতে হবে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ঔদ্ধত্য অর্থাভিলাষীদের কোপেব কাবণ হয় , কিন্তু সম্মান বিষয়ক ব্যাপারে অবিনয় ক্রোধের কারণ হয় মর্যাদা ও গুণশালী ব্যক্তিদের।

§ 29. সুতরাং স্বৈরাচারীর উচিত এই প্রকার কার্যকলাপ থেকে নিরস্ত থাকা ; অথবা, নিদানপক্ষে, তাঁকে বোঝাতে হবে যে তিনি যখন শাস্তি দেন তখন তিনি সেটা করেন দম্ভভরে নয়, পৈতৃক শাসনের ভাবাপন্ন হয়ে, এবং যখন তিনি অল্পবয়স্কদের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হন তখন তিনি সেটা করেন অবিহিত ক্ষমতার জোরে নয়, তাদের প্রকৃত প্রণয়ী বলে। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে তিনি যেসব অসম্মানের জন্য দায়ী বলে মনে হবে তার জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আরও মহৎ সম্মান দান করে।

§ 30. গুপ্তহত্যার চেষ্টা সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক, এবং তাদের উপর

সবচেবে বেশী নজর রাখা দরকার যখন সেগুলি সাধিত হয় এমন লোকের দ্বারা যারা কাজ হাসিল করে জীবন নিয়ে পালানো সম্বন্ধে পরোয়া করে না।

§ 31. এই কারণে যে ব্যক্তিরা মনে করে যে তারা নিজেরা কিংবা তাদের প্রিয়জনরা উৎপীড়িত হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যে ব্যক্তিরা রাগের মাথায় কাজ করে তারা নিজেদের সম্বন্ধে একেবারে সাবধান হয় নাঃ হেরাক্লিটাস[91] বলেছেন, 'ক্রোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা শক্ত, কেননা এ জীবনের মূল্য দিতে প্রস্তুত'।

§ ১2. [সমাজনীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে] স্বৈরাচারীর সর্বদা মনে রাখা উচিত যে রাষ্ট্র দুটি অংশে গঠিত—দরিদ্র ও ধনী। সম্ভব হলে উভয় অংশকে চিন্তা করতে প্ররোচিত করতে হবে যে স্বৈরাচারীর শক্তিই তাদের স্বস্থানে নিরাপদ রাখে এবং একের হাতে অন্যতরের ক্ষতি বন্ধ করে। কিন্তু একটি অংশ যদি অপরটির চেয়ে অধিক শক্তিমান হয় তাহলে স্বৈবাচাবী ঐ অংশটিকে বিশেষভাবে তাঁর দিকে অনুরক্ত করবেন।' এর সহযোগিতা পেলে ক্রীতদাসদের মুক্তিদান অথবা নাগরিকদের নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন প্রয়োজনই তাঁর হবে না। তাঁর যে শক্তি আগে থেকে আছে তার সংগে অন্যতর অংশ সংযুক্ত হলে তিনি এতই সবল হবেন যে তাঁর স্থানচ্যুতির যেকোন চেষ্টাকে পরাস্ত করতে পারবেন।

§ 33. এ সমস্ত বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। সাধারণ লক্ষ্যটি বেশ স্পষ্ট। স্বৈরাচারী তাঁর প্রজাদের কাছে প্রতিভাত হবেন পীড়করূপে নয়, জনসাধারণের রক্ষক ও রাজারূপে। তিনি আপনাকে প্রকাশিত করবেন সাধারণ স্বার্থের পরিচালক হিসাবে, আত্মস্বার্থনিবিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে নয় ; তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সংযম, আত্যন্তিকতা নয় ; তিনি সম্ভ্রান্তদের সাহচর্য লাভে সচেষ্ট হবেন অথচ জনসাধারণের অনুগ্রহের প্রার্থী হবেন।

§ 34. এই সব উপায়ের দ্বারা তিনি দুটি উপকার পেতে বাধ্য।' প্রথমত, তাঁর শাসন আরও মহৎ এবং আবও স্পৃহনীয় শাসন হবেঃ তাঁব প্রজারা হবে উন্নত প্রকৃতির মানুষ, যাদের মানহানি হয়নি ; এবং তিনি নিজেও আর বিদ্বেষ ও ভয়ের বস্তু হয়ে থাকবেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁর শাসন হবে আরও স্থায়ী ; এবং তিনি স্বয়ং চরিত্রের একটি শীলতা অর্জন করবেন, যা পূর্ণমাত্রায় সৎ না হলেও অন্তত অর্ধসৎ—অর্ধসৎ অথচ অর্ধঅসৎ, কিন্তু অন্তত সম্পূর্ণ অসৎ নয়।

পরিচ্ছেদ 12

[রূপরেখা ঃ এই পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে বোঝানো হয়েছে যে অতীতে স্বৈরাচারতন্ত্র সাধারণত স্বল্পজীবী ছিল। অবশিষ্ট অংশে আছে 'রিপাবলিক'-এ প্লেটো বিপ্লব ও সাংবিধানিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সমালোচনা। সমালোচনার বিষয়বস্তু কতকটা আদর্শ রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও বিকৃতির গাণিতিক ব্যাখ্যা দিতে প্লেটোর প্রয়াস, কতকটা স্বৈরাচারতন্ত্রে পরিবর্তনের কোন প্রকার কারণ ব্যাখ্যা করতে এবং মুখ্যতন্ত্রের পরিবর্তন ও বিপ্লবের সন্তোষজনক কারণ ব্যাখ্যা করতে তাঁর ব্যর্থতা।]

[এই পরিচ্ছেদের প্রথম ছটি অনুচ্ছেদকে নিউম্যান এবং অন্যান্য সম্পাদকরা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করে বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন ; এগুলি নিঃসন্দেহে আলোচনার গতিকে ব্যাহত করে। এদের সারমর্ম এই ঃ কার্যত এবং স্থায়িত্বের নানা উপায় প্রস্তাবিত হওয়া সত্ত্বেও স্বৈরাচারতন্ত্র স্বল্পজীবী, এবং প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘস্থায়িত্বের মাত্র চারটি উদাহরণ আছে। এই উদাহরণ-গুলি আনুমানিক খৃ পূ 450-এর পর আর পাওয়া যায় না ; আশ্চর্যের বিষয় এদের মধ্যে অ্যারিস্টটলের নিজের শতকের দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরাচারতন্ত্র-গুলি স্থান পায়নি। কিন্তু এগুলি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—যদিও তার মধ্যে তথ্য ও সময়ের ভুল কিছু কিছু আছে।][92]

§ 7. আমরা আপাতত সংবিধানের ও একাধিপত্যের ধ্বংস ও সংরক্ষার সমস্ত (বা প্রায় সমস্ত) কারণ আলোচনা করেছি। পরিশেষে লক্ষণীয় যে সাংবিধানিক পরিবর্তন সম্বন্ধীয় বিষয়টি প্লেটো 'রিপাবলিক'-এ আলোচনা করেছেন ; কিন্তু আলোচনাটি অঙ্গহীন। প্রথমত, তিনি তাঁর নিজের প্রথম এবং আদর্শ সংবিধানের স্বকীয় পরিবর্তনের কারণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি।

§ 8. তিনি বলেন কারণ এই যে কিছুই চিরস্থায়ী নয় এবং একটি নির্দিষ্ট কালাবর্তে প্রত্যেক জিনিসেরই পরিবর্তন হয়ে থাকে ; তিনি আরও বলেন যে উৎস [এরূপ সাধারণ পরিবর্তনের] পাওয়া যাবে কতকগুলি সংখ্যায়, 'যাদের 4 ঃ 3 অনুপাতে বর্গমূল 5 সংখ্যাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুটি সমানুপাতিক সংখ্যা সৃষ্টি করে' (যখন চিত্রের গাণিতিক মূল্যের ঘনফল করা হয় তখন এই রকম হয় ঃ তাঁর সংযোজিত কথা থেকে তাই মনে হয়)। এখানে লক্ষণা এই যে [অঙ্কশাস্ত্রের যেসব নিয়ম সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে তার দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারার জন্য], জননের ফলে

কখনও কখনও নিকৃষ্ট মানুষের সৃষ্টি হয়, যারা শিক্ষার নাগালের বাইরে। এই লক্ষণাটি একান্তভাবে হয়তো মিথ্যা নয়ঃ এমন মানুষ পাওয়া যেতে পারে যাদের সম্ভবত শিক্ষিত বা সজ্জন করে তোলা যায় না।

§ 9. কিন্তু সাধারণভাবে সকল রাষ্ট্রের, বস্তুত বিদ্যমান সকল জিনিসের, ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ না হয়ে কেবল বিশেষভাবে 'রিপাবলিক'-এ অঙ্কিত আদর্শ রাষ্ট্রের পরিবর্তনের কারণ এটি কেন হবে? আরও একটি কথা আছে। তাঁর মতে কালপ্রবাহ সকল জিনিসেই পরিবর্তন ঘটায়; কিন্তু তার থেকে কি বোঝা যায় কেন যেসব জিনিস একসঙ্গে আরম্ভ হয়নি তারা একসঙ্গে পরিবর্তিত হবে? পরিবর্তনের পূর্ব দিনে যে জিনিসের উৎপত্তি হয়েছে সে কি পরিবর্তিত হয় একই সময়ে [যে জিনিসগুলির আগে উৎপত্তি হয়েছে তাদের সঙ্গে]?

§ 10. আবার আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন আদর্শ রাষ্ট্র রূপান্তরিত হবে [যেমন প্লেটো একে রূপান্তরিত করেছেন] স্পার্টাজাতীয় রাষ্ট্রে। সাধারণত সজাতীয় রূপের চেয়ে বিপরীত রূপে সংবিধানের পরিবর্তন হয় অধিক সহজে। প্লেটো অন্য যেসব পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন সেখানেও একই যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ যখন স্পার্টা জাতীয় সংবিধান পরিবর্তিত হয় মুখ্যতন্ত্রে, মুখ্যতন্ত্র পবিবর্তিত হয় গণতন্ত্রে, এবং গণতন্ত্র পরিবর্তিত হয় স্বৈরাচারতন্ত্রে।

§ 11 সমানভাবে ঠিক উলটোও ঘটতে পাবেঃ যেমন গণতন্ত্র মুখ্যতন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং প্রকৃতপক্ষে একাধিপত্যে পরিবর্তিত হওয়াব চেয়ে এটা আরও সহজে হতে পারে।

স্বৈরাচারতন্ত্র প্রসঙ্গে প্লেটো একেবারে নীরবঃ তিনি কখনও বুঝিয়ে দেন না তাদের পরিবর্তন হয় কিনা; কিংবা যদি হয়, কেন হয় অথবা কোন্ সংবিধানে তারা পরিবর্তিত হয়। এই ত্রুটির কারণ এই যে যে-কোন ব্যাখ্যাই কঠিন হত। তাঁর যুক্তিমার্গে বিষয়টির মীমাংসা হয় না; কেননা ঐ মার্গে স্বৈরাচারতন্ত্রকে প্রথম ও আদর্শ রাষ্ট্রে ফিবে আসতে হবে ঘূর্ণমান পরিবর্তন চক্রের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখবার জন্য।

§ 12. বস্তুত স্বৈরাচারতন্ত্র অন্য একপ্রকার স্বৈরাচারতন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন সিকাইয়নে স্বৈরাচারতন্ত্র মাইরো আমলের রূপ থেকে ক্লায়েস্থিনিস আমলের রূপে পরিবর্তিত হয়েছিল; অনুরূপভাবে এ মুখ্য-তন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন ক্যাল্সিসে অ্যাণ্টিলিয়নের স্বৈরাচারতন্ত্র হয়েছিল; এ গণতন্ত্রেও পরিবর্তিত হতে পরে, যেমন সাইরাকিউসে গেলোব স্বৈরাচারতন্ত্র হয়েছিল; অথবা এ অভিজাততন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে,

যেমন স্পার্টায় ক্যারিলসের স্বৈরাচারতন্ত্রে ঘটেছিল, এবং যেমন কার্থেজেও ঘটেছিল।

§ 13. স্বৈরাচারতন্ত্র আবার মুখ্যতন্ত্রের অনুগামী হতে পারে [গণতন্ত্রের অনুগামী নয়, যেমন প্লেটো বলেছেন]। সিসিলিতে অধিকাংশ প্রাচীন মুখ্যতন্ত্রের ভাগ্যে এই রকমই ঘটেছিলঃ যেমন লিয়ন্টিনিতে প্যানিটিয়াসের স্বৈরাচারতন্ত্র মুখ্যতন্ত্রের অনুগামী হয়েছিল, গেলাতে ক্লিয়ান্ডারের স্বৈরাতন্ত্র মুখ্যতন্ত্রের অনুগামী হয়েছিল, রেগিয়ামে অ্যানাক্সিলসের স্বৈরাচারতন্ত্র মুখ্যতন্ত্রের অনুগামী হয়েছিল। পরিবর্তনের একই অনুক্রম অন্য কতকগুলি রাষ্ট্রেও অনুসৃত হয়েছে।

§ 14. মুখ্যতন্ত্রে পরিবর্তন [স্পার্টা জাতীয় সংবিধানের] ঘটে কেবল ম্যাজিস্ট্রেটরা অর্থলোভী ও মুনাফাকারী হয়ে যায় বলে, রাষ্ট্রে সম্পত্তিহীন মানুষের সম্পত্তিশালী মানুষের সঙ্গে একস্তরে স্থাপিত হওয়া ন্যায়বিরুদ্ধ অত্যধিক ধনী ব্যক্তিদের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের জন্য নয়—প্লেটোর এরূপ কল্পনা করা আশ্চর্যের বিষয়। বস্তুত কতকগুলি রাষ্ট্রে মুনাফা করা নিষিদ্ধ, এবং এর বিপক্ষে বিশেষ আইন আছে। পক্ষান্তরে কার্থেজে—যদিও এখানে গণতন্ত্র [এবং মুখ্যতন্ত্র নয়]—মুনাফা করাটা ব্যাপক—অথচ সংবিধানটির এখনও কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি।

§ 15. প্লেটোর পক্ষে এটা বলাও অন্যায় যে মুখ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র দুটি রাষ্ট্র—একটি ধনীদের রাষ্ট্র এবং আর একটি দরিদ্রদের রাষ্ট্র। স্পার্টা জাতীয় রাষ্ট্র অপেক্ষা অথবা যেখানে সকলে সম্পত্তিতে সমান নয় বা যোগ্যতার সমান স্তরে নয় এমন অন্য জাতীয় রাষ্ট্র অপেক্ষা এখানে কি এই প্রকৃতিটি বেশী পরিস্ফুট হয়?

§ 16. একটিমাত্র ব্যক্তিও পূর্বাপেক্ষা আরও দরিদ্র না হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যতন্ত্র গণতন্ত্রে পরিণত হতে পারে একমাত্র এই কারণে যে দরিদ্ররা সংখ্যাগুরু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপরীতভাবে, গণতন্ত্রও মুখ্যতন্ত্রে পরিণত হতে পারে একমাত্র এই কারণে যে অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণীরা জনসাধারণ অপেক্ষা আরও শক্তিশালী বলে নিজেদের প্রকাশ করে, এবং তারা সক্রিয় যখন এরা নিষ্ক্রিয়।

§ 17. দেখা যাচ্ছে কতকগুলি কারণ আছে যা মুখ্যতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে পারে; কিন্তু প্লেটো একটিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছেনঃ সেটি হচ্ছে অপব্যয়, যা ঋণ সৃষ্টি করে এবং শেষে দারিদ্র্য নিয়ে আসে। এই মতটি ধরে নেয় যে সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক গোড়া থেকেই ধনী। এটি আসল কথা নয়। আসল কথা এই যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কেউ কেউ যখন সম্পত্তি হারায় তখন তারা বিপ্লবী হয়ে পড়ে। কিন্তু অবশিষ্টরা কোন

বিকৃত ফল ছাড়াও সম্পত্তি হারাতে পারে ; এবং যেকোন পরিবর্তনই আসুক না কেন তা অন্য কোনপ্রকার সংবিধানের দিকে হওয়া অপেক্ষা গণতন্ত্রের দিকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশী নয়।

§ 18. আরও একটি বক্তব্য আছে।' প্লেটোর মতে যা স্বাধীনতার ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত সেই 'যা ইচ্ছা তাই কর' এই অবাধ স্বাধীনতার ফলে সম্পত্তির অপচয় না হয়ে থাকলেও সম্মান ও পদে অংশ না থাকা এবং অন্যায় বা অপমান ভোগ করা বিরোধ এবং সাংবিধানিক পরিবর্তন সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট।

যদিও মুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনেক রূপান্তর আছে তবু সক্রেটিস [অর্থাৎ প্লেটো] তাদের পরিবর্তন এমনভাবে আলোচনা করেছেন যেন তাদের অন্যতরের একটিমাত্র রূপ আছে····

স্বৈরাচারতন্ত্রের স্থায়িত্ব

§ 1. তবুও কোন সংবিধানই মুখ্যতন্ত্র এবং স্বৈরাচারতন্ত্রের মতো এমন স্বল্পস্থায়ী নয়। সর্বাপেক্ষা বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল সিকাইয়নে অর্থাগোরাস ও তার বংশধরগণের স্বৈরাচারতন্ত্রঃ এটি চলেছিল এক শতাব্দী ধবে। এর স্থায়িত্বের কারণ তাঁদের প্রজাদের প্রতি পরিমিত আচরণ এবং আইনের নিয়মগুলির প্রতি সাধারণ আনুগত্যঃ ক্লায়েস্থিনিস [সিকাইয়নের পববর্তী স্বৈরাচারীদের অন্যতম] ছিলেন মুখ্যত সৈনিক এবং সেই হিসাবে ঘৃণার ঊর্ধ্বে, এবং শাসক বংশ সাধারণত প্রজাদের তত্ত্বাবধান করে তাদেব অনুগ্রহের প্রার্থী হতেন।

§ 2. কথিত আছে যে-বিচারক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল তাকে ক্লায়েস্থিনিস একটি মুকুট প্রদান করেছিলেন ; আবার কেউ কেউ বলেন যে সিকাইয়নের সাধারণ সন্নিবেশে উপবিষ্ট মূর্তিটি যে বিচারক এই রায় দিয়েছিল তারই প্রতিমূর্তি। অ্যাথেন্সের স্বৈরাচারী পিসিস্ট্রেটাস সম্বন্ধেও এই ধরনের গল্প শোনা যায়ঃ এক সময়ে তিনি একটি মামলায় প্রতিবাদী হিসাবে অ্যারিওপেগাসের সম্মুখে হাজির হতে সম্মত হয়েছিলেন'

§ 3. স্থায়িত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল কোরিন্থে কিপ্সেলাস পরিবারের স্বৈারাচারতন্ত্রঃ সেটি চলেছিল সাড়ে তিয়াত্তর বছরঃ কিপ্সেলাস স্বয়ং স্বৈরাচারী ছিলেন তিরিশ বছর, পেরিয়াণ্ডার ছিলেন সাড়ে চল্লিশ বছর, এবং গর্ডিয়াসের পুত্র সামেটিকাস ছিলেন তিন বছর।

§ 4. এই দীর্ঘ স্থায়িত্বের কারণ সিকাইয়নে যেমন ছিল এখানেও তেমনিঃ কিপ্সেলাস তাঁর প্রজাদের অনুগ্রহের প্রার্থী হয়েছিলেন এবং সারা শাসন আমলে দেহরক্ষী বর্জন করেছিলেন ; পেরিয়াণ্ডার যেমন সফল স্বৈরাচারী ছিলেন তেমনি ছিলেন সার্থক সৈনিক।

§ 5. স্থায়িত্বের দিক থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল অ্যাথেন্সে পিসিস্ট্রেটাস পরিবারের স্বৈরাচারতন্ত্র ; কিন্তু সেটি অবিরাম ছিল না। পিসিস্ট্রেটাস তাঁর শাসনকালে দুবার বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং তেত্রিশ বছরের মধ্যে মাত্র সতের বছর স্বৈরাচারী ছিলেনঃ তাঁর পুত্ররা শাসন করেছিলেন সবসুদ্ধ আঠার বছর ; সুতরাং পরিবারের সমগ্র শাসনকাল পঁয়ত্রিশ বছরে সীমাবদ্ধ ছিল।

§ 6. অন্যান্য স্বৈরাচারতন্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক স্থায়ী ছিল সাইরাকিউসে

হিরো ও গেলোর স্বৈরাচারতন্ত্র। কিন্তু এটিও অপেক্ষাকৃত অল্পস্থায়ী, এবং সর্বসমেত আঠার বছর মাত্র চলেছিল: গেলো স্বৈরাচারী ছিলেন সাত বছর, এবং তাঁর মৃত্যু হয় শাসনের অষ্টম বছরে: হিরো শাসন করেছিলেন দশ বছর: দশ মাস শাসন করার পর থ্র্যাসিবিউলাস বহিষ্কৃত হন।

সাধারণত সব স্বৈরাচারতন্ত্রই বেশ স্বল্পস্থায়ী হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড

অধিকতর স্থায়িত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র রচনার পদ্ধতি

A

গণতন্ত্র রচনা

পরিচ্ছেদ 1

[রূপরেখা ঃ গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ ঃ তার দুটি কারণ—জনসাধারণের বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক নিদর্শনগুলির বিভিন্ন সমন্বয়।]

§ 1. এ পর্যন্ত কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। (a) বিতর্ক বিভাগের—সংবিধানের সার্বভৌম বিভাগের, (b) শাসন বিভাগীয় পদের গঠনের, এবং (c) বিচার বিভাগীয় সংস্থার—বিভিন্ন রূপের সংখ্যা ও প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে ; এবং ঐ প্রসঙ্গে সংবিধানের প্রত্যেকটি রূপের উপযোগী প্রকারটির প্রকৃতিও আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন সংবিধানের ধ্বংস ও সংরক্ষণের পরিস্থিতি এবং কারণগুলিরও আলোচনা হয়েছে।

§ 2. [এখন আমরা সংবিধান রচনার প্রকরণটির প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি।] গণতন্ত্র ও অন্য প্রকার সংবিধানের প্রত্যেকটির কতকগুলি বিশেষ রূপ আছে ; সুতরাং প্রত্যেকটি বিশেষ রূপ সম্বন্ধে আরও যা বক্তব্য আছে তা—এবং আরও বিশেষভাবে প্রত্যেকটি রূপের কোন্ প্রকার গঠন উপযোগী ও সুবিধাজনক তা—আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

§ 3. তিনটি ক্ষমতার [অর্থাৎ বিতর্কমূলক, শাসনমূলক এবং বিচারমূলক ক্ষমতার] প্রত্যেকটিকে গড়ে তুলবার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির সম্ভবপর সমন্বয় সম্পর্কেও আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে ; কেননা এরূপ সমন্বয়ের ফলে সংবিধানগুলি পরস্পরাঙ্গী বা পরস্পরানুপ্রবিষ্ট হতে পারে—যেমন অভিজাততন্ত্র মুখ্যতন্ত্রের সঙ্গে পরস্পরাঙ্গী হতে পারে অথবা 'নিয়মতন্ত্র' গণতন্ত্রের সঙ্গে পরস্পরাঙ্গী হতে পারে।

§ 4. সম্ভবপর সমন্বয়গুলি—যা বিবেচিত হওয়া উচিত কিন্তু আজও হয়নি—উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিতর্ক বিভাগ এবং শাসন বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্বাচন পদ্ধতি মুখ্যতান্ত্রিক ভিত্তিতে আর বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলি অভিজাততান্ত্রিক ভিত্তিতে বিরচিত হতে পারে। বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলি এবং বিতর্ক বিভাগ মুখ্যতান্ত্রিক ভিত্তিতে আর শাসন বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্বাচন পদ্ধতি অভিজাততান্ত্রিক ভিত্তিতে

বিন্যস্ত হতে পারে। অন্য উপায় অনুসরণ করেও একই ফল পাওয়া যেতে পারে—সংবিধানের অংশ বা উপাদানগুলির সকলের প্রকৃতি একরকমের হওয়া উচিত নয়।

§ 5. গণতন্ত্রের কোন্ বিশেষ রূপটি কোন্ প্রকার নাগরিক সংস্থার উপযোগী ; মুখ্যতন্ত্রের কোন্ বিশেষ রূপটি কোন্ প্রকার সমাজের যোগ্য ; এবং অন্যান্য সংবিধানের কোন্‌টি কোন্ প্রকাব জনসংখ্যার উপযুক্ত—আমরা পূবেই ব্যাখ্যা করেছি। [কিন্তু আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক।]

§ 6. সংবিধানের কোন্ বিশেষ রূপটি প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। এই সব এবং অন্যান্য বিশেষ রূপগুলি রচনার উপযুক্ত উপায়ও নির্ধারণ কবতে হবে। সমস্যাটি সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করতে হবে ; কিন্তু যদি গণতন্ত্র থেকে শুরু করা যায় তাহলে আলোচনা প্রসঙ্গে সাধাবণত মুখ্যতন্ত্র নামে অভিহিত এর বিপরীতটিকেও বুঝতে পারা যাবে।

§ 7. [গণতন্ত্রেব সমস্ত বিশেষ রূপেব বচনাব উপযুক্ত উপায় সম্বন্ধে] এই অনুসন্ধানেব জন্য গণতন্ত্রেব সমস্ত গুণ এবং সাধাবণত এর গুণবাচক বলে ধবা হয় এমন প্রত্যেকটি বিশেষত্ব আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এই সমস্ত গুণের সমষ্টি থেকে বোঝা যাবে গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের উৎপত্তি। এব থেকে বোঝা যাবে কেন একাধিক প্রকাব আছে আব কেন প্রকাবগুলি ভিন্ন ভিন্ন।

§ 8. দুটি কাবণে গণতন্ত্রেব কতকগুলি প্রকার দেখা যায়। একটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ কবা হয়েছে। এটি হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকের চবিত্রগত পার্থক্য। এক জাযগাব লোক হয়তো কৃষিজীবী ; অন্য জায়গাব লোক হয়তো যন্ত্রশিল্পী এবং দিনমজুব। তারা যেসব গণতন্ত্র গঠন করে সেগুলি পৃথক্ ; কিন্তু যদি যন্ত্রশিল্পীদেব সঙ্গে কৃষিজীবীদের যুক্ত করা যায় এবং তাবপব তাদেব উভয়েব সঙ্গে যদি দিনমজুবদেব যুক্ত করা যায়, তাহলে একটি নতুন পার্থক্যেব সৃষ্টি হবেঃ সে পার্থক্য একই জিনিসের উৎকৃষ্টতর ও নিকৃষ্টতর প্রকারের মধ্যে পার্থক্য নয়, সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য। যাই হক, প্রথম কারণটি এখানে আমাদের বিবেচ্য নয় ; একটি দ্বিতীয় এবং পৃথক্ কারণ আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

§ 9. বিভিন্ন প্রকার গণতন্ত্রের অস্তিত্বের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে গণতন্ত্রের যে বিশেষত্বগুলি স্বাভাবিক এবং যেগুলিকে তার গুণ বলে মনে করা হয় তাদের বিভিন্ন সম্ভবপর সমন্বয়। গণতন্ত্রের একটি বিশেষ রূপের মধ্যে এই গুণগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প থাকবে ; দ্বিতীয়টির মধ্যে আরও বেশী থাকবে ;

এবং তৃতীয়টির মধ্যে থাকবে সবগুলি।' গণতন্ত্রের সমস্ত পৃথক্ গুণের আলোচনায় দ্বিগুণ সুবিধা আছে। এরূপ আলোচনা শুধু কোন একটি নতুন বিশেষ রূপ রচনায় সাহায্য করবে নাঃ বিদ্যমান বিশেষ রূপগুলির সংস্কার সাধনেও সহায়ক হবে।

§ 10. যে ব্যক্তিরা একটি সংবিধান রচনায় নিরত তারা অনেক সময়ে চেষ্টা করে যে ভাবটির উপর সংবিধানটি প্রতিষ্ঠিত সেই সম্পর্কিত সমস্ত গুণকে একত্র করতে। কিন্তু এটি একটি ভুলঃ সেটি সংবিধানের সর্বনাশ ও সংরক্ষণ বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি।

এখন গণতান্ত্রিক সংবিধানের স্বীকার্য, নৈতিক প্রকৃতি এবং লক্ষ্য আলোচনা করা যাক।

পরিচ্ছেদ 2

[রূপরেখা ঃ গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব হচ্ছে স্বাধীনতা। গণতন্ত্রে স্বাধীনতার ধারণার দুটি দিক্ আছে ; এটা কতকটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ সকলে পদে আসীন হতে পারে এবং সকলের মতই প্রবল ; এটা কতকটা নাগরিক স্বাধীনতা অর্থাৎ সকলে 'নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন' করতে পারে। শাসন, বিচার এবং বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিধান ; রাজনৈতিক কাজের জন্য জনসাধারণকে বেতনদান এবং দীর্ঘপদাবধির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আপত্তি। পক্ষান্তরে লক্ষণীয় যে গণতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট রূপ ('কৃষি' রূপ?) ন্যায়ের এমন একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যার মধ্যে নিহিত আছে একটি সাধারণ এবং সর্বময় সাম্য ব্যবস্থা—অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা যা দরিদ্র শ্রেণীর অনুকূল নয়।]

§ 1. গণতন্ত্র জাতীয় সংবিধানের অন্তর্নিহিত ভাব হচ্ছে স্বাধীনতা। (সাধারণত বলা হয় যে একমাত্র গণতন্ত্রেই এটি উপভোগ করা যায় ; আরও বলা হয় যে এটি প্রত্যেক গণতন্ত্রেরই লক্ষ্য।) স্বাধীনতার একাধিক রূপ আছে। এর একটি রূপ [রাজনৈতিক, যা] হচ্ছে শাসক ও শাসিতের স্থান বিনিময়।

§ 2. ন্যায়ের গণতান্ত্রিক ধারণা হচ্ছে সংখ্যাগত সাম্যের উপভোগ, যোগ্যতার সমানুপাতিক সাম্যের উপভোগ নয়। ন্যায়ের এই সংখ্যাগত ধারণার ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে সার্বভৌম হবে জনসাধারণ ; সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছাই হবে চরম এবং তা হবে ন্যায়ের প্রকাশ। যুক্তিটি এই যে প্রত্যেক নাগরিক হবে অন্য সকলের সমান ; ফলে গণতন্ত্রে দরিদ্ররা ধনীদের অপেক্ষা অধিক সার্বভৌম হবে, কেননা তারা সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছাই হচ্ছে সার্বভৌম।

§ 3. এই হচ্ছে স্বাধীনতার প্রথম রূপ, যা গণতন্ত্রবাদীদের সকলের মতে তাদের ধরনের সংবিধানের লক্ষ্য হবে। অন্য রূপটি [নাগরিক, যা] হচ্ছে 'নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন'। গণতন্ত্রবাদীদের যুক্তিতে এইরূপ জীবন যাপনই হল স্বাধীন মানুষের কাজ, যেমন ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন না করাই হচ্ছে ক্রীতদাসের কাজ।

§ 4. এই হচ্ছে গণতন্ত্রের দ্বিতীয় লক্ষ্য। আদর্শের দিক্ থেকে এর সমস্যা হচ্ছে যে—কোন সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি, এবং তা না হলে, এমন মুক্তি যা আসে শাসক ও শাসিতের স্থান বিনিময় থেকে। সাম্যের ভিত্তিতে একটি সাধারণ স্বাধীনতা ব্যবস্থা স্থাপনে এইভাবে এ সাহায্য করে।

§ 5. এই হল গণতন্ত্রের ভাব, আর এই হল মূল যা থেকে এ পদ্ধতিলাভ করে। এখন আমরা এর গুণগুলি বা বিধানগুলি আলোচনার দিকে অগ্রসর হতে পারি। [শাসন বিভাগীয় খাতে], আধিকারিকদের নির্বাচন সকলের দ্বারা এবং সকলের থেকে হয়; এমন ব্যবস্থা আছে যেখানে সকলে প্রত্যেককে শাসন করে এবং প্রত্যেকে নিজের বেলা সকলকে শাসন করে; সকল পদে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা নিয়োগ ব্যবস্থা আছে—অথবা অন্তত সেই সমস্ত পদে কিছু হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং বৃত্তিমূলক নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না; এমন নিয়ম আছে যেখানে পদের জন্য কোন সম্পত্তি যোগ্যতা থাকবে না—বা অন্তত সেটা যতদূর সম্ভব নিম্নতম হবে; নিয়ম আছে যে সামরিক পদ ছাড়া কোন পদ এক ব্যক্তি দ্বারা কখনও দুবার অধিকৃত হবে না—অথবা অন্তত মাত্র কয়েকবার এবং তাও মাত্র কয়েকটি পদের বেলা; পরিশেষে নিয়ম আছে যে প্রত্যেক পদের কার্যকাল—অথবা অন্তত যতগুলির সম্ভব—অল্প হবে। [বিচার বিভাগীয় খাতে], ব্যবস্থা আছে গণ আদালতের, যারা সকল নাগরিকের অথবা সকল নাগরিকের থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত এবং যারা সক্ষম সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি করতে—অথবা অন্তত অধিকাংশের এবং শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণগুলির, যেমন সরকারী হিসাব নিরীক্ষা, সাংবিধানিক প্রশ্ন এবং চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়। [বিতর্ক বিভাগীয় খাতে], নিয়ম আছে যে লোকসভা সার্বভৌম হবে সকল বিষয়ে—অথবা অন্তত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে; এবং বিপরীতভাবে শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট-বর্গ কোন বিষয়ে সার্বভৌম হবে না—অথবা অন্তত যতদূর সম্ভব অল্প বিষয়ে হবে।

§ 6. যে গণতন্ত্রে লোকসভায় উপস্থিতির জন্য সমস্ত নাগরিককে বেতন দেওয়ার উপযুক্ত সংস্থান নেই সেখানে শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট-বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হচ্ছে কাউন্সিল।' যদি উপযুক্ত সংস্থান থাকে, তাহলে কাউন্সিল নিজেই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়; এবং জনসাধারণ বেতন পাওয়ামাত্র প্রত্যেকটি জিনিস নিজেদের হাতের মধ্যে আনতে শুরু করেঃ এটা লক্ষ্য করা হয়েছে ইতিপূর্বে আমাদের অনুসন্ধানের পূর্ববর্তী অংশে।

§ 7. এই বেতন প্রথা গণতন্ত্রের আর একটি গুণ। আদর্শ হচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রেই বেতন দেওয়া—লোকসভায়, আদালতে এবং শাসন বিভাগীয় ম্যাজি-স্ট্রেটবর্গকে; কিন্তু যদি তা দেওয়া না যায় তাহলে অন্তত দিতে হবে আদালতে, কাউন্সিলে এবং লোকসভার নির্দিষ্ট অধিবেশনে উপস্থিতির জন্য, এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের কোন সমিতিতে কাজ করার জন্য—অথবা নিদানপক্ষে এমন কোন সমিতিতে কাজ করার জন্য যেখানে সদস্যদের একত্র আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। (বলা যেতে পারে যে মুখ্যতন্ত্রের লক্ষণ হচ্ছে সুজন্ম,

ধন এবং সংস্কৃতি আর গণতন্ত্রের লক্ষণ মনে হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত—হীনজন্ম, দারিদ্র্য এবং অশিষ্টতা।)[৭৪]

§ 8. গণতন্ত্রের আর একটি গুণ হচ্ছে সমস্ত যাবজ্জীবন পদ বর্জন করা—অথবা অন্তত এই রকম যেকোন পদসমূহের ক্ষমতা সংকুচিত করা, যদি তারা কোন পূর্ববর্তী পরিবর্তনের যুগ থেকে উদ্বর্তিত হয়ে থাকে, এবং যেকোন যাবজ্জীবন পদে নিয়োগকে নির্ভরশীল করা ভাগ্য পরীক্ষার উপর, নির্বাচনের উপর নয়।

§ 9. সাধারণত এইগুলি গণতন্ত্রের সাধারণ গুণ। কিন্তু যদি আমরা গণতন্ত্রের আকৃতির দিকে এবং যে ধরনের জনসাধারণ সাধাবণত এর বিশেষ প্রতিরূপক বলে বিবেচিত হয় তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে একে সংযুক্ত করতে হবে [এই গুণগুলিব সঙ্গে ততটা নয, যতটা] সেই ন্যায়ের ধারণার সঙ্গে যা পরিচিত গণতান্ত্রিক ধারণা—সংখ্যাগত ভিত্তিতে সকলের অধিকারের সমতার ধারণা। এখানে সমতার অর্থ এই হতে পারে যে দরিদ্র শ্রেণী ধনীদের অপেক্ষা অধিক কর্তৃত্ব করবে না, অথবা, অন্য ভাষায়, এরাই কেবল সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করবে না, সেটা সকল নাগরিকের উপর সমানভাবে ন্যস্ত হবে সংখ্যাগত ভিত্তিতে। এই ব্যাখ্যা গৃহীত হলে গণতন্ত্রের সমর্থকরা বিশ্বাস করতে পারবেন যে সাম্য—এবং স্বাধীনতা—যথার্থই তাঁদের সংবিধানে লাভ করা যায়।

পরিচ্ছেদ 3

[রূপরেখা : গণতন্ত্রে কিভাবে সাম্য লাভ করা যাবে? সম্পত্তিই কি ভিত্তি হবে এবং সমপরিমাণ সম্পত্তিকে সমপরিমাণ অধিকার দিতে হবে, না ভিত্তি হবে ব্যক্তি? প্রস্তাব করা যেতে পারে যে সম্পত্তি ও ব্যক্তি উভয়কেই বিবেচনা করতে হবে এবং সার্বভৌমত্ব আরোপ করতে হবে অধিকাংশ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর, যারা অধিকাংশ সম্পত্তিরও মালিক।]

§ 1. এর থেকে প্রশ্ন উঠবে, 'কিভাবে এরূপ সাম্য কার্যত লাভ করা যাবে?' নাগরিকদের কর-নির্ধারিত সম্পত্তিগুলিকে কি দুটি সমান ব্লকে ভাগ করা হবে? একটি ব্লকে কি 500 বৃহৎ মালিক এবং অন্য ব্লকে 1000 ক্ষুদ্র মালিক থাকবে? এবং 1000 জনের ও 500 জনের কি সমান ভোটদানের ক্ষমতা থাকবে? অথবা, বিকল্পে, এই ধরনের সাম্য [অর্থাৎ সম্পত্তিমূলক সাম্য, ব্যক্তিমূলক নয়] পরিগণিত হবে অন্য কোন ব্যবস্থা অনুযায়ী—যেমন ধরা যাক সম্পত্তিগুলিকে পূর্বের মতো দুটি সমান ব্লকে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু তারপর এক ব্লকের 500 মালিক এবং অন্য ব্লকের 1000 মালিকের মধ্য থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে, এবং এইভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচনের [ম্যাজিস্ট্রেটদের] ও আদালতের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে?

§ 2. [কার্যত অন্যতর ব্যবস্থার অর্থ সংবিধানকে সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।] এখন প্রশ্ন হচ্ছে সম্পত্তিভিত্তিক সংবিধানই কি গণতন্ত্রে অনুভূত ন্যায়ের সর্বাধিক অনুরূপ? অথবা সংখ্যাভিত্তিক [অর্থাৎ সম্পত্তি-ভিত্তিক নয়, বরং ব্যক্তিভিত্তিক] সংবিধানই আরও যথার্থভাবে ন্যায়ের অনুরূপ? উত্তরে গণতন্ত্রবাদীরা বলেন যে সংখ্যাগুরু ব্যক্তিদের ইচ্ছার মধ্যেই ন্যায় নিহিত। উত্তরে মুখ্যতন্ত্রবাদীরা বলেন যে সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে যারা সংখ্যায় বেশী তাদের ইচ্ছার মধ্যেই ন্যায় নিহিত, এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে সম্পত্তির ভারের ভিত্তিতে।

§ 3. উভয় উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অসাম্য ও অন্যায়। যদি ন্যায় নিহিত হয় কয়েকজনের [অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী কয়েকজনের] ইচ্ছার মধ্যে, তাহলে যুক্তিসিদ্ধ ফল হচ্ছে স্বৈরাচারতন্ত্র; কেননা যদি আমরা ন্যায়ের মুখ্যতান্ত্রিক ধারণাকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাই, তাহলে একমাত্র ব্যক্তি, যার সম্পত্তি অন্য সকল মালিকের সম্পত্তির সমষ্টির চেয়ে বেশী, তারই ন্যায়সংগত দাবি হবে একমাত্র শাসক হবার। পরন্তু

যদি ন্যায় নিহিত হয় সংখ্যাগুরু ব্যক্তিদের ইচ্ছার মধ্যে, তাহলে ঐ সংখ্যাগুরুরা, যেমন আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, নিশ্চিতভাবে অন্যায় আচরণ করবে এবং ধনী সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে।

§ 4. এই অবস্থায়, উভয়পক্ষের প্রতিপাদিত ন্যায়ের সংজ্ঞার আলোকে, আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'কি ধরনের সাম্যে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে?' উভয় পক্ষ স্বীকার করেন যে নাগরিকমণ্ডলীর বৃহত্তর অংশই সার্বভৌম হবে। ঐ উক্তি আমরা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু অবিকৃতভাবে নয়। [আমরা এইভাবে একে রূপান্তরিত করতে পারি।] রাষ্ট্র দুটি শ্রেণী দ্বারা গঠিত—ধনী এবং দরিদ্র। সুতরাং আমরা উভয় শ্রেণীর ইচ্ছার উপর অথবা উভয়ের সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছার উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ কবতে পাবি। [এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে উভয় শ্রেণীর ইচ্ছা বা উভয়ের সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছা অনুরূপ।] কিন্তু ধরা যেতে পারে যে উভয় শ্রেণী একমত নয় এবং বিরুদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণে স্থিরসংকল্প। সেক্ষেত্রে আমরা সার্বভৌমত্ব আরোপ করতে পারি অধিকাংশ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর, যারা অধিকাংশ সম্পত্তিরও মালিক।

§ 5. আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি। ধরা যাক ধনীদের সংখ্যা 10 এবং দরিদ্রদের সংখ্যা 20 ; এবং ধরা যাক 10 জনের মধ্যে 6 জন এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যা 20 জনেব মধ্যে 15 জনেব সিদ্ধান্তেব বিরোধী। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে ধনীদের সংখ্যালঘু 4 জন দরিদ্রদের সংখ্যাগুরুদেব সঙ্গে একমত , আবাব দরিদ্রদের সংখ্যালঘু 5 জন ধনীদের সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে একমত। সেক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব নিহিত হবে সেই পক্ষের ইচ্ছার মধ্যে [6+5 এর পক্ষ হক, 15+4 এর পক্ষ হক] যার সভ্যরা, উভয় উপাদান একত্র করার পর, অপর পক্ষের সভ্যদের সম্পত্তির অপেক্ষা অধিক সম্পত্তির মালিক হবে।

§ 6. অবশ্য উভয় পক্ষ অবিকল সমান হওয়ার ফলে অচলাবস্থার উদ্ভব হতে পারে ; কিন্তু সেজন্য আজকাল লোকসভা বা আদালত সমভাবে বিভক্ত হলে যেসব অসুবিধা সাধারণত দেখা দেয় তার চেয়ে বেশী অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। প্রতিকার হচ্ছে ভাগ্য পরীক্ষা বা অনুরূপ অন্য কোন পদ্ধতি দ্বারা মীমাংসা।

সাম্য ও ন্যায়ের এই সকল বিষয়ে তত্ত্বের দিক থেকে সত্য নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন কাজ। কঠিন হলেও নিজের স্বার্থলাভের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের ন্যায়সংগত কাজে প্রণোদিত করার চেয়ে এ অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল তারাই সাম্য ও ন্যায়ের জন্য নিয়ত চিন্তান্বিত। যারা সবল তারা অন্যায়ের দিকে দৃক্‌পাতও করে না।

পরিচ্ছেদ 4

[রূপরেখা ঃ (a) গণতন্ত্রের কৃষিরূপ। স্থিতিশীলতার স্বার্থে এখানে সমগ্র নাগরিক সংস্থার অধিকার এবং সম্পত্তিশালী শ্রেণীদের অধিকারের মধ্যে একটা সমতার প্রয়োজন ; এই সমতা লাভ করা যেতে পারে (1) সমগ্র নাগরিকসংস্থাকে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনের, তাদের কৈফিয়ত তলবের এবং আদালতে বসবার অধিকার তিনটি দিয়ে, এবং (2) সম্পত্তিশালী শ্রেণীদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলি দখল করবার অধিকারটি দিয়ে। কৃষিজীবী জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্যও উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। (b) গণতন্ত্রের মেষপালকরূপ। (c) যে রূপটি কারিগর, দোকানদার এবং দিন মজুর জাতীয় জনসাধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলকে নির্বিচারে অধিকার দেওয়া নীতির সঙ্গে প্রায়ই এই রূপটির সংযোগ দেখা যায় ঃ আরও বিচক্ষণ নীতি হচ্ছে তখনই ক্ষান্ত হওয়া যখন জনসাধারণের শক্তি মর্যাদাশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিলিত শক্তিকে অতিক্রম করেছে। অন্য যে সব নীতি গণতন্ত্রের এইরূপটিতে অনুসৃত হতে পারে।]

§ 1. আমাদের অনুসন্ধানের পূর্ববর্তী অংশে ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছে যে গণতন্ত্রের চারটি প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে সেটি যেটি শ্রেণী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। সমস্ত প্রকারের মধ্যে এটি আবার প্রাচীনতম। কিন্তু এর প্রথম স্থান অধিকার করার কারণ তা নয় ঃ কারণটি বিভিন্ন জাতীয় জনসাধারণের ক্রম নির্ণয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথম এবং উৎকৃষ্টতম জনসাধারণ হচ্ছে কৃষিজীবীরা ; সুতরাং যেখানে অধিকাংশ জনসাধারণ কৃষি বা পশুচারণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে সেখানে গণতন্ত্র রচনার কোন অসুবিধা হয় না।

§ 2. তেমন অধিক পরিমাণ সম্পত্তি না থাকায় এরূপ লোকরা কর্মব্যস্ত থাকে ; অতএব তাদের জনসভায় যোগদানের সময় থাকে না। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান না থাকায় তারা কর্মে অনুবন্ধ থাকে এবং পরদ্রব্যে লোভ করে না ; বস্তুত তারা রাজনীতি ও শাসন অপেক্ষা কর্মে অধিক আনন্দ পায়—অবশ্য যদি সরকারী সংস্রব থেকে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা না থাকে।

§ 3. সম্মান অপেক্ষা লাভের প্রতি জনসাধারণের লোভ বেশী ; যে ধৈর্যের সঙ্গে তারা প্রাচীন যুগের স্বৈরাচারতন্ত্র সহ্য করেছিল, এবং কর্ম ব্যাহত না হলে এবং অর্জিত ধন লুণ্ঠিত না হলে এখনও মুখ্যতন্ত্র সহ্য করে

চলেছে, তা লক্ষণীয়। সুযোগ পেলে তারা অবিলম্বে হয় সমৃদ্ধিতে আরোহণ করবে না হয় অন্তত দারিদ্র্যকে অতিক্রম করবে।

§ 4. জনসাধারণের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার যেকোন লালসা পরিতৃপ্ত হবে যদি ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন করবার এবং জবাবদিহি চাইবার অধিকার তাদের দেওয়া হয়। বস্তুত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেখানে জনসাধারণ আরও অল্প পরিমাণ ক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট হবে। ম্যাণ্টিনিয়ার উদাহরণ দিচ্ছি: সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনের অধিকার জনসাধারণের ছিল না (তার বদলে এটা ন্যস্ত হয়েছিল জনমণ্ডলী থেকে পর্যায়ানুক্রমিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপর), কিন্তু তাদের অন্তত বিতর্কের ক্ষমতা ছিল।

§ 5. এরূপ ব্যবস্থা [জনসাধারণকে সীমিত ক্ষমতা মাত্র দিলেও] এখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হবে; ম্যাণ্টিনিয়াতেও তাই হয়েছিল।

এই সব সাধারণ যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায় যে নীতি ও সাধারণ রীতি গণতন্ত্রের প্রথম [অর্থাৎ কৃষি] প্রকারটির মধ্যে একটি সমসংস্থিত ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। একদিকে সমস্ত নাগরিক ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনের, কৈফিয়ত চাওয়ার এবং আদালতে বসার অধিকার তিনটি উপভোগ করবে; অন্যদিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ভর্তি করা হবে নির্বাচন দ্বারা এবং সীমাবদ্ধ থাকবে তাদের মধ্যে যাদের সম্পত্তি যোগ্যতা আছে। পদের গুরুত্ব যত বেশী হবে প্রয়োজনীয় সম্পত্তি যোগ্যতাও তত অধিক হবে। বিকল্পে, কোন পদের জন্যই সম্পত্তি যোগ্যতার প্রয়োজন হবে না, কিন্তু কার্যত নিযুক্ত হবে কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিরা।

§ 6. এইভাবে শাসিত রাষ্ট্র অবশ্যই সুশাসিত হবে (এর পদগুলি সব সময়ে শ্রেষ্ঠতম সভ্যদের হাতে থাকবে এবং তাতে জনসাধারণ সম্মতি দেবে আর গুণী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঈর্ষা পোষণ করবে না); এবং যে ব্যবস্থা যুগপৎ অপর এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের শাসন থেকে তাদের রক্ষা করে এবং (অপরকে কৈফিয়ত তলবের অধিকার দেওয়ার ফলে) তাদের নিজেদের উচিত শাসনকে নিঃসন্দেহ করে, সেখানে গুণী ব্যক্তিরা এবং মর্যাদাশালীরা অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবে।

§ 7. এরূপ পরাধীনতায় থাকা এবং যথারুচি কাজ করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়া যেকোন মানুষের পক্ষে হিতকর। ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা আমাদের সকলের অন্তর্নিহিত কুৎসিত আবেগ থেকে আত্মরক্ষা করবার কোন উপায়ই রাখে না। যেখানে দায়িত্ব আছে সেখানে যেকোন সংবিধানে প্রথম পর্যায়ের সুবিধা সব সময়েই পাওয়া যাবে: শাসন পরিচালিত হবে গুণী

ব্যক্তিদের দ্বারা এবং তারা অসদাচার থেকে রক্ষা পাবে, আর জনসাধারণ তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে।

§ 8. এটা সুস্পষ্ট যে গণতন্ত্রের এই প্রকারটি [কৃষিজীবী জনসাধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকারটি] সর্বশ্রেষ্ঠ ; এবং কারণটিও সুস্পষ্ট—যে-জনসাধারণের উপর এটি প্রতিষ্ঠিত তার একটি নির্দিষ্ট গুণ আছে। এরূপ জনসাধারণের সৃষ্টিতে প্রাচীন যুগে সাধারণত প্রচলিত কতকগুলি আইন বেশ কার্যকর হবে—যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে ভূসম্পত্তি সঞ্চয় একেবারে বন্ধ করা, অথবা অন্তত নগরকেন্দ্র বা নগরসীমানার একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে সঞ্চয় বন্ধ করা।

§ 9. অনেকগুলি রাষ্ট্রে মালিক কর্তৃক তার পরিবারকে প্রথমে বিলি করা জমির বিক্রয় বন্ধ করার আইনও ছিল ; আরও আইন আছে [এলিসে] যার প্রণেতা বলে মনে করা হয় অক্সাইলাসকেঃ এই আইন কার্যত যেকোন ভূস্বামী কর্তৃক তার ভূমির একটি নির্ধারিত অংশ বন্ধক রাখা বন্ধ করে। [যদি এরূপ আইন না থাকে এবং ইতিপূর্বে ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে] প্রতিকার হিসাবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হিসাবে অ্যাফিটিস [স্যালোনিকার নিকটবর্তী একটি শহর]-এর আইনের মতো একটি আইন গ্রহণ করতে হবে।

§ 10. অ্যাফিটিসের অধিবাসীরা সকলে কৃষিকর্মে ব্যাপৃত, যদিও তাদের মধ্যে বৃহৎ জনসংখ্যা এবং ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সমন্বয় দেখা যায়। কারণ এই যে সমগ্র ভূসম্পত্তির উপর একটিমাত্র একক হিসাবে কর নির্ধারিত হয় না। কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভূসম্পত্তি কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত হয় ; এবং খণ্ডগুলি এতদূর ক্ষুদ্র যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ভূস্বামীদের উপর নির্ধারিত করও [রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্যতা হিসাবে] প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হবে।

§ 11. কৃষিজীবী জনসাধারণের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ [গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে] জনসাধারণ হচ্ছে মেষপালকরা, যারা মেষকুল পালনের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। তাদের অনেকগুলি বিশেষত্ব কৃষিজীবীদের মতো ; কিন্তু সবল দেহ এবং অনাবৃত স্থানে বাস করার ক্ষমতার জন্য তাদের বিশেষভাবে শিক্ষিত এবং দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করা হয় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে।

§ 12. অন্য ধরনের জনসাধারণ, যারা গণতন্ত্রের অন্য প্রকারগুলির ভিত্তিস্বরূপ, তারা প্রায় সকলেই অনেক নিকৃষ্ট প্রকৃতির। তারা নিকৃষ্ট ধরনের জীবন যাপন করেঃ এবং কারিগর, দোকানদার এবং দিনমজুর দ্বারা গঠিত জনসাধারণ যেসব বৃত্তি অনুসরণ করে তার কোনটির মধ্যেই উৎকর্ষের স্থান নেই।

§ 13. পণ্যশালা ও নগরকেন্দ্রের চারপাশে ঘোরাফেরা করার জন্য এই শ্রেণীর লোকদের পক্ষে লোকসভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া সাধারণত সহজঃ কৃষিজীবীদের কথা স্বতন্ত্র—তারা গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত থাকে, অত ঘন ঘন মিলিত হয় না আর এইভাবে মিলিত হবার প্রয়োজনও তেমন অনুভব করে না।

§ 14. যেখানে [কৃষিজীবী এবং মেষপালক জনসাধারণ ছাড়া] নগর থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত গ্রামাঞ্চলের আরও একটি সুবিধা আছে, সেখানে একটি সুগণতন্ত্র বা একটি সু'নিয়মতন্ত্র' রচনা করা সহজ। জনসাধারণকে তখন বাধ্য হয়ে নগরের বাইরে তাদের জমির উপর গৃহস্থাপন করতে হয়; এবং তার পরেও যদি পণ্যশালার আশপাশে বাসকারী একটি জনতা পরিত্যক্ত থাকে, তাহলে যেখানে গণতান্ত্রিক সংবিধান বিদ্যমান সেখানে নিয়ম করতে হবে যে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী উপস্থিত হতে না পারলে লোকসভার কোন অধিবেশন চলবে না।

§ 15. গণতন্ত্রের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকারটি কিভাবে রচিত হবে তা বলা হয়েছে। যা বলা হয়েছে তার থেকে এটাও পরিষ্কার কিভাবে অন্য প্রকারগুলি গঠিত হবে। তাদের [প্রথম প্রকারের আদর্শ থেকে] বিচ্যুতি ঘটবে পর্যায়ক্রমে এবং প্রতি পর্যায়ে উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট শ্রেণীর পরিগ্রহণে।'

সকল শ্রেণী সমানভাবে শেষ প্রকারটির অন্তর্ভুক্তঃ একে সকল রাষ্ট্র সহ্য করতে পারে না, এবং আইন ও রীতির দিক থেকে যথাযথ সংগঠিত না হলে এ নিজে আদৌ স্থায়ী হবে না। এর এবং অন্য প্রকার সরকারের ধ্বংসের কারণগুলি ইতিপূর্বে মুখ্যত বর্ণনা করা হয়েছে [পূর্ববর্তী খন্ডে]।

§ 16. এর রচনার সময়ে লোকদলের নেতারা সাধারণত শুধু যতদূর সম্ভব সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণকে শক্তিশালী করবার নীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। যাদের জন্ম বৈধ কেবল তাদেরই নাগরিকতা দেওয়া হয় না, যাদের জন্ম অবৈধ তাদেরও দেওয়া হয়; যাদের পিতামাতার একজন মাত্র —পিতা বা মাতা—নাগরিক তাদের নাগরিকতা দেওয়া হয়ঃ বস্তুত এই ধরনের এমন কিছু নেই যা এরূপ রাষ্ট্রে 'জনসাধারণ'-এর নিকট লাভজনক হবে না।

§ 17. কিন্তু যদিও এই রচনানীতি প্রজানায়করা সাধারণত অনুসরণ করেন, তাহলেও যে নীতি অনুসরণ করা উচিত তা ভিন্ন। সংখ্যা বৃদ্ধি তখনই বন্ধ করতে হবে যখন জনসাধারণ মর্যাদাশালী ও মধ্যবিত্তদের মিলিত শক্তিকে অতিক্রম করেছে। এর উর্ধ্বে কখনও তার যাওয়া উচিত নয়।' এর অধিক যেকোন সংখ্যা অচিরে সংবিধানের ভারসাম্যকে বিচলিত করবে; তাছাড়া এ মর্যাদাশালীদের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও বেশী কোপ প্রকাশ করতে উত্তেজিত করবেঃ কাইরিনিতে এই মনোভাব বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। ক্ষুদ্র অমঙ্গলকে

উপেক্ষা করা যেতে পারে ; কিন্তু যে অমঙ্গল বিরাট রূপ ধারণ করে তা সর্বদা মানুষের চোখের সম্মুখে থাকে।

§ 18. অ্যাথেন্সে গণতন্ত্রের উন্নতিকল্পে ক্লায়েস্থিনিস যেসব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন অথবা কাইরিনিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, গণতন্ত্রের এই শেষ ও চরম প্রকারটির রচনার পক্ষে উপযোগী অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি তাদের মতো।

§ 19. তার অর্থ এই যে পুরাতনের পাশে কতকগুলি নতুন উপজাতি ও গোষ্ঠী অনুষ্ঠিত করতে হবে ; বেসরকারী ধর্মাচারগুলির সংখ্যা হ্রাস করতে হবে এবং তাদের সাধারণ কেন্দ্রে পরিচালিত করতে হবে ; এবং যাতে নাগরিকরা সকলে যতদূর সম্ভব মেলামেশা করতে পারে এবং তাদের আগেকার অনুরক্তিগুলি চূর্ণ হয়ে যায় তার জন্য প্রত্যেকটি কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

§ 20. স্বৈরাচারীরা যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেন সেগুলিকেও সমানভাবে গণতন্ত্রের [চরম প্রকারের] অনুকূল মনে করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ক্রীতদাসদের দেওয়া অবাধ স্বাধীনতার (যা কিছু-দূর পর্যন্ত সুবিধাজনক ও সহায়ক হতে পারে) এবং নারীদের ও সন্তানদের দেওয়া অবাধ স্বাধীনতার।' আরও উল্লেখ করা যেতে পারে 'ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন' রীতি ক্ষমা করার নীতির। এই নীতি যে সংবিধানে অনুসৃত হয় সে সংবিধান সুনিশ্চিতভাবে অনেকখানি সমর্থন লাভ করে। নিয়মিত জীবন অপেক্ষা অনিয়মিত জীবন যাপনেই অধিকাংশ মানুষ বেশী আনন্দ পায়।

পরিচ্ছেদ 5

[রূপরেখা : নির্দোষ ভিত্তিতে গণতন্ত্র রচনা করলেই চলবে না, তাদের স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। গণতন্ত্রের উচ্চতম পরিমাণের ব্যবস্থা যথার্থ নীতি নয়, তার দীর্ঘতম স্থায়িত্বের ব্যবস্থাই যথার্থ নীতি। সুতরাং সংযমই সমীচীন। ধন বাজেয়াপ্ত করণের নীতি দ্বারা ধনীদের অননুরক্ত করা উচিত নয় এবং রাজনৈতিক কাজের জন্য বেতন দান ব্যবস্থাকে পরিমিত সীমার মধ্যে রাখা উচিত; পক্ষান্তরে সরকারী এবং বেসরকারী সামাজিক সেবা ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য উপায় অবলম্বন করা উচিত।]

§ 1. ব্যবস্থাপকরা এবং এই ধরনের [অর্থাৎ চরম গণতন্ত্র ধরনের] যেকোন সংবিধানের ভাবী প্রতিষ্ঠাতারা উপলব্ধি করবেন যে রচনার কাজ তাঁদের একমাত্র বা প্রধান কাজ নয়। সংবিধানের সংরক্ষণই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস। যেকোন সংবিধানের অধীনে একটি রাষ্ট্র দুদিন বা তিনদিন টিকতে পারে ; [টিকে থাকার পরীক্ষাই হল আসল পরীক্ষা]।

§ 2. সুতরাং ব্যবস্থাপকদের উচিত সংবিধানের সংরক্ষা এবং ধ্বংসের কারণগুলির প্রতি মনোনিবেশ করা—এ বিষয়টির আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে—এবং সেই ভিত্তিতে তাঁদের উচিত স্থায়িত্ব নির্মাণের উপর চেষ্টা নিয়োজিত করা। ধ্বংসের সমস্ত উপাদান সম্বন্ধে তাঁদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন ; তাঁদের রাষ্ট্রকে দিতে হবে এমন প্রচলিত বা প্রণীত আইন যার মধ্যে সকলের উপর থাকবে সংরক্ষণের সকল উপাদান ; তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত যে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র উভয়ের যথার্থ নীতি অন্যতরের যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণের নিশ্চিত ব্যবস্থা নয়, উভয়ের যতদূর সম্ভব দীর্ঘ জীবনের নিশ্চিত ব্যবস্থা।

§ 3. আমাদের নিজেদের আমলেও প্রজানায়করা রাষ্ট্রের জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য অত্যুৎসুক হয়ে আদালতের সাহায্যে বহু পরিমাণ সম্পত্তি সাধারণের ব্যবহারের জন্য বাজেয়াপ্ত করেন। যারা তাদের সংবিধানের মঙ্গল চায় তাদের এসব প্রথা সংশোধন করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাদের আইন করা উচিত যাতে আদালতে নির্ধারিত জরিমানা সরকারী সম্পত্তি না হয়ে বা কোষভুক্ত না হয়ে দেবসেবায় নিয়োজিত হয়। সেক্ষেত্রে অপরাধীরা এখনকার চেয়ে বেশী অসাবধান হবে না (তাদের তখনও একই জরিমানা দিতে হবে), এবং কোন লাভ না হওয়ায় জনসাধারণ সব আসামীকে দণ্ড দিতে কম ইচ্ছুক হবে।

§ 4. সরকারী অভিশংসন যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত ; এবং অনিয়ত অভিযোগ আনা থেকে অভিশংসকদের নিবৃত্ত করার জন্য ভারী জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে। এরূপ অভিযোগ সাধারণত মর্যাদাশালীদের বিরুদ্ধে আনা হয়, যারা লোকদলের অন্তর্ভুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় না ; কিন্তু যেখানে অনুসরণ করা সম্ভব, যথার্থ নীতি হচ্ছে সমস্ত নাগরিককে সংবিধান এবং তার অধীন সরকাবেব প্রতি সমভাবে অনুরক্ত বাখা, অথবা, তা না হলে, অন্তত যেকোন নাগরিককে সরকারকে শত্রু বিবেচনা করা থেকে বিরত করা।

§ 5. চরম গণতন্ত্র সাধারণত দেখা যায় জনবহুল রাষ্ট্রে, যেখানে বেতন ব্যবস্থা ছাড়া নাগরিকদের লোকসভায় হাজির করানো কঠিন। এরূপ ব্যবস্থা মর্যাদাশালীদের পক্ষে দুর্বহ হয়ে ওঠে—যদি এর খরচ চালাবার মতো আয় আগে থেকে রাষ্ট্রের হাতে না থাকে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে সম্পত্তির উপর কর বসিয়ে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং অপকৃষ্ট আদালতেব মাধ্যমে ; অতীতে এই সব পদ্ধতিই অনেক গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটিয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে যথেষ্ট আয় আগে থেকে হাতে না থাকলে লোকসভার অধিবেশন মাঝে মাঝে হওয়া উচিত, আব গণ আদালতের সদস্য সংখ্যা যত বেশী তাদের অধিবেশন সংখ্যা তত কম হওয়া উচিত।

§ 6. আদালতের অধিবেশন যদি এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে দুটি সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রথমত, ধনী শ্রেণীরা সংশ্লিষ্ট খরচে আর ভয় পাবে না—বিশেষত যদি শুধু দরিদ্রদের কোন বেতনপ্রাপ্তি অনুমোদন করা হয় এবং ধনীদের না হয় ; দ্বিতীয়ত, আদালতে অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি অনেক সুষ্ঠুভাবে হবে, কেননা ধনীরা (যারা একটানা বহুদিন কাজকর্মে অনুপস্থিত হতে ইচ্ছুক নয়, কিন্তু অল্প অনুপস্থিতিতে যাদের আপত্তি নেই, তারা) এখন যোগদান করতে ইচ্ছুক হবে।

§ 7. পরন্তু যেখানে বেতন ব্যবস্থার খরচ চালানোর জন্য রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় আছে সেখানে [তা ঐ উদ্দেশ্যে খুব সাবধানে খরচ করা উচিত, এবং] প্রজানায়কদের বর্তমান যুগে অনুসৃত নীতি পরিহার করা উচিত। যা কিছু উদ্বৃত্ত তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করাই তাঁদের অভ্যাস ; এবং তা পাওয়ার সময়ে জনসাধারণ আবার চায়। দরিদ্রদের এইভাবে সাহায্য করা সচ্ছিদ্র জলপাত্র পূর্ণ করার মতো....তবুও জনসাধাবণ যাতে অতি দবিদ্র না হয় সেটা দেখা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রবাদীর কর্তব্য।

§ 8. গণতন্ত্রের দোষের মূলই হল দারিদ্র্য। সে কারণে সমৃদ্ধির স্থায়ী স্তর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এটি সমৃদ্ধিশালীদের নিজেদের সমেত সকল শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ; সুতরাং যেকোন উদ্বৃত্ত

আয়কে একটি নিধিতে সঞ্চয় করা এবং তারপর মোটটিকে বৃহৎ অনুদানের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে উপযুক্ত নীতি। পর্যাপ্ত নিধি সংগৃহীত হলে আদর্শ বিতরণ পদ্ধতি হচ্ছে একখণ্ড জমি ক্রয়ের উপযুক্ত অনুদানের ব্যবস্থা করা ; তা না হলে অনুদান এমন বৃহৎ হবে যাতে লোকে বাণিজ্য বা কৃষি আরম্ভ করতে পারে।

§ 9. যদি এই রকম অনুদানের ব্যবস্থা সকল দরিদ্রের জন্য একসঙ্গে করা না যায়, তাহলে উপজাতি বা অন্য বিভাগ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবেঃ ইতিমধ্যে ধনীদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থদান করতে হবে যাতে দরিদ্ররা লোকসভার বাধ্যতামূলক অধিবেশনে উপস্থিতির জন্য বেতন পায় ; আর পরিবর্তে নিরর্থক সাধারণ সেবা [যেমন নাট্যানুষ্ঠানে সমবেত সংগীতসজ্জা] থেকে তাদের অব্যাহতি দিতে হবে। এরূপ সাধারণ ধরনের নীতি দ্বারাই কার্থেজ সরকার জনসাধারণের শুভেচ্ছা লাভ করেছে। এ সাধারণ শ্রেণীর মানুষদের নিয়মিতভাবে প্রাদেশিক শহরে পাঠায় এবং এই-ভাবে তাদের সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে।

§ 10. সহৃদয় ও সুবুদ্ধি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও কাজের ব্যবস্থা দ্বারা দরিদ্রদের সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে—প্রত্যেকে একটি দলের ভার নিতে পারে এবং প্রত্যেকে অনুদানের দ্বারা নিজ দলের লোকদের জীবনারম্ভে সহায়তা করতে পারে। ট্যারেণ্টামের নাগরিকদের দৃষ্টান্তেরও অনুকরণযোগ্য বলে প্রশংসা করা যেতে পারেঃ ধনীরা দরিদ্রদের সঙ্গে তাদের সম্পত্তি ভোগ করে এবং এইভাবে জনসাধারণের সদিচ্ছা লাভ করে।

§ 11. ট্যারেণ্টামবাসীরা ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেও দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে—একটিতে নিয়োগ হয় নির্বাচন দ্বারা, অন্যটিতে নিয়োগ হয় ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারাঃ ধারণা এই যে শেষোক্তটি জনসাধারণকে পদে অংশ গ্রহণ করতে দেবে আর প্রথমোক্তটি উৎকৃষ্টতর প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। ম্যাজিস্ট্রেট-দের প্রত্যেকটি সমিতির সদস্যদের যদি নির্বাচন দ্বারা নিযুক্ত এবং ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা নিযুক্ত এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, তাহলেও একই ফল লাভ করা যেতে পারে।

B

মুখ্যতন্ত্র রচনা

পরিচ্ছেদ 6

[রূপরেখা : সর্বোত্তম মুখ্যতন্ত্র সর্বোত্তম অথবা কৃষি গণতন্ত্রের অনুরূপ হবে : এখানে পদ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হবে পরিমিত সম্পত্তি যোগ্যতার। গণতন্ত্রের শেষ অথবা 'চরম' রূপের অনুরূপ মুখ্যতন্ত্রের শেষ রূপটিতে সর্বাধিক সতর্কতার প্রয়োজন। সাধারণত গণতন্ত্র যেমন নির্ভর করে পরিমাণ বা সংখ্যার উপর তেমনি মুখ্যতন্ত্রের নির্ভর করা উচিত তার গঠনের গুণের উপর।]

§ 1. গণতন্ত্র কিভাবে রচিত হবে তা আপাতত বোঝানো হয়েছে ; এবং সেই প্রসঙ্গে বস্তুত বোঝানো হয়েছে কিভাবে মুখ্যতন্ত্র গঠিত হওয়া উচিত। মুখ্যতন্ত্রের প্রত্যেক প্রকারটি নির্মিত হওয়া উচিত বৈপরীত্য নীতি অনুসারে —অর্থাৎ প্রত্যেকটির গঠন কল্পনা করা উচিত গণতন্ত্রের প্রাতিষঙ্গিক বিশেষ রূপটির গঠন অনুযায়ী। প্রথম এবং সংযততম মুখ্যতন্ত্র [সুতরাং প্রথম এবং সর্বোত্তম গণতন্ত্রের অনুরূপ হবে।' বস্তুত, এটি] 'নিয়মতন্ত্র' নামে প্রচলিত সংবিধানের একান্ত সজাতীয়।

§ 2. এ ধরনের মুখ্যতন্ত্রে সম্পত্তি যোগ্যতার দুটি পৃথক্ নামাবলি থাকবে, একটি উচ্চতর এবং একটি নিম্নতর। নিম্নতর নামাবলিতে স্থান পেলে লোক নিম্নতম পূরণীয় পদগুলির যোগ্যতা অর্জন করবে ; কিন্তু তদধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতে হলে উচ্চতর নামাবলিতে স্থান পেতে হবে। পরন্তু যোগ্যতার নামাবলিতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত সম্পত্তি অর্জন করেছে এমন যেকোন ব্যক্তিকেই সাংবিধানিক অধিকার দিতে হবে ; এইভাবে জনসাধারণের একটি পর্যাপ্ত সংখ্যা অধিকার লাভ করবে এবং রাষ্ট্রে অধিকার-ভোগীরা অধিকার বর্জিতদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

§ 3. যে ব্যক্তিদের নতুন অধিকার দেওয়া হচ্ছে তাদের সব সময়ে জন-সাধারণের উৎকৃষ্টতর অংশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

মুখ্যতন্ত্রের পরবর্তী প্রকারটি যেভাবে নির্মিত হবে তা প্রথমটির মতোই, কিন্তু কিছু দৃঢ়তা [পদ গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে] অবলম্বন করতে হবে। পরিশেষে আমরা মুখ্যতন্ত্রের সেই প্রকারটিতে পৌঁছব যেটি চরম গণতন্ত্রের প্রাতিষঙ্গিক। মুখ্যতন্ত্রের এই প্রকারটি প্রায় শাসনকারী চক্রের মতো এবং

স্বৈরাচারতন্ত্রের একান্ত সগোত্র ; এবং যেহেতু এটি নিকৃষ্টতম এর জন্য আরও অধিক সতর্কতার প্রয়োজন।

§ 4. সুস্থদেহসম্পন্ন ব্যক্তি বিপদের সম্মুখীন হতে পারেঃ দক্ষ নাবিক সমন্বিত সমুদ্রগামী জাহাজ জলমগ্ন না হয়ে কতকগুলি দুর্ঘটনায় উত্তীর্ণ হতে পারে ; কিন্তু দুর্বল এবং অসুস্থদেহসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা অপটু গঠনযুক্ত এবং অনিপুণ নাবিক চালিত জাহাজ একটি সামান্য দুর্গতিরও সম্মুখবর্তী হতে পারে না। সংবিধান সম্পর্কেও ঠিক একথাই সত্যঃ অপকৃষ্টতমের জন্য প্রয়োজন অধিকতম অবধান।

§ 5. জনবহুলতাই সাধারণত গণতন্ত্রকে রক্ষা করে ; সেখানে সংখ্যা বিপরীত নির্ধারকটির পরিবর্তে কাজ করবেঃ সেটি হচ্ছে যোগ্যতার ভিত্তিতে বণ্টনমূলক ন্যায়ের ব্যবস্থা [যা উৎকৃষ্টতর সংবিধানগুলিকে রক্ষা করে]। পক্ষান্তরে মুখ্যতন্ত্রকে প্রত্যক্ষত নিরাপত্তার অনুসন্ধান করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিপবীত পদ্ধতি দ্বাবা—তার সংগঠনের গুণের দ্বারা।

পরিচ্ছেদ 7

[রূপরেখা : মুখ্যতন্ত্রের সঙ্গে সামরিক নির্ধারকগুলির গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। অশ্বারোহী সৈন্য মুখ্যতন্ত্রের বিধিসম্মত রূপের অনুকূল ; অন্যপক্ষে লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক বাহিনী ও নৌ বল গণতন্ত্রের অনুকূল। লঘুঅস্ত্রধারী সৈন্য হিসাবে কাজ করার জন্য নিজ সভ্যদের শিক্ষিত করে তোলা মুখ্যতন্ত্রের পক্ষে সমীচীন নীতি। জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় কিছু অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া এবং তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের বিনা বেতনে সাধারণের কাজ করতে বাধ্য করাও মুখ্যতন্ত্রের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এক কথায় তাদের ব্যক্তিগত লাভে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং উদ্‌বুদ্ধ হওয়া উচিত জনসেবার ভাবে।]

§ 1. জনসাধারণকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—কৃষিজীবী, যন্ত্র-শিল্পী, দোকানদার এবং দিনমজুর ; ঠিক সেইভাবে সামরিক শক্তিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়—অশ্বারোহী, গুরু অস্ত্রধারী পদাতিক, লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক এবং নৌবল।' যেখানে ভূখণ্ড অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যবহারের উপযোগী সেখানে একটি শক্তিশালী ধরনের মুখ্যতন্ত্র নির্মাণের পক্ষে অনুকূল যুক্তি আছেঃ এরূপ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য একটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োজন আছে, এবং একমাত্র বিত্তশালী ব্যক্তিদেরই অশ্বজনন ও পালনের সামর্থ্য আছে। যেখানে ভূখণ্ড গুরু অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্যের ব্যবহারের উপযোগী সেখানে পরবর্তী [এবং অপেক্ষাকৃত উদার] ধরনের মুখ্যতন্ত্র স্বাভাবিক ; গুরু অস্ত্রধারী পদাতিক বাহিনীতে কর্মগ্রহণ দরিদ্র-দের ব্যাপার নয়, বরং ধনীদের ব্যাপার।

§ 2. লঘু অস্ত্রধারী সৈন্য এবং নৌবল [জনসাধারণের মধ্য থেকে সংগৃহীত হয়, এবং সেইজন্য] সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে : এবং আমাদের সময়ে লঘু অস্ত্রধারী সৈন্য এবং নৌবল বৃহৎ হওয়ায় গৃহবিবাদে সাধারণত মুখ্যতান্ত্রিক পক্ষ পরাজিত হয়। কতকগুলি সামরিক অধিনায়কের আচার অনুসরণ করে এই অবস্থার ব্যবস্থা ও প্রতিবিধান করা যেতে পারেঃ তারা অশ্বারোহী সৈন্য ও গুরু অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্যের সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক লঘু অস্ত্রধারী সৈন্যেব সমন্বয় সাধন করে।'

§ 3. যে কারণে জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণীদের গৃহবিরোধে পরাভূত করতে পারে তা এই যে লঘু অস্ত্রধারী এবং সঞ্চরণশীল বাহিনীর পক্ষে অশ্বারোহী এবং গুরু অস্ত্রধারী বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করা সহজ। সুতরাং যে মুখ্যতন্ত্র অনন্যভাবে জনসাধারণের মধ্য থেকে একটি লঘু অস্ত্র-ধারী বাহিনী গঠন করে সে শুধু একটি প্রতিকূল শক্তি গঠন করে। [নিয়োগ

ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়া উচিত।] বয়স অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা প্রয়োজন ; এবং মুখ্যতন্ত্রবাদীদের পুত্রদেরও অল্পবয়স্ক শ্রেণীতে অবস্থানকালে [দরিদ্রদের পুত্রদের সঙ্গে] লঘু অস্ত্রধারী পদাতিকের ব্যায়াম ও প্রহরণে শিক্ষিত করতে হবে। তাহলে তারা যখন অধিক বয়স্ক শ্রেণীতে উন্নীত হবে তখন নিজেরাই কার্যত লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক বাহিনীর কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হবে।

§ 4. বিবিধ উপায়ে মুখ্যতন্ত্র জনসাধারণকে নাগরিক সংস্থায় কিছু স্থান দিতে পারে। একটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (পরি 6, অনু 2) : যোগ্যতার নামাবলিতে স্থান পাবার উপযুক্ত সম্পত্তি অর্জন করেছে এমন যেকোন ব্যক্তিকে পদ গ্রহণের অধিকার দিতে হবে। আর একটি উপায়ের উদাহরণ থিব্সে মেলে : যারা কয়েক বছর ধরে কোন নিকৃষ্ট কর্মে নিরত ছিল না তাদের অধিকার দিতে হবে। তৃতীয় উপায়টি ম্যাসালিয়াতে অনুসৃত হয়েছে : বর্তমানে নাগরিক সংস্থায় স্থান থাকুক বা না থাকুক, পদের যোগ্য সকলের একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

§ 5. [একটি উৎকৃষ্ট মুখ্যতন্ত্র নির্মাণ করতে হলে আরও কতকগুলি উপায় অবলম্বন করতে হবে।] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অবশ্যই অধিকৃত হবে পূর্ণ নাগরিকদের দ্বারা, এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে অবৈতনিক সাধারণ সেবার কর্তব্য। ফলে জনসাধারণ এই সব পদে বঞ্চিত হতে নিজেরাই সম্মত হবে এবং যে আধিকারিকরা বিশেষাধিকারের এত অধিক মূল্য দেয় তাদের সহ্য করতে প্রস্তুত হবে।

§ 6. ন্যায়ত আশা করা যেতে পারে যে এই অপেক্ষাকৃত উচ্চ আধিকারিকরাও মহান ত্যাগ স্বীকার করবে এবং কার্যকালে কোন সরকারী ভবন নির্মাণ করবে। এই সব উৎসবে অংশ গ্রহণ করে এবং দেব সেবায় অর্পিত অলংকারে ও সৌধে নগরকে শোভিত দেখে জনসাধারণ মুখ্যতন্ত্রের উদ্বর্তন সহ্য করতে উৎসুক হবে ; আর মর্যাদাশালীরা পুরস্কার লাভ করবে তাদের নিজ ব্যয়ের প্রত্যক্ষ স্মরণচিহ্ন দেখে।

§ 7. কিন্তু আমাদের সময়ের মুখ্যতন্ত্রবাদীরা এই নীতি অনুসরণ করেন না। তাঁদের নীতি ঠিক উলটো ; তাঁরা লাভ ও সম্মান কামনা করেন : এবং এদিক্ থেকে মুখ্যতন্ত্রকে যথার্থভাবে 'ক্ষুদ্রাকার' গণতন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৪

[রূপরেখা ঃ সাধারণভাবে রাষ্ট্রের শাসন বিভাগীয় পদগুলির গঠনের উৎকৃষ্টতম পদ্ধতির আলোচনা। রাষ্ট্রের ন্যূনতম কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আবশ্যক ছটি অপরিহার্য পদের স্থান প্রথম তালিকায়। দ্বিতীয় তালিকায় স্থান চারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ পদের, যারা আরও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যাদের জন্য উচ্চতর যোগ্যতার প্রয়োজন—সামরিক অধিকার, আর্থিক কর্তৃত্ব, বিতর্ক-সভার জন্য কার্যাবলী প্রস্তুতকরণ এবং সাধারণ পূজার নির্দেশ। কার্যাবলীর সাধারণ প্রকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি খাতে সমস্ত পদের শেষ শ্রেণী বিভাগ।]

§ 1. গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র রচনার সময়ে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তাদের একটি উপযুক্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এখন আমাদের স্বভাবতই বিবেচনা করতে হবে শাসন বিভাগীয় পদগুলির যথাযথ বণ্টন এবং পরীক্ষা করতে হবে তাদের সংখ্যা, তাদের প্রকৃতি এবং তাদের প্রত্যেকের উপযোগী কার্য-সমূহঃ বিষয়টি আগে এক জায়গায় আলোচিত হয়েছে। যে পদগুলি একান্ত অপরিহার্য তাদের ছাড়া কোন রাষ্ট্র একেবারে বাঁচতে পারে না ; যেগুলি উপযুক্ত সংগঠন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করে তাদের অভাবে কোন সুশাসিত রাষ্ট্র থাকতে পারে না।

§ 2. [এটি একটি সাধারণ নিয়ম।] আর একটির কথা বস্তুত পূর্বেই বলা হয়েছেঃ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক এবং বৃহৎ রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক পদ থাকবে ; অতএব কোন্ পদগুলিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং কোন্‌গুলিকে পৃথক্ রাখতে হবে সে বিষয়ে বিস্মৃত হলে চলবে না।

§ 3. অপরিহার্য পদগুলির মধ্যে যেটির উপর বাজার পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত সেটিই প্রথম। চুক্তিগুলি দেখাশুনার এবং সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট ['অ্যাগোরানমস'] প্রয়োজন। পরস্পর অভাব পরিপূরণের জন্য সকল রাষ্ট্রে ক্রয় বিক্রয়ের সমান প্রয়োজন আছে ; একটি সাধারণ সংবিধানের অধীনে মানুষের মিলিত হবার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে যাকে সাধারণত মনে করা হয় সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের সবচেয়ে সুলভ উপায়ও এরা।

§ 4. প্রথমটির ঠিক পরবর্তী এবং একান্ত সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় কার্যটি হচ্ছে সুশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে নগর কেন্দ্রে বেসরকারী ও সরকারী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ; পরিত্যক্ত গৃহ ও পথের সংরক্ষণ ও সংস্কার ; বিবাদ বন্ধের উদ্দেশ্যে সীমানা পর্যবেক্ষণ ; এবং অন্যান্য ঐ ধরনের বিষয় যেখানে সরকারী দৃষ্টির প্রয়োজন।

§ 5. এই কার্যের ভার যে আধিকারিকের উপর ন্যস্ত হয় তাকে সাধারণত বলা হয় নগর অধ্যক্ষ ['অ্যাস্টিনমস'] ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত জনবহুল রাষ্ট্রে কতকগুলি বিভাগ থাকতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশেষ কার্যক্ষেত্র থাকতে পারে, যেমন নগরের প্রাচীর রক্ষা, সাধারণ ফোয়ারার রক্ষণাবেক্ষণ, এবং নগরের পোতাশ্রয়ের কর্তৃত্ব।

§ 6. তৃতীয় অপরিহার্য পদটি দ্বিতীয়টির একান্ত সগোত্র। এর কার্য অবিকল এক ; কিন্তু কার্যক্ষেত্র নগরের বাইরে, গ্রামাঞ্চলে। এ পদের আধিকারিকদের কখনও বলা হয় পল্লীপরিদর্শক ['অ্যাগ্রোনময়'], কখনও বলা হয় বনরক্ষক।

এই তিনটি প্রথম পদ ও তাদের যথাক্রমিক কার্য ছাড়া একটি চতুর্থ পদ আছেঃ তার কার্য রাজস্ব গ্রহণ ও রক্ষা করা এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নির্ধারিত অংশে বিতরণ করা। এই পদের আধিকারিকরা হিসাব গ্রাহক বা ধনরক্ষক নামে অভিহিত হয়।

§ 7. পঞ্চম পদটির কার্য বেসরকারী চুক্তির ও আদালতের নিষ্পত্তির নিবন্ধনঃ অভিযোগগুলিকেও এখানে উপস্থাপিত করতে হবে এবং প্রাথমিক মামলা গঠন আরম্ভ করতে হবে। কতকগুলি রাষ্ট্রে এই পদটি (নগর অধ্যক্ষের পদেব মতো) বিভাগে বিভক্ত হয়, যদিও একজন আধিকারিক (বা আধিকারিকদেব সমিতি) সমগ্র পদটির সাধারণ কর্তৃত্ব চালনা করে। এই পদের আধিকারিকরা সরকাবী লেখক অধ্যক্ষ, অভিলেখক বা অন্য ঐ ধরনের নামে অভিহিত হয়।

§ 8. এবার যে পদটির উল্লেখ করা হবে সেটি স্বভাবত পঞ্চমটির ঠিক পরবর্তী কিন্তু নিজেই আবার সবগুলির মধ্যে যুগপৎ সর্বাধিক অপরিহার্য ও কঠিন। এই পদটির কার্য হচ্ছে অপরাধীদের উপর দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করা ; সরকারী বিজ্ঞাপন পত্রভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট প্রাপ্য ঋণ উদ্ধার করা ; এবং বন্দীদের রক্ষা করা।

§ 9. পদটি শক্ত, কেননা এর মধ্যে অনেকখানি জনবিদ্বেষ নিহিত আছে ; এবং যদি এর মধ্যে সমধিক লাভের সুযোগ না থাকে তাহলে লোকে এর থেকে দূরে থাকে কিংবা, যদি এটি গ্রহণ করে, তাহলে আইনের নির্দেশ অনুযায়ী দৃঢ়তার সঙ্গে এর কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছুক হয়। কিন্তু ত. সত্ত্বেও এটি একটি অপরিহার্য পদ। সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত না হলে অধিকার নির্ধারণের জন্য আদালতে অভিযোগ এনে কোন লাভ নেই ; কেননা মামলা নিষ্পত্তির একটি ব্যবস্থা ব্যতিরেকে লোকের সাধারণ জীবনে অংশ গ্রহণ যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা সম্ভব নয় এই সব নিষ্পত্তি কার্যে পরিণত করণের একটি ব্যবস্থার অভাবে।

§ 10. অসুবিধার কথা বিবেচনা করে পদটির কর্তব্যগুলি একটিমাত্র বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করা উচিত নয়। তাদের ন্যস্ত করা উচিত বিভিন্ন আদালত [যারা সকল আদালতের নিষ্পত্তিগুলি কার্যে পরিণত করার জন্য সাধারণত দায়ী তাদের] থেকে সংগৃহীত প্রতিনিধিদের উপর ; এবং সরকারের কাছে যারা ঋণী তাদের তালিকায় নাম বিজ্ঞাপিত করার ভার সেই রকমভাবে বিতরণ করার চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটদের বিভিন্ন সমিতিগুলি নিষ্পত্তিসমূহ কার্যে পরিণত করতে কিছু সাহায্য করতে পারে। বিশেষত, বিদায়ী ম্যাজিস্ট্রেট সমিতি যে শাস্তিবিধান করেছে তা কার্যে পরিণত করার ভার নবাগত সমিতির জন্য ফেলে রাখা যেতে পারে ; অথবা যদি এটা সম্ভবপর না হয় এবং শাস্তিবিধান ও কার্যে পরিণত করণের মাধ্যম যদি সমপদাবধির ম্যাজিস্ট্রেটদের হতেই হয়, তাহলে শাস্তি কার্যে পরিণত করার ভার শাস্তিদানকারী সমিতি থেকে পৃথক্ সমিতির জন্য ফেলে রাখা যেতে পারে—যেমন বাজার পরিদর্শকদের দ্বারা বিহিত যেকোন শাস্তি নগর অধ্যক্ষরা কার্যে পরিণত করতে পারে, আবার অন্য আধিকারিকরা পর্যায়ক্রমে **তাদের** বিহিত শাস্তি কার্যে পরিণত করতে পারে।

§ 11. সম্পর্কিত জনবিদ্বেষ যত কম হবে শাস্তি কার্যে পরিণতকরণ তত অব্যর্থ হবে। যে ব্যক্তিরা শাস্তি দান করে তারাই যদি শাস্তি কার্যে পরিণত করে, তাহলে তারা দ্বিগুণ অপ্রিয় হয় ; কিন্তু যখন অবিকল এক আধিকারিকবর্গকে প্রত্যেকটি শাস্তি কার্যে পরিণত করতে হয় তখন তারা প্রত্যেকের ঘৃণার পাত্র হয়....কতকগুলি রাষ্ট্রে আবার কয়েদীদের রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পদ এবং দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করণের ভারপ্রাপ্ত পদ বিভিন্ন। যেমন অ্যাথেন্সে কয়েদীদের অভিরক্ষা একাদশ-এর বিশেষ কর্তব্য।

§ 12. এর থেকে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এটিকে একটি পৃথক্ পদ হিসাবে গ্রহণ করা এবং তারপর শাস্তি কার্যে পরিণত করণে যে নীতি-মূলক উপায়গুলি ব্যবহৃত হয় এই পদের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করা। কারা-রক্ষকের পদ শাস্তি নির্বাহকের পদের মতোই অপরিহার্য ; কিন্তু এটি সজ্জনেরা বিশেষভাবে পরিহার করে এবং এটি নির্বিঘ্নে অসদ্ ব্যক্তিদের দেওয়া যায় না (তারা অন্য লোকের কারারক্ষক হবে কি, তাদের নিজেদের জন্যই কারারক্ষকের বেশী প্রয়োজন)।

§ 13. সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে কারা পরিদর্শনের ভার একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সমিতির হাতে দেওয়া উচিত নয়, কিংবা স্থায়ি-ভাবে যেকোন সমিতির হাতে রাখা উচিত নয়। এই দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর যথাক্রমে গ্রহণ করা উচিতঃ শ্রেণীগুলি সংগৃহীত হবে কতকটা (যে রাষ্ট্রে যুবকদের যুদ্ধ ও আরক্ষা বিষয়ে কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে) অপেক্ষা-

কৃত অল্পবয়স্ক নাগরিকদের মধ্য থেকে এবং কতকটা ম্যাজিস্ট্রেটদের সমিতি গুলির মধ্য থেকে।

এই ছটি পদকে প্রথমে স্থান দিতে হবে, কেননা তারা সর্বাধিক অপরিহার্য [যদিও সর্বোচ্চ নয়]। তারপর স্থান পাবে অন্য কতকগুলি পদঃ তারাও অপরিহার্য কিন্তু তাদের গুরুত্ব উচ্চতর পর্যায়ের। এই পদগুলির জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও সমধিক বিশ্বস্ততা।

§ 14. তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গণ্য নগর প্রতিরক্ষার দায়িত্বসম্পন্ন পদগুলি এবং অন্য যেগুলি সামরিক উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত। শান্তির সময়ে ও যুদ্ধের সময়ে নগরের বহির্দ্বার ও প্রাচীরগুলির প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য এবং নাগরিকদের পরিদর্শন ও ব্যায়াম শিক্ষাদানের জন্য লোক থাকা প্রয়োজন। কোন কোন রাষ্ট্রে এরূপ বিবিধ কর্তব্যের জন্য কতকগুলি পদ থাকে, কোথাও কোথাও কয়েকটি মাত্র থাকে, আবার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সমস্ত কার্যের জন্য একটিমাত্র পদের ব্যবস্থা করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে।

§ 15. এই পদগুলির আধিকারিকদের সাধারণত সেনাপতি বা অধ্যক্ষ বলা হয়। যেখানে অশ্বারোহী, লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক, ধনুর্ধর, নৌ সৈন্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী আছে সেখানে কখনও কখনও প্রত্যেকটিকে একটি পৃথক্ অধিকারের অধীনে রাখা হয়; তখন অধিনায়ককে বলা হয় নৌ সেনাপতি বা অশ্বারোহী সেনানায়ক বা লঘু অস্ত্রধারী সেনানায়ক। তাদের অধীন আধিকারিকদের যথাক্রমে বলা হয় নৌ ক্যাপ্টেন, অশ্বারোহী ক্যাপ্টেন এবং কোম্পানি কমান্ডার; এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশের পরিচালকদের অনুরূপ খেতাব দেওয়া হয়। এই সমগ্র বিন্যাসটি একটিমাত্র বিভাগ গঠন করে—সেটি হচ্ছে সামরিক অধিকার।

§ 16. সামরিক অধিকার বিন্যাসের এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আমরা আর্থিক বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। রাষ্ট্রীয় পদের সকলে না হলেও অনেকগুলি বৃহৎ পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যবহার করে। সুতরাং অর্থের জন্য একটি পৃথক্ পদ [অর্থাৎ একটি কোষ বিভাগ] থাকা দরকারঃ এটি অন্য পদের হিসাব গ্রহণ ও পরীক্ষা করবে এবং শুধু এই একটি কার্যেই ব্যাপৃত থাকবে। এই পদের আধিকারিকরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হিসাব পরীক্ষক, হিসাব রক্ষক, হিসাব পরিদর্শক বা অভিশংসক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

§ 17. ইতিপূর্বে উক্ত বিভিন্ন পদ ছাড়া আরও একটি পদ আছেঃ এটি সরকারী কার্যের সমগ্র বিন্যাসের উপর অন্য যেকোন পদ অপেক্ষা অধিক কর্তৃত্ব করে। অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রে প্রস্তাবিত পদটির দ্বিগুণ ক্ষমতা আছে—বিষয়গুলি [লোকসভায়] প্রস্তাবিত করা এবং সেগুলিকে অনুমোদিত

করা। তাছাড়া, যেখানে কর্তৃত্ব জনসাধারণের নিজেদের হাতে, এটি লোক-সভায় সভাপতিত্ব করে ; কেননা সংবিধানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আহ্বায়ক হিসাবে একটি সংস্থা থাকা চাই। এই পদের আধিকারিকদের কতকগুলি রাষ্ট্রে 'প্রবুলয়' বা প্রাথমিক সমিতি বলা হয়, যেহেতু তারা বিতর্ক আরম্ভ করে ; কিন্তু যেখানে লোকসভা আছে সেখানে তাদের 'বুলে' বা সমিতি বলা হয়।

§ 18. প্রধান রাজনৈতিক পদগুলির সাধারণ প্রকৃতি এই রকম। কিন্তু আরও একটি কর্মক্ষেত্র আছে। সেটি নগর দেবতাদের অর্চনা সম্পর্কিত ; তার জন্য দরকার পুরোহিত এবং মন্দির রক্ষক প্রভৃতি আধিকারিকের-- রক্ষকদের দায়িত্ব থাকবে দেবগৃহের বহির্ভাগের সংরক্ষণ ও সংস্কারের এবং দেবসেবায় উদ্দিষ্ট যেকোন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের।

§ 19. কখনও কখনও (যেমন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে) এই সমগ্র কর্মক্ষেত্রটি একটিমাত্র পদের উপর অর্পিত হয় ; অন্যান্য রাষ্ট্রে এটিকে ভাগ করে দেওয়া হয় কতকগুলি পদের মধ্যে, এবং পুরোহিত ছাড়া যজ্ঞের অধ্যক্ষ, মন্দিরের অভিভাবক এবং দেব সম্পত্তির সম্পাদকও থাকে।

§ 20. এই সব বিভিন্ন পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিলষ্ট আরও একটি পৃথক্ পদ আছে। এর দায়িত্ব থাকবে সমস্ত সাধারণ যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণের ঃ এগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে তারা নগরের সাধারণ[94] অগ্নিকুণ্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাই আইনত পুরোহিতদের উপর অর্পিত হয় না। এই পদের আধি কারিকদের কোন কোন রাষ্ট্রে বলা হয় ম্যাজিস্ট্রেট, কোথাও কোথাও রাজা[95], কোথাও কোথাও অধিষ্ঠাতা ম্যাজিস্ট্রেট।

§ 21. সকল রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় পদগুলিকে তাদের বিভিন্ন কর্মের ভিত্তিতে সংক্ষেপে ভাগ করা যেতে পাবে। প্রথমত, সাধারণ পূজা, সামরিক বিষয় এবং আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত কার্য। দ্বিতীয়ত, বাজার, নগরকেন্দ্র. পোতাশ্রয় এবং পল্লী অঞ্চল সংক্রান্ত কার্য। তৃতীয়ত, আদালত, চুক্তিনিবন্ধন, দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করণ, কয়েদীদের রক্ষা, এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের হিসাব পুনর্দর্শন, সূক্ষ্ম পরীক্ষা এবং নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য। অবশেষে, সাধারণ ব্যাপারে বিতর্ক সংক্রান্ত কার্য।

§ 22. তাছাড়া অপেক্ষাকৃত বিশ্রান্ত প্রকৃতিসম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত অধিক সমৃদ্ধিশালী এবং সমুচিত নিয়মনিষ্ঠার অনুরাগী রাষ্ট্রগুলির কতকগুলি স্বকীয় পদ আছে—যেমন নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ, আইনমান্য কার্যে পরিণত করণ, শিশুদের তত্ত্বাবধান এবং শারীরিক শিক্ষার কর্তৃত্ব সংক্রান্ত পদ। ব্যায়াম প্রতিযোগিতা, নাট্য প্রতিযোগিতা এবং অন্য অনুরূপ দর্শনীয় বস্তুসমূহের অধ্যক্ষের পদকেও এদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

§ 23. এই সব পদের কতকগুলি—যেমন নারী ও শিশুদের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত পদগুলি—স্পষ্টত গণতন্ত্রে অচলঃ ক্রীতদাস না থাকায় দরিদ্র ব্যক্তি স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের অনুচর ও সেবক হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

§ 24. নির্বাচনী সংস্থা কর্তৃক উচ্চতম ম্যাজিস্ট্রেটবর্গের নির্বাচন পরিচালনা সম্পর্কিত পদ তিন প্রকার। প্রথমত, আইনের অভিভাবকরা; দ্বিতীয়ত, 'প্রবুলয়'; তৃতীয়ত, 'বুলে'। প্রথমটি অভিজাততন্ত্রের উপযোগীঃ দ্বিতীয়টি মুখ্যতন্ত্রেরঃ তৃতীয়টি গণতন্ত্রের।

আমরা প্রায় প্রত্যেক রকম পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছি; কিন্তু[96] ....

সপ্তম খণ্ড

রাজনৈতিক আদর্শ ও শিক্ষানীতি

A

রাজনৈতিক আদর্শ : পরম কল্যাণের এবং শ্রেষ্ঠতম ও পরিতৃপ্ত জীবনের স্বরূপ

পরিচ্ছেদ 1

[**রূপরেখা :** তিন রকম 'সামগ্রী'—বাইরের সামগ্রী; দেহের সামগ্রী; আত্মার সামগ্রী। আত্মার সামগ্রীর শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত এবং দর্শনের দ্বারা সূচিত হয় : সাহস, প্রজ্ঞা এবং অন্যান্য গুণের অধিকার ভাগ্যের জোরে পাওয়া যায় না ; ও সব আমাদের অন্তরের ধন ; রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের দিক্ থেকে এই অধিকারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ও পরিতৃপ্ত জীবনের শর্ত ও কারণ। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসছি যে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষে জীবনের শ্রেষ্ঠতম পথ হচ্ছে সততার জীবন—প্রয়োজনীয় দ্রব্যের—অর্থাৎ বাইরের সামগ্রীর ও দেহের সামগ্রীর—সম্ভারে এমন সুসমন্বিত যাতে সৎকর্মে অংশ গ্রহণ সম্ভবপর হয়।]

§ 1. আমাদের পরবর্তী বিষয় হচ্ছে আদর্শ সংবিধানের স্বরূপ। তার যথাযথ অনুসন্ধানের পূর্বে জীবনের সর্বাপেক্ষা কাম্য পথের স্বরূপটি প্রথমে নির্ণয় করা প্রয়োজন। যতক্ষণ সেটি অস্পষ্ট থাকবে ততক্ষণ আদর্শ সংবিধানের স্বরূপটিও অস্পষ্ট থাকবে। [জিনিস দুটি আবশ্যকভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত] ; সুতরাং আশা করা যায় যে অভাবনীয় কিছু না ঘটলে জীবনের শ্রেষ্ঠতম পথ এবং অবস্থা বিশেষে সম্ভবপর শ্রেষ্ঠতম সংবিধান অভিন্ন হবে।

§ 2. অতএব আমাদের প্রথমেই জানতে হবে সকল অবস্থায় সকল মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাম্য জীবনের পথ সম্পর্কে সর্বসম্মত ধারণাটি কি ; অতঃপর দেখতে হবে যে পথটি ব্যক্তির পক্ষে কাম্য সেটি সমাজের পক্ষে কাম্য কিনা।

শ্রেষ্ঠতম জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে যা বলা হয়েছে তার অধিকাংশকেই যথেষ্ট বিবেচনা করা যেতে পারে, এবং আমরা এখানে তা প্রয়োগ করব।

§ 3. শ্রেষ্ঠতম জীবনের উপাদানের একটি শ্রেণীবিভাগ আছে এবং এটা নিশ্চিত যে কেউ তার প্রতিবাদ করবে না। উপাদানের শ্রেণীবিভাগটি এই : বাইরের সামগ্রী ; দেহের সামগ্রী ; আত্মার সামগ্রী। এ বিষয়েও সাধারণত

সকলে একমত হবে যে সুখী[97] মানুষের এই সকল বিভিন্ন সামগ্রীর অধিকারী হওয়া উচিত।

§ 4. এমন মানুষকে কেউই সুখী বলবে না যার অণুমাত্র সাহস, সংযম, বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞা [অর্থাৎ আত্মার সামগ্রীর কোনটাই] নেইঃ যে মাথার আশপাশে মাছি ভন ভন করলে ভয় পায় ; যে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত হলে অমিত-ব্যয়ের চূড়ান্ত করতে পশ্চাৎপদ হয় না , যে একটি কপর্দকেব জন্য প্রিয়তম বন্ধুদের সর্বনাশ করে ; যার মন শিশু বা উন্মাদের মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন বা বিপথগামী।

§ 5. এসব কথা বলামাত্রই প্রায় প্রত্যেকে স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু মতভেদ দেখা দেয় যখন প্রশ্ন ওঠে, 'প্রত্যেক সামগ্রীর কতটা মানুষের চাই ? এবং একটি সামগ্রীর তুলনায় অন্যটির উৎকৃষ্টতা কি রকম ?' সততার [অর্থাৎ 'আত্মার সামগ্রী'-র] কণামাত্র যথেষ্ট বলে মনে কবা হয় , কিন্তু ধন ও সম্পত্তি, ক্ষমতা, সুখ্যাতি এবং এই ধরনের সমস্ত জিনিসের প্রতি লোভের সীমা পরি-সীমা নেই।

§ 6 যে ব্যক্তিরা এরূপ মনে করেন তাঁদের একটি উত্তর দেওয়া যায়ঃ 'নিছক তথ্য বিচাব করলেই সহজে এসব বিষয়ে স্থিব সিদ্ধান্তে আসা যায়। নিজেরাই দেখা যায় যে বাইরের সামগ্রীর দ্বারা আত্মার সামগ্রী লাভ করা বা রক্ষা করা যায় না। উলটো পথটাই ঠিক। যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাইরের সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে এবং আত্মাব সামগ্রীতে যাদের অভাব তাদের চেয়ে যারা যথসাধ্য চরিত্র ও মনের অনুশীলন করেছে এবং বাইরেব সামগ্রীর সংগ্রহ পরিমিত পরিধির মধ্যে রেখেছে তাদেব কাছে পরম সুখ—সেটা আনন্দ হক বা সততা হক বা দুই-ই হক—বেশী আছেঃ এও নিজেরাই দেখা যায়।' [ঐ উত্তরটি দেওয়া হচেছ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে।] কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে আলোচনা কবলেও সমস্যাটির সহজ সমাধান হতে পারে।

§ 7. অন্য সব উপকরণের মতো বাইবের সামগ্রীর পরিমাণের একটা প্রয়োজনীয় সীমা আছে। বস্তুত সমস্ত উপযোগী জিনিস [দেহের সামগ্রী ও বাইরের সামগ্রী সমেত] এই প্রকৃতির ; এবং এই সব জিনিসের পরিমাণ অত্যধিক হলে হয় অধিকারীর কিছু ক্ষতি হবে না হয় অন্তত কোন লাভ হবে না। [আত্মার সামগ্রীর ক্ষেত্রে উলটো হয়।] আত্মার সামগ্রীর প্রত্যেকটির পরিমাণ যত বেশী হয় তার উপযোগও তত বেশী হয়—অবশ্য যদি এখানে শুধু 'মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ না করে 'উপযোগ' শব্দটি প্রয়োগ করা আদৌ ন্যায়সংগত হয়।

§ 8. সাধারণভাবে এই বাক্যটি আমরা নিঃসন্দেহে লিপিবদ্ধ করতে পারিঃ 'B-এর সঙ্গে স্বয়ং A-এর যে সম্পর্ক, B-এর সর্বোত্তম অবস্থার সঙ্গে A-এর সর্বোত্তম অবস্থার সেই সম্পর্ক।' সুতরাং আত্মা যদি—স্বাভাবিকভাবে এবং আপেক্ষিকভাবে—আমাদের সম্পত্তি বা আমাদের দেহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হয়, তাহলে আত্মার সর্বোন্নত অবস্থার সম্পর্ক আমাদের সম্পত্তি বা আমাদের দেহের সর্বোন্নত অবস্থার সঙ্গে অবশ্যই এক হবে।

§ 9. বলা যেতে পারে যে আত্মার জন্য এই অন্য জিনিসগুলো [সম্পত্তি এবং শরীরের স্বাস্থ্য] কাম্য, এবং তাই প্রত্যেক সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত—তাদের জন্য আত্মা কাম্য নয়।

§ 10. সুতরাং আমরা একমত হতে পারি যে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্যে যে পরম সুখ জোটে তার পরিমাণ তার সততা ও প্রজ্ঞা এবং তার কৃত সৎ ও জ্ঞানমূলক কর্মের পরিমাণের সমান। স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ। তিনি সুখী এবং ধন্য ; কিন্তু তিনি এরূপ সম্পূর্ণ নিজ গুণে, আপন সত্তার স্বরূপ হেতু, কোন বাইরের সামগ্রীর দরুন নয়। এর থেকে বোঝা যায় কেন সব সময়ে সুখী হওয়া এবং ভাগ্যবান হওয়ার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। আপতন ও আকস্মিকতা আত্মার বাইরের সামগ্রীর [সুতরাং মানুষের ভাগ্যের] কারণ ; কিন্তু কোন মানুষ কেবল আকস্মিকভাবে বা নিছক দৈবক্রমে ন্যায়ী ও সংযমী [অতএব সুখী] হতে পারে না।

§ 11. অতঃপর একই যুক্তি অনুসারে এই নীতিটি পাওয়া যাচ্ছে যে [ব্যক্তির পরম সুখ সম্পর্কে যা সত্য সমাজের পরম সুখ সম্পর্কেও তা সত্য. সুতরাং] যে-রাষ্ট্র ন্যায়ত শ্রেষ্ঠতম সে রাষ্ট্র সুখী ও 'সদাচারী'। 'শুদ্ধাচার' ছাড়া 'সদাচার' সম্ভব নয় ; এবং সততা ও প্রজ্ঞা না থাকলে যেমন ব্যক্তির পক্ষে তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষেও কোন শুদ্ধাচার সম্ভব হয় না।

§ 12. যেসব গুণ থাকলে ব্যক্তিদের সাহসী, ন্যায়ী এবং জ্ঞানী বলা হয় রাষ্ট্রের সাহস এবং রাষ্ট্রের ন্যায় ও প্রজ্ঞার মধ্যে সেই সব গুণের শক্তি ও প্রকৃতি আছে।

§ 13. এই সব উক্তি যতদূর সম্ভব আমাদের যুক্তির তত্ত্বীয় ভূমিকা হিসাবে কাজে লাগবে। তাদের অবেক্ষিত বিষয়গুলি এড়ানো যেমন অসম্ভব, সংশ্লিষ্ট সমগ্র যুক্তিটি এখানে বিস্তারিত করাও তেমনি অসম্ভব। ওটি আর এক পৃথক্ অধ্যয়নের বিষয়। আপাতত এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ করলেই চলবেঃ 'ব্যক্তির পক্ষে পৃথক্‌ভাবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সমষ্টিগতভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠতম পথ হচ্ছে সততার জীবন—প্রয়োজনীয় দ্রব্যের [অর্থাৎ বাইরের সামগ্রীর ও

দেহের সামগ্রীর] সম্ভারে এমন সুসমন্বিত যাতে সৎকর্মে অংশ গ্রহণ সম্ভবপর হয়।'

§ 14. বাক্যটির বিরুদ্ধে সম্ভবত আপত্তি উঠতে পারে , কিন্তু আমাদের বর্তমান অনুসন্ধান সম্পর্কে ও বিষয়ে আর কিছু বলব না এবং যাঁরা আমাদেব মত গ্রহণ করতে অসম্মত তাঁদের যুক্তিব জবাব দেবার চেষ্টা অন্য সময়ের জন্য স্থগিত বাখব।

পরিচ্ছেদ 2

[**রূপরেখা** ঃ রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পক্ষে সমানভাবে সততার জীবন শ্রেষ্ঠতম জীবনের পথ এটা ধরে নেওয়ার পর আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি সততার জীবন কি অধিক নিহিত বাহ্য কর্মে না আভ্যন্তরিক বিকাশে। রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের সামনে দুটি বিকল্প রয়েছে ঃ (a) রাজনীতি ও কর্মের জীবন, যার প্রকাশ অন্য রাষ্ট্রেব উপর কর্তৃত্ব গ্রহণে, এবং (b) আত্মনিষ্ঠ রাষ্ট্রের জীবন, যা নিযুক্ত আপন সম্পদ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে। প্রথমোক্ত আদর্শটির নিদর্শন মেলে স্পার্টায় এবং অন্যান্য সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে; কিন্তু যখন জয়ের নীতি এবং স্বাধীনতার দাবির কথা চিন্তা করা যায তখন এ বিষযে মনের মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। যে সিদ্ধান্তটি সূচিত হয় তা এই ঃ আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে প্রস্তুত থাকতে হবে, কিন্তু তার মনে রাখা উচিত যে সামরিক সক্রিয়তা পরম কল্যাণের উপায়মাত্র এবং পরম কল্যাণ হচ্ছে সজ্জীবনে ও তাব পরম সুখে সহকাবিতা।]

§ 1. এখন আলোচ্য রাষ্ট্রের পবম সুখ এবং ব্যক্তির পরম সুখ এক না ভিন্ন। উত্তরটি সুস্পষ্ট [যদি আমবা সাধারণ মতের বিচারফল লক্ষ্য করি]ঃ তারা যে এক এ বিষয়ে **সকলে** স্বীকৃত।

§ 2. যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ধনেই ব্যক্তির মঙ্গল নিহিত তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে ধনশালী হলে রাষ্ট্র সমগ্রভাবে সুখী হয়। যাঁরা স্বৈবাচারীর জীবনকে অন্য জীবন অপেক্ষা উচচ স্থান দেন তাঁরা বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিকারী রাষ্ট্রকেও সর্বাপেক্ষা সুখী রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবেন। যিনি ব্যক্তির [পরম সুখের] স্থান নির্ণয় করেন সততার দ্বারা তিনি রাষ্ট্রের পরম সুখেরও স্থান নির্ণয় করবেন সততার অনুপাতে।

§ 3. এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে এবং তাদের উভয়কেই বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত, 'জীবনের কোন্ পথটি অধিক বাঞ্ছনীয়—অন্য নাগরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের কার্যে অংশ গ্রহণ করা না রাজনৈতিক সমাজের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিদেশীদের মতো বাস কবা?' দ্বিতীয়ত, 'রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম সংবিধান ও শ্রেষ্ঠতম বিন্যাস কোন্‌টি—এর কার্যে অংশ গ্রহণ সকলের পক্ষে বাঞ্ছনীয় অথবা অধিকাংশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় যাই মনে করিনে কেন?'

§ 4. দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথমটির মতো নয়। প্রথমটির সমস্যা ব্যক্তির পক্ষে কি উত্তম ; দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক দূরকল্পনার ব্যাপার। যেহেতু এখন আমরা রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে নিযুক্ত,এটিকে

আমরা বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারি, কিন্তু প্রথমটিকে মোটেই তা পারিনে।

§ 5. শ্রেষ্ঠতম সংবিধান সম্বন্ধে একটি জিনিস পরিষ্কারঃ একে হতে হবে একটি রাজনৈতিক সংগঠন যার সাহায্যে সকল রকমের মানুষ [যেমন 'চিন্তাশীল' এবং 'কর্মক্ষম'] সর্বোত্তম হতে এবং সুখে বাস করতে পারবে। কিন্তু এটি পরিষ্কার হলেও আর একটি বিষয় আছে যেখানে মতভেদ দেখা দেয়। এমন কি যাঁরা একমত যে সজ্জীবন সর্বাধিক কাম্য তাঁদের মধ্যেও এই প্রশ্নটিতে অমিল দেখা যায়ঃ 'জীবনের কোন্ পথটি অপেক্ষাকৃত অধিক কাম্য? রাজনীতি ও কর্মের পথ? অথবা সমস্ত বাইরের জিনিস থেকে বিযুক্তিব পথ—ধরা যাক চিন্তার পথ, যা কেউ কেউ মনে করেন তত্ত্বজ্ঞের একমাত্র যোগ্য পথ?'

§ 6. একথা বলা যেতে পারে যে আমাদের নিজেদের ও পূর্ববর্তী যুগে সততা জনিত সুনাম অর্জনের জন্য যাঁরা অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছেন তাঁরা সাক্ষাৎ-ভাবে জীবনের এই পথ দুটি—রাজনীতিমূলক ও তত্ত্বমূলক—নির্বাচন করেছেন। সত্য কোন্‌দিকে এটা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কেননা ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হক বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হক, উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা বিচক্ষণতার কাজ।

§ 7. কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব পছন্দ করেন না। তাঁরা মনে করেন স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব চরম অন্যায় এবং নিয়ম-তান্ত্রিক কর্তৃত্ব অন্যায় না হলেও ব্যক্তিগত কল্যাণের পরিপন্থী। [আভ্যন্তরিক জীবনের বিকাশে নিরত একটি স্বনিষ্ঠ রাষ্ট্রের দিকে এই মতটির প্রবণতা রয়েছে।] আবার অন্যরা উলটো মত পোষণ করেনঃ তাঁবা বলেন কর্মক্ষম এবং রাজনৈতিক জীবনই মানুষের একমাত্র জীবনঃ তাঁদের বিশ্বাস সততার [সাহস, সংযম, ন্যায় ও প্রজ্ঞার] যেকোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন সর্বজনীন ব্যাপার এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কিত জীবন অপেক্ষা কর্মের অধিক অবকাশ দেয় না।

§ 8. কর্মক্ষম ও রাজনৈতিক জীবনের অধিবক্তারা কেউ কেউ এখানেই নিরস্ত হনঃ অন্যরা আরও অগ্রসর হন এবং যুক্তি দেখান যে সংবিধানের এক মাত্র স্বৈরাচারী রূপটিই পরম সুখ দান করে, বস্তুত এমন রাষ্ট্র আছে যেখানে সংবিধান ও আইন উভয়কেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপব স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের আদর্শের নিয়মানুগ হতে হবে।

§ 9. অবশ্য অধিকাংশ রাষ্ট্রে অধিকাংশ আইন একটি ভেদবিচারহীন স্তূপ মাত্র; কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে যেখানে সেগুলি কিয়ৎ পরিমাণেও একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয় সেখানে ঐ লক্ষ্যটি সব

সময়েই বিজয়। দৃষ্টান্তঃ স্পার্টায় ও ক্রীটে যুদ্ধের উপর সাধারণ লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অধিকাংশ আইন রচিত হয়।

§ 10. অনুরূপভাবে যেসব অসভ্য জাতির অপরকে জয় করবার মতো শক্তি আছে তারা সামরিক বিক্রমকে উচ্চতম সম্মান দেয়; যেমন সিথিয়া-বাসীরা, পারস্য দেশীয়রা, থ্রেস দেশীয়রা এবং কেল্টরা। এই সব জাতির মধ্যে কারও কারও সামরিক গুণের বিশেষ উৎসাহের জন্য এমন কি আইনও আছেঃ যেমন কার্থেজে প্রত্যেক নতুন অভিযানের জন্য সৈনিকদের একটি নতুন বলয়ে ভূষিত করা হয়।

§ 11. আবার ম্যাসিডোনিয়াতে এক সময়ে আইন ছিল যার দ্বারা যে ব্যক্তিরা কখনও শত্রু নিধন করেনি তারা কোমরবন্ধের পরিবর্তে কণ্ঠপাশ পরে নিগৃহীত হত। সিথিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথা ছিল যে যে-ব্যক্তি কখনও শত্রু-বধ করেনি তার কোন বিশেষ উৎসবে হস্তপরম্পরায় অর্পিত প্রীতিপাত্র থেকে পান করবার অধিকার থাকবে না। রণপ্রিয় আইবিরিয়াবাসীদের একটি অনুরূপ প্রথা আছেঃ তারা মৃতদের কবরের চারপাশে তারা যতগুলি শত্রু হত্যা করেছে ততগুলি সূচীমুখ প্রস্তরের বৃত্ত রচনা করে।

§ 12. ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি অনুষ্ঠান আছে—তাদের কতকগুলি আইনসিদ্ধ, কতকগুলি প্রথাগত ব্যাপার। তবুও একজন রাষ্ট্রবিদ্ যে তাদের অনুভূতিকে উপেক্ষা করে সীমান্ত রাষ্ট্র-দের শাসন করার এবং তাদের উপর প্রভুত্ব করার পরিকল্পনা করতে পারেন এটা চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট সম্ভবত অত্যন্ত আশ্চর্য মনে না হয়ে পারে না।

§ 13. আদৌ আইনসংগত নয় এমন জিনিস কেমন করে একজন রাষ্ট্র-বিদ্ বা আইনকারের পক্ষে ন্যায্য হতে পারে? আবার কাজের ন্যায় অন্যায় বিচার না করে শাসন করা কি কখনও ন্যায্য হতে পারে? বিজেতারা ভুল করতে পারে। এমন কোন বৃত্তি নেই যেখানে এই ধরনের রাষ্ট্রনীতি কুশলতার সমরূপতা দেখতে পাই। চিকিৎসকরা ও নাবিকরা তাদের রোগী বা যাত্রী-দের সঙ্গে ব্যবহারে বল বা ছল প্রয়োগ করবে এটা কখনও আশা করা যায় না।

§ 14. কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে মনে হয় অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস এই যে প্রভুত্বই যথার্থ রাষ্ট্রনীতি কুশলতা; আর মানুষ নিজেদের মধ্যে ব্যবহারে যে উপায়গুলিকে ন্যায়সংগত বা এমন কি উপযুক্ত বলে স্বীকার করতে চায় না অপরের সঙ্গে ব্যবহারে সেগুলি প্রয়োগ করতে লজ্জাবোধ করে না। নিজেদের ব্যাপারে এবং নিজেদের মধ্যে তারা চায় ন্যায়ভিত্তিক কর্তৃত্ব; কিন্তু যখন অন্যের কথা ওঠে তখন তাদের ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ আর থাকে না।

§ 15. অধীনতার জন্য উপলক্ষিত কতকগুলি উপাদানের সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য অভিপ্রেত কতকগুলি উপাদান যদি পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত না

হয়, তাহলে পৃথিবী একটি বিচিত্র স্থান হবে ; এবং তাই যদি এর প্রকৃতি হয় তাহলে কর্তৃত্ব স্থাপনের যেকোন প্রয়াস অধীনতার জন্য উপলক্ষিত উপাদানগুলিতেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, সকল উপাদানের উপর বিস্তৃত হওয়া উচিত নয়। ভোজ ও উৎসবের জন্য মানুষ শিকার করা হয় নাঃ এই এই উদ্দেশ্যে যে শিকার অভিপ্রেত তাই শিকার করা হয় ; আর ঐ উদ্দেশ্যে যে শিকার অভিপ্রেত তা হচ্ছে আহারের জন্য অভিপ্রেত যেকোন বন্যজন্তু।[৬১]

§ 16. আপনাতে এবং একান্তে সুখী এমন একটি বিবিক্ত রাষ্ট্র কল্পনা করা সম্ভব। ধরা যাক এরূপ একটি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠভাবে এবং উৎকৃষ্ট আইন শৃঙ্খলার অধীনে কোথাও না কোথাও বিরাজ করছে। স্পষ্টত এব একটি উৎকৃষ্ট সংবিধান থাকবে ; কিন্তু এর সংবিধানের পরিকল্পনায় যুদ্ধ বা শত্রু বিজয়ের কোন স্থানই থাকবে না, কেননা আমাদেব প্রাক্‌কল্পনা অনুযায়ী এব শত্রু থাকবে না।

§ 17. সুতরাং আলোচনা প্রসঙ্গে এটা পরিষ্কাব যে সমস্ত সামরিক উদ্যমকে উত্তম বলা চলে না, সংকুচিত অর্থে বলা চলে। তারা মানুষেব অন্য সকল লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে মুখ্য লক্ষ্য নয়ঃ তারা তার মুখ্য লক্ষ্যেব উপায়। যেকোন রাষ্ট্র বা বংশ বা সমাজের যে যথার্থ উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সুব্যবস্থাপকদেব মনে রাখা উচিত তা হচ্ছে সুন্দর জীবনে সহযোগিতা এবং তাব দ্বারা লভ্য পবম সুখ।

§ 18 [এই উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় হবে কিন্তু] প্রণীত আইনেব কতকগুলি অবস্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হবে। যদি কোন রাষ্ট্রেব কতকগুলি প্রতিবেশী থাকে তাহলে তাব ব্যবস্থাপকের কর্তব্য হবে তাদেব বিভিন্ন প্রকৃতিব উপযোগী সামরিক শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে প্রত্যেকের বিরোধিতার সম্মুখীন হবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা। কিন্তু এখানকার প্রশ্নটি—আদর্শ সংবিধানেব উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সেই প্রশ্নটি —অনায়াসে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার জন্য রাখা যেতে পাবে।

পরিচ্ছেদ 3

[রূপরেখা : বাহ্য কর্ম ও আভ্যন্তরিক বিকাশের আপেক্ষিক দাবি রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার পর ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের আলোচনার দিকে মন দেওয়া যেতে পারে। তার পক্ষে কি রাজনৈতিক কর্মের পথ অনুসরণ করে রাষ্ট্রের জীবনে নিজের জীবনকে আবৃত করা ভালো না অপেক্ষাকৃত নিভৃত চিন্তা ও বিচারণার পথ অনুসরণ করা ভালো? বলা যেতে পারে যে স্বাধীন সমাজে সমানদের রাজনৈতিক পরিচালনার কাজ ক্রীতদাসদের পরিচালনার কাজের চেয়ে অধিক মহৎ ও সুন্দর জিনিস; আরও বলা যেতে পারে যে প্রকৃত পরম সুখ স্বভাবতই সক্রিয়। পক্ষান্তরে অন্যের স্থায়ী পরিচালনা, তার ভিত্তি যাই হক না কেন, একটি স্পৃহনীয় লক্ষ্য; আর যদিই বা পরমসুখ বলতে সক্রিয়তা বোঝায় তাহলেও চিন্তা কর্মের মতোই সক্রিয়, এমন কি কর্মের চেয়েও বেশী সক্রিয় হতে পারে। আত্মনিষ্ঠ রাষ্ট্রের মতো আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সতত সক্রিয় হতে পারে : ঈশ্বর ও বিশ্বের ক্রিয়াশীলতা আত্মনিষ্ঠ জীবনের ক্রিয়াশীলতার মতো।]

§ 1. সততার জীবন সর্বাধিক কাম্য এই সাধারণ নীতিটি সম্বন্ধে যাঁরা একমত, কিন্তু ঐ জীবন যাপনের যথার্থ পথ সম্বন্ধে যাঁরা বিভক্ত, তাঁদের মতগুলি এখন বিচার করতে হবে। সুতরাং দুটি সম্প্রদায়ের মত আলোচনা করতে হবে। এক সম্প্রদায় রাজনৈতিক পদ পরিহার করেন, স্বাধীন ব্যক্তির জীবনকে রাজনীতিবিদের জীবন থেকে পৃথক্ করেন এবং একে সর্বাপেক্ষা পছন্দ করেন। অপর সম্প্রদায় রাজনীতিবিদের জীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন; তাঁরা যুক্তি দেখান যে যারা কিছু করে না তারা 'ভালো করে' বলা যায় না, এবং তাঁরা মনে করেন পরম সুখ ও সক্রিয়ভাবে 'ভালো করা' অভিন্ন। উভয় সম্প্রদায়ই কোন কোন বিষয়ে অভ্রান্ত এবং কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত।

§ 2. প্রথম সম্প্রদায়ের একথা ঠিক যে স্বাধীন ব্যক্তির জীবন যে কোন সংখ্যক ক্রীতদাসের প্রভুর জীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ক্রীতদাসরা যখন ক্রীত-দাস হিসাবে কার্যে রত তখন তাদের পরিচালনায় সম্মানসূচক কিছু নেই; আর অপকৃষ্ট কর্ম সম্বন্ধে আদেশ দেওয়া কোন মহৎ কর্ম নয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক রকম কর্তৃত্বকে তাবৎ 'প্রভুত্ব' মনে করা ভুল। স্বভাবত স্বাধীন ব্যক্তি যেমন স্বভাব দাসের থেকে পৃথক্ স্বাধীন ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব ঠিক তেমনি ক্রীতদাসদের উপর কর্তৃত্ব থেকে পৃথক্। কিন্তু ঐ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে ইতি-পূর্বে যথেষ্ট বলা হয়েছে।

§ 3. এই প্রথম সম্প্রদায়ের আর একটি ভুল এই যে তাঁরা কর্মের

অপেক্ষা বরং আলস্যের প্রশংসা করেন। পরম সুখ কর্মের একটি অবস্থা ; এবং ন্যায়নিষ্ঠ ও সংযমশীল মানুষদের কর্মই সততাকে অনেকখানি পরিপূর্ণতা দান করে।

আমরা এইমাত্র যে সিদ্ধান্তে এসেছি [অর্থাৎ পবম সুখ কর্মের একটি অবস্থা] তার হয়তো ব্যাখ্যা হবে যে সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস, কেননা এই ক্ষমতা দ্বারা সর্বাধিক সংখ্যক উন্নততম ও মহত্তম কর্ম সম্পাদন করা যায়।

§ 4. এর থেকে অনুমান করা যায় যে যে-মানুষ কর্তৃত্ব চালনা কবতে সক্ষম সে কখনও তাব প্রতিবেশীর নিকট তা সমর্পণ করবে না, পরন্তু তাব কাছ থেকে হরণ করবে। পিতা সন্তানদের কথা চিন্তা করবে না, সন্তানরা পিতার কথা চিন্তা করবে না, কোন প্রকার বন্ধুরাও তাদের বন্ধুদের কথা চিন্তা করবে নাঃ এই মুখ্য বিষয় প্রসঙ্গে কোন মানুষই অপরের কথা চিন্তা কববে নাঃ সকলেই এই নীতি অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হবে, 'সর্বোত্তম সর্বাধিক কাম্যঃ আর "সৎকর্ম করা" হচ্ছে সর্বোত্তম'। লুণ্ঠক এবং হিংসকরা পরম স্পৃহনীয় উদ্দেশ্য লাভ করে এটা যদি সত্য হত তাহলে এরূপ মতের মধ্যে সত্য থাকতে পারত।

§ 5. কিন্তু এটা বোধ হয অসম্ভব যে তাবা এরূপ উদ্দেশ্য লাভ কবে, আর তারা এরূপ উদ্দেশ্য লাভ কবে এ ধারণাটাও বস্তুত মিথ্যা ধারণা। স্ত্রীর উপর স্বামীর, সন্তানের উপর পিতার এবং ক্রীতদাসেব উপর গৃহস্বামীর যে পবিমাণ অগ্রগণ্যতা থাকে, অপবের উপর সম্পাদকের নিজের সেই পরিমাণ অগ্রগণ্যতা না থাকলে কর্ম সৎ এবং উল্লেখযোগ্য হতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায় যে অপরাধী [যে নিজ আচরণের দ্বারা অপরেব উপরে না উঠে নীচে নেমে আসে] কখনও পরে এমন কিছু লাভ করতে পারে না যা তার আগেকার অপরাধ জনিত সততার ক্ষতির সমান হবে। [সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার নিত্য প্রয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস এই ভাবটিকে আমরা বর্জন করতে পারি।] সমপদস্থের সমাজে পদপ্রাপ্তি পর্যায়নুক্রম নীতিতে হওয়া উচিত ও ন্যায্য, কেননা সাম্য ও সমতার ভাবগুলি এই নীতি দাবি করে।

§ 6. সমানদের অসমান অংশ দেওয়া হবে এবং সমপদস্থ ব্যক্তিরা ভিন্নতার ভিত্তিতে আচরিত হবে এটা স্বভাববিরুদ্ধ জিনিস ; আর স্বভাববিরুদ্ধ কোন জিনিসই ঠিক নয়। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে একমাত্র অবস্থা যেখানে অন্য একজনকে অনুসরণ করা উচিত এবং মান্য করা সংগত, সেটা হচ্ছে যখন এমন এক ব্যক্তির উদয় হয় যে সততায় এবং (বলা যেতে পারে) কার্যত সর্বোত্তম কর্ম করার যোগ্যতায় অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

§ 7. **শুধু সততাই যথেষ্ট নয়ঃ সক্রিয়ভাবে সৎকর্ম করার যোগ্যতাও থাকা দরকার।**

আমাদের মত যদি ঠিক হয় এবং পরম সুখ 'সৎ কর্ম সম্পাদন'-এ নিহিত হয়, তাহলে এটা অনুমেয় যে সমগ্রভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে এবং নিজ আচরণে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কর্মের জীবন সমভাবে সর্বোত্তম।

§ 8. কখনও কখনও মনে করা হয় যে কর্মের জীবন অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু তা না হতে পারে। আবার কর্মের দ্বারা লভ্য লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত হলে তবেই আমাদের চিন্তা সক্রিয় হবে এমন মনে করা উচিত নয়। যে চিন্তার নিজের বাইরে কোন লক্ষ্য নেই, এবং যে দূর কল্পনা ও বিচার প্রবন্ধ একান্ত আত্মগত, তারা সক্রিয় নামের অনেক বেশী যোগ্য। 'সৎ কর্ম সম্পাদন' আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যঃ সুতরাং কোন না কোন প্রকার কর্ম আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ; কিন্তু বাহ্য কর্মের ক্ষেত্রেও যারা চিন্তার দ্বারা এইরূপ কর্মের প্রথম প্রবর্তক তাদেরও পূর্ণমাত্রায় এবং শব্দের যথাযথ অর্থে সক্রিয় বলা যেতে পারে।

§ 9. [শুধু চিন্তাই যেমন কর্ম হতে পারে তেমনি অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও কর্ম থাকতে পারে।] অতএব স্বয়ংস্থাপিত এবং স্বতন্ত্র জীবনে স্থির সংকল্প রাষ্ট্রেরা নিষ্ক্রিয় না হতে পারে। তারা খণ্ড খণ্ডভাবে সক্রিয়তা অজর্ন করত পারেঃ এরূপ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বহু পরস্পর সম্পর্ক থাকবে ; [সুতরাং সমগ্রটি নিজের আভ্যন্তরিক জীবনে সক্রিয় হবে]।

§ 10. ব্যক্তিগতভাবে মানুষের পক্ষেও এটি সমানভাবে সত্য। তা না হলে ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, কেননা তাদের নিজেদের আভ্যন্তরিক জীবনের কর্ম ছাড়া অন্য কোন কর্ম নেই।

অতএব এটা পরিষ্কার যে জীবনের যে পথ ব্যক্তির পক্ষে সর্বোত্তম তা সমগ্র রাষ্ট্রের ও তার সকল সদস্যের পক্ষে সর্বোত্তম হবে।

B

আদর্শ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, অধিবাসীদের স্বাভাবিক গুণ, সামাজিক গঠন এবং কেন্দ্রীয় নগরের রূপ পরিকল্পনা

পরিচ্ছেদ 4

[**রূপরেখা :** 1. জনসংখ্যা, আকারে ও পরিমাণে, নাগরিক কর্ম নির্বাহের পক্ষে অতি বৃহৎ বা অতি অল্প হওয়া উচিত নয়। জনসংখ্যার আকার কাজেই নির্ধারিত ও সীমিত হয় নাগরিক কর্মের প্রকৃতির দ্বারা, আর বৃহৎ জনসংখ্যা নাগরিক উৎকর্ষের সূচক নয়। বহুজন রাষ্ট্রের পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা বলবৎ করা কঠিন হবে, পরন্তু অল্পজন রাষ্ট্রের পক্ষে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করা শক্ত হবে। জাহাজের মতো রাষ্ট্রকেও কার্যনির্বাহের পক্ষে অতিবৃহৎ বা অতিক্ষুদ্র হলে চলবে না। উপযুক্তভাবে নাগরিক কর্ম করতে হলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা দরকার, কাজেই আমরা কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা এইভাবে দিতে পারি : 'স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন লাভের জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ নির্ণয়যোগ্য সংখ্যা'।]

§ 1 এই সাধারণ মুখবন্ধের আলোকে এবং অন্যান্য আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা [দ্বিতীয় খণ্ডে] স্মরণ রেখে আমরা এখন আমাদের বিষয়ের অবশিষ্ট অংশের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। প্রথমে যে প্রশ্নটি ওঠে তা হচ্ছে, 'আদর্শ রাষ্ট্র রচনার ভিত্তিমূলগুলি কি ?'

§ 2 স্বভাবোপযোগী উপকরণ আদর্শ রাষ্ট্রের অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং এর ভিত্তি হিসাবে কতকগুলি আদর্শ অবস্থাকে ধরে নিতে হবেঃ সেগুলি শুধু আদর্শ হলে চলবে না, তাদের সাধনযোগ্য হতে হবে। অন্যান্যের সঙ্গে একটি নাগরিকমণ্ডলী ও একটি ভূখণ্ড এই অবস্থাগুলির অন্তর্ভুক্ত।

§ 3 সকল উৎপাদকের—যেমন তন্তুবায়ের অথবা জাহাজ নির্মাতার—তাদের উৎপাদনের বিশেষ শাখার উপযুক্ত উপকরণ প্রয়োজন ; এবং এই উপকরণগুলি যত সুনির্মিত হবে তাদের কৌশলজাত দ্রব্যও তত উৎকৃষ্ট হবে। অপরাপর উৎপাদকের মতো রাষ্ট্রবিদের ও আইনকারেরও উপযুক্ত উপকরণের প্রয়োজন, এবং সেগুলি তাঁদের পাওয়া দরকার তাঁদের প্রয়োজনের উপযোগী অবস্থায়।

§ 4. রাষ্ট্রসজ্জায় মৌলিক উপাদান হচ্ছে মানবিক উপকরণ ; তাই স্বভাবত প্রয়োজনীয় জনসংখ্যার গুণ ও আয়তন আমাদের বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে ভূখন্ড ; এখানেও আমাদের গুণ ও আয়তন বিবেচনা করতে হবে। অনেকে মনে করেন রাষ্ট্রের সুখ নির্ভর করে তার বিশালতার উপর। হয়তো তাঁরা ঠিক ; কিন্তু তাহলেও তাঁরা জানেন না কিসে রাষ্ট্র বিশাল বা ক্ষুদ্র হয়।

§ 5. তাঁরা বিশালতাকে বিচার করেন সংখ্যাগতভাবে, জনসংখ্যার আয়তনের দ্বারা ; কিন্তু আয়তনের নয়, বরং যোগ্যতারই যথার্থ নির্ণায়ক হওয়া উচিত। অন্য জিনিসের মতো রাষ্ট্রেরও একটা কর্তব্য আছে ; সুতরাং যে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের কর্তব্য পালনে উচ্চতম যোগ্যতার পরিচয় দেয় তাকেই মহত্তম মনে করা উচিত। অনুরূপভাবে দৈহিক আয়তনে উপরিস্থ কোন ব্যক্তি অপেক্ষা হিপোক্রেটিসকে[33] স্বভাবত 'মহত্তর' (মানুষ হিসাবে নয়, চিকিৎসক হিসাবে) বলা হবে।

§ 6. কিন্তু এমন কি যদি জনসংখ্যার আয়তনের দ্বাবা রাষ্ট্রকে বিচার করা সংগত হয় তাহলেও কোন নিছক আকস্মিক সমষ্টির আলোকে বিচার করলে ভুল হবে। মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্রের মধ্যে খুব সম্ভবত বহুসংখ্যক ক্রীতদাস, নিবাসী বিদেশী ও বিদেশী থাকবে। জনসংখ্যার মাপকাঠিতে যদি আমরা রাষ্ট্রের বিচার করি তাহলে যারা রাষ্ট্রের সদস্য এবং তার গঠনের আবশ্যক উপাদান তাদের মধ্যেই একে সীমাবদ্ধ করতে হবে। এদের উল্লেখ-যোগ্য সংখ্যা বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রমাণ হতে পারে ; কিন্তু যে রাষ্ট্র রণক্ষেত্রে কেবল যন্ত্রীদের বৃহৎ বাহিনী পাঠায় এবং কেবল মুষ্টিমেয় গুরু অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে সে সম্ভবত বৃহৎ হতে পারে না। বৃহৎ রাষ্ট্র এবং জনবহুল রাষ্ট্র এক নয়।

§ 7. আরও একটি বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে অত্যন্ত জনবহুল রাষ্ট্রের পক্ষে আইন মান্যের সাধারণ অভ্যাস অর্জন করা বস্তুত অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য। লক্ষ্য করলে জানা যায় যে সুশাসিত বলে যেসব রাষ্ট্রের সুনাম আছে তাদের মধ্যে একটিও নেই যার জনসংখ্যা কিছু না কিছু সীমিত হয়নি। কিন্তু তত্ত্বগত যুক্তির জোরেও বিষয়টিকে প্রতিপন্ন করা যেতে পারে।

§ 8. আইন একটি সুব্যবস্থা ; সুতরাং আইন মান্যের সাধারণ অভ্যাস বলতে বোঝায় সাধারণ সুশৃঙ্খলা। কিন্তু শৃঙ্খলা জিনিসটি অত্যধিক সংখ্যার পক্ষে অসম্ভব। অসীম সংখ্যার জন্য শৃঙ্খলা সৃষ্টি ঐশী শক্তির কর্মঃ ঐ শক্তি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে একত্র ধরে রাখে [এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করে]

এবং সেখানে সংখ্যা ও আয়তনের মধ্যে সাধারণত [শৃঙ্খলার অনুগামী] সৌন্দর্যকে দেখা যায়।

§ 9. অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে যে-রাষ্ট্র উপরে প্রস্তাবিত মানের শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিমাণের সমন্বয় সাধন করে সেই হবে সুন্দরতম। কিন্তু আমাদের আরও লক্ষ্য করতে হবে [এই সাধারণ নিয়ম বাদে] যে অন্য সকল জিনিসের (পশু, উদ্ভিদ এবং অবচেতন যন্ত্রের) মতো রাষ্ট্রের আয়তনের একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে।

§ 10. অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলে অথবা অতিশয় বৃহদাকার হলে যেকোন জিনিস তার ক্রিয়াসাধক ক্ষমতা হারাবে। কখনও সে সম্পূর্ণরূপে তার প্রকৃতি হারাবে ; কখনও অন্তত সে শুধু দোষযুক্ত হবে। একটি জাহাজের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যে জাহাজ দৈর্ঘ্যে মাত্র 6 ইঞ্চি অথবা 1,200 ফুটের মতো সে আদৌ জাহাজ হবে না ; এমন কি আরও পরিমিত আয়তনের জাহাজও যথেষ্ট বৃহৎ না হবার জন্য অথবা অতি বৃহৎ হবার জন্য সমুদ্রগমনে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

§ 11 রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। অত্যল্প সভ্য দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিহীন রাষ্ট্র (এবং সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ)। অত্যধিক সভ্য দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে (যা অসভ্য জাতি একইভাবে হতে পারে) ; কিন্তু তা প্রকৃত রাষ্ট্র হবে না, কেননা যথার্থ সংবিধান তার আদৌ থাকতে পারে না। এমন অত্যধিক বিশাল জনতার সৈন্যাধ্যক্ষ কে হবে? আবার স্টেণ্টরের[100] কণ্ঠ না থাকলে কে তাদের আদেশ দেবে?

সুতরাং রাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্যায়ে জনসংখ্যার প্রাথমিক পরিমাণ রাজনৈতিক সংগঠন রূপ জীবনের সুপথ অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া দরকার।

§ 12. যে রাষ্ট্র এই প্রাথমিক পরিমাণ অতিক্রম করে সে আরও বৃহৎ রাষ্ট্র হতে পারে ; কিন্তু এরূপ পরিমাণ বৃদ্ধি, ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছে, অনির্দিষ্টভাবে চলতে পারে না। যদি আমরা বাস্তব ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে বৃদ্ধির সীমা কি হবে এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যাবে। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ অংশত শাসকদের এবং অংশত শাসিতদের। শাসকদেব কার্য আদেশ দেওয়া এবং বিবাদের নিষ্পত্তি করাঃ [শাসিতদের কার্য শাসকদের নির্বাচন কবা]।

§ 13. বিবাদী অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করার জন্য এবং সরকারী পদগুলি প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী বণ্টন করার জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের পরস্পর চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার। তা না হলে পদ-

বণ্টন ও রায়দান ঠিক হবে না। উভয় বিষয়েই হঠকারিতা অন্যায় ; কিন্তু যেখানে জনসংখ্যা অতি বৃহৎ সেখানে প্রত্যক্ষত তাই হয়।

§ 14. এই অবস্থায় আর একটি জিনিস হয়ে থাকে। বিদেশীরা এবং নিবাসী বিদেশীরা অনায়াসে রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করেঃ জনতার মধ্যে অজ্ঞাত থাকা তাদের পক্ষে সহজ।'

এইসব বিবেচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় জনসংখ্যার কাম্য মান কি। এক কথায় সেটি হচ্ছে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন লাভের জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ নির্ণয়যোগ্য সংখ্যা'। জনসংখ্যার উপযুক্ত আয়তনের আলোচনা এখানে শেষ হতে পারে।

পরিচ্ছেদ 5

[রূপরেখা ঃ 2. ভূখণ্ডের আকারও হবে পরিমিত—নাগরিকরা যাতে সংযম ও উদারতা সমন্বিত অবকাশের জীবন যাপন করতে সক্ষম হয় তার বেশীও নয়, কমও নয়। জনসংখ্যার মতো এরও 'নির্ধারণ যোগ্য' হওয়া উচিত। তা হলে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা উপযুক্তভাবে পরিকল্পিত হতে পারবে এবং কেন্দ্রীয় নগর ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে যথাযথ সম্পর্ক গঠিত হতে পারবে।]

§ 1. ভূখণ্ড সম্পর্কেও একই রকম বিবেচনা প্রযোজ্য। ভূমির প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সর্বোচ্চ স্বয়ংসম্পূর্ণতার সহায়ক ভূখণ্ডকে প্রত্যেকে প্রত্যক্ষত অধিক পছন্দ করবে এবং যেহেতু তার অর্থ এই যে প্রত্যেকটি জিনিস মিলবে এবং কোন জিনিসের অভাব থাকবে না, এরূপ ভূখণ্ডকে অবশ্যই সকল প্রকার শস্য উৎপাদন করতে হবে। বিস্তার ও পরিমাণের দিক্ থেকে ভূখণ্ড এমন বৃহৎ হবে যাতে অধিবাসীরা উদারতা ও সংযম সমন্বিত অবকাশের জীবন যাপন করতে পারবে।

§ 2. এই মানটি নির্ভুল না ভুল সে প্রশ্নটি আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের আরও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করতে হবেঃ তখন সম্পত্তি সম্বন্ধে সাধারণ সমস্যা এবং ধনের অধিকার সম্পর্কে বিবেচনা করব এবং অধিকার ও ব্যবহারের মধ্যে উচিত সম্পর্কটি পরীক্ষা করব। এটি অত্যন্ত বিবাদী বিষয় ; আর কার্পণ্য বা অপব্যয় এই চূড়ান্ত দুটির অন্যতরের প্রতি মানুষের জীবন যাপন রীতির একটা আসক্তি আছে।

§ 3. ভূমির সাধারণ অবস্থান সম্পর্কে সহজেই প্রস্তাব করা যেতে পারে (যদিও এখানে এমন কতকগুলি প্রশ্ন ওঠে যার জন্য যুদ্ধবিশারদদের উপদেশ নেওয়া উচিত) যে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড শত্রুদের অভিগমনের পক্ষে দুঃসাধ্য এবং অধিবাসীদের নির্গমনের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। জনসংখ্যা সম্বন্ধে উপরে যা বলা হয়েছে—অর্থাৎ জনসংখ্যা নির্ধারণযোগ্য হবে—তা ভূখণ্ডের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। যে ভূখণ্ডকে সহজে অবধারণ করা যায় তাকে সহজে প্রতিরক্ষাও করা যায়। স্থল ও সমুদ্র উভয় পথে কেন্দ্রীয় নগরের অভিগমনের সহজসাধ্যতা বিবেচনা করে তার আদর্শ অবস্থান স্থির করতে হবে।

§ 4. [এখানে দুটি বিষয় সংসৃষ্ট।] প্রথমটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছেঃ সেটি এই যে নগরটি ভূখণ্ডের সর্বত্র সাহায্য প্রেরণের জন্য সাধারণ সামরিক কেন্দ্র হবে। দ্বিতীয়টি এই যে নগরটি সুবিধাজনক বাণিজ্যকেন্দ্রও হবে, যেখানে আহার্য দ্রব্যের, গৃহ নির্মাণের জন্য কাষ্ঠের এবং ভূখণ্ডের অনুরূপ অন্য কোন শিল্পের জন্য কাঁচামালের পরিবহণের সুবন্দোবস্ত থাকবে।

পরিচ্ছেদ 6

[**রূপরেখা ঃ** সমুদ্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা উচিত কিনা এটি একটি অতীব বিবাদী প্রশ্ন। কেউ কেউ মনে করেন যে সামুদ্রিক যোগাযোগের অর্থ অবাঞ্ছিত বিদেশীয় জনতার প্রবর্তন ; পরন্তু সামরিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সরবরাহ উভয় কারণে এরূপ যোগাযোগ মূল্যবান। নিজেকে বিশ্বের পণ্যশালায পরিণত করা কোন রাষ্ট্রেরর পক্ষে উচিত নয়, কিন্তু তার নিজের বাজার সংগ্রহ করা উচিত , একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নৌবলও কাম্য—যদিও এই বলের ভিত্তি স্বরূপ নৌদণ্ডধররা নাগরিক হবে না, হবে কৃষিদাস ও ক্ষেতমজুর।]

§ 1. সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধাজনক না ক্ষতিকর এটি একটি অতীব বিবাদী প্রশ্ন। কেউ কেউ মনে করেন যারা অন্য সংবিধানের অধীনে জন্মেছে এবং মানুষ হয়েছে সেই বিদেশীয়দের প্রবর্তন এবং তজ্জনিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁরা যুক্তি দেখান যে যখন বহুসংখ্যক নাবিক পণ্যের রপ্তানি ও আমদানির জন্য সমুদ্র ব্যবহার করে তখন এরূপ বৃদ্ধি অপরিহার্য , এবং তাঁরা মনে করেন এটা সুশাসনের পরিপন্থী।

§ 2. অপরপক্ষে, এবং যদি শুধু এই বৃদ্ধি এড়ানো যায়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহ যে নিরাপত্তা এবং অতি আবশ্যক দ্রব্যের যথাযথ যোগানের স্বার্থে রাষ্ট্রের নগর ও ভূখণ্ডের পক্ষে সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা প্রশস্ত।

§ 3. নিরাপত্তা ভোগ করার জন্য এবং আরও সহজে শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হবার জন্য সমুদ্রপথে ও স্থলপথে প্রতিরক্ষায় সমর্থ হওয়া রাষ্ট্রের উচিত। আক্রমণ চালনা এবং শত্রুদের ক্ষতি সাধন আরও সুবিধাজনক হবে যদি সে উভয় উপাদান ব্যবহার করতে, এবং একসঙ্গে উভয় পথে না হলেও একটিতে বা অন্যটিতে তৎপর হতে, সক্ষম হয়।

§ 4. অনুরূপভাবে সরবরাহ সংগ্রহ করতে হলে রাষ্ট্র যেসব পণ্য নিজে উৎপাদন করে না সেগুলি আমদানি করা এবং পরিবর্তে তার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের উদ্‌বৃত্ত রপ্তানি করা অবশ্য কর্তব্য। সে নিজের জন্য বাণিজ্য করবে —কিন্তু অপরের জন্য বাণিজ্য করবে না। যেসব রাষ্ট্র নিজেদের বিশ্বের পণ্যশালায় পরিণত করে তারা শুধু আয়ের জন্য এরূপ করে ; এবং যেহেতু এই প্রকার লাভের ব্যাপারে আসক্ত হওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে অনুচিত সেই হেতু তার অনুচিত ঐ ধরনের বিনিময় কেন্দ্র হওয়া।

§ 5. আমাদের নিজেদের সময়ের রীতি থেকে দেখা যায় যে ভূখণ্ড এবং

নগরের বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলি অনেক সময়ে প্রধান নগরের সম্পর্কে যথাযথ-ভাবে অবস্থিত থাকে—ভিন্ন ও পৃথক্, কিন্তু অতি দূরে নয়, অতএব এমন-ভাবে অবস্থিত যে সংযোগকারী প্রাচীর এবং অন্য অনুরূপ পরিক্রিয়া দ্বারা শাসন করা যায়। বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সঙ্গে সম্পর্ক জনিত যেকোন সুবিধা এই সব পদ্ধতি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা যাবে ; আর যেসব ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর ব্যবহার থাকবে বা থাকবে না আইনের দ্বারা তাদের উল্লিখিত ও নিরুক্ত করে যেকোন প্রতিকূল অসুবিধা সহজে অতিক্রম করা যেতে পারে।

§ 6. একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নৌশক্তি দৃশ্যত অত্যন্ত সুবিধাজনক। এটা আত্মরক্ষার ব্যাপার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমন প্রতিবেশী শক্তিও থাকবে যাদের সমুদ্রপথে এবং স্থলপথে ভয় দেখানো বা সাহায্য করার মতো অবস্থা রাষ্ট্রের থাকা দরকার।

§ 7. রাষ্ট্র জীবনের যে পথ অনুসরণ পছন্দ করে এরূপ শক্তির আয়তন ও পরিমাণ কার্যত তার উপর নির্ভর করে এবং তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঐ পথ যদি নেতৃত্বের এবং অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্কের পথ হয় তাহলে নৌশক্তি সংসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপের সমগুণ হওয়া উচিত। ফলে বহু-সংখ্যক নৌদণ্ডধরের দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নাও হতে পারেঃ এই ব্যক্তিদের নাগরিকমণ্ডলীর অখণ্ড অংশ হওয়া উচিত নয়।

§ 8. [নৌদণ্ডধরদের থেকে পৃথক্] নৌসৈন্যরা পূর্ণ স্বাধীন মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তঃ তারা পদাতিক সৈন্যদলের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয় এবং জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য তাদের হাতে। কিন্তু [নৌদণ্ডধরদের কথা অন্য, এবং] যদি বহুসংখ্যক কৃষিদাস ও ক্ষেত মজুর নিকটে মেলে তাহলে তাদের মধ্য থেকে সব সময়ে এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। লক্ষণীয় যে এই নীতি বর্তমানে কার্যত কতকগুলি রাষ্ট্রে অনুসৃত হয়। উদাহরণঃ [কৃষ্ণসাগরতীরস্থ] হেরাক্লিয়া নাগরিকমণ্ডলীর আয়তন অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর বৃহৎ জাহাজ যুদ্ধার্থে সজ্জিত করতে পারে।

ভূখণ্ড, পোতাশ্রয়, নগর, সমুদ্র এবং নৌশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা এখানে সুসমাপ্ত হতে পারে।

পরিচ্ছেদ 7

[রূপরেখা : 3. আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপযোগী স্বাভাবিক গুণ কি তা আন্দাজ করা যায় তিনটি জাতির তুলনা থেকে—ইউরোপের শীতপ্রধান অঞ্চলের জাতি, এশিয়ার জাতি এবং গ্রীক জাতি। প্রথমটি পূর্ণমাত্রায় সাহসী, কিন্তু কৌশলে ও বুদ্ধিতে হীন; দ্বিতীয়টি কৌশল ও বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু সাহসে হীন; গ্রীকদের মধ্যে উভয় প্রস্থ গুণের সমন্বয় দেখা যায়। আদর্শ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক স্বভাবতই মিশ্রগুণ পছন্দ করবেন; এবং সাহস স্বক্ষেত্রে মূল্যবান হলেও তিনি প্লেটোর মতো তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন না।]

§ 1. রাষ্ট্রের জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারণের উপযুক্ত মান সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি [পরি 4, অনু 6]। এখন তার গুণ বিবেচনা করতে হবে এবং জানতে হবে কি প্রকার স্বাভাবিক গুণ এর সদস্যদের থাকা উচিত। এই গুণ কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হতে পারে যদি বিষয়টিকে সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয়—শুধু স্থায়ী এবং সুখ্যাত গ্রীক রাষ্ট্রগুলির কথা নয়, সমগ্র বাসযোগ্য পৃথিবীতে বিন্যস্ত অ-গ্রীক জাতিগুলির কথাও।

§ 2 সাধারণভাবে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা এবং বিশেষভাবে ইউরোপের অধিবাসীরা পূর্ণমাত্রায় সাহসী, কিন্তু কৌশলে ও বুদ্ধিতে হীন; সেকারণে তারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন থাকে কিন্তু কোন রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করে না এবং অপরকে শাসন করবার মতো ক্ষমতার পরিচয় দেয় না। এশিয়ার জাতিগুলি কৌশল ও বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু সাহসহীন; সে কারণে তারা প্রজা ও ক্রীতদাসের জাতি থেকে যায়।

§ 3. ভৌগোলিক অবস্থানে মধ্যবর্তী গ্রীকবংশের মধ্যে উভয় জাতিবর্গের গুণের সমন্বয় ঘটে। এর মধ্যে সাহস ও বুদ্ধি দুই আছে: একটি গুণ তাকে স্বাধীন করে রাখে, অপরটি তাকে উচ্চতম রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করতে এবং একবার রাজনৈতিক সংহতি লাভ করতে পারলে প্রত্যেকটি অপর জাতিকে শাসন করবার মতো ক্ষমতার পরিচয় দিতে সাহায্য করে।

§ 4. গ্রীক ও অ-গ্রীক জাতিগুলির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে গ্রীক জাতিগুলির নিজেদের মধ্যেও ঠিক সেই পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাদের মধ্যে কতকগুলি একটি গুণের অধিকারী: অন্যগুলির মধ্যে সাহস ও বুদ্ধির সুন্দর মিশ্রণ দেখা যায়।

যুক্তি থেকে বোঝা যায় যে যে-ধরনের মানুষকে ব্যবস্থাপক সহজে সততার জীবনে পরিচালিত করতে পারেন তাদের স্বাভাবিক গুণের মধ্যে বুদ্ধি ও সাহসের সমন্বয় হওয়া দরকার।

§ 5. কেউ কেউ মনে করেন তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে এই ভাবটি থাকবেঃ পরিচিতদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করতে হবে আর অপরিচিতদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে হবে। এটি অতিতেজস্বীর ভাব। তেজস্বিতা আমাদের আত্মার সেই শক্তি যার প্রকাশ প্রীতি ও বন্ধুত্বে ; তার প্রমাণ এই যে আমরা যখন নিজেদের অবহেলিত বোধ করি তখন পরিচিতদের ও বন্ধুদের প্রতি এমন গভীরভাবে উত্তেজিত হই যা অপরিচিতদের প্রতি কখনও হইনে।

§ 6. এর থেকে বোঝা যায় কেন আর্কিলোকাস বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে স্বভাবতই তাঁর অভিমানকে লক্ষ্য করে বলেছেন

সত্যই তুমি নিজের বন্ধুদের গৃহে আঘাত পেয়েছ।

আমাদের আত্মার এই শক্তি শুধু প্রীতি ও বন্ধুত্বেই প্রকটিত হয় নাঃ এটি আমাদের সকলের প্রভুত্বের যেকোন ক্ষমতার এবং স্বাধীনতার যেকোন অনুভূতির উৎসও। অভিমান আধিপত্যকারী এবং অজেয় জিনিস।

§ 7. কিন্তু অপরিচিতদের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কঠিন হওয়া উচিত একথা [প্লেটোর মতো] বলা অন্যায়। কারও প্রতি তাদের কঠিন হওয়া উচিত নয় ; বস্তুত মহানুভব ব্যক্তিরা অপরাধীদের প্রতি আচরণের সময়ে ছাড়া অন্য সময়ে দৃঢ়স্বভাব নন। তাসত্ত্বেও, যে কথা এইমাত্র আমাদের বলতে হয়েছে, তাঁদের পক্ষে আরও অধিক কঠোরতা প্রদর্শন সম্ভব যদি তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের অপকারীরা তাঁদের নিজেদের পরিচিত।

§ 8. এটা খুবই ন্যায্য। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা অনুভব করি যাদের উপকারের জন্য আমাদের কাছে ঋণী থাকা উচিত তারা শুধু ক্ষতি করছে না, অপমানও করছে, শুধু অপরাধ করছে না, কৃতঘ্নতাও প্রকাশ করছে।

আমাদের একজন কবি বলেছেন,

ভ্রাতৃবিরোধ নিষ্ঠুর ;

আর একজনও বলেছেন,

যারা অত্যধিক ভালোবাসতে পারে
তারা অত্যধিক ঘৃণা করতেও পারে।[101]

§ 9. আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ভিত্তিমূলগুলি—অর্থাৎ (1) নাগরিক-মণ্ডলীর যথার্থ আয়তন এবং তার স্বাভাবিক গুণের উপযুক্ত প্রকৃতি ; এবং (2) ভূখণ্ডের যথার্থ আয়তন এবং এর ভূমির উপযুক্ত প্রকৃতি—সম্পর্কে আমরা যেসব সিদ্ধান্তে এসেছি সেগুলি সাধারণভাবে এই প্রকার (কেনন৷ তথ্যের আলোচনায় যতটা সূক্ষ্মতার প্রয়োজন হয় তত্ত্বের আলোচনায় ততটা হয় না)।

পরিচ্ছেদ ৪

[রূপরেখা ঃ 4. আদর্শ রাষ্ট্রেব সামাজিক গঠন বিবেচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের 'অভিন্ন অংশ' এবং 'প্রয়োজনীয় অবস্থা'-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। রাষ্ট্রেব অভিন্ন অংশ হচ্ছে পূর্ণ নাগরিকরা, যারা রাষ্ট্রের পূর্ণ সুন্দব জীবনে সক্রিয অংশ গ্রহণ করে ঃ প্রযোজনীয় অবস্থা হচ্ছে সহায়ক সভ্যবা, যাবা পূর্ণ নাগরিকদের ঐ জীবনে অংশ গ্রহণ সম্ভব কবে। 'অংশ' এবং 'অবস্থা' উভযকে একসঙ্গে ধবে বলা যেতে পাবে যে বাষ্ট্রেব সামাজিক গঠনকে ছরকম কর্মেব ব্যবস্থা কবতেই হবে—কৃষি, শিল্পকলা, প্রতিবক্ষা, জমিদারি, সাধারণ পূজা এবং বাজনৈতিক বিতর্ক ও দেওয়ানী বিচাব।]

§ 1. যেমন অন্য যৌগিক পদার্থে তেমনি রাষ্ট্রে ['অবস্থা' ও 'অংশ'-গুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে হবেঃ] সমগ্রের অস্তিত্বের জন্য যে অবস্থাগুলি আবশ্যক তাবা সেব্যমন সমগ্র ব্যবস্থার কারণিক অংশ নয়। পরিষ্কার সিদ্ধান্ত এই যে আমরা রাষ্ট্রের অথবা অন্য কোন জৈব সংগঠনের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রের অথবা এরূপ কোন সংগঠনের 'অংশ' বলে মনে কবতে পারিনে।

§ 2. [আমরা জৈব সংগঠনের কথা বলেছি।] তার অর্থ এই যে এমন একটি জিনিস থাকবে যা সকল সভ্যদের সাধাবণ এবং সকলের নিকট অভিন্ন। জিনিসটিব মধ্যে তাদের অংশ সমান অথবা অসমান হতে পাবে। জিনিসটি নিজে নানা প্রকার হতে পারে—যেমন খাদ্য বা কিয়ৎ পরিমাণ ভূখণ্ড বা ঐ ধরনের অন্য কিছু। [কিন্তু কোন একটা জিনিস থাকা চাই যা সাধারণ এবং অভিন্ন।]

§ 3 যে উপায়গুলি দ্বারা একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় সেই উপায়গুলির এবং উদ্দেশ্যটির মধ্যে যৌথ বা সাধারণ কিছু নেই—একমাত্র সম্পর্ক এই যে উপায়গুলি উৎপাদন করে এবং উদ্দেশ্যটি উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ কবে। উদাহরণ-স্বরূপ গৃহনির্মাণ যন্ত্রপাতি ও রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে তাদেব উৎপন্ন বস্তুর সম্পর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্মাতা এবং তার নির্মিত বাসগৃহের মধ্যে সাধারণ কিছু নেইঃ নির্মাতার নৈপুণ্য উপায় মাত্র, বাসগৃহটি উদ্দেশ্য। [102]

§ 4. এর থেকে অনুমেয় যে যদিও রাষ্ট্রের সম্পত্তির প্রয়োজন হয়, [যেমন বাসগৃহের গৃহনির্মাণ যন্ত্রপাতির ও রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন হয়],

তাহলেও সম্পত্তি রাষ্ট্রের অংশ নয়। অবশ্য জড় পদার্থের সঙ্গে কতকগুলি প্রাণী [অর্থাৎ ক্রীতদাস]ও সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু [আর দুটি জিনিসও সত্যঃ] রাষ্ট্র সমানের এবং একমাত্র সমানের সংগঠন ; আর এর লক্ষ্য সম্ভবপর উৎকৃষ্টতম এবং সর্বোন্নত জীবন, [যাতে ক্রীতদাস অংশগ্রহণ করতে পারে না]।

§ 5. সর্বোচ্চ কল্যাণ হচ্ছে পরম সুখ ; সেটি নিহিত সততার শক্তিতে এবং নিখুঁত আচরণে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা সকলের ভাগ্যে মেলে না ; কেউ কেউ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে পারে, কিন্তু অন্যরা আংশিকভাবে ভোগ করতে পারে অথবা এমন কি একেবারেই পারে না। এর পরিণতি সহজে বোঝা যায়। এই সব বিভিন্ন যোগ্যতা বিভিন্ন শ্রেণীর ও প্রকারের রাষ্ট্রের এবং কতকগুলি বিভিন্ন সংবিধানের সৃষ্টি করবে। নানাভাবে এবং নানা উপায়ে পরম সুখের অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন জীবনের পথ এবং ভিন্ন ভিন্ন সংবিধান নিজেদের জন্য সৃষ্টি করে।[108]

§ 6. রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক **সমস্ত** উপাদান এখন আমাদের গণনা করতে হবে। যাদের রাষ্ট্রের 'অংশ' বলা হয়েছে এবং যাদের 'অবস্থা' বলা হয়েছে তারা উভয়েই আমাদের উপাদানের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে। এরূপ তালিকা প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে আমাদের স্থির করতে হবে কতগুলি কর্ম রাষ্ট্র সম্পাদন করে ; তখন এর কতগুলি উপাদান থাকা উচিত তা আমরা সহজে দেখতে পাব।

§ 7. প্রথম ব্যবস্থা করতে হবে খাদ্যের। তারপর আসে শিল্পকলা ; কেননা জীবনযাত্রার ব্যাপারে অনেক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। তৃতীয় হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রঃ অংশত কর্তৃত্ব রক্ষা ও আইন অমান্য দমন করার জন্য, এবং অংশত বিদেশী আক্রমণের যেকোন ভয় প্রদর্শনের সম্মুখীন হবার জন্য রাষ্ট্রের সদস্যদের স্বয়ং অস্ত্রধারণ করতে হবে। চতুর্থ হবে পারিবারিক প্রয়োজন ও সামরিক উদ্দেশ্য উভয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির ব্যবস্থা। পঞ্চম (কিন্তু গুণানুসারে প্রথম) হচ্ছে দেব সেবার, কিংবা যাকে বলা হয়, সাধারণ পূজার, ব্যবস্থা। ষষ্ঠ এবং অত্যাবশ্যক হচ্ছে সাধারণ স্বার্থের জন্য যা প্রয়োজন এবং মানুষের ব্যক্তিগত আচরণে যা সংগত তা নির্ধারণের একটি পদ্ধতি [অর্থাৎ কোন বিতর্ক ও বিচার ব্যবস্থা]।

§ 8. এই কর্মগুলি প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বলা যেতে পারে। রাষ্ট্র নিছক আকস্মিক গোষ্ঠী নয়। আমরা বলেছি যে এই গোষ্ঠীকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে ; আর এই কর্মগুলির যে কোনটির যদি অভাব হয় তাহলে এ সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।

§ 9. সুতরাং রাষ্ট্র এমনভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত যাতে সে এই সকল কর্মে উপযুক্ত হতে পারে। অতএব তার অন্তর্ভুক্ত হবে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য একদল কৃষক ; শিল্পী ; সামরিক বাহিনী ; সম্পন্ন শ্রেণী ; পুরোহিত ; এবং প্রয়োজনীয় বিষয় নিষ্পত্তির জন্য ও সাধারণ স্বার্থ নিরূপণের জন্য একটি সংস্থা।[101]

পরিচ্ছেদ ৭

[রূপরেখা : প্রশ্ন ওঠে যে প্রয়োজনীয় কর্মগুলির প্রত্যেকটি কি একটি পৃথক্ সামাজিক শ্রেণী দ্বারা সম্পাদিত হবে না তাদের কতকগুলি মিলিতভাবে সম্পাদিত হতে পারে—এবং যদি হয় তাহলে কোন্‌গুলি। উত্তরে বলা যেতে পারে যে (1) প্রথম কর্ম দুটি—অর্থাৎ কৃষি এবং শিল্পকলা—পূর্ণ নাগরিকদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না, কেননা তাদের জীবনে অবকাশের প্রয়োজন, এবং (2) অন্য কর্মগুলির মধ্যে তিনটি—অর্থাৎ প্রতিরক্ষা, সাধারণ পূজা এবং বিতর্ক ও বিচার—একদিক্ থেকে একই ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত আবার অন্যদিক্ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সাধিত হওয়া উচিত। শেষোক্ত ফলটি লাভ করা যেতে পারে যদি (a) পূর্ণ নাগরিকরা সকলে এই তিনটি কর্মের সঙ্গে জীবনের কোন না কোন সময়ে জড়িত থাকে, কিন্তু (b) অল্পবয়স্ক নাগরিকরা প্রতিরক্ষা কর্মে, মধ্যবয়স্করা বিতর্ক ও বিচার কর্মে এবং পরিণতবয়স্করা সাধারণ পূজায় নিরত হয়। পরিণাম এই দাঁড়াবে যে প্রত্যেক নাগরিক এই তিনটি কর্মের প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত থাকবে, কিন্তু প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত থাকবে তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে। অবশিষ্ট কর্মটি —অর্থাৎ জমির মালিকানা—সমগ্র পূর্ণ নাগরিক মণ্ডলীর হাতে অর্পিত হওয়া উচিত (প্লেটো 'রিপাবলিক'-এ যে মত পোষণ করেন এটি তার বিপরীত : তিনি পূর্ণ নাগরিকদের জমির মালিকানা নিষিদ্ধ করেছেন)।]

§ 1. এই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট হয়েছে ; আরও একটি বিষয়ের বিবেচনা এখনও বাকী রয়েছে। সকল সভ্যই কি এই সকল কর্মের সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করবে? (তা সম্ভব হতে পারে: এক ব্যক্তিরাই সকলে একসঙ্গে কৃষিকর্মে, শিল্পকলার অনুশীলনে এবং বিতর্ক ও বিচারকার্যে নিযুক্ত হতে পারে।) অথবা বিভিন্ন কর্মের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ একদল লোক থাকবে? অথবা কতকগুলি কর্ম অর্পিত হবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের উপর আর অবশিষ্টগুলিতে সকলেই অংশ গ্রহণ করবে? প্রত্যেক সংবিধানে একই ব্যবস্থা অনুসরণের প্রয়োজন নেই।

§ 2. আমরা বলেছি যে বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্ভবপর: সকলে সকল কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম গ্রহণ করতে পারে। এই বিকল্পগুলি থাকাতেই বোঝা যায় সংবিধানগুলি কেন পৃথক্: গণতন্ত্রে সকল ব্যক্তি সকল কর্মে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু মুখ্যতন্ত্রে বিপরীত রীতি অনুসৃত হয়।

§ 3. এখানে সর্বোৎকৃষ্ট বা আদর্শ সংবিধানই আমাদের একমাত্র

চিন্তার বিষয়। যে সংবিধানের অধীনে মানুষ পূর্ণমাত্রায় পরম সুখ লাভ করে সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সংবিধান (পরি 2, অনু 5) ; এবং আমরা ইতি-পূর্বে বলেছি (পরি 1, অনু 11—12) সততা বিনা পরম সুখ থাকতে পারে না। এই নীতি অনুসারে পরিষ্কার বোঝা যায় যে যে-রাষ্ট্রে আদর্শ সংবিধান আছে—যে রাষ্ট্রের সদস্যরা সম্পূর্ণরূপে নীতিমান এবং শুধু একটা বিশেষ মাপকাঠি অনুযায়ী নীতিমান নয়—সে রাষ্ট্রের নাগরিকরা কারিগর বা দোকানদারের জীবন, হীন এবং সততা বিরোধী জীবন যাপন কবতে পারে না।

§ 4. তাদের কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকাও চলবে নাঃ সততাব পরিপুষ্টি এবং রাজনৈতিক কর্মের পরিশীলন উভয়ের জন্য অবসরের প্রয়োজন।

অন্যপক্ষে সামরিক বাহিনী এবং সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক-কারী ও ন্যায় সংক্রান্ত বিষয়ে মীমাংসাকারী সংস্থা উভয়ই আবশ্যক, এবং বিশেষ ও অসাধাবণ অর্থে প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রের 'অংশ'। তাদের কি পৃথক্ রাখতে হবে? না উভয় কর্ম একই ব্যক্তিদেব উপর অর্পিত হবে?

§ 5. সুস্পষ্ট উত্তর এই যে এক অর্থে এবং একদিক্ থেকে তাদের এই ব্যক্তিদেব উপব সমর্পিত হওয়া উচিত , আবার অন্য অর্থে এবং অন্যদিক্ থেকে তাদের পৃথক্ রাখা উচিত। এক পক্ষে অন্যতর কর্মের জন্য জীবনের বিভিন্ন অনুকূল অবস্থাব প্রযোজনঃ বিতর্কেব জন্য চাই পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা আর যুদ্ধের জন্য যৌবনের পৌরুষ, এই দিক্ থেকে তাদেব বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের উপব সমর্পিত হওযা উচিত। অন্য পক্ষে যাদেব শক্তি প্রয়োগ করাব (বা শক্তি প্রতিরোধ করার) মতো পৌরুষ আছে তারা যে চিরদিন পরবশ থাকবে এমন আশা করা চলে না , এই দিক্ থেকে কর্ম দুটি এক ব্যক্তিদেব উপব সমর্পিত হওয়া উচিত [সুতরাং সামরিক বাহিনীর সভ্যদেরও বিতর্কে যোগদান করতে দিতে হবে]। আমাদের ভাবতে হবে যে সামরিক ক্ষমতাব উপর কর্তৃত্ব সংবিধানের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের উপরও কর্তৃত্ব।

§ 6. অতএব আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই সাংবিধানিক ক্ষমতা-গুলি [অর্থাৎ যুদ্ধমূলক ও বিতর্কমূলক] এক ব্যক্তিবর্গের--অর্থাৎ উভয় বয়স-গোষ্ঠীব—উপব সমর্পণ করা—কিন্তু একসঙ্গে নয়, ক্রমানুযায়ী। প্রকৃতির অনুক্রম অনুযায়ী যৌবন পৌরুষ লাভ করে আর পরিণত বয়স লাভ করে প্রজ্ঞা , এবং রাষ্ট্রেব দুটি বয়স-গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনে ঐ অনুক্রম অনুসবণ করাই নীতিসংগত। এটা শুধু নীতিসংগত নয়, ন্যায়সংগতও বটে ; কেননা এই ভিত্তিতে বণ্টন যোগ্যতার সমানুপাতে অধিকার দান।

§ 7. যে ব্যক্তিরা এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করে তাদের সম্পত্তির অধিকাবী হওয়াও উচিত ; [এবং তারাই হবে সম্পন্ন শ্রেণী]। ....আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকরা কিয়ৎ পরিমাণ সম্পত্তির অধিকাবী হবে [যাতে তারা সততা ও রাজ-

নৈতিক কর্মের জন্য অবসর পায়] ; এবং এই ব্যক্তিরাই—একমাত্র এরাই—নাগরিক। রাষ্ট্রে কারিগর শ্রেণীর কোন অংশ নেই ; সততার 'উৎপাদক' নয় এমন অন্য কোন শ্রেণীরও নেই।[105] ....আদর্শ রাষ্ট্রের নীতি থেকে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। ঐ নীতি অনুসারে পরম সুখ বা সুখ সততার সহচর। রাষ্ট্রকে আমরা একমাত্র তখনই সুখী বলতে পারি যখন ব্যাপকভাবে সমগ্র নাগরিকমণ্ডলীকে এর অন্তর্ভুক্ত করি এবং এর একটিমাত্র উপাদানে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রাখি।[106]

§ 8. নাগরিকদের সম্পত্তি থাকা উচিত এই মতের পক্ষে আরও একটি যুক্তি রয়েছেঃ কৃষিজীবীদের অবশ্যই ক্রীতদাস বা বিদেশী কৃষিদাস মনে করা যেতে পারে।

পরিগণিত ছটি উপাদান বা শ্রেণীর মধ্যে বাকী আছে মাত্র পুরোহিতরা।

§ 9. যে ভিত্তির উপর এই শ্রেণীটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তা সুস্পষ্ট। কৃষক বা কারিগর শ্রেণীভুক্ত কেউ পুরোহিত হবে না। দেবার্চনা নাগরিকদের বিষয় হওয়া উচিত। এইমাত্র প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নাগরিকরা দুদলে বিভক্ত—যুদ্ধকারী বা তরুণ এবং বিতর্ককারী বা প্রৌঢ়। প্রৌঢ় দলের মধ্যে যারা অগ্রজ—যাদের মধ্যে ইতিপূর্বে বয়সের ক্লান্তি এসেছে—তাদের উচিত দেবারাধনা পরিচালনা করা এবং সেবার ভিতর দিয়ে বিশ্রাম নেওয়া : সুতরাং তাদের সম্প্রদায়ের উপর পুরোহিত পদগুলি সমর্পিত হবে।

§ 10. রাষ্ট্র নির্মাণের আবশ্যক 'অবস্থা' এবং তার অখণ্ড 'অংশ'গুলির নিরীক্ষা এখানে সম্পূর্ণ হল। কৃষক, কারিগর এবং সাধারণ দিনমজুরের দল প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হচ্ছে সামরিক বাহিনী এবং বিতর্কমূলক ও বিচারমূলক সংস্থা। এদের প্রত্যেকটি একটি পৃথক্ উপাদান —কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য জীবনব্যাপী, অন্যত্র একটি নির্দিষ্ট কালের জন্যঃ কাল শেষ হলে একটি উপাদান অন্য একটির স্থলাভিষিক্ত হয়।

পরিচ্ছেদ 10

[রূপরেখা : প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন শ্রেণীতে রাষ্ট্রের বিভাগ প্রাচীনকালে মিশর ও ক্রীটে দেখা গিয়েছিল। গণভোজন ব্যবস্থাও (পরে পরিচ্ছেদ 12-তে সূচিত হয়েছে) প্রাচীন ক্রীটে দেখা যায় ; এমনকি আরও পূর্বে এটিকে দক্ষিণ ইটালিতে দেখা গিয়েছিল। এর থেকে লক্ষণীয় যে সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলি কালক্রমে বার বার আবিষ্কৃত হযেছে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। জমিব মালিকানার প্রসঙ্গ তুলে বিবেচনা করতে হবে তার বণ্টন সমস্যা। জমি সম্পূর্ণভাবে সরকারী সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়—যদিও গণভোজন ব্যবস্থা ও সাধারণ পূজার জন্য কিছু পরিমাণ হতে পারে। এই ভিত্তিব উপব প্রস্তাব করা যেতে পারে যে (1) এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কিছু জমি হবে সরকারী সম্পত্তি, কিন্তু (2) অবশিষ্ট অংশ হবে বেসরকারী মালিকদের, এবং এদের প্রত্যেকের দুখণ্ড জমি থাকবে—একখণ্ড অবস্থিত হবে কেন্দ্রীয় নগবেব নিকটে এবং অপরটি হবে সীমান্তে। সমস্ত জমিব আবাদ ক্রীতদাস অথবা কৃষিদাসদের উপর স্থাপিত হবে।]

§ 1. বিভিন্ন শ্রেণীতে রাষ্ট্রের বিভাগ এবং শস্ত্রজীবী ও কৃষিজীবীদের পৃথক্‌করণ রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি নতুন বা এমন কি সাম্প্রতিক আবিষ্কার বলে মনে হয় না। এমন কি আজও মিশরে এবং ক্রীটেও এরূপ রয়েছে: শোনা যায় মিশরে এই রীতির সূত্রপাত হয়েছিল সেসস্ট্রিসের আইনের সঙ্গে এবং ক্রীটে হয়েছিল মাইনসেব আইনের সঙ্গে।....

§ 2. গণভোজন প্রতিষ্ঠানটিও প্রাচীন বলে মনে হয়। ক্রীটে এর সূত্রপাত হয়েছিল মাইনসের রাজত্বকালে ; কিন্তু দক্ষিণ ইটালিতে এর আরম্ভ হয়েছিল আরও অনেক পূর্বে।

§ 3. ঐ অঞ্চলের ঐতিহাসিকরা ইটালাস নামক এক পৌরাণিক ওয়েনোট্রিয়া রাজের কথা বলেন: তাঁর থেকে ওয়েনোট্রিয়াবাসীরা (পূর্ব নাম পরিবর্তন করে) 'ইটালিবাসী' বলে পরিচিত হয়েছিল, এবং তিনি যে সাইলেসিয়াম ও ল্যামেটাস উপসাগরের ব্যবধান অর্ধ দিনের পথ তাদের সংযোগকারী রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ইউরোপের ভূমি নাসিকাকে[107] 'ইটালি' নাম দিয়েছিলেন।

§ 4. ঐতিহাসিকদের মতে এই ইটালাস ওয়েনোট্রিয়াবাসীদের পশুপালক থেকে কৃষকে পরিণত করেছিলেন ; এবং অন্যান্য আইন প্রণয়ন ছাড়াও তিনি প্রথম গণভোজন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর কোন কোন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ঐ ব্যবস্থা ও তাঁর কতকগুলি আইন আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

§ 5. এইমাত্র উল্লিখিত রেখার উত্তর-পশ্চিমে ক্যাম্পানিয়া পর্যন্ত ওপিকাবাসীরা ছিলঃ তারা পূর্বে অসোনিয়াবাসী নামে অভিহিত ছিল (বস্তুত এখনও আছে) ; উত্তর-পূর্বে আইয়াপিগিয়া এবং আইয়োনিয়া উপসাগরের দিকে সিরিটিস নামক ভূখণ্ডে কোনিয়াবাসীরা ছিলঃ তাদেরও উৎপত্তি ওয়েনোট্রিয়াতে।

§ 6. সুতরাং দক্ষিণ ইটালিতেই গণভোজন ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছিল। ....উপরে উক্ত অপর প্রতিষ্ঠানটি—রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ—উৎপত্তি লাভ করেছিল মিশরে [ক্রীটে নয়]ঃ সেসস্ট্রিসের রাজত্বকাল মাইনসের রাজত্ব-কাল অপেক্ষা বহু আগেকার।

§ 7. [যেমন এই প্রতিষ্ঠান দুটি স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল] তেমনি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে অধিকাংশ অন্য প্রতিষ্ঠানও হয়েছিল। যুগে যুগে এগুলি বহুবার—বস্তুত অসংখ্য বার—আবিষ্কৃত হয়েছে। যুক্তিযুক্তভাবে ধরা যেতে পারে যে প্রয়োজন নিজেই অবিচলভাবে অপরিহার্য আবিষ্কারের স্রষ্টা হবেঃ ঐ ভিত্তিতে এবং এগুলি একবার পাওয়া গেলে কতকটা আশা করা যেতে পারে যে জীবনকে শোভিত ও লাবণ্যমণ্ডিত করে এমন আবিষ্কারগুলিও ধীরে ধীরে বিকশিত হবে ; এই সাধারণ নিয়মটি অন্য ক্ষেত্রেও যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য বলে ধরে নিতে হবে।

§ 8. মিশরের ইতিহাস সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। মিশরবাসীদের সাধারণত পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি বলে গণ্য করা হয় ; তাদের সব সময়ে আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে। [এর থেকে আমরা একটি শিক্ষা পেতে পারি।] আমাদের কর্তব্য ইতিপূর্বে যা বহুল পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে তা গ্রহণ ও ব্যবহার করা এবং যা আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে তার সন্ধান লাভে একাগ্রচিত্ত হওয়া।[108]

§ 9. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রে অস্ত্রধারী শ্রেণী এবং শাসনকারী শ্রেণী জমির মালিক হবে। আরও বোঝানো হয়েছে কেন কৃষক শ্রেণী এই দুটি শ্রেণী থেকে পৃথক্ হবে ; ভূখণ্ডের পরিমাণ কতটা হবে ; ভূমির প্রকৃতি কেমন হবে। এখন আলোচনা করতে হবে জমির বণ্টন ; স্থির করতে হবে কিভাবে এর উৎপাদন হবে ; নির্ধারণ করতে হবে কৃষক শ্রেণীর চরিত্র। বণ্টন সমস্যা সম্পর্কে আমরা মনে করি দুটি জিনিসের সমন্বয় দরকার। কোন কোন লেখকের মতে সম্পত্তির উপর সকলের সমান অধিকার থাকা উচিতঃ সেটা উচিত নয়—যদিও সম্পত্তি সকলে সমানভাবে ব্যবহার করবে, যেমন বন্ধুরা নিজেদের জিনিসপত্র ব্যবহার করে থাকে। পরন্তু কোন নাগরিকের জীবিকার অভাব থাকা উচিত নয়।

§ 10. গণভোজন প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত সকল সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধাজনক বলে স্বীকৃত হয়েছে ; এ বিষয়ে কেন আমরা একমত সেটা বোঝাবার সময় পরে আসবে। প্রত্যেক নাগরিকের নিকট গণভোজনের অধিকার সমানভাবে উন্মুক্ত থাকা উচিত ; কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিরা নিজেদের আয় থেকে ব্যয়ের নির্দিষ্ট অংশ দানে সর্বদা অসুবিধা বোধ করবে, কেননা তাদের একসঙ্গে পরিবারের অবশিষ্ট ব্যয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। [গণভোজন ব্যবস্থার ব্যয় সাধারণ তহবিল থেকে বহন করার পক্ষে এটি একটি যুক্তি] ; সাধারণ পুজার ব্যয়ের দায়িত্বও সাধারণত রাষ্ট্রের থাকা উচিত।

§ 11. অতএব আমাদের প্রস্তাব এই যে আমাদের রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দুভাগে বিভক্ত হবে ; এক ভাগ হবে সরকারী সম্পত্তি আর এক ভাগ হবে বেসরকারী মালিকদের। এদের প্রত্যেকটি আবার দুটি অনুবিভাগে বিভক্ত হবে। সরকারী সম্পত্তির একটি অনুবিভাগ দেবসেবায় নিয়োজিত হবে এবং অপরটি হবে গণভোজন ব্যবস্থার ব্যয়ে। বেসরকারী মালিকদের জমি এমন-ভাবে বিভক্ত হবে যে একটি অনুবিভাগ অবস্থিত হবে সীমান্তে এবং অপরটি হবে নগরের নিকটে—প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যতর অনুবিভাগে একখণ্ড জমি পাবে এবং সকলের সমানভাবে উভয় অনুবিভাগে স্বার্থ থাকবে। এই বন্দোবস্তের দুটি সুবিধা আছেঃ এ সাম্য ও ন্যায়ের দাবি পূরণ করে ; যখন সীমান্ত যুদ্ধ দেখা দেয় তখন এ অধিকতর সংহতির সৃষ্টি করে।

§ 12. এরূপ বন্দোবস্তের অভাবে কতকগুলি নাগরিক [অর্থাৎ যাদের জমিদারি সীমান্ত থেকে দূরে অবস্থিত তারা] কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বৈরিতা ভ্রূক্ষেপ করবে না, কিন্তু অন্যরা [অর্থাৎ যাদের বিপরীত অবস্থা তারা] এ বিষয়ে অত্যধিক চিন্তা করবে, এমন কি সম্মানহানি করেও। এর থেকে বোঝা যাবে কেন কতকগুলি রাষ্ট্রে এমন আইন আছে যা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ক বিতর্কে সীমান্তবাসী নাগরিকদের যোগদান নিষিদ্ধ করে ; কারণ এই যে ব্যক্তিগত স্বার্থ তাদের সিদ্ধান্তকে বিকৃত করবে।

§ 13. আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী এইভাবে আমাদের রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বণ্টিত হবে, আর এগুলি হচ্ছে আমাদের প্রস্তাবের কারণ। আদর্শগতভাবে এবং আমাদের স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব হলে, যে শ্রেণী এর আবাদ করবে তারা হবে ক্রীতদাস—অবশ্য একটিমাত্র বংশজাত অথবা ওজস্বী বংশজাত ক্রীতদাস নয়। এতে যুগপৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিক সরবরাহের সুবিধা হবে এবং বিপ্লবাত্মক যেকোন অভিসন্ধির ভয় নিবারিত হবে। ক্রীতদাসদের অভাবে পরবর্তী উত্তম শ্রেণী হবে কৃষিদাসরা, যাদের উদ্ভব গ্রীসে হয়নি এবং যাদের চরিত্র এইমাত্র বর্ণিত চরিত্রের অনুরূপ।

§ 14. বেসরকারী জমিদারিতে নিযুক্ত ক্ষেতমজুররা ঐসব জমিদারির মালিকদের সম্পত্তি হবে ঃ সরকারী সম্পত্তিতে নিযুক্ত যারা তারা হবে সরকারী সম্পত্তি। যে ক্রীতদাসরা জমি চাষ করে তাদের প্রতি আচরণ কি রকম হওয়া উচিত এবং সমস্ত ক্রীতদাসকে পরিণামে স্বাধীনতারূপ পুরস্কার দেওয়া কেন সমীচীন এ বিষয়টি পরে আলোচনা করা যাবে।

পরিচ্ছেদ 11

[রূপরেখা : 5. কেন্দ্রীয় নগরের পরিকল্পনা প্রধানত নির্ধারিত হবে দুটি বিবেচনা দ্বারা : (a) স্বাস্থ্য (যার জন্য প্রয়োজন উত্তম অনাবৃতি ও উত্তম জল সরবরাহ), এবং (b) প্রতিরক্ষা (যা নগরের আভ্যন্তরিক বিন্যাসকে প্রভাবিত করে এবং পরিখা প্রাচীরাদির বিবাদী প্রশ্ন তোলে)। অন্যান্য যে সব বিবেচনা দ্বারা নগর পরিকল্পনা প্রভাবিত হয় তা হচ্ছে (c) রাজনৈতিক কার্যকলাপের সুবিধা, এবং (d) সৌন্দর্য।]

§ 1. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে আমাদের রাষ্ট্রের নগর যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ কেন্দ্র হবে, সমুদ্র ও ভূমিভাগের সঙ্গে তার সংযোগ থাকবে এবং সমগ্র ভূখণ্ডের সঙ্গে থাকবে সমান সংযোগ। এর নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থানের দিক্ থেকে চারটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে আমাদের নগরের আদর্শ পরিকল্পনা করা উচিত।[109] প্রথম এবং একান্ত অপরিহার্য হচ্ছে স্বাস্থ্য।

§ 2. যে নগরগুলি পূর্ব দিকে ক্রমপ্রবণ এবং ঐ অঞ্চল থেকে প্রবাহিত বায়ুর দিকে অনাবৃত তারা সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর: পরবর্তী অনুকূল অবস্থান, যা শীতকালে স্বাস্থ্যকর, হচ্ছে উত্তর বায়ু থেকে সমাশ্রিত [সুতরাং দক্ষিণাভিমুখী] অবস্থান।' আর দুটি স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে নগরের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপের সুবিধা।

§ 3. সামরিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে এর অধিবাসীদের পক্ষে নিষ্ক্রমণ সহজ এবং যেকোন শত্রুদের পক্ষে এর অভিগমন বা অবরোধ দুরূহ হওয়া উচিত। সম্ভব হলে এর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ও প্রস্রবণ থাকাও উচিত ; এরূপ সরবরাহের অভাবে ইদানীং একটি প্রতিকল্পের ব্যবস্থা হয়েছে: বৃষ্টির জল ধারণের জন্য বিপুল ও অকৃপণ জলাশয় নির্মাণ করা হয় এবং অধিবাসীরা যুদ্ধের চাপে চারদিকের ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সেগুলি বিফল হয় না।

§ 4. অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের প্রতি সমুচিত দৃষ্টিপাত বলতে শুধু বোঝায় না যে তাদের বাসস্থান হবে একটি স্বাথ্যকর অঞ্চলে এবং একটি স্বাস্থ্যপ্রদ উন্মুক্ত পরিবেশে: এও বোঝায় যে তাদের উৎকৃষ্ট জল ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়টিকে অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের দেহ পোষণের জন্য যে উপাদানগুলি আমরা সর্বাধিক এবং সর্বদা ব্যবহার করি স্বাস্থ্যের জন্য সেগুলি সর্বাধিক সহায়ক ; জল ও বায়ু উভয়ের এই ধরনের ফল আছে।

§ 5. অতএব সকল দূরদর্শী রাষ্ট্রে লিপিবদ্ধ করা উচিত যে যদি সমস্ত প্রস্রবণ সমভাবে হিতকর না হয় এবং হিতকর প্রস্রবণের সরবরাহ অপ্রচুর হয়, তাহলে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জল থেকে পানীয় জলকে পৃথক্ করা উচিত।

দুর্গ নির্মাণ পরিকল্পনা ক্ষেত্রে একটি মাত্র নীতি সকল সংবিধানের পক্ষে সমভাবে উপযুক্ত নয়। দুর্গ (বা 'অ্যাক্রোপোলিস') মুখ্যতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত ; সমতল গণতন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত ; এদের কোনটিই অভিজাত-তন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তার জন্য কতকগুলি বিভিন্ন সুদৃঢ় স্থান অধিক প্রার্থনীয়।

§ 6. যখন বেসরকারী গৃহগুলি হিপোড্যামাস প্রবর্তিত আধুনিক রীতি অনুযায়ী নিয়মমাফিক [অর্থাৎ ঋজু পথ সহ] পরিকল্পিত হয়, তখন এদের বিন্যাসটিকে সাধারণত অধিক শোভন এবং শান্তিকালীন কার্যকলাপের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সামরিক নিরাপত্তার জন্য ঠিক বিপরীতটি অধিক প্রার্থনীয় ; এদিক্ থেকে প্রাচীনকালের অপূর্ব-কল্পিত বিন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট বলবার আছেঃ এতে বিদেশী দুর্গসৈন্যের বহির্গমন এবং যেকোন আক্রমণকারীর অনুপ্রবেশ দুঃসাধ্য ছিল।

§ 7. সুতরাং দুটি বিন্যাস পদ্ধতির সমন্বয় করা উচিত ; দ্রাক্ষা রোপকদের অনুসৃত দ্রাক্ষা 'গুচ্ছ' স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এটি করা যেতে পারে। বিকল্পে, যথারীতি পরিকল্পনাকে সমগ্র নগরে ব্যাপ্ত না করে কতক-গুলি অংশ ও জেলায় সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। এটি যুগপৎ নিরাপত্তা ও সৌন্দর্যের সহায়ক হবে।

§ 8. প্রাচীর দ্বারা নগরের পরিক্রিয়া একটি বিবাদী বিষয়। কখনও কখনও যুক্তি দেখানো হয় যে যে-সব রাষ্ট্র সামরিক উৎকর্ষের দাবি করে তাদের এরকম যেকোন সাহায্য পরিহার করা উচিত। এটা একেবারে মান্ধাতার আমলের ধারণা—বিশেষত যখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে যে-সব রাষ্ট্রের এ বিষয়ে অহমিকা ছিল তারা বাস্তবের যুক্তিতে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে।[110]

§ 9. যেখানে প্রশ্নটি এমন অমিত্র রাষ্ট্র সম্পর্কে যার প্রকৃতি অনুরূপ কিন্তু জনসংখ্যা অল্পমাত্র অধিক সেখানে প্রাচীরের প্রতিরোধ রচনা দ্বারা নিরাপত্তা অর্জনের প্রচেষ্টায় কিছুমাত্র গৌরব নেই। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায়—এবং এটা সব সময়ে সম্ভবপর—যে আক্রমণকারীর শ্রেষ্ঠত্ব নিছক মানবিক বা অতিমানবিক সাহসের তুলনায় অনেক বেশী ; তখন রাষ্ট্রকে সর্বনাশ থেকে বাঁচতে হলে এবং ক্লেশ ও অপমান থেকে অব্যাহতি পেতে হলে সম্ভবপর দৃঢ়তম প্রাচীর প্রতিরোধকে সর্বোৎকৃষ্ট সামরিক পদ্ধতি বলে বিবেচনা করা উচিত—বিশেষত আজকের দিনে, যখন নগর অবরোধের জন্য

ভারী প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রের আবিষ্কার এমন অতিসূক্ষ্মতা অর্জন করেছে।

§ 10. নগরকে বিনা প্রাচীরে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে চাওয়া আর রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে চাওয়া এবং প্রত্যেক উচ্চতাকে সমভূমি করতে চাওয়া প্রায় একই কথা। এটা বাসিন্দারা ভীরু হবে এই ভয়ে একটা বেসরকারী গৃহের বহির্ভাগকে প্রাচীরবেষ্টিত করতে অসম্মত হওয়ার মতো।

§ 11. আরও মনে রাখতে হবে যে যে-জাতির নগর প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত তার বিকল্প বিবেচনা আছে—নগরকে প্রাচীরবেষ্টিত মনে করা [সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা] অথবা একে প্রাচীরবিহীন মনে করা [সুতরাং আক্রমণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা]—কিন্তু প্রাচীরশূন্য জাতি একেবারে অবৈকল্পিক। এই যুক্তি স্বীকৃত হলে সিদ্ধান্ত হবে যে নগর প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত থাকা উচিত ; শুধু তাই নয়, প্রাচীরগুলিকে সর্বদা উপযুক্ত অবস্থায় রাখা উচিত যাতে তারা সৌন্দর্যের দাবি এবং সামরিক উপযোগের প্রয়োজন—বিশেষত সাম্প্রতিক সামরিক আবিষ্কার দ্বারা প্রকটিত প্রয়োজন—উভয়ই মেটাতে পারে।

§ 12. আক্রমণকারীদের নিয়ত চিন্তা নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা যাতে তারা একটি বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে ; আবার তেমনি যে প্রতিরক্ষাকারীরা ইতিপূর্বে কিছু কিছু আবিষ্কার করেছে তাদের ঔৎসুক্য অন্য আবিষ্কারের অনুসন্ধান ও চিন্তায়। যারা রীতিমতো প্রস্তুত তাদের উপর আঘাত হানার চেষ্টাও কোন আক্রমণকারী করবে না।

পরিচ্ছেদ 12

[রূপরেখা : নগরের গণভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে মন্দিরে মন্দিরে ; মন্দিরগুলি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত হবে এবং তার নীচে থাকবে একটি 'মুক্ত অঙ্গন' অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নাগরিকদের বিনোদনের জন্য। একটি পৃথক্ 'ক্রয় বিক্রয় চত্বর'-ও থাকবে এবং তার নিকটে থাকবে ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ের আদালতগুলি। গ্রামাঞ্চলে গণভোজন ব্যবস্থা সৈনিকশালার সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত এবং সেখানে কতকগুলি দেবালয় থাকা উচিত।]

§ 1. যদি ধরা হয় যে গণভোজনের জন্য নাগরিকদের বিস্তারিত করা উচিত এবং প্রাচীরগুলি সুবিধামতো মধ্যে মধ্যে সৈনিকশালা ও দুর্গ দ্বারা খচিত হওয়া উচিত, তাহলে স্বভাবত মনে হবে যে গণভোজনের কতকগুলি ব্যবস্থা এই সব সৈনিকশালায় হওয়া উচিত।

§ 2. এটি হবে একটি সমন্বয়। [আর একটি সমন্বয়ও সহজে করা যাবে।] ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রধান গণভোজনের বন্দোবস্তগুলি কোন সুবিধাজনক সাধারণ স্থানে সাধারণ পূজায় নিয়োজিত গৃহে হতে পারে—অবশ্য যেসব মন্দির আইন বা ডেল্ফির[111] প্রশ্নদেবের নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন ও পৃথক্ রাখতে হবে সেখানে হবে না।

§ 3. স্থানটি হবে উচ্চভূমিতে, এমন দীপ্যমান যে দৃষ্টিপাতমাত্র মানুষ সততার প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করবে, এমন দৃঢ় যে নগরের নিকট অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। থেসালিতে যাকে মুক্ত অঙ্গন বলা হয় সেই ধরনের একটি সাধারণ সন্নিবেশের ব্যবস্থা থাকবে এই স্থানটির নীচে।

§ 4. এখানে কোন পণ্যদ্রব্যের সংস্রব থাকবে না ; ম্যাজিস্ট্রেটদের হুকুমনামা ছাড়া কারিগর বা কৃষক বা এরূপ অন্য কোন লোককে এখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরিণত বয়স্কদের বিনোদনভূমি এর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হলে স্থানটি আরও মনোরম হবে।

§ 5. বিনোদন ব্যবস্থা (গণভোজন ব্যবস্থার মতো) বিভিন্ন বয়সগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন হওয়া উচিত ; এবং এই পরিকল্পনা অনুসৃত হলে কতকগুলি ম্যাজিস্ট্রেট তরুণবয়স্কদের সঙ্গে অবস্থান করবে [তাদের সৈনিকশালার নিকটে] আর পরিণত বয়স্করা অন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে অবস্থান করবে [সাধারণ সন্নিবেশে]। ম্যাজিস্ট্রেটদের চোখের সামনে থাকার দরুন সর্বোপরি সৃষ্ট হবে একটি প্রকৃত বিনয়ের ভাব এবং লজ্জার ভয় যা স্বাধীন ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করা উচিত।

§ 6. ক্রয় বিক্রয় চত্বর সাধারণ সন্নিবেশ থেকে পৃথক্ হবে এবং দূরে থাকবেঃ এর অবস্থানটি রাষ্ট্রের নিজ ভূখন্ড থেকে আনীত এবং সমুদ্রপথে অন্য দেশ থেকে আনীত পণ্যের প্রশস্ত আগার হওয়া উচিত।

ম্যাজিস্ট্রেটদের মতো পুরোহিতরাও রাষ্ট্রের অধিকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত। [ম্যাজিস্ট্রেটদের গণভোজন ব্যবস্থা কোথায় হবে তা ইতিপূর্বে স্থির হয়েছে]; এবং এটা শোভন যে তাদের গণভোজন ব্যবস্থার মতো পুরোহিতদের গণ-ভোজন ব্যবস্থাও দেবালয়ে হওয়া উচিত।

§ 7. চুক্তি, অভিশংসন, সমন এবং ঐ জাতীয় অন্য ব্যাপার—এমন কি পণ্যশালার রক্ষণাবেক্ষণ এবং 'নগর পর্যবেক্ষণ'-এর কর্তব্য সংক্রান্ত ব্যাপারও —যাদের কার্য তাদের উপযুক্ত স্থান হবে কোন চত্বরের অথবা জনসমাগমের সাধারণ কেন্দ্রের নিকটে। এর জন্য সর্বাধিক উপযোগী স্থান হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় চত্বর। আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে উচ্চতর ভূমিতে সাধারণ সন্নিবেশ অবসর ভোগের জন্য নিয়োজিতঃ ক্রয় বিক্রয় চত্বর জীবনের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের অধিকারভুক্ত।

§ 8. যে সাধারণ ব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা গ্রামাঞ্চলেও প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সেখানেও যাদের কখনও বলা হয় বনরক্ষক এবং কখনও পল্লী-পরিদর্শক সেই সব বিভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য প্রসঙ্গে সৈনিকশালা ও গণভোজন ব্যবস্থা থাকা উচিত ; এবং কতকগুলি দেব সেবায় আর অন্যগুলি বীর পূজায় নিবেদিত মন্দিরে গ্রামাঞ্চল চিহ্নিত হওয়া উচিত।

§ 9. কিন্তু এখানে খুঁটিনাটি ও ব্যাখ্যা নিয়ে আরও আলোচনা করলে সময় নষ্ট হবে। এসব বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা বেশ সহজঃ তাদের রূপ দেওয়া অনেক কঠিন। আমরা তাদের সম্বন্ধে যথা ইচ্ছা আলোচনা করতে পারি ; বাস্তব জীবনে কি হবে তা নির্ভর করে দৈবের উপর। অতএব এসব বিষয়ের আরও অধিক আলোচনা আপাতত বন্ধ করা যেতে পারে।

C

শিক্ষার সাধারণ নীতি

পরিচ্ছেদ 13

[**রূপরেখা ঃ** 1. উদ্দেশ্য ও উপায়। কল্যাণ অথবা পরম সুখলাভ করতে হলে প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা এবং প্রকৃত উপায় বেছে নেওয়া প্রয়োজন। (a) উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঃ 'এথিক্স্'-এ পরম সুখের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে পরম সুখ হচ্ছে 'সততারশক্তি ও আচরণ, চরমমাত্রায, এবং নিরপেক্ষভাবে'। 'নিরপেক্ষভাবে' কথাটির তাৎপর্য এই যে সততার বাধাপ্রাপ্ত হলে চলবে না (তাহলে তার শক্তির কর্মপন্থা হবে কেবল 'সাপেক্ষ'), স্বাস্থ্য, ধন, এবং সাধারণ সরঞ্জাম ইত্যাদি উপযুক্ত সুবিধায় সজ্জিত হয়ে তাকে সক্রিয় হতে হবে। সুতবাং পরম সুখের লক্ষ্যে পেঁীছতে হলে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত সুবিধা নিয়ে শুরু করতে হবে। সেটা ভাগ্যের ব্যাপার, মানবিক দক্ষতার ব্যাপার নয় ; কার্যত সেটা লাভ করতে হলে রাষ্ট্রকে (অর্থাৎ তার সভ্যদের) 'সততার শক্তি ও আচরণ' আয়ত্ত করতে হবে। এটা মানবিক জ্ঞান ও অভিপ্রায়ের বিষয়—এখানে ব্যবস্থাপকের কৌশল কার্যকব। এখন উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করা যেতে পারে। (b) তিনটি উপায়ে রাষ্ট্রের সভ্যরা সততা অর্জন করতে পারে—স্বাভাবিক গুণ, অভ্যাস এবং বিচাববুদ্ধি। পরিচ্ছেদ 7-এ স্বাভাবিক গুণের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে ঃ এখন অভ্যাস ও বিচারবুদ্ধির আলোচনা করতে হবে ; এখানে শিক্ষা ও ব্যবস্থাপক নৈপুণ্যেব ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হচ্ছে।]

§ 1. এখন আমাদের শুধু সংবিধানের কথাই বলতে হবে ; সুখময় জীবন ভোগ করতে হলে এবং উৎকৃষ্ট সংবিধানের অধিকারী হতে গেলে রাষ্ট্রের যেসব উপকরণ প্রয়োজন তাদের প্রকৃতি ও স্বভাব এখানে বোঝাতে হবে।

§ 2. কল্যাণ সর্বদা এবং সর্বত্র দুটি জিনিসে নিহিত। প্রথমত, আমাদের কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐ উদ্দেশ্যের অনুকূল কর্ম নির্ধারণ করতে হবে। এই দুটি জিনিস—উদ্দেশ্য এবং উপায়—অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে। কোন কোন সময়ে লক্ষ্য যথার্থভাবে অবধারিত হয়, কিন্তু কার্যত সিদ্ধিলাভ ব্যর্থ হয়। কোন কোন সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সকল উপায় লাভে সফলকাম হওয়া যায়, কিন্তু

প্রথমে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি নিতান্ত নিকৃষ্ট ধরনের হতে পারে। কোন কোন সময়ে দুদিকেই অকৃতকার্যতা দেখা যায়। উদাহরণঃ চিকিৎসক শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয়ে ভুল করেন না, তাঁর নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভের উপায় আবিষ্কারেও ব্যর্থ হন। সমস্ত কলা ও বিজ্ঞানে যথার্থ পথ হচ্ছে দুটিকে সমানভাবে আয়ত্ত করা—যেমন নিছক উদ্দেশ্যটিকে তেমনি উদ্দেশ্যের অনুকূল কর্মগুলিকে।

§ 3. সাধু জীবন বা পরম সুখ প্রত্যক্ষত সকল মানুষের লক্ষ্য। কোন কোন মানুষের ঐ লক্ষ্য লাভের ক্ষমতা আছে। অন্যরা লক্ষ্য লাভে নিবারিত হয় তাদের নিজের গুণের কোন ত্রুটি দ্বারা অথবা কোন সুযোগের অভাব দ্বারা। (আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাধু জীবনের জন্য কিছু পরিমাণ [যা সুযোগসাপেক্ষ] সরঞ্জাম প্রয়োজন, এবং যদিও উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারীদের পক্ষে এর পরিমাণ বেশী না হলেও চলে, নিকৃষ্ট গুণের অধিকারীদের পক্ষে এর পরিমাণ বেশী হওয়া দরকার।)

§ 4. কেউ কেউ আবার গোড়া থেকেই ভুল করে, এবং যদিও তাদের পরম সুখ প্রাপ্তির ক্ষমতা আছে তারা ভুল পথে তার অন্বেষণ করে। এখানে, এবং আমাদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, পরম সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া স্পষ্টত প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য সর্বোত্তম সংবিধান আবিষ্কার করা। যে সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্র সর্বোৎকৃষ্টভাবে সংগঠিত হয় তাই সর্বোত্তম। যে রাষ্ট্র পরম সুখ লাভের সর্বাধিক সম্ভাবনার অধিকারী তাই সর্বোৎকৃষ্টভাবে সংগঠিত।

§ 5. 'এথিক্স্'-এ যুক্তি দেখানো হয়েছে (অবশ্য যদি সে যুক্তির কোন মূল্য থাকে) যে পরম সুখ হচ্ছে 'সততার শক্তি ও আচরণ, চরম মাত্রায়, এবং নিরপেক্ষভাবে, সাপেক্ষভাবে নয়'।

§ 6. [এই সংজ্ঞার শেষ কথাগুলো বোঝানো দরকার।] 'সাপেক্ষ' বলতে আমরা এমন কর্মপন্থা বুঝি যা আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক ; 'নিরপেক্ষ' বলতে এমন কর্মপন্থা বুঝি যার স্বকীয় মূল্য আছে। উদাহরণ হিসাবে ন্যায্য কর্মের [অর্থাৎ যেখানে ন্যায়ের বিশেষ গুণের প্রয়োগ হচ্ছে এমন কর্মের] কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ন্যায্য দণ্ড বা শাস্তি দেওয়া অবশ্যই সৎকর্ম ; কিন্তু একর্ম কর্তা করতে বাধ্য এবং এটা প্রয়োজন বলেই এর মূল্য আছে। (ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পক্ষে কখনও এরূপ কর্মের প্রয়োজন না হলে ভালো হত।) অপরকে সম্মান ও ধন দানের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মসমূহ [অর্থাৎ বণ্টনমূলক ন্যায় সংক্রান্ত কর্ম সমূহ, দণ্ডমূলক ন্যায় সংক্রান্ত কর্ম-সমূহ নয়] পৃথক্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তঃ সে কর্ম সমূহের মূল্য সর্বাধিক।

§ 7. শাস্তি দেওয়া এমন একটি জিনিস যা এক অর্থে পাপ [অর্থাৎ

যন্ত্রণা দেওয়া]ঃ প্রথমোক্ত পর্যায়ের কর্মসমূহ অন্য প্রকৃতির—তারা কল্যাণের ভিত্তি ও সৃষ্টি। একই পথে আমরা যুক্তি দেখাতে পারি যে যদিও একটি সৎ লোক দারিদ্র্য, পীড়া এবং জীবনের অন্যান্য দুর্ঘটনামূলক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারবে, তাহলেও এটা সত্য যে এই সব অনিষ্টের বিপরীত জিনিসের মধ্যেই পরম সুখ নিহিত আছে। নীতিশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র বলেছি যে বাস্তবিক সৎ ও সুখী ব্যক্তি এমন একজন মানুষ যে [**নিরপেক্ষ**] সততার গুণে **নিরপেক্ষ** সুবিধার অধিকারী।

§ 8. এটা পরিষ্কার যে তার এই প্রকার সুবিধার ব্যবহারের মধ্যেও একটি নিরপেক্ষ সততা প্রকাশ পাবে এবং তার একটি নিরপেক্ষ মূল্য থাকবে। কিন্তু এই তথ্য [যে সৎ ও সুখী ব্যক্তি নিরপেক্ষ সুবিধার অধিকারী] মানুষের মনে ধারণা জন্মায় যে বাইরের সুবিধাই পরম সুখের **কারণ**। তাহলে একথা অনায়াসে বলা যায় যে একটি সুপরিচালিত শ্রুতিমধুর বীণার আলাপের কারণ যন্ত্র, শিল্পীর নৈপুণ্য নয়।

যা বলা হয়েছে তার থেকে অনুমেয় যে রাষ্ট্রের কতকগুলি উপাদান 'অর্পিত' বা বর্তমান থাকবে, অবশিষ্টগুলির ব্যবস্থা করবে ব্যবস্থাপকের দক্ষতা।'

§ 9. অতএব আমরা ভাগ্যবিধাতার কাছে প্রার্থনা করতে পারি যে তিনি আমাদের রাষ্ট্রকে তাঁর অধিকারের সর্বত্র অত্যুৎকৃষ্টভাবে সজ্জিত করুন—কেননা 'অর্পিত' জিনিসের ক্ষেত্রে তাঁকেই আমরা সার্বভৌম মনে করি। রাষ্ট্রের সততা অন্য বিষয়ঃ এখানে আমরা ভাগ্যের রাজ্য ছেড়ে প্রবেশ করি মানবিক জ্ঞান ও অভিপ্রায়ের রাজ্যে [যেখানে ব্যবস্থাপকের কৌশল কার্যকর হতে পারে]। রাষ্ট্র সৎ হয় তার সরকারে অংশগ্রহণকারী নাগরিকদের সততার গুণে। আমাদের রাষ্ট্রে সকল নাগরিক সরকারে অংশগ্রহণ করে [এবং সেজন্য সকলে সৎ হবে]।

§ 10. সুতরাং আমাদের বিবেচনা করতে হবে কিভাবে মানুষ সুজন হতে পারে। [এটা **প্রত্যেক** ব্যক্তির বিষয়।] অবশ্য প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সৎ না হয়েও সকলের পক্ষে সম্মিলিতভাবে সৎ হওয়া সম্ভব।' কিন্তু প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগতভাবে সৎ হওয়াই অধিক শ্রেয়। সকলের সততা অনিবার্য-ভাবে প্রত্যেকের সততার মধ্যে নিহিত।

তিনটি উপায়ে ব্যক্তিরা সৎ ও গুণবান হয়ে থাকে।

§ 11. উপায় তিনটি হচ্ছে—যে স্বাভাবিক গুণ নিয়ে আমরা জন্মাই ; যে অভ্যাস আমরা অর্জন করি ; এবং আমাদের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধি। স্বাভাবিক গুণ সম্পর্কে আমাদের প্রথমে মানুষ হতে হবে—অন্য কোন প্রকার জীব হলে চলবে না—আর এমন মানুষ যাদের দেহ ও আত্মা উভয় বিষয়ক

কতকগুলি গুণ আছে। বস্তুত কতকগুলি গুণ আছে যা প্রথমে পাওয়া গেলেও কোন লাভ হয় না। অভ্যাস তাদের পরিবর্তন ঘটায়ঃ স্বভাবত নিরপেক্ষরূপে নিহিত হলেও অভ্যাসের জোরে তাদের শুভ বা অশুভের দিকে পরিবর্তিত করা যেতে পারে।'

§ 12. মানুষ ছাড়া অন্য জীব সাধারণত সহজ আবেগ দ্বারা চালিত হয়, যদিও কেউ কেউ অভ্যাস দ্বারাও কিছু পরিমাণে চালিত হয়ে থাকে। মানুষ আবার বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয় [সহজ আবেগ ও অভ্যাস ছাড়া]; এবং এই গুণের অধিকারী হিসাবে সে একক। এর থেকে অনুমেয় যে মানুষের সব তিনটি ক্ষমতাকে একসূত্রে বাঁধতে হবে। [এই সূত্রের বাঁধনে বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করবে]ঃ বিচারবুদ্ধি দ্বারা যদি একবার মানুষ বোঝে যে অন্য কোন পথ আরও ভালো তাহলে অনেক সময়ে সে অভ্যাস ও সহজ আবেগকে অনুসরণ করতে বিরত হয়।

§ 13. ব্যবস্থাপকের নিপুণতা দ্বারা সহজে সংগঠিত হতে গেলে আমাদেব নাগরিকদের জন্য কি প্রকার স্বাভাবিক গুণ প্রয়োজন তা একটি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে (7) ইতিপূর্বে নির্ধারিত হয়েছে। তাদের সে স্বাভাবিক গুণ থাকলে অবশিষ্ট ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপার ; তারা শিক্ষালাভ করবে কতকটা অনুশীলন থেকে, কতকটা উপদেশ ব্যবস্থা থেকে [যার আবেদন আছে তাদের বিচারবুদ্ধির কাছে]।

পরিচ্ছেদ 14

[রূপরেখা : 2. শিক্ষা ও নাগরিকতা : অবকাশমূলক শিক্ষা এবং চরিত্রমূলক শিক্ষা। দুটি পৃথক্ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা কি উচিত—একটি শাসকদের জন্য (যেমন প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ), আর একটি শাসিতদের জন্য? মূলত আদর্শ রাষ্ট্রে নাগরিকরা সকলে স্বাধীন ও সমপদস্থ মানুষের একটিমাত্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু, পরিচ্ছেদ 9-এ যা ইতিপূর্বে সূচিত হয়েছে, এখনও সরকারের অধীন অল্প বয়স্কদের এবং সরকার পরিচালনকারী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে (পার্থক্যটি ক্রমানুগ বয়স-গোষ্ঠীর মধ্যে, নিত্য পৃথক্কৃত শ্রেণীর মধ্যে নয়)। অল্পবয়স্কদের মান্য করতে শিখতে হবে সেই স্বাধীন সরকারকে যার সভ্য তারা পরে হবে; আর সেই প্রসঙ্গে তারা শিখবে শাসন করতে যখন তাদের পালা আসবে। এইভাবে সাধারণত 'সুনাগরিকের গুণবত্তা' শিক্ষা করে তারা 'সুজনের গুণবত্তা'-ও শিক্ষা করবে; কেননা, ইতিপূর্বে (তৃতীয় খণ্ড, পরি 4-এ) যা বলা হয়েছে, গুণবত্তা দুটি এখানে মূলত এক।

সুজন ও সুনাগরিক সৃষ্টিকারী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনার সময়ে আমাদের দুটি পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। (1) আমাদের পৃথক্ করতে হবে আত্মার বিভিন্ন অংশকে—যে অংশের মধ্যে বিচারবুদ্ধি নিহিত আছে (এর আবার দুটি ভাগ, ব্যবহারিক এবং কাল্পনিক) এবং যে অংশের শুধু বিচারবুদ্ধিকে মান্য করার ক্ষমতা আছে। (2) আমাদের আরও পৃথক্ করতে হবে জীবনের বিভিন্ন অংশ বা দিক্‌কে (যা পূর্ববর্তী পার্থক্যের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে)—কর্ম ও অবকাশ; সংগ্রাম ও শান্তি। আত্মার সমস্ত বিভিন্ন অংশ এবং জীবনের বিভিন্ন অংশ বা দিক্ শিক্ষার বিচারণীয়। অতীতে রাষ্ট্রগুলি, যেমন স্পার্টা, কেবল আত্মার একটি অংশের এবং জীবনের একটি দিকের প্রতি একনিষ্ঠ হয়েছে : তারা আত্মার বিচারবুদ্ধিমণ্ডিত অংশটিকে এবং জীবনের শান্তি ও অবকাশ সম্পর্কিত দিক্‌টিকে ভুলে গিয়েছে, এবং সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যে আত্মনিয়োগ করেছে। পরন্তু ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রেরও উচিত জীবনের শান্তি ও অবকাশ সম্পর্কিত অংশে মুখ্যত আত্মনিয়োগ করা।]

§ 1. যখন সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন শাসক ও শাসিত দ্বারা সংগঠিত তখন আমাদের একটা জিনিস বিবেচনা করতে হবে: এই দুটি অংশকে আজীবন পৃথক্ রাখা উচিত না তাদের একটি সংস্থার মধ্যে একসঙ্গে নিলীন করা উচিত। আমাদের উত্তর অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে বিভিন্ন হবে।

§ 2. এমন অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে যেখানে শাসক ও শাসিতের

মধ্যে চিরদিনের জন্য স্থায়ী পার্থক্য নির্দেশ প্রত্যক্ষত আরও ভালো হবে। এরূপ হবে যখন রাষ্ট্রের এক শ্রেণী যেমন দেব ও বীরেরা মানবজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তেমনি অন্য সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে—যখন এই শ্রেণীর মানুষ দেহে এবং মনে এমন অসাধারণ হবে যে শাসকবংশের উৎকর্ষ প্রজাদের নিকট নির্বিবাদে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

§ 3. কিন্তু ঐরূপ ধারণা করা কঠিন ; ভারতে রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ব্যবধানের কথা লেখক সিল্যাক্স[112] বর্ণনা করেছেন সেরূপ ব্যবধান বাস্তব জীবনে আমাদের মধ্যে কিছু নেই। অতএব আমরা এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারি যা অনেক কারণে সমর্থন করা যায়।' সেটি এইঃ যে শাসন ব্যবস্থার অধীনে সকলে পর্যায়ক্রমে শাসন করে এবং শাসিত হয় সেখানে সকলের সমান-ভাবে অংশ গ্রহণ করা উচিত। সমপদস্থদের সমাজে সাম্য বলতে বোঝায় যে সকলের সমান অধিকার থাকবে ; এবং অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সংবিধান আদৌ টিকতে পারে না [অর্থাৎ যদি সে সমগুণের অধিকারীদেব বিভিন্ন অধিকার দেয়]।

§ 4. তখন গ্রামাঞ্চলের সকলে [কৃষিদাসরা] শাসিত নাগরিকদের সঙ্গে একটি বিপ্লবের সাধারণ নীতিতে মিলিত হবে ; এবং শাসকমণ্ডলী এত ক্ষুদ্র হবে যে সমস্ত শত্রুকে নিরোধ করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে এটা অস্বীকার কবা চলে না যে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। পৃথক্ থেকেও কিভাবে তারা সমান অংশ গ্রহণ করবে সেটা ব্যবস্থাপকদের সমস্যা।

§ 5. আমরা ইতিপূর্বে আগেকার এক পরিচ্ছেদে একটি সম্ভবপর সমাধানের সামান্য আলোচনা করেছি।

আমাদের প্রস্তাব এই যে প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজনীয় পার্থক্যের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সকল সজাতীয় নাগরিকমণ্ডলীকে দুটি বিভিন্ন বয়স-গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন, একটি নবীন আর একটি প্রবীণ, একটি শাসিত হবে এবং অপরটি সরকার হিসাবে কার্য পরিচালনা করবে। যুবকরা শাসিত হতে আপত্তি করে না অথবা শাসকদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে না ; এবং এরূপ মনে করা একেবারে অসম্ভব যেখানে তারা জানে যে উপযুক্ত পরি-পক্বতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তারা শাসনভার গ্রহণ করবে।'

§ 6. সুতরাং এক অর্থে বলতে হয় যে শাসক ও শাসিতরা এক ধরনের মানুষ ; অন্য অর্থে বলতে হয় তারা ভিন্ন। তাদের শিক্ষা সম্পর্কেও সেই কথাঃ একদিক্ থেকে শিক্ষা হবে এক রকম ; অন্যদিক্ থেকে সেটা হবে অন্য রকম, এবং যেমন কথায় বলে, 'তুমি যদি শিখতে চাও কেমনভাবে সুশাসন চালাতে হয় তাহলে তোমাকে প্রথমে শিখতে হবে কেমনভাবে মান্য করতে হয়।' [মান্য করার শিক্ষা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে।] আমাদের

আলোচনার প্রথম অংশে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে দুটি বিভিন্নভাবে শাসন চালিত হতে পারে। একটি হচ্ছে শাসকের স্বার্থে শাসন চালনা; অপরটি শাসিতের স্বার্থে শাসন চালনা। প্রথমোক্ত পথটিকে বলা হয় 'স্বৈরাচারী' [অর্থাৎ ক্রীতদাসদের সরকার]; শেষোক্তটিকে বলা হয় 'স্বাধীন ব্যক্তিদের সরকার'।

§ 7. [মান্য করার শিক্ষালাভের পর যুবকরা এই ধরনের সবকার পরিচালনা শুরু করবে; কিন্তু তাদের এমন কতকগুলি আদেশ আরও মান্য করতে শিখতে হবে যা ক্রীতদাসদের সরকারের পক্ষে অধিক উপযোগী বলে মনে হবে।] কতকগুলি আরোপিত [স্বাধীন ব্যক্তিদের উপর] কর্তব্য পৃথক্ [ক্রীতদাসদের কর্তব্যের থেকে] সম্পাদ্য কর্মের দিক্ থেকে নয়, সম্পাদ্য কর্মের লক্ষ্যের দিক্ থেকে। তার অর্থ এই যে অনেক পরিমাণ কর্ম যাকে সাধারণত নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয় তাও তরুণবয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তিদের পক্ষে সম্মানজনক কর্মের সগোত্র হতে পারে। সম্মান ও অসম্মান সম্পর্কে এক কর্ম থেকে অন্য কর্মের পার্থক্য সূচিত হয় না কর্মের স্বভাব দ্বারা, সূচিত হয় যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের জন্য কর্ম সম্পাদিত হয় তার দ্বারা।

§ 8. [শাসন করার শিক্ষা সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে।] আমরা লিপিবদ্ধ করেছি যে সরকারে অংশগ্রহণকারী পূর্ণ নাগরিকের গুণবত্তা সুজনের গুণবত্তার সমান। আমরা আরও ধরে নিয়েছি যে যে-ব্যক্তি শাসিত হয়ে শুরু করে সে আখেরে সরকারে অংশগ্রহণ করবে [এবং সেজন্য তারও সুজনের গুণবত্তার মতো গুণবত্তার প্রয়োজন হবে]। এর থেকে অনুমান করা যায় যে ব্যবস্থাপককে সচেষ্ট হতে হবে যাতে তাঁর নাগরিকরা সুজন হয়। সুতরাং তাঁকে জানতে হবে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এরূপ ফল পাওয়া যাবে এবং কোন্ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের দিকে সুন্দর জীবন চালিত হয়।

§ 9. আত্মার দুটি বিভিন্ন অংশ আছে। একটি অংশের মধ্যে বিচারবুদ্ধি স্বভাবত নিহিত আছে। অপরটির মধ্যে তা নেই: কিন্তু এর ক্ষমতা আছে বিচারবুদ্ধিকে মান্য করার। আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে 'সৎ' বলি তখন বুঝি যে তার আত্মার এই দুটি অংশের সততা আছে। কিন্তু অংশের কোন্‌টির মধ্যে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে আরও বিশেষভাবে দেখা যাবে? এইমাত্র কৃত ভাগটি যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের উত্তরটি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

§ 10. প্রকৃতি এবং শিল্পের জগতে উৎকৃষ্টতরের জন্যই নিকৃষ্টতরের অস্তিত্ব সার্থক। আত্মার যে অংশটির বিচারবুদ্ধি আছে সেটি উৎকৃষ্টতর অংশ। [সুতরাং এই অংশে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে আরও বিশেষভাবে দেখা যাবে।] কিন্তু আমাদের সাধারণত অনুসৃত পরিকল্পনা অনুসারে

এই অংশকে আবার দুটি নিজস্ব ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে বিচারবুদ্ধি কতকটা ব্যবহারিক, কতকটা কাল্পনিক।

§ 11. অতএব এটা পরিষ্কার যে আত্মার যে অংশের বিচারবুদ্ধি আছে তারও দুটি প্রাতিষঙ্গিক ভাগ থাকবে। আরও বলা যেতে পারে যে আত্মার অংশদের যেমন স্তরবিন্যাস আছে ঠিক তেমনি আছে তাদের ক্রিয়াকলাপের। এর থেকে বোঝা যায় যে যারা সম্ভবপর সকল কর্ম [অর্থাৎ কাল্পনিক পর্যায়ের বিচারবুদ্ধিমূলক কর্ম, ব্যবহারিক পর্যায়ের বিচারবুদ্ধিমূলক কর্ম এবং বিচারবুদ্ধির আজ্ঞানুবৃত্তিমূলক কর্ম] অথবা দুটি কর্ম করতে সক্ষম তারা অবশ্যই স্বভাবত উৎকৃষ্টতর অংশটির কর্মের জন্য অধিক অভিলাষী হবে। যা আমাদের সামর্থ্যের পরা প্রাপ্তি তাই আমাদের সকলের সর্বদা অধিক প্রার্থনীয়।

§ 12. সমগ্র জীবনও নানা অংশে বিভক্ত—কর্ম ও অবকাশ, সংগ্রাম ও শান্তি ; কর্মের ক্ষেত্রে আবার নিছক প্রয়োজনীয় অথবা কেবল এবং একেবারে উপযোগী কর্ম এবং স্বভাবত সৎ কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে।

§ 13. আত্মার অংশসমূহ এবং তাদের বিবিধ কর্মের প্রতি আমাদের যে অধিক অনুরাগ, জীবনেব অংশসমূহ এবং তাদের বিবিধ কর্মের প্রতি আমাদের অধিক অনুরাগ অনিবার্যভাবে সেই সাধারণ পথই অনুসরণ করবে। সুতরাং সংগ্রামকে শান্তিব, কর্মকে অবকাশের, এবং নিছক প্রয়োজনীয় অথবা কেবল এবং একেবারে উপযোগী কর্মকে স্বভাবত সৎ কর্মের উপায় মাত্র মনে করতে হবে। এই সমস্ত জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রকৃত রাষ্ট্রজ্ঞের আইন প্রণয়ন করা উচিত। প্রথমত, আত্মার বিভিন্ন অংশ এবং তাদের বিভিন্ন কর্ম এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে , এবং এই ক্ষেত্রে নিকৃষ্টের অপেক্ষা উৎকৃষ্টের দিকে, উপায়ের অপেক্ষা বরং উদ্দেশ্যের দিকে এটি পরিচালিত হবে।

§ 14. দ্বিতীয়ত, জীবনের বিভিন্ন অংশ বা পথ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকে এর আওতায় আনতে হবে এবং একই পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে হবে। এটা ঠিক যে আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্ম ও সংগ্রামের জীবন যাপনে সক্ষম হতে হবে , কিন্তু তাদের অধিক সক্ষম হতে হবে অবকাশ ও শান্তির জীবন যাপনের জন্য। এই সাধারণ লক্ষ্যগুলি শৈশবের ও যৌবনের শিক্ষণীয় স্তরসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুসরণ করা উচিত।

§ 15. আমাদের সময়ের যে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি সর্বোত্তম সংবিধানের [অতএব সর্বোত্তম 'জীবনের পথ'-এর] অধিকারী বলে গণ্য তারা এবং যে ব্যবস্থাপকরা তাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রচনা করেছিলেন তাঁরা এই আদর্শে পৌঁছতে পারেনি এবং পারেননি । এটা পরিষ্কার যে তাদের সংবিধানগুলি

জীবনের উচ্চতর আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়নি অথবা তাদের আইন ও শিক্ষা ব্যবস্থাগুলি সমস্ত সদ্‌গুণের দিকে পরিচালিত হয়নি। পরন্তু কার্যকর এবং আরও লাভজনক গুণের অনুশীলনের দিকে জঘন্য অবনতি ঘটেছে।

§ 16. আমাদের কয়েকজন সাম্প্রতিক লেখকের মধ্যে অনুরূপ ভাব এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। তাঁরা স্পার্টার সংবিধানের প্রশংসা করেন এবং সমগ্র আইন জয় ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার জন্য স্পার্টার ব্যবস্থা-পকের লক্ষ্যকে শ্রদ্ধা জানান। এই মত সহজে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যেতে পারে, এবং এখন এটি ঘটনা দ্বারাও খণ্ডিত হয়েছে।[113]

§ 17. অধিকাংশ লোক্ সাম্রাজ্যের অভিলাষী, কেননা সাম্রাজ্য বিপুল ঐহিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। স্পষ্টত এই ভাব নিয়েই স্পার্টার সংবিধানের অন্য সকল লেখকের মতো থিব্রন বিপদের সম্মুখীন হতে দেশবাসীকে শিক্ষিত করার এবং সেইভাবে একটি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করার জন্য তার ব্যবস্থাপকের সুখ্যাতি করেছেন।

§ 18. আজ স্পার্টাবাসীরা তাদের সাম্রাজ্য হারিয়েছে ; এবং আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি যে তারা একটি সুখী সমাজ ছিল না এবং তাদের ব্যবস্থাপক উচিত কার্য করেননি। বাস্তবিক এটা তাঁর প্রচেষ্টার একটি অদ্ভুত পরিণতিঃ এই জাতি তার আইনগুলি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে এবং কদাচ তাদের পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, অথচ সে জীবনের যা কিছু রমণীয় সব হারিয়েছে।

§ 19. যাই হক না কেন, ব্যবস্থাপকের পছন্দসই সরকারের ধরন সম্পর্কে স্পার্টার পক্ষধরেরা ভুল করেছেন।' [এটি 'স্বৈরাচারী' ধরনের নয়, যেমন তাঁরা মনে করেন]ঃ স্বাধীন ব্যক্তিদের সরকার প্রকৃষ্টতর সরকার, যে সরকার যেকোন প্রকার স্বৈরাচারতন্ত্র অপেক্ষা সততার সঙ্গে অধিক সংযুক্ত। ....আর একটি কথা বলবার আছে। আর একটি কারণ রয়েছে যে জন্য কোন রাষ্ট্রকে সুখী মনে করা অথবা তার ব্যবস্থাপককে প্রশংসা করা উচিত হবে না, কেননা তার নাগরিকরা যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে পদানত করবার জন্য শিক্ষিত হয়। এরূপ নীতির ক্ষতিকর [রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক জীবনে] হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

§ 20. এর থেকে সহজেই মনে হয় যে ক্ষমতা থাকলে যেকোন নাগরিকের তার স্বরাষ্ট্রের সরকার দখল করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।' ইতিপূর্বে এরূপ মহৎ সম্মানের পদে আসীন হওয়া সত্ত্বেও ঠিক এই প্রকার প্রয়াসে নিরত হওয়ার জন্যই স্পার্টাবাসীরা রাজা পসেনিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আমাদের সংগত সিদ্ধান্ত এই যে এই যুক্তিগুলির [সাম্রাজ্য লাভের

উদ্দেশ্যে পরিচালিত শিক্ষার পক্ষে] কোনটি এবং সমর্থিত নীতিগুলির কোনটি রাষ্ট্রনীতিসম্মত বা কার্যকর বা যথাযথ নয়।

§ 21. ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে সততা এক ; এবং ব্যবস্থাপকের উচিত তাঁর নাগরিকদের অন্তরে সততা নিবেশিত করা। যে ব্যক্তিরা দাসত্বের যোগ্য নয় তাদের বন্ধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধশিক্ষা পরিচালনা করা উচিত নয়। এর উদ্দেশ্য হবে—প্রথমত, দাসত্ব থেকে মানুষদের নিজেদের বাঁচাবার জন্য ; দ্বিতীয়ত, মানুষদের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করার জন্য—কিন্তু নেতৃত্ব পরিচালিতদের স্বার্থে নিয়োজিত হবে, সাধারণ দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠার জন্য হবে না ; তৃতীয়ত, যারা স্বভাবত দাসত্বের যোগ্য তাদের উপর প্রভুত্ব করতে মানুষদের সক্ষম করার জন্য।

§ 22. শান্তি ও অবকাশকে যুদ্ধ বিষয়ক—কিংবা বস্তুত সেই কারণে অন্য কোন বিষয়ক—সমস্ত আইনের পরম লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা ব্যবস্থাপকের উচিত এই মতের সমর্থনে বাস্তব ঘটনার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। যে রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য যুদ্ধ তাদের অধিকাংশ যতক্ষণ যুদ্ধ করে ততক্ষণ নিরাপদ। সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তারা ভেঙে পড়ে এবং শান্তিকালে অব্যবহৃত তরবারির মতো স্বভাবের তীক্ষ্নতা হারিয়ে ফেলে। অবকাশের উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা না করার জন্য ব্যবস্থাপককে দোষ দিতে হয়।

পরিচ্ছেদ 15

[রূপরেখা ঃ অবকাশ যখন সর্মাধিক গুরুত্বপূর্ণ তখন আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে এর ভোগ নির্ভর করে কতকগুলি শর্তের উপর অর্থাৎ এর জন্য প্রয়োজন কতকগুলি গুণের—বিশেষত প্রজ্ঞা ও সংযমের। এর থেকে বোঝা যাবে কেন স্পার্টার শিক্ষার মতো যে শিক্ষা শুধু সাহসকে প্রোৎসাহিত করে তা দোষযুক্ত এবং কার্যত ভঙ্গুর। . . . . শিক্ষার উপায়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এখন আমাদের জিজ্ঞাসা—অভ্যাসের শিক্ষা এবং বিচার বুদ্ধির শিক্ষা, 'এদের মধ্যে কোন্‌টি প্রথম প্রযুক্ত হবে?' উত্তর—বিচারবুদ্ধির শিক্ষাকেই প্রথম থেকে চরম লক্ষ্য হিসাবে মনে রাখতে হবে; কিন্তু যে শিক্ষা প্রথমে দিতে হবে তা হবে আত্মার সেই অংশের শিক্ষা যার বিচারবুদ্ধিকে মান্য করবার ক্ষমতা আছে; কাজেই অভ্যাসের মাধ্যমে এই অংশের শিক্ষার ব্যবস্থাতেই সূচনা হবে। কিন্তু আত্মার এই অংশের শিক্ষার পূর্বেই বিবেচ্য একটি দৈহিক সমস্যা ঃ সেটি হচ্ছে আত্মার উপযুক্ত অনুচর হবে এমন উপযুক্ত দেহের ব্যবস্থা।]

§ 1. এককভাবে বা যুক্তভাবে, যেভাবেই কার্য করুক, মানুষের চরম উদ্দেশ্য এক; সুতরাং সর্বোত্তম ব্যক্তির অনুসৃত মান এবং সর্বোত্তম রাজনৈতিক সংবিধানের মান এক। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে অবকাশের ব্যবহারের জন্য আবশ্যক গুণ রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির থাকবে; কেননা [এই গুণগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং], যা আমরা বার বার বলেছি, শান্তি হচ্ছে যুদ্ধের পরম পরিণতি আর অবকাশ কর্মের পরম পরিণতি।

§ 2. অবকাশের ব্যবহার এবং মনের অনুশীলনের জন্য আবশ্যক গুণ দু প্রকার। তাদের কতকগুলি নিছক অবকাশের মধ্যে এবং অবকাশকালে প্রবল ঃ কতকগুলি বৃত্তিমূলক কর্মের মধ্যে এবং বৃত্তিমূলক কর্মকালে প্রবল। [শেষোক্ত ধরনের গুণগুলি কেন প্রয়োজন বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে যে] অবকাশের ব্যবহার সম্ভব হবার পূর্বে কতকগুলি আবশ্যক অবস্থা বিদ্যমান থাকা চাই। এই কারণে রাষ্ট্রের সংযমের অধিকারী হওয়া দরকার, আবার এই কারণে তার দরকার সাহস ও ধৈর্যের অধিকারী হওয়া। কথায় বলে 'ক্রীতদাসের কোন অবসর নেই', এবং যে ব্যক্তিরা সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে না তারা প্রথম আক্রমণকারীদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

§ 3. সাহস ও ধৈর্যের প্রয়োজন বৃত্তিমূলক কর্মের জন্য ঃ প্রজ্ঞার প্রয়োজন অবসরমূলক কর্মের জন্য ঃ সংযম ও ন্যায়ের প্রয়োজন উভয়কালে ও উভয় খাতে—যদিও তাদের বিশেষ প্রয়োজন শান্তি ও অবকাশের সময়ে।

যুদ্ধকাল আপনা থেকেই মানুষকে সংযত ও ন্যায়পরায়ণ করেঃ সমৃদ্ধি এবং শান্তি সমন্বিত অবসরকাল মানুষকে উদ্ধত করে তোলে।

§ 4. সুতরাং কবি উপগীত 'সুখী দ্বীপ'-এর অধিবাসীদের মতো যাদের অতিশয় সফল মনোরথ এবং জগতের সর্বসুখভোগী বলে মনে হয় তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিমাণ ন্যায় ও সংযমের প্রয়োজন; এবং সৌভাগ্যের আতিশয্যে নিলীন হয়ে তারা অবসরের যত অধিক ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তাদের তত অধিক প্রয়োজন হবে প্রজ্ঞার এবং সংযম ও ন্যায়ের।

§ 5. এখন বোঝা যাচ্ছে কেন যে রাষ্ট্র পরম সুখ লাভ করতে চায় এবং সৎ হতে চায় তাকে এই তিনটি গুণের সকলের অংশভাগী হতে হবে। জীবনের সামগ্রীগুলির উপযুক্ত ব্যবহারে যেকোন অক্ষমতা যদি সব সময়ে কিছু লজ্জার বিষয় হয়, তাহলে অবসর সময়ে তাদের উপযুক্ত ব্যবহারে অক্ষমতা একটি বিশেষ পরিমাণ লজ্জার বিষয় হবে; এবং যে ব্যক্তিরা বৃত্তিমূলক কর্ম ও যুদ্ধের সময়ে নিজেদের সৎ বলে পরিচয় দেয় কিন্তু শান্তি ও অবকাশের সময়ে ক্রীতদাসের স্তরে নেমে আসে, তারা বিশেষভাবে নিন্দার্হ হবেই।

§ 6. স্পার্টার শিক্ষা দ্বারা গুণবত্তার অন্বেষণ উচিত হবে না। জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসের প্রকৃতি সম্পর্কে জগতের অন্য সকলের সঙ্গে স্পার্টাবাসীরা একমত [এগুলিকে তারা অন্য সকলের মতো বাইরের দৈব জিনিসের থেকে অভিন্ন মনে করে]ঃ অন্য সকলের থেকে পার্থক্য কেবল এই যে তারা মনে করে এগুলি পাওয়ার যথার্থ উপায় একটিমাত্র গুণবত্তার [অর্থাৎ সামরিক সাহসের] অনুশীলন। বাইরের জিনিসগুলিকে অন্য যেকোন জিনিসের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে এবং তাদের থেকে পাওয়া আনন্দকে গুণবত্তার সাধারণ অনুশীলন থেকে পাওয়া আনন্দের চেয়ে অধিক মনে করে, [ঐ জিনিসগুলি পাওয়ার সহায়ক হিসাবে তারা একটিমাত্র গুণবত্তার অনুশীলন করে। কিন্তু সমগ্র গুণবত্তার অনুশীলন করা উচিত], এবং, আমরা ইতিপূর্বে যে যুক্তি দেখিয়েছি সেই অনুসারে, তার নিজের জন্যই অনুশীলন করা উচিত। অতঃপর আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, 'কিভাবে এবং কোন্ উপায়ে সাধারণ গুণবত্তা লাভ করা যাবে?'

§ 7. পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে সাধারণ গুণবত্তা লাভের উপায় হচ্ছে স্বাভাবিক গুণ, অভ্যাস এবং বিচারবুদ্ধি। এদের প্রথমটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে নির্ধারণ করা হয়েছে [পরি 7-এ] কোন্ প্রকৃতির গুণ নিয়ে আমাদের নাগরিকরা শুরু করবে। এখন অপর উপায় দুটি বিবেচনা করতে হবে এবং স্থির করতে হবে অভ্যাসের শিক্ষা প্রথম হবে না বিচারবুদ্ধির শিক্ষা প্রথম হবে। শিক্ষার রীতি দুটিকে যতদূর সম্ভব অবিরুদ্ধভাবে পরস্পর সমাহিত

করতে হবে [তার অর্থ এই যে কেবল প্রথম পালনীয় রীতিকে প্রথম আরম্ভ করলেই হবে না, উভয় রীতিকে সমানভাবে একই উচ্চ অভিপ্রায়ের দিকে পরিচালনাও করতে হবে]; নতুবা বিচারবুদ্ধি হয়তো উচ্চতম আদর্শে পৌঁছতে পারবে না এবং অভ্যাসের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষাও হয়তো অনুরূপ অপূর্ণতার পরিচয় দেবে।

§ 8. এই উদ্দেশ্যে আমরা দুটি জিনিস প্রত্যক্ষ বলে ধরে নিতে পারি। প্রথমত, মানবজীবনের ক্ষেত্রে (যেমন সাধারণত সকল জীবনের ক্ষেত্রে) জন্মের একটি প্রথম সূত্রপাত [অর্থাৎ পিতামাতার মিলন] আছে, কিন্তু এরূপ সূত্রপাত থেকে যে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় তা আরও দূরবর্তী কোন লক্ষ্যের সোপান মাত্র। বিচারবুদ্ধির অনুশীলন মানবপ্রকৃতির পরম লক্ষ্য। কাজেই এই অনুশীলনের দিকে দৃষ্টি রেখে গোড়া থেকে আমাদের নাগরিক-দের জন্ম ও অভ্যাসের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

§ 9. দ্বিতীয়ত, আত্মা ও দেহ যেমন দুটি জিনিস তেমনি আত্মারও দুটি ভাগ আছে, অবিবেচক ও বিবেচক; এবং এই ভাগ দুটির দুটি প্রাতি-ষঙ্গিক অবস্থা আছে—ক্ষুধার অবস্থা এবং বিশুদ্ধ চিন্তার অবস্থা। কালক্রম ও জন্ম তারিখ অনুযায়ী আগে দেহ, পরে আত্মা এবং আগে আত্মার যুক্তি-হীন অংশ, পরে যুক্তিশীল অংশ।'

§ 10. তার প্রমাণ এই যে ক্ষুধার সমস্ত লক্ষণ—যেমন রাগ, জেদ এবং ইচ্ছা—শিশুদের মধ্যে একেবারে জন্ম থেকেই প্রকাশ পায়; কিন্তু সাধারণত যুক্তি ও চিন্তার শক্তিগুলি কেবল তখনই প্রকাশ পায় যখন তাদের বয়স বাড়ে। এর থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা সুস্পষ্ট। শিশুদের আত্মার পূর্বে দেহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত; তারপর নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তাদের ক্ষুধা। কিন্তু তাদের ক্ষুধার নিয়ন্ত্রণ অভিপ্রেত হওয়া উচিত তাদের মনের মঙ্গলের জন্য—যেমন তাদের দেহের প্রতি প্রযত্ন অভিপ্রেত হওয়া উচিত তাদের আত্মার হিতের জন্য।

D

শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়

পরিচ্ছেদ 16

[রূপরেখা ঃ 1. আমাদের ভাবী নাগরিকদের সুন্দর দেহের ব্যবস্থা করতে হলে প্রথম প্রয়োজন বিবাহ নিয়ন্ত্রণ। স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহের বয়স তাদের সন্তানদের দেহকে প্রভাবিত করে; এবং দৈহিক কারণেই প্রস্তাব করা যেতে পারে যে স্বামী স্ত্রীর চেয়ে বয়সে বড় হবে আর ৩৭ বছরের পুরুষ ১৮ বছরের নারীকে বিবাহ করবে। স্বামীর দেহ অতিরিক্ত ব্যায়াম বা তার বিপরীত অবস্থা দ্বারা নষ্ট হওয়া উচিত নয; স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। পরিবারের আয়তন সীমিত করতে হলে শিশুদের নিক্ষেপণ এবং গর্ভপাত সম্পাদন প্রভৃতি উপায়ের বিবেচনা করা প্রয়োজন হবে। সন্তান উৎপাদন বন্ধ করার বয়স এবং ব্যভিচারের চিকিৎসা।]

§ 1. যদি ধরে নেওয়া যায় যে ব্যবস্থাপকের প্রথম কর্তব্য আমাদের রাষ্ট্রের শিশুশালায় যতদূর সম্ভব পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহগঠনের ব্যবস্থা করা, তাহলে অবশ্যই তাঁকে প্রথম মনোনিবেশ করতে হবে বিবাহের উপর ; এবং এখানে তাঁকে বিবেচনা করতে হবে ভাবী দম্পতির বয়স কি হওয়া উচিত এবং তাদের কি গুণ থাকা উচিত।

§ 2. বিবাহ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকালে প্রথম বিচার্য বিষয় কতদিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সহবাস সম্ভবপর হবে। যথা কর্তব্য এই যে তারা এক-সঙ্গে যৌন জীবনের এক নির্ণীত কালে উপস্থিত হবে। স্বামী জন্মদানে সক্ষম অথচ স্ত্রী গর্ভধারণে অশক্ত অথবা স্ত্রী গর্ভধারণে সক্ষম অথচ স্বামী জন্মদানে অশক্ত দৈহিক শক্তির এরূপ ব্যবধান থাকা উচিত নয়। এরূপ অবস্থা বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধ ও বিবাদ সৃষ্টির অনুকূল। দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে বয়সের পার্থক্য।

§ 3. একপক্ষে অত্যধিক ব্যবধান অনুচিত (বয়স্ক পিতারা সন্তানদের পিতামাতার উপযুক্ত নির্দেশের সুবিধা দিতে পারে না অথবা বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে পিতৃভক্তির সুবিধা পায় না) ; অথচ অন্যপক্ষে অত্যল্প ব্যবধানও অনুচিত।

§ 4. তাতেও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়ঃ পুত্রকন্যারা নিজেদের প্রায় সমকালীন মনে করে পিতামাতাকে তেমন শ্রদ্ধা করে না এবং অচিরে গৃহ-

স্থালিতে কলহের উৎপত্তি ঘটে। ব্যবস্থাপকের তৃতীয় বিচার্য বিষয়—এখন আমরা যেখান থেকে এইমাত্র সরে এসেছি সেখানেই ফিরে চলেছি—তাঁর অভি-প্রায়ের অনুরূপ স্বাস্থ্যবান সন্তান গঠনের ব্যবস্থা করা।'

এই সকল উদ্দেশ্য একটিমাত্র নীতি দ্বারা অবিলম্বে সাধিত হতে পারে।

§ 5. পুরুষদের 70 বছর বয়সে এবং স্ত্রীদের 50 বছর বয়সে প্রজনন কাল সাধারণত একেবারে শেষ হয় ; সুতরাং উভয় পক্ষের মধ্যে প্রাতিষঙ্গিক ব্যবধান রেখে সম্ভোগের প্রারম্ভ নির্ধারিত করতে হবে। [অতএব বিবাহের সময়ে স্বামী স্ত্রীর অপেক্ষা 20 বছরের বড় হবে।']

§ 6. তরুণবয়স্ক পিতামাতার মিলন সন্তান উৎপাদনের পক্ষে ভালো নয়। সমগ্র প্রাণিজগতে তরুণবয়স্ক পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। তারা স্ত্রী-জাতীয় হয়ে থাকে এবং আকারে খর্ব হয়। মানুষের মধ্যে আমরা এ ধরনের পরিণতি আশা করতে বাধ্য। এরূপ প্রত্যাশার পক্ষে প্রমাণ আছে। যেসব[114] রাষ্ট্রে পুরুষ ও স্ত্রীর তরুণ বয়সে বিবাহের প্রথা আছে সেখানকার অধিবাসীদের পুষ্টি অপূর্ণ এবং আকার ক্ষুদ্র হয়।

§ 7. আর একটা কথাঃ তরুণ বয়সের প্রসূতিরা অধিকতর প্রসব বেদনা ভোগ করে এবং প্রসবকালে তাদের বেশীর ভাগের মৃত্যু হয়। কারও কারও মতে এই কারণে ট্রোয়েজেনবাসীদের একদা প্রশ্নদেব উত্তর দিয়েছিলেন ['নতুন অকৃষ্ট জমি চাষ করবে না']। এর সঙ্গে চাষের কোন সম্পর্ক ছিল না, এর মধ্যে নির্দেশ ছিল অতি অল্প বয়সে বিবাহ হেতু মেয়েদের অধিক মৃত্যুসংখ্যার।

§ 8. পরিবারের কন্যাদের বিবাহ অল্প বয়সে দেওয়া না হলে সেটা যৌন সংযমের অনুকূলও হবেঃ মনে হয় তরুণীরা সম্ভোগের অভিজ্ঞতা হবামাত্র আরও অসংযমী হয়ে পড়ে। আবাব মনে হয় বীজের পুষ্টি সম্পূর্ণ হবার পূর্বে সহবাস আরম্ভ করলে পুরুষের দেহের বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়।[115] (বীজেরও নিজের পুষ্টিকাল আছে—যে কালটি তার বৃদ্ধির মধ্যে সঠিক-ভাবে অথবা সামান্য ব্যতিক্রম সমেত পালিত হয়।)

§ 9. সুতরাং স্ত্রীদের আন্দাজ 18 বছর বয়সে এবং পুরুষদের 37 বা তার কাছাকাছি বয়সে বিবাহ করা উচিত। এই বয়সগুলি পালিত হলে দম্পতির সর্বোৎকৃষ্ট সময়ে সহবাস আরম্ভ হবে এবং উভয়ের জননশক্তির সমকালীন অবসানে একসঙ্গে শেষ হবে। সন্তানদের পিতামাতার স্থান গ্রহণও সমুচিত হবে।

§ 10. যদি জনন শুরু হয় বিবাহের অব্যবহিত পরে, যা সংগতভাবে আশা করা যেতে পারে, তাহলে সন্তানরা তাদের যৌবনের প্রারম্ভে এবং যখন 70 বছর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পিতার বীর্যের কাল নিঃশেষিত হয়েছে ঠিক সেই সময়ে পিতামাতার স্থলাভিষিক্ত হতে প্রস্তুত হবে।

বিবাহের উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। বছরের উপযুক্ত ঋতু সম্পর্কে সেই সমীচীন রীতি অনুসরণ করা প্রশস্ত যা আজকাল অধিকাংশ জাতি পালন করেঃ ঐ রীতি অনুযায়ী শীতকাল পুরুষ ও স্ত্রীর সংসার পাতবার সময় বলে নির্ধারিত।

§ 11. সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে চিকিৎসক ও পদার্থবিদ্‌দের উপদেশের প্রতি দম্পতির নিজেদের মনোনিবেশ কবা উচিত। সুস্থ শারীরিক অবস্থার সময় সম্পর্কে তাদের যা কিছু জ্ঞাতব্য তা চিকিৎসকরা তাদের বলতে পারেনঃ পদার্থবিদ্‌রা বলতে পারেন অনুকূল বায়ু সম্পর্কে (যেমন তাঁরা বলেন যে উত্তর বায়ু দক্ষিণ বায়ুর চেয়ে ভালো)।

§ 12. পিতামাতার কিরূপ শরীরস্থিতি তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ শরীরের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক হিতকর হওয়া সম্ভব? শিশুদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে যখন আমরা আলোচনা করব তখন ঐ বিষয়টির প্রতি আরও গভীর মনোযোগ দিতে হবে; কিন্তু এখানে কিছু সাধারণ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। ক্রীড়াদক্ষের দেহস্বভাব নাগরিক জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে না, সাধারণ স্বাস্থ্য ও সন্তান উৎপাদনকে উৎসাহও দেয় না। সদারোগী ও অকর্মণ্য ব্যক্তিব দেহস্বভাব সমানভাবে অননুকূল। উৎকৃষ্ট দেহস্বভাব ক্রীড়াদক্ষ ও আবোগ্যার্থীব দেহস্বভাবের মাঝামাঝি।

§ 13. এর গঠনের জন্য তাই কিছু পবিমাণ প্রয়াসের প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়াস উগ্র বা ক্রীড়াদক্ষের মতো একনিষ্ঠ হবে না; বরং এ হবে স্বাধীন ব্যক্তির সকল কর্মের প্রতি নিয়োজিত সাধারণ প্রয়াস।

আমরা এইমাত্র যেসব শাবীরিক গুণেব কথা বলছি স্ত্রী ও স্বামীর সে-গুলি দবকার।

§ 14. প্রসূতিদের দেহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকারঃ তাদের নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত এবং পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা উচিত। ব্যবস্থাপক সহজে এদের নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাসেব ব্যবস্থা করতে পারেনঃ শিশুর জন্মের[116] অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের মন্দিরে প্রতিদিন পূজা দেবার জন্য এদের পদব্রজে যাওয়া বাধ্যতামূলক করতে পাবেন। মনের কথা স্বতন্ত্রঃ তাদের মনকে শ্রমমুক্ত বাখতে হবে; কেননা এটা প্রত্যক্ষ যে উদ্ভিদরা যেমন মৃত্তিকা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে শিশুরাও তেমনি গর্ভধারিণী মাতার কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে।

§ 15. প্রশ্ন ওঠে শিশুদের সর্বদা পালন করা উচিত না কখনও কখনও নিক্ষেপ[117] করা উচিত। বিকলাঙ্গ শিশুদের পালন নিবারণের জন্য আইন থাকা অবশ্যই উচিত। পক্ষান্তরে যেসব রাষ্ট্রে সামাজিক অভ্যাস নিরঙ্কুশ সংখ্যাবৃদ্ধির পরিপন্থী সেখানে শুধু জনসংখ্যা নীচে রাখার জন্য শিশুদের

নিক্ষেপণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেও আইন থাকা উচিত। যথাযথ কার্য হচ্ছে প্রত্যেক পরিবারের আয়তন সীমিত করা, এবং তারপর গর্ভধারণ যদি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তাহলে ভ্রূণের মধ্যে চেতনা এবং জীবন শুরু হবার পূর্বে গর্ভপাত উৎপাদন করা। (সুতরাং গর্ভপাত উৎপাদন উচিত কি অনুচিত তা নির্ভর করবে চেতনা এবং জীবন এখনও আসেনি বা এসে গিয়েছে তার উপর।)

§ 16. পুরুষ ও স্ত্রী যে বয়সে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে তা নির্ধারিত হয়েছে। এখন বিবেচনা করতে হবে কতদিন তারা সন্তানের জন্ম দিয়ে রাষ্ট্রের সেবা করবে। বয়স্কদের সন্তান অতি অল্পবয়স্কদের সন্তানের মতো শরীর ও মনের দিক্ থেকে অপূর্ণ হয়ে থাকে ; আর বৃদ্ধ বয়সের সন্তানরা দুর্বল হয়। সুতরাং মনের[118] যৌবনের দিকে লক্ষ্য রেখে জননের কালাবধি স্থির করা যেতে পারে।

§ 17. যেসব কবি জীবনকে সপ্তবার্ষিক কালমানে পরিমাপ করেন তাঁদের কারও কারও মতে অধিকাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে এটি আসে 50 বছর বয়সে। অতএব এই বয়সের চার বা পাঁচ বছর পরে পুরুষরা সন্তান উৎপাদন জনিত সেবা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে ; এবং ঐ সময়ের পর থেকে তাদের শারীরিক বা অনুরূপ কোন কারণে সম্ভোগে নিরত বলে মনে করতে হবে।

§ 18. বিবাহিত এবং স্বামী ও স্ত্রীরূপে অভিহিত হবার সমগ্র কালের মধ্যে—যখনই হক না কেন এবং যেরূপে বা আকারে হক না কেন—ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় ধরা পড়া স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষে কলঙ্কের বিষয় বলে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। কিন্তু ঠিক সন্তান উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত কালটির মধ্যে ব্যভিচারে ধরা পড়লে এরূপ অনুগুণ অপমানচিহ্ন দ্বারা শাস্তি দিতে হবে।

পরিচ্ছেদ 17

[রূপরেখা : 2. শিশুপালনশালা ও শিক্ষালয়। প্রথম পর্যায় : শিশুর খাদ্য; তার উপযুক্ত অঙ্গচালনা; শিশুদের শীত সহ্য করতে অভ্যস্ত করা। দ্বিতীয় পর্যায় (5 বছর বয়স পর্যন্ত) : খেলাধুলা এবং কথা ও কাহিনী : অল্পবয়স্ক শিশুদের অসৎ সঙ্গ থেকে রক্ষা করতে হবে এবং যাতে তারা অশ্লীল ভাষা না শোনে অথবা কুৎসিত চিত্র না দেখে সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে : সাধারণত যে-কোন নিকৃষ্ট জিনিসের শৈশব সান্নিধ্য থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে, কেননা প্রাথমিক অনুভবগুলি গভীর হয়। তৃতীয় পর্যায় (5 বছর বয়স থেকে 7 বছর বয়স পর্যন্ত) : এই বয়সের শিশুদেব পবে যে কাজ নিজেদের করতে হবে সেই কাজে নিযুক্ত অন্য শিশুদের নিরীক্ষণ করতে হবে।

7 বছর বয়সের পর শিক্ষার দুটি নির্ধারিত কাল থাকবে—প্রথম, 7 বছর বয়স থেকে যৌবনাবস্থা পর্যন্ত : দ্বিতীয়, যৌবনাবস্থা থেকে 21 বছর বয়স পর্যন্ত। শিক্ষা পরিচালনা সম্বন্ধে কোন নিয়ম সংহিতা থাকা কি উচিত, এবং শিক্ষা পবিচালনা সরকারী হবে অথবা বেসরকারী হবে?]

§ 1. শিশুদের জন্মের পর তাদের যে প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় তার দ্বারা বৃদ্ধিকালে তাদের দৈহিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হবে। বিষয়টিকে যেভাবেই বিবেচনা করিনে কেন, এবং যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিনে কেন—প্রাণিজগতের দিকে অথবা যেসব অসভ্য জাতির লক্ষ্য দেহের সামরিক অভ্যাস তাদের দৃষ্টান্তের দিকে—এটা সুস্পষ্ট যে দুগ্ধবহুল খাদ্য শিশুদেব দৈহিক পোষণের পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপযোগী; এবং রোগের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে মদ্য যত কম দেওয়া হয় ততই ভালো।

§ 2. তাদের ক্ষুদ্র দেহের পক্ষে সম্ভবপর প্রত্যেক রকম অঙ্গ চালনায় উৎসাহ দেওয়া ভালো; কিন্তু তাদের কোমল অঙ্গের যেকোন বিকৃতি বন্ধ করার জন্য কতকগুলি অসভ্য জাতি তাদের দেহ ঋজু রাখে এমন যান্ত্রিক উপায় আজও অবলম্বন করে। শৈশবের প্রথম থেকেই শিশুদের শীত সহনে অভ্যস্ত করা ভালো; এই রীতি তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল এবং আগে থেকেই সামরিক কার্যের জন্য তাদের শক্ত করে তোলে।

§ 3. এর থেকে বোঝা যাবে কেন কতকগুলি অসভ্য জাতির ভিতর জন্মের পর শিশুদের শীতল নদীতে মজ্জিত করার অথবা (কেল্টদের মতো) হালকা পোশাকে রাখার অভ্যাস আছে। শিশুদের মধ্যে অভ্যাস সৃষ্টি যেখানে সম্ভব সেখানে সমুচিত নিয়মটি অতি শৈশবে শুরু করা এবং তারপর ক্রমে

ক্রমে বিস্তৃত করা ভালো। স্বাভাবিক উত্তাপের জন্য শিশুদের শারীরিক গঠন শীত সহন শিক্ষার বিশেষ উপযোগী।

§ 4. আমরা এইমাত্র যেসব পথের বর্ণনা করেছি সেই পথে এবং ঐরকম অন্য পথে প্রথম বছরগুলি পালন করতে হবে। শিশুর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে, যা পাঁচ বছর অবধি চলবে, বিকাশের অন্তরায় হবে এই ভয়ে কোন পাঠ বা বাধ্যতামূলক ভার দেওয়া হবে না। কিন্তু এই পর্যায়ে সঞ্চরণের কিছু অভ্যাস প্রয়োজন যাতে দেহ শিথিল না হয়ে পড়ে ; খেলাধুলা দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে এর ব্যবস্থা করা উচিত।

§ 5. খেলাধুলাগুলো কঠিনও হবে না, কোমলও হবে না, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তির উপযুক্ত হবে। আযুক্ত আধিকারিকরা (যাদের সাধারণত শিক্ষাধীশ নামে অভিহিত করা হয়) সযত্নে স্থির করবে এই বয়সের শিশুদের কি ধরনের কথা ও কাহিনী বলা উচিত। এ সমস্ত জিনিসই হবে উত্তরকালীন কর্মের প্রস্তুতি ; এমন কি শিশুদের খেলাধুলাগুলোর বেশীর ভাগই হবে ভাবী অকৃত্রিম খেলাধুলার অনুকৃতি।

§ 6. প্লেটো তাঁর 'লজ্'-এ শিশুদের ফুসফুসকে ক্লান্ত করানো এবং ফোঁপানো বন্ধ করার পক্ষপাতী ; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর দলের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতটি ঠিক নয়। এটা শিশুদের পোষণের সহায়ক: এটা একদিক্ থেকে একপ্রকার দৈহিক ব্যায়াম ; এবং নিশ্বাস বন্ধ রাখা যেমন প্রাপ্তবয়স্ক-দের শ্রমের শক্তি দেয় তেমনি ফুসফুসকে ক্লান্ত করা একইভাবে শিশুদের সবল করে।

§ 7. শিশুদের সময় যাপনের উপর শিক্ষাধীশদের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকবে। ক্রীতদাসদের সান্নিধ্যে তারা বেশীক্ষণ যাতে না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে। সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা জীবনের যে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলে সেটা অবশ্যই গৃহশিক্ষার পর্যায় ; এবং তারা অল্পবয়স্ক বলে এটা সম্ভব যে যে-কোন কদর্য জিনিস শুনে ও দেখে তারা কদর্য অভ্যাস গড়ে তুলবে।

§ 8. সুতরাং ব্যবস্থাপকের একটি প্রাথমিক কর্তব্য হবে রাষ্ট্রের সর্বত্র অশ্লীল ভাষার ব্যবহার উচ্ছেদ করা। বিনা কারণে যেকোন ধরনের অশ্লীল ভাষার ব্যবহার কুৎসিত কর্মের সগোত্র। বিশেষত অল্পবয়স্কদের এরূপ কোন ভাষার শ্রবণ বা ব্যবহার থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

§ 9. সমস্ত নিষেধ সত্ত্বেও যারা কুরুচিময় কথা বা কার্যের জন্য দোষী তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তিরা এখনও আরামে গণভোজনের অনুমোদন পায়নি তাদের দৈহিক শাস্তি

ও অন্যান্য অবমাননার আওতায় আনতে হবে ; আর বয়স্ক ব্যক্তিরা হীন অসম্মান ভোগের মধ্য দিয়ে ক্রীতদাস সদৃশ আচরণের দণ্ড গ্রহণ করবে।

এইভাবে যদি অশ্লীল ভাষার ব্যবহার বন্ধ করতে হয় তাহলে এটা পরিষ্কার যে কুৎসিত ছবির প্রদর্শনী ও কুৎসিত নাটকের অভিনয়ও বন্ধ করতে হবে।

§ 10. অতএব সরকারের কর্তব্য হবে যেখানে কোনপ্রকার অভব্য কর্ম প্রতিবিম্বিত হয়েছে এমন সমস্ত মূর্তি ও চিত্র নিষিদ্ধ করা। অবশ্য যেসব দেবতার উৎসবে অপভাষণও আইনানুমোদিত সেখানে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। (কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে যে-ব্যক্তিরা উপযুক্ত পরিণতাবস্থায় পৌঁছেছে তারা আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে উপস্থিতি থেকে রেহাই দিতে পারে।)

§ 11. যতদিন পর্যন্ত যুবকরা বয়স্কদের সঙ্গে গণভোজনে আরাম করবার ও মদ্যপান করবার অধিকারে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত বয়সে না পৌঁছেছে ততদিন তাদের নৃত্যনাট্য বা প্রহসন দর্শন ব্যবস্থাপকের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। সেই সময়ের মধ্যে তাদের শিক্ষা এরূপ অভিনয়ের কুফলের আক্রমণ হতে তাদের সকলকে রক্ষা করতে পারবে।

§ 12. এই প্রশ্নের একটি দ্রুত বিবরণ এখন দেওয়া হয়েছে। এরূপ আইনের কর্তৃত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করা হলে এবং এর রূপ কি রকম হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হলে তার পরে এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হবে এবং এটি আরও সবিস্তারে অবধারিত হবে। এখানে বর্তমান প্রসঙ্গে বিষয়টির সূচনামাত্র হয়েছে।

§ 13. সম্ভবত করুণরসাভিনেতা থিওডোরাসের উক্তিটি অর্থপূর্ণঃ তিনি বলেছিলেন, তিনি কখনও অন্য কোন অভিনেতাকে, সে যত নিকৃষ্ট হক না কেন, তাঁর পূর্বে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেননি, কেননা (তাঁর কথায়) 'দর্শকরা যাদের প্রথম শোনে তাদেরই অনুরক্ত হয়ে পড়ে'। আমাদের এই পরিণতি শুধু ব্যক্তি সম্পর্কে ঘটে না, বস্তু সম্পর্কেও ঘটেঃ আমরা যা প্রথম পাই তাই সব সময়ে বেশী চাই।

§ 14. সুতরাং তরুণদের যেকোন অপকৃষ্ট জিনিসের, বিশেষত দুষ্টতা বা দ্বেষভাবজ্ঞাপক যেকোন জিনিসের, শৈশব সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখতে হবে। যখন প্রথম পাঁচ বছর নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হবে তখন শিশুদের সাত বছর বয়স পর্যন্ত পরবর্তী দুবছর ভবিষ্যতে তাদের যেসব বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করতে হবে তাতে কর্মরত অন্যদের নিরীক্ষণে অতিবাহিত করতে হবে।

§ 15. [এখন আমরা নিয়মিত শিক্ষার পর্যায়ে এসেছি।] শিক্ষার দুটি বিভিন্ন নিরূপিত কাল থাকবে—প্রথম, সাত বছর বয়স থেকে যৌবনাবস্থা

পর্যন্ত ; দ্বিতীয়, যৌবনাবস্থা থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত। যাঁরা মানুষের জীবনকে সপ্তবার্ষিক কালভাগে ভাগ করেন তাঁরা মোটের উপর ঠিক করেন। কিন্তু [শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার সময়ে] যে ভাগগুলি আমাদের অনুসরণ করা উচিত সেগুলি হচ্ছে স্বভাবসিদ্ধ ভাগ। সাধারণত কলার উদ্দেশ্যের মতো শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বভাবের অপূর্ণতা পূর্ণ করে নিছক তারই অনুকরণ করা।

§ 16. এখন তিনটি বিষয় আমাদের বিচারণীয়। প্রথম, শিশুশিক্ষা পরিচালনার কোন নিয়ম সংহিতা থাকা উচিত কিনা। দ্বিতীয়, শিশুশিক্ষা রাষ্ট্রের ব্যাপার হবে না বেসরকারী ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, যেমন বহুতর ক্ষেত্রে আজও হচ্ছে। তৃতীয়, নিয়ম সংহিতার যথার্থ রূপটি কেমন হবে।

অষ্টম খণ্ড

যুব শিক্ষা

A

শিক্ষার সাধারণ পরিকল্পনা

পরিচ্ছেদ 1

[**রূপরেখাঃ** রাজনৈতিক ও নৈতিক উভয় কারণে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের প্রয়োজন। সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা একরূপ হওয়া উচিত এবং এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রপরিচালিত হওয়া উচিত।]

§ 1. এ বিষয়ে সকলে একমত যে অল্পবয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থাপকের প্রধান ও প্রথম চিন্তার বিষয়। [এই মতের দুটি কারণ আছে।] প্রথমত, শিক্ষা অবহেলিত হলে রাষ্ট্রের সংবিধান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

§ 2. রাষ্ট্রের নাগরিকদের শিক্ষা সর্বদা তাদের রাষ্ট্রের সংবিধানের উপযোগী হওয়া উচিত। সংবিধানের উপযোগী চরিত্র একাধারে তার আদি প্রসবিত্রী শক্তি এবং নিরন্তর পালয়িত্রী শক্তি। গণতান্ত্রিক চরিত্র গণতন্ত্রকে সৃষ্টি করে ও পালন করে ; মুখ্যতান্ত্রিক চরিত্র মুখ্যতন্ত্রকে সৃষ্টি করে ও পালন করে ; যতই উপরে ওঠা যাবে ততই প্রত্যেক মহত্তর চরিত্র সব সময়ে একটি মহত্তর সংবিধান সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক যোগ্যতার এবং প্রত্যেক রকম কলার প্রয়োগের একটি শর্ত হচ্ছে কিছু পরিমাণ পূর্ব শিক্ষা এবং কিছু পরিমাণ প্রাথমিক অভ্যাস। অতএব রাষ্ট্রের সদস্যদের বিহিত সৎ কর্ম সম্পাদনের পূর্বে মানুষদের শিক্ষিত এবং অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। [তাই দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে ব্যবস্থাপকের মুখ্য চিন্তার বিষয় করার রাজনৈতিক ও নৈতিক কারণ আছে।]

§ 3. সমগ্র রাষ্ট্রের [অর্থাৎ এর সমগ্র সদস্যমণ্ডলীর] একটি সাধারণ উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাও সকলের পক্ষে এক হবে, এবং এই ব্যবস্থার প্রস্তুতি সরকারী কর্তব্যের বিষয় হবে। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারী প্রয়াসের উপর অর্পিতঃ এতে প্রত্যেক পিতা নিজের পুত্রকন্যাদের পৃথক্‌ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং নিজের বিবেচনা অনুযায়ী তাদের শিক্ষিত করে। এরূপ হওয়া উচিত নয়। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণ তার নিজেরও সাধারণ হওয়া উচিত।

§ 4. [এই মতের আর একটি কারণ আছে।] কোন নাগরিককে কেবল তার নিজের বলে মনে করা উচিত নয়ঃ বরং প্রত্যেক নাগরিককে

রাষ্ট্রের বলে মনে করা উচিত। প্রত্যেকে রাষ্ট্রের অংশ ; এবং প্রত্যেক অংশের জন্য ব্যবস্থাকে সমগ্রের জন্য ব্যবস্থার সংগে স্বভাবতই সংগতি রাখতে হবে। যেমন অন্য কতকগুলি বিষয়ে তেমনি এখানেও স্পার্টাবাসীদের প্রশংসা করতে হয়। তারা যুবশিক্ষার প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দেয় আর সে মনোযোগ সম্মিলিত, ব্যক্তিগত নয়।

পরিচ্ছেদ 2

[রূপরেখা : শিক্ষার উপযুক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট মতের অভাব : উপযোগ, নৈতিক সংযম এবং জ্ঞানের উন্নতি—এদের পরস্পর বিরোধী দাবি। জীবনের উপযোগী হিসাবে কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত; কিন্তু এরূপ বিষয়ের শিক্ষা কখনও এতদূর বিস্তৃত করা উচিত হবে না যাতে যান্ত্রিক ভাবের সৃষ্টি হয় ; এমন কি আরও উদার বিষয়গুলিও একান্ত বৃত্তিমূলকভাবে শিক্ষা করা উচিত নয়।]

দুটি জিনিস এখন সুস্পষ্ট। প্রথম, শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন থাকা উচিত। দ্বিতীয়, রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষার পরিচালনা করা।

§ 1. এখন বিবেচনা করতে হবে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে তা দেওয়া উচিত। বর্তমানে শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে মত-ভেদ রয়েছে। নিছক সততার দিকে লক্ষ্য রেখে অথবা সম্ভবপর শ্রেষ্ঠতম জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে তরুণদের কি শিক্ষা করা উচিত সে বিষয়ে সকলের মত এক নয় ; আবার শিক্ষা প্রধানত বুদ্ধির দিকে উদ্দিষ্ট হবে না প্রধানত নৈতিক চরিত্রের দিকে উদ্দিষ্ট হবে সে বিষয়েও মত সুস্পষ্ট নয়।

§ 2. বাস্তব রীতির দিকে দৃষ্টিপাতের ফলে শোচনীয় বিভ্রান্তি আসে ; যে শিক্ষা জীবনের উপযোগী অথবা যা সততার সহায়ক অথবা যা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে তা উপযুক্ত অনুসরণীয় শিক্ষা কিনা এ সমস্যার উপর কোন আলোকপাত হয় না। প্রত্যেক প্রকার শিক্ষাই সপক্ষে কিছু সমর্থন লাভ কবে , [কোনটিই অবিসংবাদিত নয়]। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে সততার সহায়ক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা মতৈক্যের সম্পূর্ণ অভাব দেখব। প্রথমত, যেসব বিভিন্ন লোক সততাকে শ্রদ্ধা করেন তাঁদের নিকট সততার নিজের অর্থ সমান নয় ; এবং যদি তাই হয় তাহলে সততার আচরণের যথাযথ উপায় সম্পর্কে মতভেদ হওয়া আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নয়।

§ 3. যে উপযোগী বিষয়গুলি বাস্তবিক প্রয়োজনীয় সেগুলি যে শিশু-শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি উপযোগী বিষয় গৃহীত হবে।[110] স্বাধীন ব্যক্তির যোগ্য এবং স্বাধীন ব্যক্তির অযোগ্য এই দুভাগে বৃত্তিগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে ; এর থেকে বোঝা যায় যে শিশুদের প্রদত্ত উপযোগী জ্ঞানের মোট পরিমাণ কখনও এত অধিক হওয়া উচিত নয় যাতে তারা যন্ত্রভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

§ 4. স্বাধীন ব্যক্তির দেহ বা আত্মা বা মনকে সততার অনুসরণ এবং আচরণের পক্ষে অযোগ্য করে তোলে বলে মনে হয় এমন যেকোন বৃত্তি, কলা বা শিক্ষা সম্পর্কে 'যান্ত্রিক' ('ব্যানসস') পদটি সংগতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

§ 5. মানুষের শারীরিক যোগ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর এমন যেকোন কলা বা শিল্পের সম্পর্কে, এবং লাভের জন্য অনুসৃত হয় এবং মানুষের মনকে অত্যধিক এবং অতি হীনভাবে ব্যাপৃত রাখে এমন যেকোন কর্মের সম্পর্কে আমরা 'যান্ত্রিক' শব্দটিকে সেইভাবে প্রয়োগ করতে পারি।' জ্ঞানের উদার শাখাগুলি সম্পর্কেও প্রায় এক কথা বলা যেতে পারে। যেকোন অনুদারতাকে এড়িয়ে এদের কতকগুলি কিছুদূর পর্যন্ত অনুশীলন করা যেতে পারে ; কিন্তু পরোৎকর্ষের উদ্দেশ্যে এদের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ এইমাত্র উল্লিখিত কুফল নিয়ে আসতে পারে।

§ 6. কি অভিপ্রায়ে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে বা বিষয় অধীত হচ্ছে তার উপব অনেকখানি নির্ভর করে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবাব জন্য অথবা বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য অথবা সততা লাভ কববার জন্য কৃত কোন কার্য অনুদার হবে না , কিন্তু অবিকল সেই কার্য অপর ব্যক্তির অনুরোধে বার বার সম্পাদিত হলে নিকৃষ্ট ও হীন বলে গণ্য হতে পারে।

পরিচ্ছেদ 3

[রূপরেখা : শিক্ষার চারটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে—লিখন-পঠন, অঙ্কন, ব্যায়াম এবং সংগীত। প্রথম দুটির কিছু উপযোগ আছে : তৃতীয়টি সৎ সাহস বর্ধন করে : চতুর্থটির অভিপ্রায় সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু বলা যেতে পারে যে এটি অবকাশের উপযুক্ত ব্যবহারে সাহায্য করে। এখন আমরা (1) কর্ম, (2) খেলা বা বিনোদন এবং (3) অবকাশের ব্যবহার—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি। সংগীতের প্রকৃত অভিপ্রায় হচ্ছে অবকাশের অনুশীলন; অঙ্কনের উপযোগ আছে; আবার এ অল্পবয়স্কদের আকৃতি ও মূর্তির সৌন্দর্য অবলোকনের দৃষ্টিগঠনে সহায়তাও করতে পারে।]

§ 1. যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, পাঠক্রমের অংগ হিসাবে এখন সাধারণত নির্দিষ্ট অধ্যয়নগুলিকে দুদিক্ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। চারটি বিষয়কে সাধারণত শিক্ষার বনেদ মনে করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে লিখন-পঠন, ব্যায়াম এবং সংগীত; এবং কারও কারও মতে অঙ্কনও। এই বিষয়গুলির প্রথম ও শেষটিকে সাধারণত বাস্তব জীবনে নানাভাবে উপযোগী বলে মনে করা হয়। ব্যায়াম সাধারণত সাহস বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্য সংশয় ও বিবাদের বিষয়।

§ 2. বস্তুত বর্তমানে আনন্দের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রধানত এর অনুশীলন করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা মহত্তর উদ্দেশ্যের জন্যই এটা প্রথমে শিক্ষার বিষয় বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। (যে কথা আমরা বারংবার বলেছি) আমাদের প্রকৃতির নিজেরই একটা প্রবণতা আছে উপায় সন্ধানের যার দ্বারা আমরা কোন উপযুক্ত কর্ম পাব এবং উপযুক্তভাবে অবকাশের ব্যবহার করতে পারব; বস্তুত একথা পুনর্বার বলতে চাই যে অবকাশের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষমতাই আমাদের সমগ্র জীবনের বনেদ।

§3. এটা ঠিক যে কর্ম ও অবকাশ উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু এও ঠিক যে অবকাশ কর্ম অপেক্ষা উচ্চ জিনিস, এটি হচ্ছে লক্ষ্য যার দিকে কর্ম প্রেরিত হয়। সুতরাং আমাদের সমস্যা অবকাশ ভর্তির জন্য কর্মপদ্ধতির খোঁজ করা। খেলা দ্বারা মোটেই অবকাশ ভর্তি করা চলে না। তাহলে খেলাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা হয়ে দাঁড়াবে।

§ 4. সেটা অসম্ভব। জীবনের একটি দিক্—কর্মের দিক্—প্রসঙ্গে প্রধানত খেলার ব্যবহার করতে হবে। (একটি সরল যুক্তি দ্বারা বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। কর্ম হচ্ছে শ্রম ও মেহনতের সহচর: শ্রমিকের

বিনোদনের প্রয়োজন হয়ঃ বিনোদনই খেলার উদ্দেশ্য।) সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রে শুধু উপযুক্ত সময়ে ও মরসুমে খেলাধুলার প্রবর্তন করা উচিত এবং বলবর্ধক হিসাবে তাদের ব্যবহার করা উচিত।' খেলা মনের মধ্যে বিরামের ভাব নিয়ে আসে ; এর থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাতে আমোদ হয়। অবকাশ অন্য জিনিসঃ আমরা মনে করি এর একটা অন্তর্ভূত আনন্দ, অন্তর্ভূত সুখ, অন্তর্ভূত পরম সুখ আছে।

§ 5. যারা কর্মনিরত তারা ঐ পর্যায়ের সুখের অধিকারী নয়ঃ যাদের অবকাশ আছে তারাই এর অধিকারী। যারা কর্মরত তারা রত এই কারণে যে তাদের উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নি। কিন্তু পরম সুখ একটি বর্তমান উদ্দেশ্য ; এবং সকলেই মনে করে এর সঙ্গে আনন্দ আছে, দুঃখ নেই। অবশ্য পরম সুখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলের মত এক নয়। বিভিন্ন লোক নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও মনোভাব অনুযায়ী এর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করে থাকেন।' কিন্তু মহত্তম উৎস থেকে সংগৃহীত শ্রেষ্ঠতম আনন্দ হবে পরম সুজনতার অধিকারী ব্যক্তির।

§ 6. অতএব এটা পরিষ্কার যে বিদ্যা ও শিক্ষার এমন কতকগুলি শাখা আছে যাদের অনুশীলন করা উচিত মনের কৃষ্টির জন্য অবকাশের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। এটাও পরিষ্কার যে এই অধ্যয়নগুলিকে উদ্দেশ্যরূপেই দেখতে হবে আর কর্মলাভের জন্য অনুসৃত অধ্যয়নগুলিকে দেখতে হবে নিছক উপায় ও প্রয়োজনরূপে।

§ 7. এর থেকে বোঝা যাবে কেন আমাদেব পূর্বপুরুষরা সংগীতকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করেছিলেন।' এটা আবশ্যক বলে তাঁরা করেননিঃ মোটেই তা নয়। অন্য কতকগুলো জিনিসেব মতো এটা উপযোগী বলেও তাঁরা করেন নি। উদাহরণঃ লিখন-পঠন নানাভাবে উপযোগী—অর্থ উপার্জনের জন্য, গৃহকর্মের জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য, এবং কতকগুলি রাজনৈতিক কার্যের জন্য। বিভিন্ন শিল্পীর কৃতিগুলি আরও নিখুঁতভাবে বিচার করার জন্য [সুতরাং আরও বিচক্ষণভাবে ক্রয় করার জন্য] অঙ্কনকে উপযোগী বলে মনে করা যেতে পারে। [এসব উপযোগের কোনটিই সংগীতের নেই।] আবার ব্যায়ামের মতো স্বাস্থ্য ও সামরিক বীর্য উন্নয়নের পক্ষেও এ উপযোগী নয়ঃ এদের কোনটির উপর এর কোন প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় না।

§ 8. সুতরাং একমাত্র অবকাশ সময়ে মনের কৃষ্টিতেই এর মূল্য দেখা যায়। প্রত্যক্ষত এই কারণে এ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়েছেঃ স্বাধীন ব্যক্তির উপযুক্ত কৃষ্টি বলে যাকে মনে করা হয় তার অঙ্গ হিসাবে এ স্থান গ্রহণ করেছে। হোমারের পঙ্‌ক্তিগুলির এই অর্থ। তিনি প্রথমে বলছেন,

উদার ভোজনোৎসবে এদেরই শুধু আমন্ত্রণ
করা উচিত,
(নানা প্রকার অতিথিদের উল্লেখের পর) আবার বলছেন,
§ 9. সকলকে সংগীতের দ্বারা আনন্দ দেবার জন্য
তাদের সঙ্গে একজন গায়ককেও আমন্ত্রণ
করা হয়।
আবার আর এক জায়গায় ওডিসিউসের মাধ্যমে বলছেন
যে স্ফূর্তির সময়ে সংগীত সর্বোৎকৃষ্ট বিনোদন, এবং
ভোজনাগারে উৎসবকারীরা মর্যাদানুসারে
উপবিষ্ট হয়ে নীরবে সংগীত শ্রবণ করে।

§ 10. যা বলা হয়েছে তার থেকে এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে পারি যে এমন একরকম শিক্ষা আছে যা পিতামাতার উচিত পুত্রদের দেওয়া,—সে শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলে নয় অথবা উপযোগী বলে নয়, শুধু উদার এবং স্বভাবত সৎ বলে। এই রকম শিক্ষা একটি বিষয়ে নিবদ্ধ অথবা এর ভিতর কতকগুলি বিষয় আছে; বিষয়গুলি কি (যদি কতকগুলি হয়), এবং কি-ভাবে সেগুলি অধীত হবে—এসব বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করতে হবে।

§ 11. কিন্তু আমবা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে বলতে পারি যে আমাদের সাধারণ মতের পক্ষে ইতিহাসের প্রমাণ রয়েছে। পূর্বকালে নির্দিষ্ট শিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং সংগীতের দৃষ্টান্ত সেটা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা আরও বলতে পারি যে কতক-গুলি উপযোগী বিষয়ে—যেমন লিখন-পঠন—শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত শুধু তারা উপযোগী বলে নয়ঃ তাদের মাধ্যমে জ্ঞানের অন্য অনেক বিভাগে অধিকার লাভ সম্ভবপর হয় বলেও।

§ 12. অনুরূপভাবে অঙ্কন শিক্ষার উদ্দেশ্য লোককে ব্যক্তিগত কেনা-কাটার ব্যাপারে ভুল করা থেকে অথবা জিনিস কেনাবেচার ব্যাপারে প্রতারিত হওয়া থেকে রক্ষা করা ততটা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য তাদের আকৃতি ও মূর্তির সৌন্দর্য অবলোকনের দৃষ্টি গঠন করা। সর্বত্র উপযোগের প্রতি লক্ষ্য উন্নত হৃদয় ও উদার স্বভাবের পক্ষে একান্ত অশোভন।

§ 13. শিশুদের শিক্ষাকালে বিচারবুদ্ধির পূর্বে অভ্যাসের দিকে এবং মনের পূর্বে দেহেব দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। সুতবাং গোড়াতে তাদের ব্যায়ামশিক্ষক ও ক্রীড়াশিক্ষকদের হাতে রাখতে হবে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা তাদের উপযুক্ত দেহস্বভাব গঠন করবেঃ শেষোক্ত ব্যক্তিরা শিক্ষা দেবে সকল প্রয়োজনীয় নিপুণতা।

B

শারীরিক শিক্ষা বা ব্যায়াম

পরিচ্ছেদ 4

[**রূপরেখা ঃ** অতিরিক্ত ব্যায়ামের বিপদ আছে এবং স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ আছে ঃ সাহস একমাত্র গুণ নয় ; এবং দৃঢ়তা উৎপাদন যে শিক্ষার অভিপ্রায় সে শিক্ষা একদেশদর্শী এবং নিষ্ফল, এমন কি প্রকৃত সাহস পুষ্টির ব্যাপারেও। শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ নীতি হচ্ছে অল্প বয়সে অত্যধিক শিক্ষা পরিহার করা, কেননা এতে উপযুক্ত দেহ পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এই—যৌবনাবস্থা পর্যন্ত লঘু ব্যায়াম, তারপর তিন বছর অধ্যয়ন, তারপর কঠোর ব্যায়াম ও নিয়ন্ত্রিত আহারের পালা। অল্পবয়স্কদেব এক সঙ্গে দেহ ও মনের কঠোর পরিশ্রম বিধেয় নয়।]

§ 1. যেসব রাষ্ট্র যুবশিক্ষার দিকে সর্বাধিক নজর দিয়েছে বলে সাধারণত মনে করা হয় তাদের মধ্যে কতকগুলি ক্রীড়াবিদের শরীরস্থিতি গঠন করতে চেষ্টা করে ; ফলে মূর্তি ও দেহপুষ্টি উভয়ের গুরুতর ক্ষতি হয়।' স্পার্টা-বাসীদের বিরুদ্ধে এই বিশেষ ভুলের অভিযোগ করা হয়নি ; কিন্তু তারা যুবকদের উপর কঠোর ব্যায়াম চাপিয়ে তাদের বর্বরে পরিণত করে, কেননা তাদের ধারণা সাহস বৃদ্ধির এটিই প্রকৃষ্ট পথ।

§ 2. কিন্তু আমরা বার বার বলেছি যে যুবশিক্ষাকে অনন্যভাবে বা মুখ্যত একমাত্র এই গুণটির দিকে চালিত করা ভুল ; এবং যদিই বা সাহস প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলেও একে উৎসাহিত করবার পথটি তাদের ঠিক নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রাণিজগতে এবং অসভ্য জাতিদের মধ্যে উভয়ত্র সাহসকে সব সময়ে সর্বোচ্চ হিংস্রতার সঙ্গে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আরও সভ্য এবং আরও সিংহসুলভ স্বভাবের সঙ্গে।

§ 3. অবশ্য অনেক অসভ্য জাতি আছে যারা হত্যা ও নরভোজনে যথেষ্ট উৎসুক। কৃষ্ণসাগরতীরস্থ জাতিদের মধ্যে একিয়ানরা এবং হেনিয়োকানরা এই ধরনের, এবং অসমুদ্রতীরস্থ জাতিদের মধ্যে কতকগুলি সমানভাবে অথবা আরও বেশী বর্বর ; তারা দস্যুর জাতি—কিন্তু তাদের প্রকৃত সাহস নেই।

§ 4. অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে এমন কি স্পার্টাবাসীরা নিজেরা যতদিন সযত্নে কঠোর সংযম অভ্যাসকারী একমাত্র জাতি ছিল ততদিন মাত্র তারা অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল ; এবং ইদানীং তারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

ও বাস্তব যুদ্ধে উভয়ত্র পরাজিত। যুবকদের বিশেষ শিক্ষাদান তাদের পূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়ঃ এবং এক অদ্বিতীয় কারণ এই যে তাদের এক প্রকার সংযম ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের একেবারেই তা ছিল না।

§ 5. উন্নত হৃদয়ের জয় হওয়া উচিত—হিংস্র স্বভাবের নয়। বৃকরা বা অন্য হিংস্র জন্তুরা মহাবিপদের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করতে পারে নাঃ পারে সৎ সাহস সমন্বিত মানুষ।

§ 6. যুবকদের অসংযতভাবে বর্বর ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে দেওয়া এবং অত্যাবশ্যক সংযমে তাদের অশিক্ষিত করে রাখা প্রকৃতপক্ষে তাদের অশিষ্টতায় অবনমিত করা। এতে তারা রাষ্ট্রবিদের অভিপ্রায় একদিক্ থেকে এবং মাত্র একদিক্ থেকে পূর্ণ করে ; এবং সেখানেও—যা আমাদের যুক্তি থেকে বোঝা যায়—অন্যভাবে শিক্ষিতদের মতো তারা রাষ্ট্রের সেবা করতে পারে না।

§ 7. আমরা স্পার্টাবাসীদের পূর্ব সফলতার দিক্ থেকে বিচার করব না, বিচার করব বর্তমান অবস্থার দিক্ থেকে। স্পার্টার শিক্ষাকে এখন সমকক্ষের সম্মুখীন হতে হবে। পূর্বে এর কোন সমকক্ষ ছিল না।

শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং কিভাবে এ শিক্ষা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে এখন সাধারণ মতৈক্য দেখা যায়। যৌবনাবস্তা পর্যন্ত ব্যায়াম-গুলি লঘু হবে এবং দেহপুষ্টির প্রতিবন্ধক কঠিন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বা কঠোর পরিশ্রম চলবে না।

§ 8. অল্প বয়সে অত্যধিক শিক্ষার কুফল জাজ্বল্যমান। অলিম্পিক বিজয়ীদের তালিকায় মাত্র দুটি বা তিনটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পূর্বে বালক-দের প্রতিযোগিতায় জয়লাভকারী ব্যক্তিরাই পূর্ণবয়স্কদের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে ; তার কারণ এই যে অল্প বয়সে শিক্ষা এবং তজ্জনিত বাধ্যতা-মূলক ব্যায়ামের ফলে শক্তির অপচয় হয়েছিল।

§ 9. [সুতরাং যৌবনের পূর্বে লঘু ব্যায়াম বিধেয়।] ঐ বয়সে উপনীত হওয়ার পরবর্তী তিন বছর অন্য অধ্যয়নে [যেমন লিখন-পঠন, সংগীত এবং অঙ্কনে] অতিবাহিত করা যেতে পারে ; এর পরবর্তী পুষ্টি-কালে কঠোর ব্যায়াম এবং নিয়ন্ত্রিত আহারের ব্যবস্থা হতে পারে। মন এবং দেহকে একসঙ্গে কর্মে রত রাখা ঠিক নয়। দুটি বিভিন্ন ধরনের কর্মের স্বভাবত বিভিন্ন, বস্তুত বিপরীত ফল হতে পারে। দৈহিক কর্ম মনকে শৃঙ্খলিত করে ; মানসিক কর্ম দেহকে বিঘ্নিত করে।

C

সংগীত শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি

পরিচ্ছেদ 5

[রূপরেখা : সংগীত শিক্ষার অভিপ্রায় সম্বন্ধে তিনটি মত সম্ভব—(1) এ আমোদ ও বিনোদনে সহায়তা করে ; (2) এ নৈতিক শিক্ষার উপায় হিসাবে কাজ করে ; (3) এ মনের অনুশীলনের সাধকরূপে কাজ করে। আমোদ লক্ষ্য হতে পারে না ; যদি তাই হয় তাহলে শিশুদের নিজেদের সংগীত পরিবেশনে শিক্ষিত হতে দেওয়া উচিত নয় ; তারা যদি অন্যেব সংগীত পরিবেশনে আমোদ পায় তাহলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু এই যুক্তি একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন তোলে। নৈতিক শিক্ষাকে যদি সংগীতের অভিপ্রায় বলে মনে করা হয় তাহলে একইভাবে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি ঐ উদ্দেশ্যে শিশুরা নিজেদের সংগীত পরিবেশনে শিক্ষিত হবে কিনা; এমন কি যদি মনের অনুশীলনকে এর লক্ষ্য বলে ধরা হয় তাহলে তখনও আমরা একই প্রশ্ন তুলতে পারি। কাজে কাজেই শিশুদের নিজেদের সংগীত পরিবেশন করা উচিত কিনা এ প্রশ্ন আপতত স্থগিত রাখতে পারি এবং ঐ প্রশ্ন থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংগীত শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করতে পারি।

একদিক্ থেকে সংগীত শিক্ষার একাধিক লক্ষ্য আছে। সংগীত আনন্দ দান করে, এবং এই আনন্দ আমোদের তথা মনের অনুশীলনের এবং অবকাশের সঠিক ব্যবহারের অভিপ্রায় সফল করতে পারে। (সংগীত ও তার আনন্দ দুটি অভিপ্রায় সফল করতে পারে : এর থেকে বোঝা যায় কেন আমরা সহজেই ধারণা করে বসি যে আমোদ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য : আমরা সফল অভিপ্রায় দুটির অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রত্যক্ষটিকে লক্ষ্য করি এবং অপবটিকে ভুলে যাই।) কিন্তু আমোদের ও মনের অনুশীলনের অভিপ্রায় ছাড়াও নৈতিকশিক্ষার অভিপ্রায় কি সংগীত সফল করতে পারে না? মনে হয় তা পারে। সংগীত গুণের 'জীবন্ত প্রতিমূর্তি' সরবরাহ করতে পারে এবং 'জীবন্ত প্রতিমূর্তি' থেকে আনন্দলাভে আমাদের আকৃষ্ট করে আসল গুণ থেকে আনন্দলাভে আমাদের আকৃষ্ট করে। সমস্ত কলার প্রতিরূপের (যেমন চিত্রাঙ্কনের ও সংগীত রচনার) এই হচ্ছে ধর্ম ; কিন্তু এটি বিশেষ মাত্রায় দেখা যায় সংগীতের মধ্যে। সংগীতের রাগিণী ও তাল উভয়ের প্রত্যক্ষ নৈতিক প্রভাব আছে, বিশেষত অল্পবয়স্কদের উপর ; বস্তুত অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে স্বরসংগতি আত্মার মূলবস্তু—অথবা অন্তত একটি গুণ।]

§ 1. আমাদের আলোচনার পূর্বের একটি পর্যায়ে সংগীত সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন ইতিপূর্বে উঠেছে ; কিন্তু এখানে পুনরায় সূত্রটি ধরে

বিষয়টির আরও অনুসরণ করা ভালো। এইভাবে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ চিত্রের স্বাভাবিক পর্যালোচনার একটি ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে।

§ 2. সংগীতের সঠিক ফল অবধারণ করা কঠিন ; এর অধ্যয়নের সঠিক অভিপ্রায় অবধারণ করাও সমানভাবে কঠিন। কেউ কেউ বলবেন নিদ্রা ও পানের মতো সংগীতের অভিপ্রায় শুধু আমোদ ও বিনোদন। নিদ্রা ও পান স্বভাবত ভালো জিনিস নয় ; কিন্তু তারা অন্তত সুখপ্রদ জিনিস এবং ইউরিপিডিসের ভাষায় তারা 'দুর্ভাবনা দূর করে দেয়'।

§ 3. এই কারণে কখনও কখনও সংগীতকে এদের উভয়ের স্তরে স্থাপন করা হয়, এবং নিদ্রা, পান ও সংগীত (তার সঙ্গে নৃত্যকেও যুক্ত করা যেতে পারে) সকলে ঠিক সমানভাবে আচরিত হয়। আর একটি সম্ভবপর মত এই যে সংগীতকে একটি শুভকর প্রভাব হিসাবে গণ্য করা উচিত, কেননা প্রকৃষ্ট পথে আনন্দ অনুভবে আমাদের অভ্যস্ত করে আমাদের চরিত্রকে উদ্দীপিত করবার শক্তি তার আছে (যেমন আমাদের দেহকে উদ্দীপিত করবার শক্তি ব্যায়ামের আছে)।[120]

§ 4. আরও একটি সম্ভবপর তৃতীয় মত রয়েছে—আমাদের মনের অনুশীলনে ও নৈতিক জ্ঞানের বৃদ্ধিতে সংগীতের কিছু অবদান আছে।

এটা পরিষ্কার যে আমোদের দিকে লক্ষ্য রেখে অল্পবয়স্কদের শিক্ষিত করা উচিত নয়। বিদ্যার্জন আমোদের ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে আছে উদ্দম ও ক্লেশ। অন্যপক্ষে এটাও ঠিক যে মনের অনুশীলন শিশুদের বা তরুণ-বয়স্কদের উপযোগী জিনিস নয়। যারা নিজেরা এখনও আপন পরিণতি লাভ করতে পারেনি তারা আজও চরম পরিণতির যোগ্য নয়।

§ 5. [অবশ্য আমোদের পক্ষে বলা যায়, এবং] আমরা যুক্তি দেখাতে পারি যে শিশুদের গুরু অধ্যয়নগুলি [সংগীত সমেত] পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় তারা যে আমোদ উপভোগ করতে সক্ষম হবে তার উপায়স্বরূপ। কিন্তু যদি ঐ যুক্তি গ্রহণ করা হয় তাহলে কেন (আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি) শিশুরা নিজেরা সংগীত পরিবেশনের জন্য শিক্ষিত হবে? কেন তারা পারস্য ও মিডিয়ার রাজাদের আদর্শের অনুকরণে পেশাদার সংগীতজ্ঞদের শ্রবণের মাধ্যমে আনন্দ ও শিক্ষালাভ করবে না?

§ 6. শুধু শিক্ষার জন্য যারা কিছুকাল সংগীত অভ্যাস করে তাদের অপেক্ষা যাদের এটি বৃত্তি এবং পেশা তারা অবশ্যই অনেক বেশী সফলতা অর্জন করে। আরও বলা যেতে পারে যে বাইরের সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য যদি শিশুদের শিক্ষিত করতে হয় তাহলে একইভাবে রন্ধনকার্যে অংশ গ্রহণের জন্য তাদের শিক্ষিত করা উচিত—কিন্তু সেটা অত্যন্ত অদ্ভুত।

§ 7. যদি আমরা সংগীতকে চরিত্র উন্নয়নকারিকা শক্তি হিসাবে দেখি তাহলে শিশুরা নিজেরা সংগীত পরিবেশন করতে শিখবে কিনা সে সমস্যা একইভাবে দেখা দেয়। এখানেও আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'কেন শিশুরা নিজেরা সংগীত পরিবেশন করতে শিখবে, এবং কেন তারা অন্যের সংগীত শ্রবণের মাধ্যমে যথাযথভাবে সংগীত উপভোগ ও উপলব্ধি করার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করবে না?' স্পার্টাবাসীরা এই নীতি অনুসরণ করেঃ তারা সংগীত পরিবেশন করতে শেখে না ; কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে তারা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সুরের পার্থক্য সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে।

§ 8. যদি আমরা সংগীত সম্পর্কে তৃতীয় মতটি গ্রহণ করি এবং মনে করি যে আমাদের পরম সুখ বৃদ্ধিব জন্য এবং আমাদের একটি উদার অনুশীলনের জন্য সংগীতেব ব্যবহার করা উচিত, তাহলে অনেকটা সেই কথাই বলতে হবে। অপরের কৃতির সুযোগ গ্রহণ না করে কেন এই উদ্দেশ্যে আমরা নিজেরা শিক্ষা করব? এখানে দেবতাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের কবিদের কল্পনায় জিউস গান করেন না অথবা বীণা বাজান না ; [তিনি শুধু শোনেন]। যাদের আচরণ অনুরূপ তাদের আমরা অশিষ্ট বিবেচনা করে থাকি, এবং মনে করি যে মদোন্মত্ত বা ভণ্ড না হলে কোন ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে না।

§ 9. এ বিষয়টি সম্ভবত পরে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের প্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে সংগীত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কিনা ; অতঃপর জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'পূর্বে বিশেষিত তিনটি পথের কোন্‌টিতে এ ক্রিয়াশীল—শিক্ষার পথে [কিংবা চরিত্র উদ্দীপনে] অথবা আমোদের পথে অথবা মনের অনুশীলনে?' একে যুগপৎ তিনটির সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষে কারণ আছে ; কেননা এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি প্রত্যক্ষত সকলের সাধারণ।

§ 10. [উদাহরণস্বরূপ এর একটি উপাদানকে—আনন্দকে—ধরা যেতে পারে।] বিনোদন সৃষ্টি আমাদের অভিপ্রেত ; বিনোদন স্বভাবত শ্রম জনিত ক্লেশের ঔষধ , সুতরাং তার মধ্যে আনন্দের উপাদান থাকবেই। তেমনি আবার এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে মনের অনুশীলনের মধ্যে আনন্দের উপাদান ও মহত্ত্বের উপাদান আছে ; এবং প্রকৃত পরম সুখের ভাবটির মধ্যে এই উভয় উপাদান আছে। [সুতরাং আনন্দ আমোদ ও অনুশীলন উভয়ের একটি সাধারণ উপাদান।]

§ 11. এখন আমরা সকলেই একমত যে সংগীত, যন্ত্রপরিবেশিত হক বা কণ্ঠপরিবেশিত হক, অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনন্দ। অন্তত কবি মুসিউসকে[121] প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

গীত মানুষের নিকট মধুরতম ;

এখানে দেখা যায় কেন লোকে সামাজিক সম্মিলনে ও ক্রীড়াকৌতুকে একান্তই স্বাভাবিকভাবে সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করে—এর শক্তি আছে তাদের অন্তর উল্লসিত করবার। অতএব সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে সংগীত কেন শিশুদের শিক্ষণীয় তার অন্যতম কারণ এর আনন্দ দানের ক্ষমতা।

§ 12. সকল নির্দোষ আনন্দের দুটি উপকার আছেঃ তারা কেবল উদ্দেশ্য [অর্থাৎ পরম সুখ] লাভে আমাদের সাহায্য করে না, বিনোদনের উপায় হিসাবেও তারা কার্যকর। অভীষ্টসিদ্ধি আমাদের কদাচিৎ হয়। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে বিনোদন উপভোগ করতে পারি এবং আমোদ প্রমোদে মত্ত হতে পারি (কোন বৃহত্তর প্রাপ্তির জন্য ততটা নয়, নিছক আনন্দলাভের জন্য) ; সুতরাং সংগীতের আনন্দে কিছুকাল বিরাম ও বিনোদন অল্পবয়স্ক-দের পক্ষে ভালো।

§ 13. মানুষ অবশ্য আমোদ প্রমোদকে জীবনের পরিণতিরূপে ধারণা করে থাকে। তার কারণ এই যে জীবনের পরিণতির মধ্যে একপ্রকার আনন্দ আছে বলে তাদের মনে হয়। এই প্রকার আনন্দ সাধারণ নয়, কিন্তু তার সন্ধানে রত মানুষ সাধারণ আনন্দকে এই আনন্দ ভেবে ভুল করে থাকে ; তাদের এরূপ করার কারণ এই যে মানুষের কর্মের শেষ পরিণতির সঙ্গে আনন্দের সাধারণত কোন একপ্রকার সাদৃশ্য আছে। এই পরিণতি কাম্য কেবল নিজেরই জন্য, যেকোন ভবিষ্যৎ ফলের জন্য নয় ; এবং আমোদের আনন্দসমূহ এই ধরনের—ভবিষ্যতের কোন ফলের জন্য তাদের চাওয়া হয় না, চাওয়া হয় বরং অতীতের কোন ঘটনার জন্য অর্থাৎ যে শ্রম ও বেদনা ইতি-পূর্বে বহন করতে হয়েছে তার জন্য।

§ 14. যুক্তিসংগতভাবে বলা যেতে পারে যে এই কারণে মানুষ এই পর্যায়ের আনন্দ নিচয়ের মধ্যে সুখের সন্ধান করতে প্রবৃত্ত হয়।

আনন্দ মানুষের সংগীতের অনুষঙ্গ করার একমাত্র কারণ নয়। আর একটি কারণ বিনোদন উৎপাদনে এর উপযোগিতা। মনে হয় এইভাবেই এর পক্ষ সমর্থন করা হয়।

§ 15. কিন্তু আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে এর মধ্যে এই অবান্তর লক্ষণগুলির [আনন্দ ও উপযোগিতার] অতিরিক্ত এবং এযাবৎ কথিত ব্যবহারগুলি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কোন সারবস্তু আছে কিনা। সংগীত থেকে সব মানুষ যে আনন্দলাভ করে সেই সাধারণ আনন্দে অংশ গ্রহণ করাটাই সম্ভবত শেষ কথা নয়—বস্তুত এ আনন্দ স্বাভাবিক ও সাহজিক এবং সেই কারণে সংগীতের ব্যবহারের আবেদন আছে সকল বয়সের এবং সকল প্রকার চরিত্রের কাছে—সম্ভবত আমাদের বিবেচনা করা উচিত আমাদের চরিত্র ও আমাদের আত্মার সঙ্গে সংগীতের কোন রকম সম্পর্ক আছে কিনা।

§ 16. স্পষ্টত এরূপ সম্পর্ক থাকবেই যদি আমাদের চরিত্র কার্যত সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তা যে এইভাবে প্রভাবিত হয় সেটা পরিষ্কার বোঝা যায় কতকগুলি বিভিন্ন সুরের, বিশেষত অলিম্পাসের সুরের, বিস্তারিত প্রভাব থেকে। এটা সাধারণত স্বীকৃত যে তাঁর সুরগুলি আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে ; আর অনুপ্রাণনা আত্মার প্রকৃতির একটি ভাব।

§ 17. আরও বলা যেতে পারে যে নিছক অনুকৃত শব্দ শুনতে শুনতে, যেখানে তাল বা সুরের কোন প্রশ্ন ওঠে না, সব লোক সমবেদনা অনুভব করে।

যেহেতু সংগীত আনন্দ শ্রেণীভুক্ত এবং যেহেতু সততা হচ্ছে যথাস্থানে **আনন্দ বোধ করা** এবং সঠিকভাবে ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, আমরা বিশদভাবে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমত, সুন্দর চরিত্র ও সৎ কর্ম সম্পর্কে যথার্থ বিচার করবার এবং তার মধ্যে আনন্দ বোধ করবার মতো এমন শিক্ষা নেই যা গ্রহণ করতে এবং এমন অভ্যাস নেই যা গঠন কবতে আমরা এত অধিক ব্যগ্র।

§ 18. দ্বিতীয়ত, সংগীতের তাল ও সুর আমাদের সম্মুখে নৈতিক গুণের জীবন্ত প্রতিমূর্তি নিয়ে আসে—ক্রোধের এবং শান্তির প্রতিমূর্তি ; সাহস এবং সংযমের প্রতিমূর্তি, এবং তাদের বিপরীত গুণের সমস্ত প্রতিমূর্তি , অন্যান্য গুণের প্রতিমূর্তি। এ ঘটনা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিস্ফুট , এই প্রতিমূর্তিদের শুনতে শুনতে আমাদের আত্মার একটি আসল পরিবর্তন ঘটে যায়।

§ 19. প্রতিমূর্তিতে বেদনা বোধ বা আনন্দ প্রাপ্তির অভ্যাস বাস্তব জীবনে বেদনা বোধ বা আনন্দ প্রাপ্তিব সঙ্গে একান্ত সংযুক্ত। উদাহরণঃ যে ব্যক্তি কোন জিনিসের তক্ষিত প্রতিরূপ দেখে আনন্দ লাভ কবে—একান্তভাবে তার স্বাভাবিক রূপের দিক্ থেকে [তার সরঞ্জাম অথবা ঐ সরঞ্জামের সৌন্দর্য ও মূল্যের দিক্ থেকে নয়] সে আসল জিনিসটি দেখেও নিশ্চিতভাবে আনন্দ লাভ করবে।

§ 20. অবশ্য স্পর্শ, আস্বাদ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে নৈতিক গুণের কোন সাদৃশ্য থাকতে পারে না। দৃষ্টিগোচব বিষয়ের সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু সেও যৎসামান্য। বস্তুত নৈতিক গুণের অনুরূপ আকার ও মূর্তি আছে, কিন্তু আনুরূপ্য অধিক নয় ; এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে সকল প্রকার মানুষেরই দর্শনেন্দ্রিয় আছে। তাছাড়া দৃশ্যকলার রূপ ও রং নৈতিক গুণের **প্রতিকৃতি নয়ঃ প্রতীক** মাত্র।

21. § কেবল বিকারগ্রস্ত দেহের চিত্রণের দ্বারাই এই সংকেতগুলি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যখন বিভিন্ন শিল্পকৃতি দর্শনের ফলের পার্থক্য রয়েছে তখন অল্পবয়স্কদের পসোর[122] কৃতি দর্শনে নিবৃত্ত এবং পলি-

গেনাটাস[123] ও নৈতিক গুণের রূপকার অন্য যেকোন চিত্রকর বা ভাস্করের কৃতি অধ্যয়নে উৎসাহিত করা উচিত।

পরন্তু সংগীত রচনাগুলির কথা স্বতন্ত্র। তারা স্বভাবতই নৈতিক গুণের চিত্রলেখা।

§ 22. এটি একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা। প্রথমত, রাগিণীগুলির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ; এবং বিভিন্ন রাগিণী অনুসারে শ্রোতারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হবে। কতকগুলি করুণতর ও গম্ভীরতর ভাবের সৃষ্টি করে—দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে মিক্সোলিডিয়ান[124] রাগিণীর ক্ষেত্রে এরূপ হয়। অন্যগুলির (যেমন কোমল রাগিণীগুলির)[125] ফল মনোভাবকে বিনোদিত করা। আর একটি রাগিণী বিশেষভাবে সংযত ও সমাহিত ভাব সৃষ্টি করে ; ডোরিয়ান[126] রাগিণীর এটি স্বকীয় শক্তি বলে মনে করা হয়, আর ফ্রিজিয়ান[127] রাগিণী প্রেরণা ও তেজ দান করে বলে ধরা হয়।

§ 23. যাঁরা সংগীত শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের এইভাবে আনীত মতগুলি স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করা যেতে পারে ; কেননা যে প্রমাণের দ্বারা তাঁরা তত্ত্বগুলিকে সমর্থন করেন সেটা বাস্তব ঘটনা থেকে সংগৃহীত।

সংগীতের রাগিণী সম্বন্ধে এইমাত্র যা বলা হয়েছে তা সংগীতের তালের বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এই তালগুলির কতক অপেক্ষাকৃত ধীর প্রকৃতির, কতক উৎফুল্ল প্রকৃতির ; শেষোক্তদের আবার দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—যাদের গতি অপেক্ষাকৃত অশ্লীল এবং যাদের গতি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন জনোচিত।

§ 24. যা বলা হয়েছে তার থেকে এটা পরিষ্কার যে আত্মার প্রকৃতিকে প্রভাবিত করবার একটা শক্তি সংগীতের আছে। যদি তার এরূপ শক্তি থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তার অল্পবয়স্কদের পঠনপাঠনের বিষয় হওয়া উচিত।

§ 25. আরও বলা যেতে পারে যে সংগীত শিক্ষা তরুণদের স্বাভাবিক গুণের অনুকূল। অপক্ক বয়সের জন্য তরুণরা ইচ্ছাপূর্বক যেকোন স্বাদহীন খাদ্য পছন্দ করবে না ; এবং সংগীতের একটি স্বভাবজ মাধুর্য আছে। শুধু তাই নয়। সংগীতের রাগিণী ও তালের যেমন স্বাভাবিক মাধুরী আছে তেমনি আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এই কারণে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আত্মাকে ঐকতানের সঙ্গে সংযুক্ত করেন—কেউ কেউ বলেন আত্মা স্বয়ং একটি ঐকতান, অন্যরা বলেন এর মধ্যে ঐকতানের গুণ আছে।

পরিচ্ছেদ 6

[রূপরেখা : 'শিশুদের নিজেদের সংগীত পরিবেশনে শিক্ষিত করা উচিত কি?'—প্রশ্নটির পুনর্বিবেচনা। কোন সম্পাদনার সঠিক বিচার করতে হলে নিজেকে সম্পাদক হতে হবে ; সুতরাং প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে : 'হ্যাঁ, উচিত'—অবশ্য যদি সংগীত সম্পাদন' পেশাদারী সীমায় না পৌঁছয়। তিনটি প্রশ্ন উঠবে—(1) সংগীত সম্পাদনা কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া উচিত ; (2) কি ধরনের সুর ও তাল শিশুদের পরিবেশন করতে শেখা উচিত ; (3) কোন্ কোন্ যন্ত্র তাদের ব্যবহার করা উচিত? প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে কঠিন রচনা চেষ্টা করা উচিত নয় আর শিশুদের পরিবেশনা ততদূর পর্যন্ত চালানো উচিত যেখানে তারা মনোজ্ঞ সুর ও তালের মর্মগ্রহণ করতে শুরু করেছে। শেষ প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে বাঁশি বা অনুরূপ যন্ত্রের ব্যবহার আমবা আদৌ অনুমোদন করিনে। পেশাদারী পটুতার যে কোন প্রচেষ্টার এবং যে কোন প্রতিযোগিতায় প্রবেশেরও আমরা নিন্দা করি, কেননা এতে পরিণামে অশিষ্টতা এসে পড়ে।]

§ 1. যে প্রশ্নটি পরীক্ষামূলকভাবে ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে তার উত্তর এইবার দিতে হবে: শিশুরা কার্যত কণ্ঠ ও যন্ত্রের মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন দ্বারা সংগীত শিক্ষা করবে কিনা। এটা পরিষ্কার যে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাস্তব অনুষ্ঠানে যোগদান করা বা না করায় অনেকটা ইতর-বিশেষ হয়ে থাকে। যারা কখনও কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করেনি তাদের পক্ষে অপরের সুবিচারক হওয়া অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য।

§ 2. তাছাড়া শিশুদের সর্বদা কোন কর্মে নিযুক্ত রাখা দরকার ; আর্কাইটাসের ঝুমঝুমি (শিশুদের অন্যমনস্ক রাখবার জন্য এবং গৃহের জিনিসপত্র ভাঙা থেকে তাদের নিবৃত্ত করবার জন্য পিতামাতারা যা দিয়ে থাকে) একটি প্রশংসনীয় আবিষ্কার হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। অল্পবয়স্করা কখনও চুপচাপ থাকতে পারে না: আসল ঝুমঝুমি শিশুকালে তাদের উপযোগী: আরও পরিণত বয়সে সংগীত শিক্ষা ঝুমঝুমির কাজ করবে।

§ 3. এই সব বিবেচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাস্তব অনুষ্ঠানে কিছু অংশ গ্রহণ সংগীত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে কি উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত তা নির্ধারণ করা শক্ত নয় ; এবং অনুষ্ঠান-মূলক সংগীত শিক্ষা পেশাদারী ও যান্ত্রিক এই আপত্তির জবাব আমরা সহজে দিতে পারি।

§ 4. আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে তরুণদের সংগীতের বাস্তব

অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্য শুধু এই যে তারা [অন্যের সম্পাদনের] বিচার করতে সক্ষম হবে। তার অর্থ এই যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাদের সম্পাদন অভ্যাস করতে হবে ; শুধু তাই নয়, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে যৌবনের শিক্ষার ফলে যখন তারা সদ্‌বস্তুর বোদ্ধা এবং সংগীতের প্রকৃত গুণগ্রাহী হতে পেরেছে তখন তাদের অব্যাহতি দিতে হবে।

§ 5. সময়ে সময়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে সংগীত পেশাদারী বা যান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি করেঃ কিছু অনুসন্ধানের পর এর উত্তর অনায়াসে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, যারা নাগরিক বিশিষ্টতার জন্য শিক্ষিত হচ্ছে তারা বাস্তব অনুষ্ঠানে কতদূর পর্যন্ত যোগদান করতে পারবে? দ্বিতীয়ত, কি ধরনের সুর ও তাল তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে? তৃতীয়ত, কোন্ প্রকার যন্ত্র (কেননা তাতেও ইতরবিশেষ হওয়া সম্ভব) ব্যবহারে তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে?

§ 6. যদি আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিই তাহলে নিন্দারও উত্তর দিতে পারব। **কোন কোন** প্রকার সংগীতের যান্ত্রিক পরিণাম হতে পারে ; [কিন্তু যথাযথ বিচারের পূর্বে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন পরিণামের পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে]।

এটা স্বীকৃত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সংগীত শিক্ষা এমনভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত যাতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী ও পরিণত বয়সের কাজ-কর্ম বাধা না পায় অথবা এমন যান্ত্রিক দেহস্বভাব সৃষ্টি না হয় যা সামরিক ও নাগরিক শিক্ষা কালের দিক থেকে অক্ষম—প্রথমে দৈহিক ব্যায়ামে এবং পরে জ্ঞানের অনুসরণে।

§ 7. দুটি শর্তে সংগীত শিক্ষা এই পথে হতে পারে—প্রথম, পেশাদারী প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রদের অভিনিবিষ্ট রাখা চলবে না ; দ্বিতীয়, যেসব অসাধারণ ও অপরিমিত সম্পাদন নৈপুণ্য ও নাগরিক শিক্ষা কালের দিক্ থেকে অক্ষম—প্রথমে দৈহিক ব্যায়ামে এবং পরে প্রবেশ করেছে, ছাত্রদের পক্ষে সেসব দিকে প্রচেষ্টা চলবে না।

§ 8. শুধু তাই নয় [অর্থাৎ কেবল এরূপ আতিশয্য বাদ দিলেই হবে না], সম্পাদন মাত্র ততদূর পর্যন্ত চালানো উচিত যেখানে ছাত্ররা শুধু সংগীতের সাধারণ উপাদানটি [অর্থাৎ নিছক আনন্দের উপাদানটি] উপভোগ করেই সন্তুষ্ট নয়, মনোজ্ঞ সুর ও তালের মর্মগ্রহণ করতে শুরু করেছে, কেননা সংগীতের সাধারণ উপাদানটি কোন কোন জন্তু এবং প্রায় সমস্ত ক্রীতদাস ও শিশু অনুভব করে।

এই মাত্র যা বলা হয়েছে তার থেকে ব্যবহার্য যন্ত্রের প্রকৃতিও অনুমান করা যেতে পারে।

§ 9 সংগীত শিক্ষায় বাঁশি ব্যবহার করা অনুচিত ; এবং যার পেশাদারী কৌশলের প্রয়োজন আছে এমন যেকোন অন্য যন্ত্র বর্জন করা উচিত, যেমন বীণা ও এরূপ অন্য সকল যন্ত্র। ব্যবহার্য যন্ত্রগুলি এমন হওয়া উচিত যা সংগীতের নিজের ক্ষেত্রে হক অথবা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে হক ছাত্রদের বিচক্ষণ করে তুলবে। বাঁশির বিরুদ্ধে [এর কৌশল ছাড়া] আর একটি যুক্তি এই যে এর মধ্য দিয়ে কোন নৈতিক গুণ প্রকাশ পায় না, বরং প্রকাশ পায় ধর্মাত্মক চিত্ত-বিক্ষোভ , সুতরাং এটি সেই সব সময়ে ব্যবহার করা উচিত যখন লক্ষ্য শ্রোতা-দের শিক্ষা নয়, তাদের প্রক্ষোভমোচন ('ক্যাথার্সিস')।

§ 10. শিক্ষাক্ষেত্রে বাঁশির ব্যবহারের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি এই যে বাঁশি বাজানো বাদককে কণ্ঠ ব্যবহারে বাধা দেয়। সুতরাং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যুবক ও স্বাধীন ব্যক্তিদের বাঁশির ব্যবহার বন্ধ করে যথোচিত কাজ করেছিলেন—যদিও আরও পূর্বে তাঁরা এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

§ 11. সেই পূর্ব যুগে অর্থ তাঁদের অবসর বৃদ্ধি করেছিল এবং সাধারণ গুণবত্তার জন্য তাঁদের মধ্যে উচ্চতর বাসনার সৃষ্টি করেছিলঃ পারস্য যুদ্ধের সময়ে এবং পরে সাফল্যের জন্য তাঁদের অহংকার স্ফীত হয়েছিল ; এবং নতুন নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটনে উৎসুক হয়ে তাঁরা অধ্যয়নের সকল ক্ষেত্রে নির্বিচারে নিরত হয়েছিলেন। এই ভাবের বশবর্তী হয়েই তাঁরা শিক্ষায় বাঁশি বাজানোর প্রবর্তন করেছিলেন।

§ 12. শোনা যায় এমন কি স্পার্টাতে একটি গায়কচক্রের নেতা নর্তক-দের সঙ্গে স্বয়ং বাঁশি বাজিয়েছিলেন [বেতনভুক্ বাদকের হাতে ছেড়ে না দিয়ে] ; কিন্তু অ্যাথেন্সে বাঁশি বাজানো এমন চলিত ছিল যে অধিকাংশ স্বাধীন ব্যক্তি এতে অংশ গ্রহণ করত—তার প্রমাণ গায়কচক্রের ব্যবস্থাপক থ্র্যাসিপ্পাস কর্তৃক একফ্যান্টিডিস [গায়কচক্রের বাদক]-এর সম্মানের জন্য সংস্থাপিত ফলক। পরবর্তী কালে যখন মানুষের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পর্কে যথার্থ বিচারের ক্ষমতা হয়েছিল তখন বাঁশি বাজানোর ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার ফলে এর শেষ বর্জন ঘটেছিল।

§ 13. অপেক্ষাকৃত পুরাতন যন্ত্রের অনেকগুলি বর্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়—বল্লকী, বীণা এবং নিছক শ্রোতাদের সুখকর অনুরূপ যন্ত্র ; সেই সঙ্গে সপ্তভুজ, ত্রিভুজ, তূর্য এবং একান্ত হস্তকৌশলাশ্রয়ী অন্য সব যন্ত্র। বাঁশি সম্বন্ধে প্রাচীন লোককথার মধ্যে জ্ঞানের পরিচয় মেলে। এর থেকে জানা যায় যে অ্যাথেনি বাঁশি আবিষ্কার করেন—এবং পরে তাকে বর্জন করেন।'

§ 14. গল্পের অবশিষ্ট অংশও কতকটা অর্থপূর্ণ—বাজানোর সময়ে নিজের কুৎসিত মূর্তি দেখে ঘৃণায় তিনি বাঁশি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অ্যাথেনিকে আমরা জ্ঞান ও কলা নৈপুণ্যের দেবী বলে মনে করি ; এবং এটা

আরও সম্ভবপর মনে হয় যে বাঁশি বাজানোর অনুশীলনের সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক নেই বলেই তিনি বাঁশি নিক্ষেপ করেন।

§ 15. সুতরাং ব্যবহৃত যন্ত্র ও বাঞ্ছিত ব্যুৎপত্তি উভয় দিক্ থেকেই আমরা যেকোন পেশাদারী শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করতে পারি। ঐ ব্যবস্থা বলতে এমন ব্যবস্থা বুঝি যেখানে ছাত্রদের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করানো অভিপ্রেত। এরূপ ব্যবস্থায় পরিবেশক সংগীতকে আত্মোন্নয়নের উপায় হিসাবে বিচার না করে শ্রোতাদের আনন্দ—এবং অশ্লীল আনন্দ—দেবার কাজে ব্যবহার করে। সেই কারণে তার সম্পাদনাকে আমরা স্বাধীন ব্যক্তির অনুচিত এবং বেতনার্থীর অধিক উপযোগী বলে মনে করি।

§ 16. পরিবেশন কালে পরিবেশকরাও অশ্লীল হয়ে যেতে পারে। যে মাপকাঠি দ্বারা তারা লক্ষ্য [অর্থাৎ তাদের শ্রোতাদের আনন্দ] নির্ধারণ করে তা নিকৃষ্টঃ শ্রোতাদের সাধারণত্ব সংগীতের মান অবনমিত করতে উন্মুখ হয় ; এবং শ্রোতাদের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি শিল্পীরা নিজেরাও এর দ্বারা সংক্রামিত হয়—শুধু মনে নয়, এমন কি দেহেও, কেননা শ্রোতাদের রুচি অনুযায়ী তাদের দেহের সঞ্চরণ ও আন্দোলন হয়।

পরিচ্ছেদ 7

[রূপরেখা : শিশুরা কি ধরনের সুর ও তাল পরিবেশন করতে শিখবে?—এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর এখানে দেওয়া হবে। সুরগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (1) যেগুলি নীতি জ্ঞাপক, (2) যেগুলি কর্মোদ্দীপক, (3) যেগুলি প্রেরণাদায়ক। সংগীতের উপকারগুলিকেও তিনভাগে করা যেতে পারে—(1) শিক্ষা, (2) প্রক্ষোভমোচন, (3) মনের অনুশীলন, যার সঙ্গে বিনোদন ও শ্রান্তি অপনোদনকে যুক্ত করা যেতে পারে। বিভিন্ন উপকারের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সুরের সম্পর্ক : প্রক্ষোভমোচনের উপযোগী সুরগুলি। বিভিন্ন ধরনের (শিক্ষিত ও অশিক্ষিত) শ্রোতাদের সঙ্গে সুরগুলির অনুকূলন। বিভিন্ন রাগিণীর—বিশেষত ডোরিয়ান ও ফ্রিজিয়ান রাগিণীর—প্রকৃতি এবং তাদের বিভিন্ন ফল। জীবনের বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত বিভিন্ন ধরনের সংগীত।]

§ 1. এখন আমাদের বিভিন্ন রাগিণী ও তাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে ; স্থির করতে হবে তাদের সবগুলি ব্যবহার করা উচিত না তাদের মধ্য থেকে কতকগুলি নির্বাচন করা উচিত ; এবং নির্ধারণ করতে হবে যারা শিক্ষার জন্য সংগীত অভ্যাস করছে তারা একই নিয়ম পালন করবে [যেমন অন্য সকল অভ্যাসকারী করে] না তাদের নিজেদের বিশেষ নিয়ম পালন করবে। আরও একটি বিষয় বিবেচনা করবার আছে। আমরা সহজে লক্ষ্য করতে পারি যে সুর ও তালের দ্বারা সংগীত সৃষ্ট হয় ; সুতরাং আমাদের জানতে হবে এই উপায় দুটির অন্যতরের দ্বারা শিক্ষা কতটা প্রভাবিত হয় এবং স্থির করতে হবে যে আমাদের মিষ্ট সুরের সংগীত পছন্দ করা উচিত না সংগত তালের সংগীত পছন্দ করা উচিত।

§ 2. কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বর্তমান যুগের সংগীতজ্ঞদের কেউ কেউ, এবং আমাদের দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা সাধারণ সংগীত শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁদের কেউ কেউ, এসব বিষয়ে যে সকল কথা বলেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। অতএব আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহী এমন যেকোন ছাত্রকে এই সমস্ত অধিকারীর শরণাপন্ন হবার প্রস্তাব করছি ; এবং এখানে সাধারণ রূপরেখা রচনায় এবং অনেকটা আইনের মতো ব্যাপক পালনযোগ্য নিয়ম স্থাপনায় নিজেদের নিবদ্ধ রাখছি।

§ 3. আমাদের দার্শনিকদের কেউ কেউ সুরের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা আমরা গ্রহণ করছি : নীতিজ্ঞাপক, কর্মোদ্দীপক এবং প্রেরণাদায়ক ; আমরা লক্ষ্য করছি যে এই দার্শনিকদের মতে সংগীতের রাগিণীগুলির প্রকৃতি এই

সুর শ্রেণীর প্রকৃতির সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধী হবে এবং প্রত্যেকটি ভিন্ন শ্রেণীর সুরের অনুরূপ প্রত্যেকটি ভিন্ন রাগিণী থাকবে। পক্ষান্তরে, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সংগীতের চর্চা কোন একটিমাত্র উপকারের জন্য হওয়া উচিত নয়, হওয়া উচিত অনেকগুলি উপকারের জন্য। এর থেকে তিনটি উপকার পাওয়া যায়। প্রথমটি শিক্ষাঃ দ্বিতীয়টি প্রক্ষোভমোচন (শব্দটির অর্থ আরও বিশদভাবে বোঝানো যাবে আমাদের কাব্যশাস্ত্রের পাঠ প্রসঙ্গে, কিন্তু এখন একে সাধারণ অর্থে নেওয়া যেতে পারে) ঃ তৃতীয়টি মনের অনুশীলন, যাকে বিনোদন ও শ্রান্তি অপনোদনের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। আমাদের বিবৃত মত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সমস্ত রাগিণী ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু ঠিক একভাবে নয়। লক্ষ্য যেখানে শিক্ষা সেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক নীতিজ্ঞাপক রাগিণীগুলি ব্যবহার করা উচিতঃ যখন অপরের সম্পাদনা শুনতে হবে তখন কর্মোদ্দীপক এবং প্রেরণাদায়ক রাগিণীগুলিরও অনুমোদন করা যেতে পারে।

§ 4. কতিপয় ব্যক্তির আত্মাকে প্রবলভাবে অভিভূত করে এমন যেকোন ভাব সকলের আত্মাকেই অভিভূত করবে, তবে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মাত্রাগত পার্থক্য থাকবে। দয়া, ভয় এবং প্রেরণা হচ্ছে এই রকম ভাব। কোন প্রকার প্রেরণা দ্বারা আবিষ্ট হবার ভাব কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে বিশেষভাবে থাকে। আমরা নিজেরা লক্ষ্য করতে পারি যে এই ব্যক্তিরা ধর্মাত্মক সুরের দ্বারা অভিভূত হয় ; এবং যখন এরা আত্মাকে ধর্মাত্মক উত্তেজনা দ্বারা পূর্ণ করে এমন সুরের প্রভাবের বশবর্তী হয় তখন এরা শান্তি ও স্বাভাবিকতা লাভ করে—মনে হয় যেন এরা রেচক চিকিৎসা সমাপন করেছে।

§ 5. যারা ভয় ও দয়ার ভাবে কিংবা যেকোন ভাবে বিশেষরূপে বিহ্বল তাদের মধ্যে একই রকম ফল [অর্থাৎ উপযুক্ত সংগীতের] দেখা যাবে ; বস্তুত প্রত্যেকের ভাবপ্রবণতার মাত্রা অনুযায়ী আমাদের অবশিষ্ট সকলের মধ্যেও দেখা যাবে , পরিণামে সকলে সমভাবে একপ্রকার রেচন, আনন্দ সমন্বিত একপ্রকার প্রক্ষোভমোচন, অনুভব করবে। শেষে বলা যেতে পারে যে যে-সুরগুলি প্রক্ষোভমোচনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রচিত তাবাও অনুরূপ-ভাবে আমাদের সকলের কাছে একটি নির্দোষ আনন্দের উৎস।

§ 6. যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী-দের এই রাগিণী ও সুরগুলি ব্যবহার করতে পারা উচিত। কিন্তু শ্রোতারা দুটি বিভিন্ন রকমের। একদল শ্রোতা স্বাধীন ও শিক্ষিত ; অপরটি সাধারণ শ্রোতার দল—কারিগর, বেতনভুক্ শ্রমিক প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। সুতরাং শুধু প্রথম শ্রেণীর শ্রোতাদের জন্যই প্রতিযোগিতা এবং উৎসব হওয়া উচিত নয়, প্রয়োজনীয় বিনোদনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নিমিত্তও হওয়া উচিত।

§ 7. [এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রোতাদের জন্য সংগীত তাদের মানসিক অবস্থার অনুরূপ হবে]; এই শ্রেণীর সভ্যদের আত্মারা যেমন তাদের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিকৃত তেমনি অনুরূপভাবে বিকৃত সংগীতের রাগিণী এবং অনুরূপভাবে বিস্তৃত ও অতিরঞ্জিত সুরও আছে। মানুষ পছন্দ-সই জিনিস থেকে আনন্দ পায়; অগত্যা যে গায়করা নিকৃষ্ট ধরনের শ্রোতাদের সম্মুখে প্রতিযোগিতা করছে তাদের নিজেদের শ্রোতাদের উপযোগী নিকৃষ্ট ধরনের সংগীত ব্যবহার করতে দিতে হবে।

§ 8. আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে শিক্ষার জন্য নীতিজ্ঞাপক সুর ও রাগিণী ব্যবহার করা উচিত। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছে যে এই রাগিণী-গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে ডোরিয়ান; কিন্তু দর্শন চর্চা ও সংগীত শিক্ষায় যাঁরা উৎসুক তাঁদের দ্বারা প্রশংসিত অন্য যেকোন রাগিণীও আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

§ 9. প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ ডোরিয়ান রাগিণীর সঙ্গে রাখবার জন্য একমাত্র ফ্রিজিয়ান রাগিণীকে নির্বাচন করে ভুল করেছেন; তাঁর ভুলটি আরও প্রকট এই কারণে যে তিনি পূর্বে বাঁশির ব্যবহার নামঞ্জুর করেছেন। বস্তুত ফলের দিক্ থেকে ফ্রিজিয়ান রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগিণীর সম্পর্ক বাঁশির সঙ্গে অন্য বাদ্যযন্ত্রের সম্পর্কের মতোঃ উভয়ের ফল ধর্মাত্মক উদ্দীপনা ও সাধারণ প্রক্ষোভ।

§ 10. কাব্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাইওনিসাসের[128] উন্মাদনা ও এই রকম সব মানসিক উত্তেজনা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র অপেক্ষা বাঁশির সংযোগে বেশী স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় [কাব্য বর্ণনায়]। তেমনি রাগিণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্রিজিয়ান রাগিণীর সুরগুলি এরূপ মানসিক অবস্থার উপযুক্ত বাহন। উদাহরণ হিসাবে ডিথির‍্যাম্বের[129] উল্লেখ করা যেতে পারেঃ একে সাধারণত ফ্রিজিয়ান প্রকৃতির বলে স্বীকার করা হয়।

§ 11. সংগীতকলায় পারদর্শীরা ডিথির‍্যাম্বের প্রকৃতির প্রমাণ হিসাবে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। ফিলক্সেনাসের প্রসঙ্গ তার অন্যতম। তিনি ডোরিয়ান রাগিণীতে 'দি মিসিয়ানস্' নামক একটি ডিথির‍্যাম্ব রচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি; তাঁর বিষয়টির স্বরূপ বিবেচনা করে আরও উপযোগী ফ্রিজিয়ান রাগিণীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

§ 12. এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে ডোরিয়ান রাগিণী সবচেয়ে বেশী গম্ভীর ও সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীলতাব্যঞ্জক। এর আর একটি গুণও আছে। আমাদের সাধারণ মত এই যে চূড়ান্তের অন্তর্বর্তী মধ্যপথ অধিক কাম্য এবং সেটি অনুসরণ করা উচিত। ডোরিয়ান রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগিণীর

সম্পর্ক মধ্যকের মতো। কাজেই ডোরিয়ান সুরগুলি অল্পবয়স্কদের শিক্ষার বাহন হিসাবে সবচেয়ে বেশী উপযোগী।

§ 13. মানুষ দুটি লক্ষ্যের অনুসরণ করে—যা সম্ভব এবং যা সংগত ; এবং এই লক্ষ্য দুটির অনুসরণ কালে প্রত্যেক মানুষকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে তার নিজের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সম্ভব এবং সংগত। তার পক্ষে এটি নির্ধারিত হবে বয়সের দ্বারা। যারা বৃদ্ধ এবং অবসন্ন তাদের পক্ষে উচ্চ স্বরাত্মক রাগিণীতে গান করা কষ্টকর ; এবং প্রকৃতি নিজেই ঐ বয়সের জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও কোমল রাগিণীগুলির ব্যবহার সূচিত করেন।

§ 14. শিক্ষার বাহন হিসাবে অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও কোমল রাগিণীগুলিকে প্লেটো প্রত্যাখ্যান করেছেন এই কারণে যে তারা সুরা পানের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সম্পর্কে কতিপয় সংগীতজ্ঞ প্লেটোর যে নিন্দা করেছেন তা ন্যায্য ; কেননা তাঁর যুক্তির ভিত্তি সুরা পানের প্রত্যক্ষ ফল নয় (যা প্রধানত উন্মত্ততা প্ররোচিত করে), পরোক্ষ ফল যা অবসাদ সৃষ্টি করে। [প্লেটো মনে রাখতে পারেন নি, কিন্তু] আমাদের মনে রাখতে হবে উত্তর কালের কথা এবং বৃদ্ধ বয়সের কথা ; এবং তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও কোমল রাগিণী ও সুরও ব্যবহার করতে হবে [অর্থাৎ যুব বয়সে এবং যুব শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে]।

§ 15. শিক্ষার শক্তি এবং সৌন্দর্যের আকর্ষণের সমন্বয়ের গুণে যুব বয়সের উপযোগী যেকোন রাগিণীকেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। লিডিয়ান রাগিণীর মধ্যে এই সমন্বয় বিশেষভাবে বিদ্যমান বলে মনে হয়। কাজেই সমক, সম্ভব এবং সংগত এই তিনটি মান অনুসারে সংগীত শিক্ষা হওয়া উচিত।

সংক্ষিপ্ত বিস্তৃতি

1. স্পষ্টত ডেল্ফিক বা ডেল্ফিয়ান ছুরিকা একাধিক কাজের উপযোগী, কোন একটি কাজের বিশেষ উপযোগী নয়।
2. হেসিয়ড (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 735)—গ্রীসের প্রাচীন কবি।
3. ক্যারণ্ডাস (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 500)—ক্যাটানার ব্যবস্থাপক ছিলেন এবং নিজের শহর তথা সিসিলি ও ইটালির কতকগুলি শহরের জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন।
4. এপিমিনিডিস—ক্রীটের কবি ও দৈবজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে কিন্তু তাঁর সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।
5. হোমার (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 700)—গ্রীসের সুবিখ্যাত মহাকাব্য প্রণেতা। তাঁর কাব্য গ্রীক সাহিত্য ও শিক্ষার ভিত্তি রচনা করেছিল। সাধারণত মনে করা হয় তিনিই 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' রচনা করেছিলেন।
6. পুরাকাহিনীতে পাওয়া যায় সাইক্লপ্স্‌রা ছিল একজাতীয় দৈত্য। তারা প্রধানত সিসিলিতে বাস করত এবং তাদের কপালের মাঝখানে একটি মাত্র চোখ ছিল।
7. প্রাচীন ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় ডিডেলাস ভাস্কর্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং ঐ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁর নাম বলতে সাধারণত বোঝায় 'নিপুণ শিল্পী'।
8. হোমারের রচনায় পাওয়া যায় হেফিস্টাস অলিম্পাসের দেবতাদের বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। অলিম্পাসে তাঁর প্রাসাদে কারখানা ছিল এবং অলিম্পাসের সমস্ত প্রাসাদের পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন।
9. গ্রীক নাট্যকার (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 375—334); অ্যারিস্টটলের ছাত্র; তাঁর নাটকগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হেলেন—ল্যাকিডিমনের রাজা মেনেলসের পত্নী; ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস তাঁকে হরণ করেন; তাঁর উদ্ধারের জন্য বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধ হয়।
10. সোলন (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 639—559)—অ্যাথেন্সের বিখ্যাত ব্যবস্থাপক ও কবি। তাঁর কবিতাগুলি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রীসের সপ্তর্ষির অন্যতম।
11. মিডাস—(পৌরাণিক যুগে) ফ্রিজিয়ার রাজা। ধনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।
12. ইজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ।
13. ইজিয়ান সাগরের বৃহত্তম দ্বীপগুলির অন্যতম।
14. থেলিস (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 636—546)—প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। গ্রীসের সপ্তর্ষির অন্যতম।

15. প্রাচীনকালে দুই অর্থে ব্যবহৃত হত : (1) ওজন=60 পাউণ্ড (আন্দাজ); (2) মুদ্রা=240 পাউণ্ড।
16. ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ সিসিলির অন্তর্গত নগর। এর রাজা (জ্যেষ্ঠ) ডাইও-নিসিয়াস (খৃঃ পূঃ 430—367) অতি নিকৃষ্ট স্বৈরাচারতন্ত্রের প্রতিমূর্তিরূপে বর্ণিত।
17. অ্যামেসিস (খৃঃ পূঃ 570—526)—মিশরের রাজা। তিনি সাধারণ প্রজা থেকে রাজা হয়েছিলেন; একটি দেবতার প্রতিমূর্তি থেকে একটি সোনার পাদান তৈরি করেছিলেন এবং বলেছিলেন : "পাদানটি যেমন সামান্য পাত্র থেকে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছে তেমনি আমিও সামান্য প্রজা থেকে সম্মানিত রাজা হয়েছি।"
18. সক্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪৬৯—৩৯৯)—সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক, লোকশিক্ষক এবং নৈতিক সত্যের পূজারী। তিনি ছিলেন প্লেটোর গুরু; প্লেটো তাঁর ভাবগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন।
19. গর্গিয়াস—সিসিলির অন্তর্গত লিয়ণ্টিনির বাক্‌পণ্ডিত ও সোফিস্ট। জন্ম আন্দাজ খৃঃ পূঃ 480; 100 বছরেব উপর বেঁচে ছিলেন।
20. সফক্লিস (খৃঃ পূঃ 495—406)—প্রখ্যাত গ্রীক করুণরসাত্মক কাব্য ও নাটক রচয়িতা।
21 প্লেটো (খৃঃ পূঃ 427—347)—প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক; অ্যারিস্টটলের গুরু; 'রিপাবলিক' তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সংলাপ ('ডায়লগ')।
22. পেলোপনেসাসের মধ্যভাগে অবস্থিত পাহাড় পরিবৃত দেশ। আর্কাডিয়ার অধিবাসীরা নিজেদের গ্রীসেব প্রাচীনতম জাতি বলে মনে করত। তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল শিকার ও গোপালন।
23. 'এথিক্স্'—অ্যারিস্টটলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।
24. এই নাম করণের কারণ এই যে সে তার সন্তানের মধ্য দিয়ে সন্তানের পিতার দান নিখুঁতভাবে ফেরত দিত। ফার্সালিয়া—গ্রীসের বৃহত্তম বিভাগ থেসালির অন্তর্গত শহর ফার্সালাসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।
25. প্লেটোর প্রসিদ্ধ সংলাপ ('ডায়লগ')।
26. অ্যারিস্টফেনিস (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 444—380)—প্রখ্যাত গ্রীক হাস্য-রসাত্মক কবি ও নাট্যকার।
27. প্লেটোর প্রসিদ্ধ সংলাপ ('ডায়লগ')।
28. ক্যাল্সিডন—এসিয়া মাইনয়ের জেলা বিথিনিয়াব অন্তর্গত গ্রীক নগর। ফেলিয়াস প্লেটোর সমসাময়িক ছিলেন।
29. পূর্ব লোক্রিস ও পশ্চিম লোক্রিস নামক দুটি গ্রীক জেলার অধিবাসী।
30. লিউকাস (বা লিউকাডিয়া)—আইওনিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ।

31. ইউবুলুস—একদা অ্যাটার্নিউস ও অ্যাসাস নামক উত্তর পশ্চিম এসিয়া মাইনরের দুটি শহরের রাজা ছিলেন। অ্যারিস্টটল কিছুকাল ইউবুলুসের উত্তরাধিকারী হার্মিয়াসের অতিথি হয়ে অ্যাসাসে বসবাস করেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন।
32. প্রাচীন গ্রীক রৌপ্য মুদ্রা—প্রায় $1\frac{1}{2}$ পেনি।
33. গ্রীক ইলিরিয়ার একটি শহর।
34. খৃ: পূ: চার শতকে অ্যালেকজেন্ড্রিয়ার গ্রীক গাণিতিক।
35. এসিয়া মাইনরের শ্রেষ্ঠ শহরগুলির অন্যতম। সম্ভবত হিপোড্যামাস তাঁর শহর রচনার পদ্ধতিগুলি মিলেটাসে শিক্ষা করেছিলেন। পরে তিনি অ্যাথেন্সে যান এবং সম্ভবত সেখানে এ বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করেন।
36. অ্যাথেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয়।
37. প্রাচীন গ্রীক মুদ্রা—প্রায় 4 পাউন্ড।
38. কাইমির আইনটি একেবারে অযৌক্তিক নয়। প্রাচীন জার্মান 'কম্পার্গেশন' প্রথার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে।
39. অ্যারেস ছিলেন গ্রীকদের রণ দেবতা আর অ্যাফ্রোডাইট ছিলেন প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। তাঁদের পরস্পরের অনুরাগ ছিল।
40. স্পার্টার পাঁচজন ইফর বা 'উপদর্শক'-এর স্পার্টার সংবিধানের সাধারণ অধ্যক্ষতার ক্ষমতা ছিল। কয়েকজন আধুনিক চিন্তানায়ক রাষ্ট্রীয় কার্য-কলাপের চরম নিয়ন্ত্রের জন্য ইফরেটের অনুকরণে একটি উচ্চতম সংস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন।
41. ইজিয়ান সাগরের বৃহত্তম দ্বীপগুলির অন্যতম।
42. স্পার্টার ব্যবস্থাপক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা ক্যারিলাসের অভিভাবক।
43. স্পার্টার রাজা—খুল্লতাত লাইকার্গাস তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।
44. ক্রীটের রাজা ও ব্যবস্থাপক।
45. অ্যাথেন্সের রাষ্ট্রবিদ্ এবং পেরিক্লিসের বন্ধু ও সমর্থক।
46. অ্যাথেন্সের সুবিখ্যাত রাষ্ট্রবিদ্ [খৃ: পূ: 490 (আনুমানিক)—429]।
47. প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর আইন প্রণয়নের কাল খৃ: পূ: 660 বলে ধরা হয়। তাঁর কঠোর সংহিতা গ্রীকদের প্রথম লিখিত আইন সংকলন বলে মনে করা হয়।
48. নিউম্যানের মতে অনুচ্ছেদটি পুনরুক্ত ও অবান্তর।
49. অ্যাথেন্সের প্রথম লিখিত আইন সংহিতার রচয়িতা। তাঁর আইন প্রণয়নের কাল খৃ: পূ: 621। গ্রীসের কিংবদন্তি ঃ তাঁর আইনগুলি লেখা হয়েছিল রক্তে, কালীতে নয়।

50. গ্রীসের সপ্তর্ষির অন্যতম। লেস্‌বসের অন্তর্গত মিটিলিনের অধিবাসী; ডিক্টেটর (খৃঃ পূঃ 589—579)।
51. গ্রীক ভাষায় 'ডেমিউরগয়' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'শিল্পীবৃন্দ', কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে নিয়মিতভাবে ম্যাজিস্ট্রেটদের উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হত। গর্গিয়াসের বক্তব্য এই যে নাগরিকতা জন্মের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে রাষ্ট্রের উপর।
52. অ্যাথেন্সের গণতন্ত্রের প্রবর্তক; উল্লেখযোগ্য সংস্কার (খৃঃ পূঃ 510); নির্বাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক।
53. প্রখ্যাত গ্রীক করুণরসাত্মক কবি ও নাট্যকার (খৃঃ পূঃ 480—406)।
54. গ্রীক শব্দটি ('ইউডেমোনিয়া') নিছক আনন্দ জনিত সুখের চেয়ে উন্নত জিনিস বোঝায়—এর মধ্যে নিহিত আছে 'প্রাণশক্তি'। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইউডেমোনিয়া' হচ্ছে 'সততার শক্তি ও আচরণ'। বার্কার 'ইউডেমোনিয়া'-র স্থানে 'Felicity' এবং 'আনন্দ জনিজ সুখ'-এর স্থানে 'Happiness' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমরা 'Felicity'-র স্থানে 'পরম সুখ' এবং 'Happiness'-এর স্থানে 'সুখ' শব্দ ব্যবহার করেছি।
55. অ্যাথেন্সের অধিবাসী অসুযক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।
56. গ্রীক পুরাবৃত্তের বিরাট শক্তিশালী বীর।
57. কোরিন্থের স্বৈরাচারী (খৃঃ পূঃ 625—585)। গ্রীক সপ্তর্ষির অন্যতম।
58. মিলেটাসের স্বৈরাচারী।
59. অলিম্পাসের দেবতাদের শ্রেষ্ঠতম। তাঁকে দেবতা ও মানুষের পিতা বলা হয়। তিনি চরম শাসক এবং রাজশক্তি, আইন ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা।
60. মাইসেনির রাজা—গ্রীসের প্রবল পরাক্রান্ত শাসক—ট্রয়ের যুদ্ধে গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি।
61. লেস্‌বসের অন্তর্গত মিটিলিনের প্রাচীনতম গীতি কবি—আন্দাজ খৃঃ পূঃ 611-তে খ্যাতি লাভ করেন।
62. এই দুটি রাষ্ট্রেই মুখ্যতন্ত্র ছিল।
63. পাইলসের রাজা—বাগ্মিতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য সুবিখ্যাত।
64. যুগল (তৃতীয়) বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত অংশটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়।
65. মিলেটাসের গ্রাম্য কবি—জন্ম খৃঃ পূঃ 560।
66. ব্যক্তিটিকে সঠিক ধরা যায় না। নিউম্যানের অনুমান অনুসারে অ্যাথেন্সের থেরামেনিস। আবার অ্যান্টিপেটারের কথাও মনে আসে।
67. নিউম্যানের মতে এখানে 'সংবিধান' বলতে শুধু 'নিয়মতন্ত্র' বা মিশ্র সংবিধান

বোঝাতে পারে ; কিন্তু পরি 7-এ বর্ণিত মিশ্র ধরনের 'অভিজাত তন্ত্র'ও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

68. অর্থাৎ শপথ এই মর্মে যে তাদের ধন (বা স্বাস্থ্য) পদের কর্তব্য সম্পাদনে অনুপযুক্ত।

69. 'দি মেন অফ দি সেভেন্থ' কারা ছিলেন পরিষ্কার বোঝা যায় না। 'যাঁরা মাসের সপ্তম দিনে নিহত হয়েছিলেন' অথবা 'যাঁরা সপ্তম উপজাতির সভ্য'—এই দুরকম অর্থ হতে পারে।

70. অ্যারিস্টটলের ব্যবহার থেকে মনে হয় 'বংশ' মানে শুধু একটি গ্রীক শহরের সভ্য। এই অর্থে অ্যাথেন্সের অধিবাসীরা থিব্‌সের অধিবাসীদের ভিন্ন বংশীয়।

71. বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত অংশটি আলোচনার অন্তরায় স্বরূপ এবং মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক।

72. এখানে সমকামী সম্পর্ক বুঝতে হবে।

73. এই দল সমুদ্রতীরবাসী অপক্ষাকৃত দরিদ্র দলের বিরোধী ছিল।

74. অ্যারিস্টটল 'পলিটিক্স্‌'-এর দুজায়গায় 'বংশানুগত' গণতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন—দ্বিতীয় খণ্ড, পরি 12, অনু 2 এবং পঞ্চম খণ্ড, পরি 5, অনু 10।

75. অ্যাথেন্সের সেনাপতি।

76. অ্যাথেন্সের খঞ্জ শিক্ষক। তাঁর কবিতা মেসোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে স্পার্টা-বাসীদের জয়লাভে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

77. উদাহরণ : উৎকোচ গ্রহণ বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা অন্য প্রকার অন্যায় আদায়।

78. অ্যারিস্টটল বলতে চান যে উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হলে (অবশ্য যদি অগ্রস্বত্ব প্রথা না থাকে) সম্পত্তির বিস্তার হবে।

79. তৃতীয় খণ্ডের যুক্তি অনুযায়ী বিতর্ক সংস্থা সংবিধানের সার্বভৌম সংস্থা। কাজেই অ্যারিস্টটল এখানে যে 'পদগুলি'-র উল্লেখ করছেন সেগুলি সমিতি বা সভার সভ্যদের পদ। তবে সম্ভবত তিনি সর্বোচ্চ শাসনবিভাগীয় পদগুলির কথাই বলতে চাইছেন।

80. অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র উভয়েই সামাজিক শ্রেণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি সমস্ত সামাজিক শ্রেণীর অবসান ঘটে তাহলে এই জাতীয় সরকার দুটিরও অবসান ঘটবে।

81. অর্থাৎ যে উপায়গুলি প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের রক্ষাকারী আর যেগুলি (রক্ষাকারী মনে হলেও) প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসকারী তাদের মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান।

82. 'একাধিপত্য' (বা একজনের শাসন) অ্যারিস্টটলের ব্যবহার অনুযায়ী

'রাজতন্ত্র' হতে পারে আবার 'স্বৈরাচার তন্ত্র'ও হতে পারে। সুতরাং 'একাধিপত্য' 'রাজতন্ত্র'-এর সমার্থক নয়। পদটি আরও ব্যাপক।

83. মনে হয় এখানে অ্যারিস্টটল 'একাধিপত্য' (রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচারতন্ত্র সমেত) এবং 'বিশুদ্ধ সংবিধান'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে চান। তিনি যেন বলতে চান যে একাধিপত্য সংবিধান নয়, কেবল একটি ব্যক্তিগত ব্যবস্থা—যদি বস্তুত একে একটি ব্যবস্থা বলা চলে। এর সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডের সাধারণ মতের বিরোধ ঘটছে।

84. একাধিপতি সম্বন্ধে এই ধারণার সঙ্গে হেগেলের ধারণার মিল দেখা যায়।

85. (জ্যেষ্ঠ) ডাইওনিসিয়াসের পুত্র—খৃ পূ 367-তে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

86. আধুনিক ভাষায় 'ভাবাদর্শের সংঘর্ষ' বললেই ভালো হয়।

87. খৃ পূ অষ্টম শতকের মধ্যভাগে স্পার্টার একজন রাজা।

88. অর্থাৎ সম্পত্তি করের হার দাঁড়িয়েছিল বছরে শতকরা 20।

89. নিউম্যান উপায় দুটির প্রভেদ বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথমটিতে ধরে নেওয়া হয় যে স্বৈরাচারীর প্রজারা অনিবার্যভাবে তাঁর প্রতি বৈরভাবাপন্ন এবং এখানে লক্ষ্য তাদের ষড়যন্ত্র করতে অক্ষম করা; দ্বিতীয়টিতে লক্ষ্য স্বৈরাচারীর প্রজাদের ষড়যন্ত্র করতে অনাসক্ত করা।

90. পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে ম্যাকিয়াভেলির চরিত্র ও বাস্তবতার পূর্বাভাস মেলে, কিন্তু দুজনের উপদেশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

91. গ্রীক দার্শনিক (আনুমানিক খৃ পূ 513)

92. পাঠকের সুবিধার জন্য এই পরিচ্ছেদের প্রথম ছটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ পরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হয়েছে।

93. এই বাক্যটিকে নিউম্যান ও অন্যান্য সম্পাদকরা বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

94. রাষ্ট্রের সাধারণ অগ্নিকুণ্ড অবস্থিত হত 'প্রিটানিয়াম'-এ। এই গৃহটি অগ্নিকুণ্ডের দেবতার নিকট নিবেদিত হত। সেখানে তাঁর সম্মানের জন্য অগ্নি অনির্বাণ থাকত এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের বসবাসের ও গণভোজনের ব্যবস্থা থাকত।

95. রাজতন্ত্রের অবসানের পরেও কখনও কখনও রাজা উপাধি চালিত থাকত, কেননা প্রাচীন রাজারা সব সময়ে একাধারে পুরোহিত ও শাসক ছিলেন।

96. পরিচ্ছেদটি অসমাপ্ত অবস্থায় শেষ হয়েছে। অনু 24 মোটামুটি লিখে নেওয়া বলে মনে হয়; শেষ বাক্যটি মাঝখানে শেষ হয়েছে।

97. এখানে 'সুখী' শব্দটিকে 'পরম সুখী' অর্থে নিতে হবে।

98. এখানে সৃষ্টি সম্বন্ধে উদ্দেশ্যবাদী মতটি নিহিত রয়েছে। এই মত অনুসারে প্রত্যেক জীবের একটি উদ্দেশ্য আছে যা সাধন করবার জন্য সে

সৃষ্ট হয়েছে, এবং অপর সমস্ত জীবের উদ্দেশ্য মানুষের উদ্দেশ্য অপেক্ষা গৌণ।

99. গ্রীক চিকিৎসক ও লেখক (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 460—357)। তাঁর বচনগুলি সুপ্রসিদ্ধ।

100. ট্রয়ের যুদ্ধে গ্রীকদের ঘোষক। তাঁর কণ্ঠস্বর 50 জনের সমবেত কণ্ঠস্বরের মতো উচ্চ ছিল।

101. প্রথম উক্তিটি প্লুটার্কের মতে ইউরিপিডিসের; দ্বিতীয়টি কার তা জানা যায় না। —

102. অ্যারিস্টটলের উক্তির মধ্যে যুক্তি আছে, কিন্তু এর নৈতিক লক্ষণা অস্বীকৃত হতে পারে।

103. এই অনুচ্ছেদটি ভ্রমাত্মক, কেননা প্রথম দিকের আশ্রয় বাক্য এবং শেষ দিকের সিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই।

104. কর্ম ও তার প্রাতিষঙ্গিক শ্রেণীর এই বিবরণ সম্পর্কে চতুর্থ খণ্ড, পরি 4 এবং চতুর্থ খণ্ড, পরি 3 দ্রষ্টব্য। বিবরণগুলির তুলনা করা চলে কিন্তু সমন্বয় করা চলে না।

105. এখানে প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এব সম্পত্তি-ব্যবস্থার সঙ্গে অ্যারিস্টটলের সম্পত্তি-ব্যবস্থার বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

106. এই সম্পর্কে অ্যারিস্টটল কর্তৃক প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর সমালোচনা স্মরণীয়।

107. অর্থাৎ আধুনিক ইটালির 'পদাংগুলি'।

108. পরি 10-এর অনু 1—8 পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের যোজনা হতে পারে। তাহলেও অনু 7—8-এর যুক্তির মধ্যে অ্যারিস্টটলের গন্ধ পাওয়া যায়।

109. নিউম্যান মনে করেন চারটি বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্য, রাজকার্যের সুবিধা, সামরিক কার্যের সুবিধা ও সৌন্দর্য; কিন্তু ব্যস্ততা হেতু অ্যারিস্টটল চতুর্থটির (অনু 7-এর শেষ দিক্ দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন।

110. খৃঃ পূঃ 369-এ এবং পরে থিব্‌সের সেননানায়ক ও রাষ্ট্রবিদ্ ইপামিনণ্ডাসের নিকট স্পার্টার পরাজয়ের কথা অ্যারিস্টটল চিন্তা করছেন। 'প্রাচীর' সংক্রান্ত গ্রীক বাদানুবাদ অনেকটা আধুনিক কালেব 'ম্যাজিনো লাইন' সংক্রান্ত বিতর্কের মতো।

111. ডেল্‌ফি—গ্রীসের উত্তরাঞ্চলে ফোকিসের অন্তর্গত শহর। অ্যাপোলোর সম্মানে প্রতিষ্ঠিত এখানকার প্রশ্নদেব গ্রীক জগতের প্রশ্নদেবদের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ এবং পারস্য যুদ্ধের সময়ে গ্রীক রাষ্ট্র সমূহের উপর প্রভাবের জন্য বিখ্যাত।

112. সিল্যাক্স—পারস্যের রাজা ডেরায়াস হিস্টাস্পিস কর্তৃক এসিয়ার সমুদ্রকূল অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

113. অ্যারিস্টটল এখানে ইপামিনন্ডাসের নিকট স্পার্টার পরাভবের ইঙ্গিত করছেন।

114. এখানে অ্যারিস্টটল হয়তো তাঁর সময়ের ক্রীটবাসীদের এবং ট্রোয়েজেনের অধিবাসীদের কথা ভাবছেন।

115. দেহের দিক্ থেকে বিবাহের এই আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অ্যারিস্টটল চিকিৎসকের পুত্র ছিলেন এবং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন।

116. আর্টেমিস এই দেবীদের একজন ছিলেন; কিন্তু গ্রীকদের শিশু জন্মের একজন বিশেষ দেবী ছিলেন এলেথুইয়া।

117. শিশুদের নিক্ষেপ (কখনও কখনও শহরের নিকটস্থ পাহাড়ে) গ্রীকদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল। গ্রীক নাটকের নায়িকা কোন কোন সময়ে দেখা যায় এই ধরনের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে (মেয়েরাই বিশেষভাবে নিক্ষিপ্ত হত)। আধুনিক কালেও এই প্রথা বেঁচে আছে; তবে আধুনিক মানবিকতা বোধ পরিত্যক্ত ছেলেমেয়েদের জন্য পাহাড়ের অনাবৃত পার্শ্বদেশের জায়গায় হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছে।

118. নিউম্যানের মতে অ্যারিস্টটল এখানে স্বামীর মনের যৌবনের কথা বলছেন, স্ত্রীর নয়।

119. নিউম্যানের মতে প্রয়োজনীয় উপযোগী বিষয়ের মধ্যে থাকতে পারে পঠন, লিখন, কিছু পাটীগণিত ও কিছু জ্যামিতি। উপযোগী অথচ প্রয়োজনীয় নয় এমন বিষয়ের উদাহরণ হিসাবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কথা বলা যেতে পারে।

120. উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পাবে যে 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো গান যে সাহসের বার্তা বহন করে তাতে আনন্দলাভে আমাদের অভ্যস্ত করে আমাদের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তাকে তেজস্বী করতে পারে।

121. এই আধপৌরাণিক ব্যক্তিকে গ্রীসের আদিকবিদের অন্যতম মনে করা হয়।

122. খ্যাতনামা গ্রীক চিত্রকর (আনুমানিক খৃ পূ 360—330)।

123. গ্রীক চিত্রকর—সম্ভবত খৃ পূ 463-তে অ্যাথেন্সে আসেন ও সেখানকার নাগরিকতা লাভ কবেন। তিনি দেযাল প্রসাধনে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

124. এসিয়া মাইনরের জেলা লিডিয়াতে প্রচলিত রাগিণী, তবে বিশুদ্ধ নয়।

125. কোমল রাগিণীগুলি (নিউম্যানের ইঙ্গিত অনুযায়ী) এসিয়া মাইনবের জেলা আইওনিয়া ও লিডিয়াতে প্রচলিত রাগিণী।

126. এসিয়া মাইনরের জেলা ডোরিসে প্রচলিত রাগিণী।

127. এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ফ্রিজিয়াতে প্রচলিত রাগিণী।

128. মদ্যের দেবতা।

129. বাদ্য ও নৃত্যসহ এক প্রকার গীত। প্রথমে দেবতা ডাইওনিসাসের জন্ম ও ভাগ্য ছিল এর বিষয়বস্তু; পরে এর বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক হয়।

'পলিটিক্স্'-এ উল্লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান

1. অ্যাথেন্স—অ্যাটিকার রাজধানী ; গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। মিল্টনের ভাষায় 'ইউরোপের জ্ঞান চক্ষু'।

2. স্পার্টা—ল্যাকিডিমন নামেও পরিচিত; ল্যাকোনিয়া বা ল্যাকোনিকার রাজধানী; ধনশালী এবং গ্রীক সভ্যতার অন্যতম নায়ক; সামরিক শিক্ষা ও শৌর্যের জন্য বিখ্যাত।

3. ক্রীট—ভূমধ্যসাগরস্থ বৃহৎ দ্বীপ; জলবায়ু, উর্বরতা এবং প্রাচীন সভ্যতার জন্য প্রসিদ্ধ; নাবিকদের দক্ষতা এবং পরিবহণ বাণিজ্যের দরুন সমৃদ্ধ।

4. কার্থেজ—আফ্রিকার উত্তরকূলে অবস্থিত প্রাচীন জগতের সর্বজনবিদিত শহর; গৌরব শিখরে অবস্থানকালে এর চতুর্দিকে বিস্তৃতি ছিল 15 মাইল; কিংবদন্তি এই যে রোম নির্মাণের প্রায় 100 বছর পূর্বে টায়ারের ফিনিসিয়ানরা এর প্রতিষ্ঠা করে; উত্তরকালে কার্থেজবাসীরা রোমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

5. থিব্স—গ্রীসের বিয়োসিয়া জেলার প্রধান শহর; ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগের একটি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী শহর; থিব্সবাসীরা গোড়া থেকেই প্রতিবেশী অ্যাথেন্সবাসীদের ঘোর শত্রু ছিল; খৃঃ পূঃ 371-এ স্পার্টাবাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর থিব্স গ্রীসের শ্রেষ্ঠতম শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

6. কিয়স—ইজিয়ান সাগরের বৃহত্তম দ্বীপগুলির অন্যতম। হোমারের জন্মস্থান হিসাবে এর দাবি প্রাচীনদের কাছে সব চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।

7. থেসালি—গ্রীসের বৃহত্তম বিভাগ; আসল থেসালি বহু প্রাচীনকালে চারটি জেলায় বিভক্ত ছিল।

8. ব্যাবিলন—ইউফ্রেটিস নদীর উভয় তীরে নির্মিত প্রাচীন জগতের সুপ্রসিদ্ধ শহর।

9. কোরিন্থ—কোরিন্থ যোজকের উপর অবস্থিত শহর; অতি প্রাচীন যুগে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির জন্য প্রখ্যাত।

10. মেগারা—গ্রীসের মেগারিস জেলার রাজধানী; সক্রেটিসের ছাত্র ইউক্লিড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক বিদ্যালয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

11. লেস্‌বস—ইজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ; কবি, ঋষি, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের জন্মস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ।

12 স্যামস—ইজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ; স্বৈরাচারী পলিক্রেটিসের আমলে এর ক্ষমতা ও গৌরব উচ্চতম শিখরে উঠেছিল; সংস্কৃতি ও শিল্পের কেন্দ্র; কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের জন্মস্থান।

গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

A

Absolute—চরম/পরম নিরপেক্ষ/নিরঙ্কুশ
Accident—আপতন/আকস্মিক বিশেষত্ব বা গুণ
Adaptation—অনুকূলন
Advocate—অধিবক্তা
Agitation—বিক্ষোভ
Alien—বিদেশী
Allegation—অভিকথন
Alliance—মৈত্রী/রাষ্ট্র মৈত্রী
All-inclusive—সর্বাত্মক
Alternative—বিকল্প/অনুকল্প
Ambiguous—অস্পষ্ট/দ্ব্যর্থক
Amusement—আমোদ
Analogous—সমবৃত্তি
Ancillary—সহায়ক
Anticipation—পূর্বজ্ঞান
Appetite—ক্ষুধা
Appointment—নিয়োগ
Aristocracy—অভিজাততন্ত্র
Assimilation—আত্তীকরণ
Assumption—অঙ্গীকার
Attribute—গুণ/ধর্ম/লক্ষণ

B

Balance—সমতা/স্থিতিসাম্য
Balanced—সমসংস্থিত
Bias—পক্ষপাত
Book—খণ্ড
By lot—ভাগ্যপরীক্ষা দ্বারা
By vote—নির্বাচন দ্বারা

C

Catapult—ভারী প্রস্তর নিক্ষেপণযন্ত্র
Chance—আকস্মিকতা
Chapter—পরিচ্ছেদ
Choir-master—গায়ক চক্রের অধিনায়ক
Chorus—সমবেত বা মিলিত সংগীত
Citizenship—নাগরিকতা
Claim—দাবি
Clique—চক্র
Club—মজলিস
Code—সংহিতা
Combination—সমন্বয়
Committee—সমিতি
Common meals—গণভোজন/গণাহার
Communism—সমভোগবাদ
Community of property—সম্পত্তির সমান অধিকার
Community of wives and children—স্ত্রী ও সন্তানের উপর সমান অধিকার
Composite—সংযুত
Compound—যৌগিক পদার্থ
Conception—ধারণা
Condition—অবস্থা/শর্ত
Confederation—সমবায়
Confiscated—বাজেয়াপ্ত
Confiscation—সর্বস্বহরণ/বাজেয়াপ্ত করণ
Conspiracy—ষড়যন্ত্র

Constitution—সংবিধান
Consummation—পরিপূর্ণতা
Contiguity—সন্নিধি/নৈকট্য
Contribution—অংশদান/অবদান
Corresponding—প্রাতিষঙ্গিক
Criterion—নির্ণায়ক/অভিজ্ঞান
Custom—রীতি/প্রথা
Cycle—চক্র

D

Decree—আদেশ
Defined—নিরুক্ত
Deliberative—বিতর্ক বিভাগীয়/বিতর্কমূলক
Demagogue—প্রজানায়ক
Democracy—গণতন্ত্র
Deterrent—প্রতিরোধক
Distribution—বন্টন/বিভাজন
Distributive justice—বন্টনমূলক ন্যায়
Disturbance—See Agitation

E

Eavesdropper—প্রচ্ছন্ন শ্রোতা
Edict—আজ্ঞা
Elected—নির্বাচিত
Element—উপাদান/মৌলিক পদার্থ
Emotion—প্রক্ষোভ
Equalisation—সমীকরণ
Equality—সাম্য
Equilibrium—ভারসাম্য
Excellence—গুণবত্তা
Exposure—নিক্ষেপ/নিক্ষেপণ

F

Fact—তথ্য
Faction—উপদল
Factor—নির্ধারক
Felicity—পরম সুখ
Fortification—পরিক্রিয়া
Fraternity—ভ্রাতৃত্ব

G

Gift of perception—বিষয় গ্রহণ/ক্ষমতা
Goodness—সততা/সাধুতা/সুজনতা
Government—সরকার
Gregarious—যূথচর
Guarantor—সংরক্ষক

H

Halter—কণ্ঠপাশ
Happiness—সুখ
Harmony (musical)—একতান/ঐকতান/স্বরসংগতি
Heterogeneity—অসমসত্ত্বতা/ভিন্নজাতীয়তা
Hoard—বৃহৎ সঞ্চয়
Homogeneity—সমসত্ত্বতা/সজাতীয়তা
Homosexuality—সমকামিতা
Hypothesis—প্রাক্‌কল্পনা

I

Idea—ভাব
Identity—একত্ব/অভেদ
Image—প্রতিরূপ
Implication—লক্ষণা
Impulse—আবেগ

Inclination—প্রবণতা
Initiative—উদ্‌যোগ
Inner ring—গূঢ় চক্র
Insest—অজাচার
Intrigue—চক্রান্ত

J

Judicial বিচারবিভাগীয়/বিচারমূলক
Justice—ন্যায়

K

Katharsis (Release of emotion)—প্রক্ষোভমোচন

L

Law—আইন
Legislation—আইন প্রণয়ন/ব্যবস্থাপন
Legislator—আইন প্রণেতা/ব্যবস্থাপক
Leisure—অবকাশ/অবসর
Liberty—স্বাধীনতা

M

Magisterial—শাসনবিভাগীয়/শাসনমূলক
Melody—সুর
Mode (musical)—রাগিণী
Monarchy—রাজতন্ত্র

N

Nominated—মনোনীত
Numerical equality—সংখ্যাগত সাম্য

O

Obligation—বাধ্যবাধকতা
Obscure—দুর্বোধ/দুর্বোধ্য
Oligarchy—মুখ্যতন্ত্র
Oracle—প্রশ্নদেব
Ostracism—নির্বাসন
Overlapping—পরস্পরাঙ্গী

P

Parallel—সহচারী
Partial—অসমদর্শী/একদেশদর্শী
Passion—ক্ষোভ
Pilloried—কাষ্ঠযন্ত্রে আবদ্ধ
Plausibility—সত্য সন্নিভতা/সত্যের কাছাকাছি
Pleasure—আনন্দ
Policy of levelling—অবনমন নীতি
Polity (in general sense)—সংবিধান
" (in special sense)—নিয়মতন্ত্র
Portable—সুবহ
Possibility—সম্ভাবনা
Postulate—স্বীকার্য
Prerogative—প্রাধিকার
Privilege—বিশেষাধিকার
Probability—সম্ভাব্যতা
Property qualification—সম্পত্তি যোগ্যতা
proportion—অনুগুণতা/সমানুপাত
Proportional equality—সমানুপাতিক সাম্য
Proposition—প্রতিজ্ঞা
Provision—উপবন্ধ
Public prosecutor—অভিশংসক
Purgation of emotions—See katharsis

Q

Quota—নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত অংশ

R

Ratification—অনুসমর্থন
Rational—যুক্তিযুক্ত/যুক্তিসিদ্ধ
Reason—কারণ/বিচারবুদ্ধি
Recurring—আবর্ত
Refeerrd—প্রস্তাপিত
Registered—নিবন্ধনভুক্ত/নিবদ্ধ
Relative—আপেক্ষিক/সাপেক্ষ
Relaxation—বিনোদন
Reproduicton—জনন
Resident alien—বাসিন্দা বিদেশী
Responsibility—দায়িত্ব
Revolution—বিপ্লব
Rhetoric—অলংকার বিদ্যা/শব্দালংকার বিদ্যা
Rhythm—ছন্দ/তাল
Right—অধিকার
Rotation—পর্যায়ানুক্রম/পর্যায়ক্রম

S

Safeguard—রক্ষা কবচ
Section—অনুচ্ছেদ
Sedition—রাজদ্রোহ/রাজবিদ্বেষ/রাজবৈর
Serf—কৃষিদাস
Shade off into—অনুপ্রবিষ্ট হওয়া
Simplification—সরলীকরণ
Slave—ক্রীতদাস
Species—প্রজাতি
Speculation—ফটকা/দূরকল্পনা
Spirit—তেজ/প্রকৃত অর্থ/মনোভাব/সাহস
Spoliation—হরণ
Substitution—প্রতিকল্পন
Suffrage—ভোটাধিকার
Survival—উদ্বর্তন
Symmetry—প্রতিসাম্য

T

Technique—কৌশল
Tenure—পদাবধি
Term—কার্যকাল/নিবন্ধন
Terms—শর্ত
Theme—প্রকরণ
Theory—তত্ত্ব
Time (musical)—তাল
Trains of reflection—বিচার প্রবন্ধ
Tribe—উপজাতি
Turn—পর্যায়/পালা/বার
Typical—প্রতিরূপক
Tyranny—স্বৈরাচারতন্ত্র

U

Unit—একক
Utility—উপযোগ

V

Vague—অস্পষ্ট
Virtue—পুণ্য/সদ্‌গুণ/সুকৃতি